মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ-এর ভূমিকা

[The Role of Hajj in Establishing Unity of Muslim Ummah]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই, ২০২৩

গবেষক

আয়েশা চৌধুরী

রেজি: নং : ৩২/২০১৮-২০১৯

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ শামছুল আলম

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কলা অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

THE ROLE OF HAJJ IN ESTABLISHING UNITY OF MUSLIM UMMAH

**(Thesis submitted for the award of the degree of M.Phil.
of the University of Dhaka)**

July, 2023

Submitted by
AYESHA CHOWDHURY
Reg. No : 32/2018-2019
Dept. of Islamic Studies
University of Dhaka

Supervisor
DR. MD. SHAMSUL ALAM
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka.

Faculty of Arts
University of Dhaka.

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভুক্ত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল. গবেষক আয়েশা চৌধুরী কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত **"মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ-এর ভূমিকা [The Role of Hajj in Establishing Unity of Muslim Ummah]"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্যত্র ডিগ্রীলাভ অথবা প্রকাশনার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য গবেষক প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করেছেন।

ঢাকা
জুলাই, ২০২৩

(ড. মো: শামছুল আলম)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ-এর ভূমিকা [The Role of Hajj in Establishing Unity of Muslim Ummah]"** শীর্ষক গবেষণাকর্মটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ শামছুল আলম-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর অংশবিশেষ কোনো প্রকার ডিগ্রীলাভ বা প্রকাশনার জন্য অন্যত্র উপস্থাপিত হয়নি এবং কোথাও প্রকাশ করা হয়নি।

(আয়েশা চৌধুরী)
এম.ফিল. গবেষক
রেজিঃ নং : ৩২/২০১৮-২০১৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ঢাকা
জুলাই, ২০২৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের প্রতি যিনি বিশ্বমানবকে একই উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করেছেন অতঃপর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উম্মতকে সমস্ত উম্মতের ওপর প্রাধান্য প্রদান করেছেন এবং তাদেরকে কল্যাণময় উম্মাহ্‌ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। দুরূদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, যিনি মহান আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত জ্ঞানের শহর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন; প্রেরিত হয়েছেন বিশ্ব মানবতার শিক্ষক হিসেবে। আমি আরো সালাত ও সালাম প্রেরণ করছি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কিরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সত্যিকারার্থে অনুসারীদের প্রতি। নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য নির্ধারিত।

আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি প্রত্যেক যুগের আইম্মায়ে শরীয়ত ও আইম্মায়ে তরিকত গণকে, যারা মুসলিম উম্মার কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ হয়ে নিজেদের জীবন ও সম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে উৎসর্গ করেছেন। মহান আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলামকে সর্বপ্রকার কলুষতা থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াসে এবং মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর নৈকট্যলাভের পথ দেখাতে আজীবন সাধনা করে গেছেন। স্মরণ করছি, আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা শাহ্‌ সূফি হাশমত উল্লাহ নক্সবন্দী মুজাদ্দেদী (কু: ছে: আ:)-কে, যিনি অসংখ্য অগণিত পথভোলা মানুষকে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ বাতলিয়েছেন। উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাঁদের প্রত্যেকের সাধনাকে মহান আল্লাহ কবুল করুন।

আমার এ গবেষণাকর্মটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দানের প্রাক্কালে আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও অত্র গবেষণার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মো: শামছুল আলম স্যারের প্রতি, তাঁর যথাযথ নির্দেশনা ব্যতীত আমার পক্ষে এ অভিসন্দর্ভ রচনা সম্ভব হত না। তার ব্যক্তিগত এবং বিভাগীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহসহ সার্বিক ব্যাপারে তিনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। এজন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি আরো বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কন্ট্রোলার মহোদয় জনাব বাহালুল হক চৌধুরী- এর প্রতি, তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা না থাকলে আমার উচ্চতর গবেষণা বা ডিগ্রী লাভের স্বপ্নই তৈরী হতো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: ছানাউল্লাহ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, যিনি বর্তমান ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, প্রমূখ স্যারের নিকট থেকে মূল্যবান পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছি। আমি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সকল শিক্ষক এবং আমার অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরম শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার বাবা এস.বি. চৌধুরী ও মমতাময়ী মা ফিরোজা বেগম এবং আমার ভাই আব্দুল আযীম চৌধুরী, ওমর ফারুক চৌধুরী এবং রিয়াজ উদ্দিন চৌধুরী-এর প্রতি। যাঁরা আমাকে ইসলামী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ার জন্য সদা-সর্বদা সাহস, অনুপ্রেরণা ও আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তির কথা আমার সবচেয়ে বেশি স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সিনেট সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অব গভর্নরস-এর সম্মানিত গভর্নর, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনাব র আ ম ওবায়দুল মুকতাদির চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য- ২৪৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩। তিনি আমার জীবনে বেড়ে ওঠার অনুপ্রেরণা। আমার শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, আমার বর্তমান অবস্থান সর্বক্ষেত্রে যার অবদান আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমি তাঁদের জন্য অত্যন্ত বিনম্র চিত্তে সর্বান্তঃকরণে দু'আ করি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে প্রায়শই আমার পরিবারের সদস্যরা আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থেকেছে। বিশেষ করে আমার দুই ছেলে ওহী চৌধুরী ও আবরার খলীল চৌধুরী শাফী আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনের অনুপ্রেরণা। আমার সব স্বপ্ন-সাধ ওদেরকে ঘিরেই। অধিকাংশ সময় আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থেকেও ওরা আমার মনোবল যুগিয়েছে।

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় মন্ত্রী জনাব অধ্যক্ষ মতিউর রহমান মহোদয় এবং বর্তমান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মো: ফরিদুল হক খান, এম.পি. মহোদয়ের প্রতি। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব জনাব মো: আনিছুর রহমান এবং জনাব মো: আব্দুল জলিল মহোদয়বৃন্দের প্রতি। এছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হজ্জ অফিসের বর্তমান সম্মানিত পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম (যুগ্ম সচিব), প্রাক্তন পরিচালক জনাব মো: বজলুল হক বিশ্বাস এবং ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল মহোদয় বৃন্দের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি এবং হজ্জ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত হজ্জ অফিসসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের প্রতি, যারা বিভিন্ন প্রকার তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করে আমার এ গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত করতে সহযোগিতা করেছেন।

আমি অন্তরের অন্তস্থল হতে কৃতজ্ঞতা জানাই 'আমজাদ হোসনে আরা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট', ডিয়াবাড়ী, ঢাকা-এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা জনাব আমজাদ হোসেন চৌধুরী এবং তাঁর সহধর্মিনী জনাব হোসনে আরা চৌধুরীর প্রতি। যার কথা, পরামর্শ আমাকে উচ্চতর পড়াশুনা ও গবেষণার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পাশাপাশি তার প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার সুযোগ পাওয়ায় আমি মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। তাঁর কথা আমাকে এখনো নতুনভাবে জ্ঞানান্বেষণের প্রতি ধাবিত করে। আমি স্যার ও আপার সুস্থতা ও উভয় জাহানের কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি।

আমার গবেষণাকর্ম রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্ত, উপকরণ, দেশী-বিদেশী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী, রিসার্চ জার্ণাল, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী এবং অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এসব লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারিদের প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও অভিসন্দর্ভের কাজে সহায়তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কৃতি ছাত্র পল্লবী ডিগ্রি কলেজ, ঢাকা -এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত প্রভাষক জনাব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম-এর নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের সাথে জড়িত সকলকে মহান আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদান দান করুন।

– আয়েশা চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি-বর্ণায়ন

বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের প্রতি-বর্ণায়ন সমস্যাটি বহু প্রাচীন। সমস্যাটি এ যাবৎকাল কোনো সুপরিকল্পিত ও সর্বজনীন সমাধানের মুখ এখনো দেখতে পায়নি। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি। তবে বহুল প্রচলিত আরবী বা উর্দূ শব্দসমূহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতি-বর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা বানান রীতিতে লেখা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রণীত প্রতি-বর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

أَ	আ / া / ’	ر	র	ق	ক / ক্ব
إِ	ই / ি	ز	য / ঝ	ك	ক
أُ	উ / ু	س	স	ل	ল
أُو	ঊ / ূ	ش	শ	م	ম
إِي	ঈ / ী	ص	স	ن	ন
ب	ব	ض	দ / য	و	ওয়া/অ/ও
ت	ত	ط	ত/ ত্ব	ه	হ
ث	ছ	ظ	য/ জ	ء	আ
ج	জ	عَ	‘আ	ى	য় / ইয়া
ح	হ	عِ	‘ই / ‘ঈ	ي	য়/ ইয়া
خ	খ	عُ	‘উ / ‘	يِي	ী / ঈ
د	দ	غ	গ		
ذ	য	ف	ফ		

শব্দ সংকেত পরিচয়

আ.	-	‘আলাইহিস সালাম। (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)
সা.	-	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)
রা.	-	রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু/‘আনহা/‘আনহুমা/‘আনহুন্না/‘আনহুম। (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)
রহ.	-	রহ্মাতুল্লাহি ‘আলাইহি/ রহিমাহুল্লাহ্। (তাঁর উপর রহমত বর্ষিত হোক)
তা.বি.	-	তারিখ বিহীন।
হি.	-	হিজরী।
খ্রি.	-	খ্রিস্টাব্দ।
পৃ.	-	পৃষ্ঠা।
ড.	-	ডক্টর (পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত)।
ঢা.বি.	-	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ই.বি.	-	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।
বা.এ.	-	বাংলা একাডেমি।
ই.ফা.বা.	-	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
প্রাগুক্ত	-	পূর্বে উল্লিখিত তথ্যের অনুরূপ।
আল-কুরআন, ২ : ৪	-	১ম সংখ্যা সূরা, ২য় সংখ্যা আয়াত নির্দেশক।
P., Pp.	-	Page. ; Pages.
Ed.	-	Edited by.
Edi.	-	Edition.
Op.Cit.	-	Opere Citato. (In the same Work).
Ibid.	-	Ibidem. (In the same place).
A.D; W.D.	-	After Death of Chirist; W.D. - Without Dat

মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ-এর ভূমিকা

[The Role of Hajj in Establishing Unity of Muslim Ummah]

অবতরণিকা

মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ-এর ভূমিকা

[The Role of Hajj in Establishing Unity of Muslim Ummah]

অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ, বংশধর, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এবং সালেহীন (র.) বান্দাগণের প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কোনো কিছু নাই এবং মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রসূল। নিশ্চয়ই শুভ পরিণতি কেবলমাত্র রসূলুল্লাহ্ (স.), খুলাফায়ে রাশিদীন, আহলে বাইত এবং সাহাবা (রা.)-এর অনুসৃত কল্যাণময় আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেননা একসঙ্গে এত মুসলিমের সম্মিলন আর কোথাও হতে দেখা যায় না। তাই এই হজ্জই হতে পারে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার সুন্দর একটি ক্ষেত্র। হজ্জ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম একটি। হজ্জ আল্লাহর নির্দেশিত এমন একটি ফরজ, যা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামের অপরাপর বিধান থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মুসলিম জীবনে হজ্জ একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। প্রতি বছর লাখো লাখো মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার জন্য। একই কাতারে শামিল হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা তাওয়াফ করেন। আল্লাহর নির্দেশ পালন ও সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি ভ্রাতৃত্বের এমন নিদর্শন পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর দেখা যায় না।

এটা এমন একটি ধর্মীয় ঐক্যস্থল, যেখানে সবার মনে একটাই আশা ও উদ্দেশ্য থাকে তা হলো- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন তথা আল্লাহর বিধি-বিধান পালন। এখানে পার্থিব কোনো চাওয়া-পাওয়ার হিসাব থাকে না, বরং শারীরিক পরিশ্রমের সাথে আর্থিক বিসর্জন দিয়েই তারা একসঙ্গে জড়ো হয়। তাই কারও মনে অন্যের প্রতি থাকে না কোনো হিংসা-বিদ্বেষ। থাকে শুধুই ঐক্য আর ভ্রাতৃত্ব। যতদিন আল্লাহর এই ঘর জমিনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, যত দিন মুসলিমদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে, যতদিন হজ্জ নামক ইবাদত চালু থাকবে, ততদিন অটুট থাকবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু এই ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। মুসলিমদের সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে তাদের মধ্যকার যে ঐক্য বিদ্যমান তা আরও শক্তিশালী করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে, মুসলিম সমাজ যেভাবে পাশ্চাত্য ধারায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তাতে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এ সুযোগ ধীরে ধীরে কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে, হজ্জের মৌলিক চেতনা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে পড়বে।

আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান পুরুষ ও নারীর ওপর হজ্জ ফরজ। হজ্জ সম্পর্কে আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, " মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্যকর্তব্য। আরকেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।" (আল-কুরআন, ৩ : ৯৭)। হযরত রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "উমরার পর আর এক উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান"-(বুখারী, ইফাবা : ১৬৮৫)। হযরত নবী করিম (স.) আরও বলেন, "তোমরা হজ্জ ও উমরা পরপর ধারাবাহিকভাবে পালন কর। কেননা এ দুটি (হজ্জ ও উমরাহ) দারিদ্র ও গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন কামারের হাপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে দেয়। আর হজ্জে মাবরূরের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়"-(তিরমিযী, ইফাবা, হাদীস নং- ৮০৮)।

হজ্জ আল্লাহ প্রেম এবং বিশ্ব মুসলিমের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম পথ। এটি আল্লাহর নির্দেশিত একটি ফরজ বিধান, অবশ্য করণীয়। এটা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ইসলামের অপরাপর বিধান থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারীও বটে। হজ্জ আর্থিক ও কায়িক শ্রমের সমন্বয় রয়েছে, যা অন্য কোনো

ইবাদতে একসাথে পাওয়া যায় না। হজ্জ সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও সাম্যের প্রতীক। ইসলামের দৃষ্টিতে পবিত্র মক্কা শরিফে যাতায়াতের খরচ বহন এবং ওই সময়ে স্বীয় পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহে সক্ষম, দৈহিকভাবে সামর্থ্য, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা ফরজ। হজ্জ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যারা হজ্জব্রত পালন করে না, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, কেউ যদি এতটুকু পাথেয় ও সফর সংক্রান্তের অধিকারী হয়, যা তাকে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, এরপরও যদি সে হজ্জ পালন না করে তবে সে ইয়াহুদী হয়ে মরল বা নাসারা হয়ে মরল এই বিষয়ে (আল্লাহর) কোন পরওয়া নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে ইরশাদ করেন- (وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) "মানুষের মাঝে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য" –(তিরমিযী, ইফাবা, হাদীস নং- ৮১০)। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) বলেন, "আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদিগকে শহরে পাঠাই এবং সামর্থ্যবান হজ্জ বর্জনকারীদের চিহ্নিত করিয়া তাহাদের প্রতি জিযিয়া কর কার্যকরী করি। কেননা, তাহারা মুসলমান নয়। তাহারা মুসলমান নয়"–(*তাফসীরে ইব্ন কাছীর*, খ.২, ইফাবা, ২০১৪, পৃ. ৫৫৬-৫৫৭)।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাদের হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। হজ্জের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানেরা একত্র হয়ে জাতিভেদ, বর্ণভেদ ভুলে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। হজ্জ মুসলমানদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ঐক্য আনয়ন করতে পারে। হজ্জের এ মহাসম্মিলন যেমন মুসলমানদের বৃহত্তর ঐক্যের প্রেরণা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্যের সূচনা করে এক ইসলামের পতাকা তলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে; তেমনি এটা মুসলিমের ঈমানি শক্তিকে বৃদ্ধি করে। মুসলিমদের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। আত্মরক্ষার চেতনা জাগায় এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার দায়িত্ববোধের জন্ম দেয়। মুসলমানদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব দুর করে সবার সমন্বয়ে জাতি গঠনের প্রেরণা যোগায়। মূলত দ্বিধাবিভক্ত মুসলমানদের একই পতাকা তলে উজ্জীবিত করার জন্য হজ্জ একটি মাইলফলক।

মৌলিক ইবাদত হিসেবে হজ্জের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং হজ্জ সম্পৃক্ত মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি কিংবা হজ্জের ফযীলত সম্পর্কিত বিভিন্ন সংকলন ইসলামী সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু হজ্জের মৌলিক চেতনা- মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য এবং এক কা'বা কেন্দ্রীক মুসলিম মিল্লাতের নেতৃত্ব – এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয়নি। হজ্জের পুরো সফরের সময়জুড়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাধারণ মুসলিমসহ নেতৃস্থানীয় ও ধনীক শ্রেণির এই পদচারণা এবং হজ্জের মাধ্যমে সকলেরই মহান আল্লাহ্‌র রেজামন্দী হাসিলের জন্য তাঁর নিকট নিজেদের সোপর্দ করার মনোবাঞ্ছা থাকে। সব শ্রেণি ও স্তরের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বৈচিত্রময় সংস্কৃতি লালনকারী মানুষের একতাবদ্ধ হওয়ার এ প্লাটফরম নিশ্চয়ই মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য এক বিরাট শক্তি। এ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্‌র দীনকে জমীনের বুকে বুলন্দ করার ইচ্ছায়, মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করার খুবই কার্যকর একটি উপায় হলো হজ্জ। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই মূলত **"মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ-এর ভূমিকা – The Role of Hajj in Establishing Unity of Muslim Ummah"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ উপস্থাপনের প্রয়াস।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে উক্ত শিরোনামের আওতায় সাতটি অধ্যায়ে আলোচনা বিন্যস্ত করা হয়েছে। **"হজ্জ-এর পরিচয়"** শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে হজ্জের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয়, ওমরাহ ও হজ্জের পার্থক্য, মানাসিক পরিচিতি ইত্যাদি আলোচনার পাশাপাশি হজ্জ সংক্রান্ত মহান আল্লাহর নির্দেশনা সম্বলিত বাণীসমূহ এবং রসূলুল্লাহ্ (স.) এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদীস তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ে হজ্জের সাথে সম্পর্কিত কিছু মৌলিক বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি হজ্জ যে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহর বিধিবদ্ধ ইসলাহী বিশ্ব সম্মেলন, সে বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে **"ইসলামের দৃষ্টিতে হজ্জ-এর গুরুত্ব ও ফযীলত"** শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্য হজ্জ অবশ্যই পালনীয় একটি ইবাদাত। সামর্থ্যবান ব্যক্তির উচিত নয় যে, সে ফরজিয়াত আরোপিত হওয়ার পর তা আদায়ে বিলম্ব করে। ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ আদায় না করার কারণে সে কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং আলোকপাত করা হয়েছে যে, হজ্জ না করে ইসলাম বৈরাগ্যের সুযোগ প্রদান করেনি। পাশাপাশি হজ্জের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে হজ্জের ফযীলত সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। হজ্জ আদায়কারীর মর্যাদা, হজ্জের জন্য খরচ করার ফযীলত এবং সাথে সাথে হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত কার্যাদি পালনে মুসলিম উম্মাহর সদস্যগণ কী সৌভাগ্য প্রাপ্ত হবেন ইত্যাদি নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

হজ্জে উঁচু বংশীয়, নিম্ন বংশীয়, রাজা-প্রজা, মনিব-ভৃত্য সবাই একই ধরনের সাদা পোষাক পরিধান তথা এহরাম বেঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, ভেদাভেদের সব প্রাচীর ভেঙ্গে সাম্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহ তাআলার বিধান পালন করে থাকে। হজ্জ বৈষম্য দূরীকরণের এক বিধানসম্মত আন্তর্জাতিক কর্মসূচি। এটা মুসলিম মিল্লাতের মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য দূরীভূত করে সবাইকে একই কাতারে দাঁড়িয়ে সত্যের পথে অবিচল থাকার পথে উৎসাহিত করে। আর হজ্জের এ সুফল প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক আদায়কারীকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করেই এ ইবাদত শুরু করতে হবে। প্রস্তুতি ছাড়া এই পূণ্য সফরে বের হলে কেবল ভ্রমণই ও কিছু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকবে ব্যয়বহুল এ আর্থিক ও শারীরিক ইবাদাত। এসব বিবেচনায় তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম করা হয়েছে- **"হজ্জ পালনকারীর প্রস্তুতি"**। এ অধ্যায়ে ব্যক্তির মানসিক ও ধর্মীয় প্রস্তুতির সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক এবং যাত্রার প্রস্তুতির ব্যাপারে আলোচনা স্থান পেয়েছে। সাথে সাথে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে প্রচলিত এ বিশ্বসম্মেলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের প্রতি ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। হজ্জ সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনসমূহের ইতিহাস এবং হজ্জ সুষ্ঠুভাবে আদায় করার জন্য এর আনুষ্ঠানিকতার সাথে জড়িত প্রত্যেকটি স্থান, উপকরণ ও বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানার্জনের বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জ আদায়কারী দীর্ঘ সময় মক্কা মুআয্যামাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারাহ্য় অবস্থান করে থাকেন তাই এ অধ্যায়ে হারামাইন শরীফাইনের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যয়ের শেষ আলোচনা হিসেবে বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য বাংলাদেশ সরকার হজ্জ পালনের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে 'বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনা' নামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর হজ্জের সফরের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে এবং এর আলেকে হজ্জ আদায়াকারীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে **"হজ্জ-এর কার্যক্রম"**। হজ্জের নিয়ত করা থেকে শুরু করে হজ্জ আদায় শেষে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিস্তারিত গাইড সম্বলিত বিবরণ সাবলীল ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

"আধ্যত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এবং আত্মোন্নয়নে হজ্জ-এর প্রভাব" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে উসওয়ায়ে হাসানাহ্ হযরত রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হজ্জের বিবরণ থেকে প্রাপ্ত এবং হজ্জে একজন হাজী সাহেব যেসব কার্যাদি সম্পন্ন করেন সেসব কার্যাদির মাধ্যমে কীভাবে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জিত হয় এবং ব্যক্তির আত্মিক উন্নতি সাধনে এর যে প্রভাব তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হজ্জের সফরে হাজী সাহেব আল্লাহ্র একত্ববাদের অনুশীলন করেন, মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান প্রদর্শন করেন, সমস্ত শিরক থেকে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে মুক্ত হন এবং শিরকি কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকেন, একান্তভাবে আল্লাহ্র নিকট দু'আ ও মোনাজাতে রত থাকেন, ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে ব্যক্তির অতিসাধারণ ও আড়ম্বরহীনতার যে প্রকাশ ঘটে তা ব্যক্তির উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সর্বোপরি পবিত্র রমাদানে তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহন করার পর হাজী সাহেবকে মহান আল্লাহ এবার মুমিনের উচ্চতর পরবর্তী স্তর 'মুসহিনের স্তর'-এ আরোহনের পথ দেখান। আল্লাহর রহমতে যারা হজ্জে মাবরুর পেল, তারাতো মুহসিন স্তরের আল্লাহর বান্দায় পরিণতি হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের মৌলিক ফোকাস পয়েন্ট **"মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ-এর ভূমিকা"** বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ধারাবাহিক ভাবে ইসলাম ও মুসলিম পরিচিতি, উম্মাহ্-র স্বরূপ ও মুসলিম উম্মাহ, পবিত্র কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববী (স.)-এর আলোকে মুসলিম উম্মাহ্-র ঐক্যের গুরুত্ব ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হজ্জের নিদর্শনসমূহ মুসলিম উম্মাহ্-র ঐক্যের প্রতীক, হজ্জ-এর ফযিলতের বিবরণসমূহ যে মুসলিম উম্মাহ্‌কে একতাবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ে আরো আলোচনা করা হয়েছে 'এক কা'বা : এক উম্মাহ্', 'ভেদাভেদহীন এক বিকল্পহীন সমন্বয়ের ইবাদাত হজ্জ', 'ইয়াওমে আরাফাহ যেন ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্-র নির্ধারিত বাৎসরিক বিশ্ব-সম্মেলনের দিন', 'বিদায় হজ্জের খুৎবার ধারাবাহিকতা এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের অনুপ্রেরণা' ইত্যাদি শিরোনামে। যেখানে ব্যাখ্যাসহ প্রমাণ করা হয়েছে যে, হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা মূলক মুসলিম উম্মাহ্-র ঐক্যকেই অনুপ্রাণিত করে। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্‌র কা'বা কেন্দ্রীক একটি কেন্দ্র রয়েছে আর এ কেন্দ্রেই প্রতিবছর বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে মুসলিম জনগণ এসে একত্রিত হবেন এবং ৯ জিলহজ্জ আরাফার ময়দান থেকে পরবর্তী একবছরের নির্দেশনা গ্রহণ করবেন। একই আদর্শে, একই ধারায়, একই সংস্কৃতিতে মুসলিম উম্মাহ্ পরিচালিত হবে, এটাই যেন একটি কেন্দ্রকে সুনির্দিষ্ট করার নিগুঢ় রহস্য। বিদায় হজ্জের খুৎবার প্রামাণ্য সকল বর্ণনা একত্রিত করে 'মুসলিম উম্মাহ্-র ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিদায় হজ্জের ভাষণের তাৎপর্য' বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রমাণ করা হয়েছে যে, এ ভাষণের আলোকে উম্মাহ্ সকল যুগে একতাবদ্ধ ভাবে দীন পালন করবে। কোনো জাগতিক পার্থক্য তাদেরকে ঐক্যবদ্ধতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না।

অভিসন্দর্ভের সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়ে হজ্জ কেন্দ্রীক ঐক্যকে কেন্দ্র করে গবেষণার ব্যপ্তিকালে উদঘাটিত বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তার আলোকে পুরো বিষয়টাকে মূল্যায়ন পূর্বক একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে **"উদঘাটিত তথ্য পর্যালোচনার আলোকে মূল্যায়ন ও সুপারিশ"**। উক্ত শিরোনামের আলোকে হজ্জের সফরের পুরো সময়কাল জুড়ে একজন হজ্জ পালনকারীর যেসব অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট নিদর্শনাবলীর যে আত্মিক উন্নতি সাধিত হতে পারে সেসব উদঘাটিত তথ্যাবলী পর্যালোচনা করা হয়েছে। উম্মাহ্-র ঐক্যকে সামনে রেখে হজ্জের শিক্ষা হিসেবে যেসব অর্জনীয় গুণাবলী উম্মাহ্‌র প্রত্যেক সদস্যের অর্জন করা জরুরী তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি ইসলাম হজ্জকে যেভাবে মূল্যায়ন করে কিংবা হজ্জের অন্তর্নিহিত নিগুঢ় যে রহস্য রয়েছে তার সাথে বর্তমান চিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে। হজ্জ কেন্দ্রীক দেশে ঘটে যাওয়া কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়েরও অবতারণা করা হয়েছে যা অবশ্যই রোধ করা জরুরী। এবং সবশেষে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ কেন্দ্রীক কিছু সুপারিশ এবং একজন হাজী সাহেবের পরবর্তী জীবনে করণীয় সম্পর্কে কিছু সুপারিশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

উপসংহারে সমগ্র গবেষণার একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে অভিসন্দর্ভের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত দেশী-বিদেশী যে সকল গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্রিকা থেকে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর একটি গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন করা হয়েছে।

পৃথিবীজুড়ে মানব সমাজ আজ সংঘাত-সহিংসতা, কলহ-বিগ্রহ, হানাহানি, খুনোখুনি, লুটতরাজ, অরাজকতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার কলুষতায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। এসব অনাচার রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ার কারণেই বিশ্বব্যাপী অশান্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিশ্বের কর্তা ব্যক্তিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে শান্তির নামে নিজেদের ইচ্ছা ও সংঘবদ্ধ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নামে মুসলিম বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টি করে। এর মূলে একটাই কারণ, তাহলো- বিশ্বব্যবস্থায় কর্তৃত্বকারীদের নিকট মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ কোনো

শক্তিই নাই। অথচ বিশ্বব্যবস্থার কর্তৃত্ব মুসলিমদের হাতে থাকলে মহান রব্বুল আলামীনের বিধান বাস্তবায়ন হতো এবং সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তাতে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করতো।

তাই বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের কোনো বিকল্প নাই। আর হজ্জ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ অভিসন্দর্ভটিতে বিস্তারিতভাবে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। যা জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অভিসন্দর্ভের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা গেলে সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন বিশ্বের সমস্ত মুসলিম একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবে। আর এরই ধারাবাহিকতায় যাবতীয় অনাচার থেকে মানব জাতি পরিত্রাণ পেয়ে মানবতার ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদনকালে গবেষণার সকল মূলনীতি অনুসরণের সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও অভিসন্দর্ভের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। পাঠকমহল এবং সর্বসাধারণ যদি এ গবেষণাকর্ম থেকে উপকৃত হন তাহলেই আমার এ গবেষণাকর্মটি সার্থক হবে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে যারা আমাকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এমন আপনজন, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও যেসব গ্রন্থ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে, আমি সেসব গ্রন্থের লেখকগণকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং মুসলিম উম্মাহকে হজ্জ-এর মৌলিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন। সর্বোপরি আমাদের ইহলৌকিক শান্তি ও কল্যাণ এবং পারলৌকিক মুক্তিতে এ গবেষণাকর্মকে উছিলা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করুন। আমীন!

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র III

ঘোষণাপত্র IV

কৃতজ্ঞতা স্বীকার V

প্রতিবর্ণায়ন VII

শব্দ সংকেত পরিচয় VIII

অবতরণিকা ১

সূচিপত্র ৭

প্রথম অধ্যায় : হজ্জ-এর পরিচয়..২১

১. হজ্জ ইসলামের অন্যতম ভিত্তি ও মৌলিক ইবাদাত ২২

১.১. হজ্জ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ২৪

১.২. ওমরাহ্ পরিচিতি এবং হজ্জ ও ওমরাহ্র পার্থক্য ২৭

১.২.১. ওমরাহ্ পরিচিতি ২৭

১.২.২. হজ্জ ও ওমরাহ্র পার্থক্য ২৮

১.৩. মানাসিক পরিচিতি ২৯

১.৪. হজ্জ পালন সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের বাণী ৩১

১.৪.১. হজ্জ সম্পর্কিত আল-কুরআনের বাণীসমূহ..৩১

১.৪.১.১. কা'বা পবিত্র স্থান ও মানবজাতির মিলন কেন্দ্র ৩১

১.৪.১.২. সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন..৩২

১.৪.১.৩. নতুন চাঁদ হজ্জের সময় নির্দেশক..৩২

১.৪.১.৪. হজ্জ ও ওমরাহ্-এর আহকাম ও মাসাইল বর্ণনা ৩২

১.৪.১.৫. কা'বা : নিদর্শন, নিরাপত্তা ও হজ্জের বাধ্যবাধকতা ৩৪

১.৪.১.৬. অঙ্গিকার পূরণ, ইহরাম ও অন্যান্য নির্দেশ..৩৪

১.৪.১.৭. ইহরাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা ৩৫

১.৪.১.৮. হজ্জ উপলক্ষে মুশরিকদের প্রতি আহবান ৩৫

১.৪.১.৯. হাজীদের সেবা, হেরেম শরীফের খেদমত বনাম জিহাদ..৩৬

১.৪.১.১০. মুশরিকরা মসজিদে হারামের খেদমতের অযোগ্য ৩৭

১.৪.১.১১. বারো মাসের চার মাস নিষিদ্ধ..৩৭

১.৪.১.১২. কা'বা, ইব্রাহীম আ., হজ্জ ও কুরবানী ৩৭

১.৪.১.১৩. কুরবানী : ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর ত্যাগ ৩৮

১.৪.২. হজ্জ-এর বিধানাবলী সম্পৃক্ত রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বাণী................৩৯

১.৪.২.১. হজ্জ ও ওমরাহ্-এর ফরজিয়াত ও ফায়েদাহ ৪০

১.৪.২.২. ফরজ হজ্জ দ্রুত আদায় করা ৪২

১.৪.২.৩. বৃদ্ধ অক্ষম ও মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ ৪২
১.৪.২.৪. মহিলাদের হজ্জ ৪৩
১.৪.২.৫. অপরের পক্ষে হজ্জ ৪৪
১.৪.২.৬. শিশুর হজ্জ ৪৪

১.৫. হজ্জ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ৪৬
১.৫.১. হজ্জের সময় ৪৬
১.৫.২. হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ ৪৬
১.৫.৩. হজ্জের প্রকারভেদ ৪৭
১.৫.৪. হজ্জের ফরয তিনটি ৪৭
১.৫.৫. হজ্জের ওয়াজিবসমূহ ৪৭
১.৫.৬. হজ্জের সুন্নাতসমূহ ৪৮

১.৬. হজ্জ ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্‌র বিধিবদ্ধ ইসলাহী বিশ্ব সম্মেলন ৪৯
১.৬.১. কা'বা ঘর সারা বিশ্বের মানব জাতির জন্য মিলনকেন্দ্র ও শান্তির স্থান ৪৯
১.৬.২. ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর ঘোষণা ৪৯
১.৬.৩. হজ্জ হল মুসলিম উম্মাহর জন্য বিধিবদ্ধ বিশ্ব সম্মেলন ৫০
১.৬.৪. হজ্জ ও বিশ্বের অগণন মানুষের ভাবাবেগে ইসলাম ৫১
১.৬.৫. হজ্জ ঐক্যবদ্ধ মুসলিমা উম্মাহর এক অপরূপ দৃশ্য ৫১
১.৬.৬. অতুলনীয় ঐক্যের পরিবেশ ৫২
১.৬.৭. হজ্জ উম্মাহ্‌র ঐক্যের জন্য ইলাহী নি'আমত ৫২

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামের দৃষ্টিতে হজ্জ-এর গুরুত্ব ও ফযীলত ৫৫

২. পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় হজ্জ-এর গুরুত্ব ও ফযীলত ৫৫

২.১. কুরআন-সুন্নাহ্‌য় হজ্জ-এর গুরুত্ব ৫৫
২.১.১. হজ্জ সক্ষম ব্যক্তির জন্য অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য ৫৫
২.১.২. হজ্জ ইসলামের মৌলিক স্তম্ভের অন্যতম ৫৭
২.১.৩. জীবনে একবার ফরয, পুনরায় আদায় করা নফল ৫৭
২.১.৪. সামর্থ্যবান ব্যক্তির হজ্জ পালনে বিলম্ব না করা ৫৮
২.১.৫. সামর্থ্যবান ব্যক্তির দ্রুত হজ্জ পালন করা সৌভাগ্যের কাজ ৫৯
২.১.৬. বায়তুল্লাহ্‌ থেকে দ্রুত উপকার গ্রহণ ৫৯
২.১.৭. হজ্জ অনাদায়ী সামর্থবানের প্রতি হুমকি ৬০
২.১.৮. হজ্জ ত্যাগ করে বৈরাগ্যের সুযোগ নাই ৬০
২.১.৯. হজ্জের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ৬১

২.২. কুরআন-সুন্নাহ্‌য় হজ্জ-এর ফযীলত ৬২

২.২.১. হজ্জ পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মুছে দেয় ৬২

২.২.২. মাকবুল হজ্জ-এর প্রতিদান জান্নাত ৬৪

২.২.৩. সর্বোত্তম আমল হজ্জে মাবরূর ৬৪

২.২.৪. হজ্জ ও উমরাহ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ তুল্য ৬৫

২.২.৫. হজ্জ ও উমরাকারীর দুআ কবুল করা হয় ৬৬

২.২.৬. হাজীদের গুনাহ মাফ হয় এবং তারা যাদের গুনাহ ক্ষমা চায় তাদেরকে মাফ করা হয় . ৬৬

২.২.৭. হজ্জ ও উমরার জন্য খরচ করার ফযীলত ৬৭

২.২.৮. হজ্জ ও উমরা পালনকালে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত ৬৮

২.২.৯. তালবিয়া পাঠের ফযীলত ৬৮

২.২.১০. কা'বা ঘর তাওয়াফের ফযীলত ৬৯

২.২.১১. হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামানী-র ফযীলত ৭০

২.২.১২. আরাফার দিনের ফযীলত ৭১

২.৩. হজ্জের হাকীকত ও তাৎপর্য ৭১

তৃতীয় অধ্যায় : হজ্জ পালনকারীর প্রস্তুতি ৭৫

৩. হজ্জের প্রস্তুতি ৭৫

৩.১. মানসিক ও ধর্মীয় প্রস্তুতি ৭৫

৩.২. আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ৭৭

৩.৩. হজ্জ যাত্রার প্রস্তুতি ৭৮

৩.৪. হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হজ্জ : প্রস্তুতির জন্য যে প্রেক্ষাপট জানা জরুরি ৮০

৩.৪.১. সমকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা ৮০

৩.৪.২. হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর জন্ম ৮১

৩.৪.৩. প্রথাবিরোধী মনোভাব ও সত্য উপলব্ধি ৮২

৩.৪.৪. ইব্রাহীম (আ.)-এর সত্যের ঘোষণা ৮২

৩.৪.৫. একত্ববাদের ঘোষণার প্রভাব ৮৩

৩.৪.৬. একত্ববাদের দাওয়াতের মুসাফির ৮৫

৩.৪.৭. শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও মানুষের নেতা হিসেবে নির্বাচিত ইব্রাহীম (আ.) ৮৫

৩.৪.৮. ইসলামের বাণীর প্রচারে ছড়িয়ে পড়া ইব্রাহীম (আ.) এর উত্তরসূরী ৮৭

৩.৪.৯. ইসলামের কেন্দ্র হিসেবে এ কা'বা-র প্রতিষ্ঠা ৮৭

৩.৫. হজ্জ সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনসমূহের ইতিহাস ৮৯

৩.৫.১. সাফা মারওয়া সা'ই, জমজমের রহমত, মক্কায় জনবসতি ও কা'বা ঘর নির্মাণ ৮৯

৩.৫.২. যমযমের ইতিহাস সম্পর্কে ৯২

৩.৫.৩. হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর ৯৪
৩.৫.৪. তাওয়াফ ৯৪
৩.৫.৫. মাকামে ইব্রাহীম ৯৪
৩.৫.৬. হিজর এলাকা প্রসঙ্গে ৯৫
৩.৫.৭. মিনা ৯৫
৩.৫.৮. জামারাত এবং পাথর ছোঁড়া ৯৬
৩.৫.৯. কুরবানি ৯৬
৩.৫.১০. আরাফাত ৯৬
৩.৫.১১. মুজদালিফা ৯৭
৩.৬. হজ্জ পালন সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞানার্জন ৯৯
৩.৬.১. ফরজ বিধান হজ্জ : কালের বিবর্তন ও তাওহীদের পুনর্জাগরণ ৯৯
৩.৬.১.১. কালের বিবর্তন ও পৌত্তলিকতার পুনস্থাপন ১০০
৩.৬.১.২. তাওহীদের পুনর্জাগরণ ১০৩
৩.৬.২. পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ ১০৫
৩.৬.৩. হজ্জ সম্পন্নকারী মহান আল্লাহর মেহমান ১০৬
৩.৬.৪. সতর্ক ও সাবধান হওয়া জরুরী ১০৮
৩.৬.৫. হজ্জ-এর সাথে সম্পৃক্ত স্থান ও পরিভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা ১০৮
৩.৬.৫.১. মীকাত সম্পর্কিত আলোচনা ১০৮
৩.৬.৫.২. হজ্জের মাস ও হজ্জের ইহ্রাম ১১০
৩.৬.৫.৩. ইহ্রাম বাঁধা সম্পর্কিত আলোচনা ১১১
৩.৬.৫.৪. ইহরামকারীর করণীয় ১১৩
৩.৬.৫.৫. ইহরামকারীর জন্য নিষিদ্ধ বা বর্জনীয় কাজসমূহ ১১৩
৩.৬.৫.৬. ইহরামের মাকরূহ বিষয়সমূহ ১১৪
৩.৬.৫.৭. তালবিয়া ১১৪
৩.৬.৫.৮. হাযরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামেনী স্পর্শ করা গুণাহের কাফফারাহ এবং তাওয়াফ হলো প্রতি কদমে ক্ষমা ১১৫
৩.৬.৫.৯. তাওয়াফ ও তার ফযীলত ১১৬
তাওয়াফের নিয়ম পদ্ধতি ১১৭
ইযতিবা ও রমল ১১৮
তাওয়াফের আহকামসমূহ ১১৯
তাওয়াফের আরকান ৩ টি : ১১৯
তাওয়াফের শর্ত ৬টি ১১৯
তাওয়াফের ওয়াজিব ৮টি ১১৯
তাওয়াফের সুন্নাত ১০টি ১২০
তাওয়াফের মুস্তাহাব ১২ টি ১২০
তাওয়াফে মুবাহ্ কাজসমূহ ১২১
তাওয়াফে নিষিদ্ধ কাজসমূহ ১২১
তাওয়াফের মাকরূহ বিষয়াদি ১২১
তাওয়াফের প্রকারভেদ ১২২
৩.৬.৫.১০. সাঈ ১২৩

সাঈ-র রুকন ১২৩
সাঈ-র শর্তসমূহ ১২৩
সাঈ-র ওয়াজিবসমূহ ১২৪
সাঈ-র সুন্নাতসমূহ ১২৪
সাঈ-র মুস্তাহাবসমূহ ১২৪
সাঈ-র মাকরূহ কাজসমূহ ১২৫
সাঈ-র সুন্নাত তরীকা ১২৫
সাঈ সম্পর্কীত বিশেষ জ্ঞাতব্য ১২৬
৩.৬.৫.১১. অন্যান্য স্থান ও পরিভাষা ১২৬

৩.৬.৬. হজ্জের ধারাবাহিক নিয়মাবলীর জ্ঞানার্জন ১৩১
৩.৬.৬.১. প্রয়োজনীয় আসবাব গুছিয়ে নেওয়া ১৩১
৩.৬.৬.২. মক্কায় প্রবেশ : ইহরাম ও তালবিয়াহ ১৩১
৩.৬.৬.৩. তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ ১৩২

৩.৬.৭. হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা ১৩২
৩.৬.৭.১. ৭ই যিলহজ্জ ইহরাম বাধা ১৩২
৩.৬.৭.২. কা'বা গৃহে প্রবেশ ও তাওয়াফ ১৩২
৩.৬.৭.৩. সাঈ করা ১৩৩
৩.৬.৭.৪. মাথা মুণ্ডন ১৩৩
৩.৬.৭.৫. ৮ই যিলহজ্জ : মিনায় গমন ১৩৪
৩.৬.৭.৬. ৯ই যিলহজ্জ : আরাফার ময়দানে ১৩৪
৩.৬.৭.৭. মুযদালেফায় অবস্থান ১৩৪
৩.৬.৭.৮. ১০ই যিলহজ্জ : তিনটি কাজ ১৩৪
৩.৬.৭.৯. ১১, ১২ ও ১৩ ই যিলহজ্জ ১৩৫
৩.৬.৭.১০. ত্বাওয়াফে বিদা ১৩৫

৩.৬.৮. অবকাশ কালীন আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের সুযোগ ১৩৫
৩.৬.৮.১. মক্কায় অবস্থান ১৩৬
৩.৬.৮.২. মদীনায় অবস্থান ১৩৭

৩.৬.৯. বাড়িতে প্রত্যাবর্তন ১৩৭

৩.৭. 'হারামাইন শরীফ'-এর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ১৩৮

৩.৭.১. মক্কা নগরীর মর্যাদা ১৩৯

৩.৭.২. মক্কা শরীফের আদব ১৪১

৩.৭.৩. মক্কা নগরীর বিধি-নিষেধ ১৪২
৩.৭.৩.১. পাপাচারের ইচ্ছা না করা ১৪২
৩.৭.৩.২. মক্কাবাসিদের কষ্ট না দেওয়া ১৪২
৩.৭.৩.৩. কাফের ও মুশরিকদের প্রবেশ নিষেধ ১৪৩
৩.৭.৩.৪. শিকার করা, গাছ কাটা বা পড়ে থাকা জিনিস উঠানো নিষেধ ১৪৩
৩.৭.৩.৫. কষ্টদায়ক প্রাণী হত্যা বৈধ ১৪৪

৩.৭.৪. হারামের সীমানা ১৪৪

৩.৭.৫. মদীনা শরীফ ১৪৫

৩.৭.৬. মদীনা শরীফের মর্যাদা ১৪৫
৩.৭.৬.১. মদিনা 'হারামাইন'-এর অন্তর্ভুক্ত ১৪৫

৩.৭.৬.২. মদিনার হেরেম ও এর সীমানা ১৪৬
৩.৭.৭. মদীনা শরীফের ফযীলত ১৪৭
.৩.৭.৭.১ মদিনা অবাঞ্ছিত লোকদের বহিস্কার করে ১৪৭
৩.৭.৭.২. মদীনায় অবস্থান কল্যাণকর ১৪৭
৩.৭.৭.৩. মদীনায় অনাচারকারীর প্রতি লা'নত ১৪৮
৩.৭.৭.৪. মদীনার বরকত রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর দু'আর ফল ১৪৮
৩.৭.৭.৫. মদিনাতে মহামারি ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না ১৪৯
৩.৭.৮. মসজিদে নববীর ফযীলত ১৪৯
৩.৭.৮.১. মসজিদে নববীর আদব ১৪৯
৩.৭.৯. মদিনায় অবস্থানের আদব ১৫০
৩.৭.১০. রওজা শরীফ যিয়ারত ১৫১
৩.৭.১০.১. যিয়ারতের আদব ১৫২
৩.৮. বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনা ১৫৩
৩.৮.১. সরকারি নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা ১৫৩
৩.৮.২. বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক ১৫৩
৩.৮.৩. বাংলাদেশ থেকে হজ্জ পালনকারীর সংখ্যা ১৮৬
৩.৮.৪. হজ্জ ও ওমরাহ আইন, বিধিমালা ও নীতিতে বর্ণিত পরিভাষাসমূহ ১৯০
৩.৮.৫. হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১-এর পরিভাষাসমূহ ১৯০
৩.৮.৬. হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২-এর পরিভাষাসমূহ ১৯১

চতুর্থ অধ্যায় : হজ্জ-এর কার্যক্রম ১৯৩

৪. রসূলুল্লাহ (স.) কীভাবে হজ্জ করেছেন ১৯৪
৪.১. রাসূলের অনুস্মরণে কুরআনের নির্দেশনা ১৯৪
৪.২. রসূলুল্লাহ (স.)-এর হজ্জ পালন সংক্রান্ত হাদীস ১৯৫
৪.৩. রসূলুল্লাহ (স.)-এর হজ্জ সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২০১
৪.৩.১. হজ্জের সাধারণ ঘোষণা ২০২
৪.৩.২. দায়িত্বে স্থলাভিষিক্ত করণ ২০২
৪.৩.৩. মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা ২০২
৪.৩.৪. যুলহুলাইফায় অবস্থান ২০৩
৪.৩.৫. ইহরামের গোসল ২০৩
৪.৩.৬. কুরবানীর পশুতে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া ২০৩
৪.৩.৭. ইহরাম ও তালবিয়া ২০৩
৪.৩.৮. মক্কা মু'আযযামায় প্রবেশ ২০৪
৪.৩.৯. মসজিদুল হারামে প্রবেশ ২০৪

৪.৩.১০. কাবা শরীফের তাওয়াফ ২০৪

৪.৩.১১. তাওয়াফের দু'রাকাত ২০৫

৪.৩.১২. সাফা-মারওয়ায় সাঈ ২০৫

৪.৩.১৩. মক্কা মু'আয্‌যামায় অবস্থান ২০৬

৪.৩.১৪. মক্কা মু'আয্‌যামা থেকে মিনা যাত্রা ২০৬

৪.৩.১৫. ৯ই যিলহজ্জ আরাফায় অবস্থান ২০৭

৪.৩.১৬. আরাফার ময়দানে হজ্জের ভাষণ ২০৭

৪.৩.১৭. যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় ২০৭

৪.৩.১৮. সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ ও ফরিয়াদ ২০৮

৪.৩.১৯. মুযদালিফার পথে ২০৮

৪.৩.২০. মাগরিব ও ইশার নামায ২০৮

৪.৩.২১. ফজরের নামায আদায় ও আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ ২০৮

৪.৩.২২. মুযদালিফা থেকে মিনার পথে ২০৯

৪.৩.২৩. 'ওয়াদিয়ে মুহাসির' হস্তীবাহিনীর ধ্বংসস্থল ২০৯

৪.৩.২৪. জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ ২০৯

৪.৩.২৫. ১০ই জিলহজ্জ মিনায় প্রথম খুতবা ২০৯

৪.৩.২৬. কুরবানী ২১০

৪.৩.২৭. হলক ও মাথা মুড়ানো ২১০

৪.৩.২৮. তাওয়াফে যিয়ারত ২১০

৪.৩.২৯. তাওয়াফের পর যমযম পান ২১০

৪.৩.৩০. তাওয়াফে যিয়ারত পরবর্তী সাঈ ২১১

৪.৩.৩১. মিনায় প্রত্যাবর্তন ২১১

৪.৩.৩২. ১১ই যিলহজ্জের কংকর নিক্ষেপ ২১১

৪.৩.৩৩. মিনায় রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর দ্বিতীয় খুতবা ২১১

৪.৩.৩৪. বিদায়ী তাওয়াফ ২১১

৪.৩.৩৫. মদীনা পথে রওয়ানা ২১১

৪.৩.৩৬. মদীনা তায়্যিবা দেখামাত্র আনন্দ প্রকাশ ২১২

৪.৪. কুরআন সুন্নাহর আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা ২১৩

৪.৪.১. কোন ধরনের হজ্জ করবেন ২১৩

৪.৪.২. হজ্জের প্যাকেজ নির্ধারণ ২১৩

৪.৪.৩. উমরাহ ও হজ্জ যাত্রার মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি ২১৪

৪.৪.৪. মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি ২১৫

৪.৪.৫. যাত্রা পথের ব্যবহারিক ও মানসিক প্রস্তুতি ২১৫

৪.৪.৬. বাড়ি থেকে হারাম শরীফ সফরে করণীয় বিষয়সমূহ ২১৫
৪.৪.৬.১. বাড়ি থেকে হারাম শরীফ সফরের বিবরণ ২১৫
৪.৪.৬.২. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পাঠ করার দু'আ ২১৫
৪.৪.৬.৩. সফরের শুরুতে পড়ার দু'আ ২১৬
৪.৪.৬.৪. বিমান বন্দরে করণীয় ২১৬
৪.৪.৬.৫. বিমানে করণীয় ২১৭
৪.৪.৬.৬. উঁচুতে উঠতে ও নীচে নামতে দু'আ ২১৭
৪.৪.৬.৭. বিমান আকাশে স্থিতিশীল হলে ২১৭
৪.৪.৬.৮. তালবিয়াহ পাঠ ২১৮
৪.৪.৬.৯. বিমানে আরোহনরত অবস্থায় নামায ২১৮
৪.৪.৬.১০. জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ ২১৮
৪.৪.৬.১১. হাজী সাহেবগণ এবার মূল মুয়াল্লিমের তত্ত্বাবধানে ২১৯

৪.৪.৭. উমরাহ এর জন্য তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পাদন ২১৯
৪.৪.৭.১. তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পাদনের জন্য সময় নির্বাচন ২১৯
৪.৪.৭.২. কা'বা ঘরের আদব ২২০
৪.৪.৭.৩. তাকবির-তাহলিল পাঠ করার নিয়ম ২২০
৪.৪.৭.৪. তাওয়াফ ২২০
৪.৪.৭.৫. ওয়াজিবুত্তাওয়াফ নামাজ ২২১
৪.৪.৭.৬. জমজমের পানি পান ২২২
৪.৪.৭.৭. সা'ঈ সম্পাদন ২২২
৪.৪.৭.৮. তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারীগণের ইহরামমুক্ত অবস্থা ২২৪

৪.৪.৮. হজ্জের জন্য ইহরাম ও হজ্জের কার্যক্রম শুরু ২২৫
৪.৪.৮.১. ৮ই যিলহজ্জ ২২৫
৪.৪.৮.২. ৯ই যিলহজ্জ : সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান ২২৬
৪.৪.৮.৩. ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত এবং ১০ জিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত মুযদালেফায় অবস্থান.... ২২৭
৪.৪.৮.৪. ১০ই যিলহজ্জ এর প্রথম কার্যক্রম : কঙ্কর নিক্ষেপ ও তালবিয়া পাঠ বন্ধ............. ২২৮
৪.৪.৮.৫. ১০ জিলহজ্জ এর দ্বিতীয় কার্যক্রম : হাদী জবেহ করা ২২৯
৪.৪.৮.৬. ১০ জিলহজ্জ এর তৃতীয় কার্যক্রম : মাথা মুণ্ডন ও হালাল হওয়া........................ ২৩০
৪.৪.৮.৭. ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ কার্যক্রম : ইহরাম মুক্ত হওয়ার পর মিনায় পরবর্তী কার্যক্রম... ২৩০
৪.৪.৮.৮. তাওয়াফে ইফাযাহ বা তাওয়াফে যিয়ারাহ ২৩১
৪.৪.৮.৯. তাওয়াফে যিয়ারাহ-এর সময়সীমা ২৩১
৪.৪.৮.১০. তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপের ১ম দিন ২৩১
৪.৪.৮.১১. তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপের ২য় দিন ২৩১
৪.৪.৮.১২. তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপের ৩য় দিন ২৩১
৪.৪.৮.১৩. বিদায়ী তাওয়াফ ২৩২
৪.৪.৮.১৪. বিদায়ী তাওয়াফের নিয়ম ২৩৩

৪.৪.৯. হজ্জ পরবর্তী মক্কায়/মদীনায় অবস্থান ও বাড়িতে প্রত্যাবর্তন ২৩৩
৪.৪.৯.১. মক্কায় অবস্থান ২৩৪
নফল উমরাহ ২৩৪
নফল ত্বাওয়াফ ২৩৪
বায়তুল্লাহ দর্শন ২৩৪
নামাজ আদায় ২৩৪
অন্যান্য ইবাদাত ২৩৪
৪.৪.৯.২. মদীনায় অবস্থান ২৩৫

রওজা যিয়ারাত ২৩৫
নামাজ আদায় ২৩৫
রিয়াযুল জান্নাহ ২৩৫
অন্যান্য ইবাদাত ২৩৫
মাসজিদে কুবা ২৩৫
৪.৪.৯.৩. বাড়িতে পত্যাবর্তন : সর্বদা কৃতজ্ঞ ও আল্লাহ্‌র সন্তোষের প্রত্যাশী ২৩৬

পঞ্চম অধ্যায় : আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এবং আত্মোন্নয়নে হজ্জ-এর প্রভাব ২৩৮

৫. আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এবং আত্মোন্নয়নে হজ্জ ২৩৯

৫.১. হজ্জ-এর সময় প্রতিপালকের একান্ত সান্নিধ্য লাভ ২৩৯

৫.১.১. আল্লাহ্‌র একত্ববাদের অনুশীলন ২৪০
৫.১.১.১. তালবিয়া পাঠ ২৪০
৫.১.১.২. কেবল আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই উদ্দেশ্য ২৪১
৫.১.১.৩. সূরা ইখলাস ও কাফিরুন পাঠের আমল ২৪১
৫.১.১.৪. সাফা ও মারওয়া-র দু'আয় আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা ২৪১
৫.১.১.৫. আরাফার দু'আ ও যিকির-এ একত্ববাদ ২৪১

৫.১.২. আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান ২৪২
৫.১.২.১. এহরামের জন্য গোসল করা, চুল পরিপাটি করা ও খুশবু ব্যবহার করা ২৪৩
৫.১.২.২. হাদী সংঙ্গে করে নিয়ে আসা ২৪৩
৫.১.২.৩. নির্ধারিত অনুষ্ঠানাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখা ২৪৩
৫.১.২.৪. মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা ২৪৪
৫.১.২.৫. হাজরে আসওয়াদের প্রতি সম্মানবোধ ২৪৪
৫.১.২.৬. মাকামে ইব্রাহীম, সাফা ও মারওয়া-র প্রতি সম্মান প্রদর্শন ২৪৫
৫.১.২.৭. মাশআরুল হারামে দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকা ২৪৫
৫.১.২.৮. বায়তুল্লাহ যিয়ারতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার ২৪৬
৫.১.২.৯. পুরো হজ্জের সময় ও স্থানসমূহকে সম্মান প্রদর্শন ২৪৬

৫.১.৩. মুশরিকদের অগ্রাহ্য করা ও সমস্ত শিরকী কার্যকলাম থেকে মুক্ত থাকা ২৪৬
৫.১.৩.১. হজ্জ মুসলমানদের ঐতিহ্য ২৪৮
৫.১.৩.২. তালবিয়া ২৪৯
৫.১.৩.৩. উকুফে আরাফাহ ২৪৯
৫.১.৩.৪. আরাফাহ ও মুযদালেফাহ থেকে প্রস্থান ২৪৯
৫.১.৩.৫. হজের পর ওমরা পালন ২৪৯
৫.১.৩.৬. শিরক সম্পাদিত স্থানসমূহে ইসলামের নিদর্শন প্রকাশ ২৫০

৫.১.৪. কায়মনোবাক্যে দু'আ ও মুনাজাত ২৫১

৫.১.৫. আল্লাহর জন্য অবস্থান এবং কেবল তাঁরই জন্য ক্ষোভ প্রকাশ ২৫৩
৫.১.৫.১. আল্লাহর নির্দেশে অবস্থান ২৫৩
৫.১.৫.২. আল্লাহর জন্য ক্ষোভ প্রকাশ ২৫৩

৫.১.৬. বিনয়-নম্রতা ও শান্তভাব ২৫৪

৫.১.৭. অধিক পরিমাণে কল্যাণকাজে নিমজ্জিত করা ২৫৫

৫.১.৮. মুস্তাহাব আমলের প্রতিও গুরুত্বারোপ ২৫৬

৫.১.৮.১. সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে প্রস্থান ২৫৬
৫.১.৮.২. অধিকসংখ্যক উট কুরবানী ২৫৬
৫.১.৯. আমলের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন ২৫৭
৫.১.১০. যুহুদ অবলম্বন ও আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া ২৫৮
৫.১.১০.১. ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা ২৫৯
৫.১.১০.২. আখিরাতের কল্যাণই আসল ২৫৯
৫.১.১০.৩. জীর্ণ গদি ও চাদর ব্যবহার ২৫৯
৫.১.১০.৪. সাধারণ আরোহন ব্যবহার ২৬০
৫.১.১০.৫. সাধারণ মানুষের মাঝেই অবস্থান ২৬০
৫.১.১০.৬. অধিক পরিমাণ কুরবানী করা ২৬০
৫.১.১০.৭. অধিক পরিমাণ সদাকাহ এবং মানুষকে খাওয়ানো ২৬০
৫.১.১০.৮. অনাড়ম্বর ও অতি সাধারণ ২৬০
৫.২. হজ্জ মুমিনকে মুহসিনের স্তরে উন্নীত করতে উদ্বুদ্ধ করে ২৬৩
৫.২.১. মুহসিনীন স্তরের বান্দার পরিচয় ২৬৫
৫.২.১.১. ইহসানের সংজ্ঞা ২৬৫
৫.২.১.২. মুহসিন বান্দার নিদর্শন ২৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ-এর ভূমিকা ২৬৭

৬. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ ২৬৮
৬.১. ইসলাম ও মুসলিম পরিচিতি ২৬৯
৬.১.১.১. ইসলাম পরিচিতি ২৬৯
৬.১.১.২. মুসলিম পরিচিতি ২৭৩
৬.১.১.৩. ইসলাম ও মুসলিম-পরিভাষিক ব্যবহার ২৭৩
৬.১.২. মুসলিম সম্পর্কিত মহান আল্লাহর বাণী ২৭৪
৬.১.৩. হাদীস সম্ভার থেকে মুসলিম-এর সুস্পষ্ট পরিচয় ২৭৫
৬.২. উম্মাহ্-র স্বরূপ ও মুসলিম উম্মাহ্ ২৭৫
৬.২.১. উম্মাহ্-র স্বরূপ ২৭৫
৬.২.১.১. পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই উম্মাহ বা জাতি ছিল ২৭৫
৬.২.১.২. পূর্ববর্তী উম্মত ও ইবরাহীমি মুসলিম উম্মাত ২৭৬
৬.২.১.৩. মুসলিম উম্মাহ তো এক উম্মাহ ২৭৬
৬.২.১.৪. প্রত্যেক উম্মাহর জন্য রাসূল ছিলেন ২৭৬
৬.২.১.৫. উম্মাহ্র দায়িত্ব ২৭৭
৬.২.২. মুসলিম উম্মাহ ২৭৮
৬.৩. মুসলিম উম্মাহ্-র ঐক্যের গুরুত্ব ২৮০
৬.৩.১. আল-কুরআনের বাণী ২৮০
৬.৩.১.১. উম্মাহর কেন্দ্রবিন্দু হলো তাওহীদ ২৮০
৬.৩.১.২. পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণে মতভেদ ঘটানো যাবে না ২৮১
৬.৩.১.৩. উম্মাহর পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ২৮২

৬.৩.১.৪. বিবাদে লিপ্ত হওয়া নয় বরং মীমাংসা করতে হবে ২৮২
৬.৩.২. ঐক্য সম্পর্কীত হাদীসের বাণী ২৮৫
৬.৩.২.১. ভ্রাতৃত্ব হবে ঈমানভিত্তিক ২৮৫
৬.৩.২.২. ঐক্য ও সম্প্রীতির অপরিহার্যতা ২৮৬
৬.৩.২.৩. মুসলিম উম্মাহ্র প্রতিটি সদস্য পরস্পরের ভাই ২৮৬
৬.৩.৩. ঐক্যবদ্ধ থাকা মুসলিম উম্মাহর জন্য ফরয ২৮৭
৬.৩.৩.১. ঐক্যবদ্ধতা হলো রহমত ২৮৮
৬.৩.৪. ইসলাম বিভেদ সৃষ্টি করাকে নিষিদ্ধ করেছে ২৮৯
৬.৪. হজ্জের নিদর্শনসমূহ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক ২৯১
৬.৪.১. সাফা-মারওয়া, জমজমের ইতিহাস, মক্কা ও কা'বা, মাকামে ইবরাহীম ২৯২
৬.৪.২. যমযম তৈরির তাৎপর্য ২৯২
৬.৪.৩. কালো পাথর নয়, এটি ছিল শুভ্র ২৯৩
৬.৪.৪. কা'বা ঘরের হক হলো তাওয়াফ ২৯৩
৬.৪.৫. নিদর্শন- হাতীমে কা'বা ২৯৪
৬.৪.৬. খোদাপ্রেমে আপনজনকে উৎসর্গ করার স্বাক্ষ্য মিনা ২৯৪
৬.৪.৭. জামারাতে সমস্ত শয়তানী কর্মকাণ্ডকে পাথর চাপা দেওয়ার নিদর্শন ২৯৪
৬.৪.৮. কুরবানি, যেন রবের মহব্বতে দুনিয়ার সব ভালোবাসাকে বিসর্জন দেওয়া ২৯৪
৬.৪.৯. আরাফাতই যেন হজ্জ ২৯৫
৬.৪.১০. নিদর্শন মুজদালিফা যেন পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নিজেকে সতেজ করার স্থান ২৯৫
৬.৫. হজ্জ-এর ফযিলতের বিবরণসমূহ যেন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা ২৯৬
৬.৫.১. গোনাহ্ মাফের ঘোষণা আগ্রহীকে ঐক্যবদ্ধ করে ২৯৬
৬.৫.২. উম্মাহ্র সদস্যদের জান্নাত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি ২৯৬
৬.৫.৩. হজ্জ ও উমরাহ্ যেন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ ২৯৭
৬.৫.৪. হজ্জ ও উমরাকারীর দুআ কবুল করা হয় ২৯৭
৬.৫.৫. হজ্জ ও ওমরাহ্র খরচের ফযীলত ২৯৮
৬.৫.৬. হজ্জ পালনকালে মৃত্যুবরণকারীরও বিশেষ মর্যাদা ২৯৯
৬.৫.৭. তালবিয়া : উচ্চস্বরে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা ৩০০
৬.৫.৮. কা'বা ঘর তাওয়াফে প্রতি কদমে গোনাহ মাফ ৩০০
৬.৫.৯. হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামানী-এর স্পর্শ পাপসমূহকে মুছে দেয় ৩০১
৬.৫.১০. আবে যমযমের ফযীলত ও বরকত ৩০১
৬.৬. এক কা'বা : এক উম্মাহ্ ৩০২
৬.৭. ভেদাভেদহীন এক বিকল্পহীন সমন্বয়ের ইবাদাত হজ্জ ৩০৩
৬.৮. ইয়াওমে আরাফাহ যেন ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্র নির্ধারিত বাৎসরিক বিশ্ব-সম্মেলনের দিন ৩০৫
৬.৯. হজ্জ-এর খুতবা : ঐক্য প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক নির্দেশনা ৩০৫

৬.৯.১. নবম হিজরীতে হজ্জ-এর প্রথম ভাষণ ৩০৬
৬.৯.২. হজ্জের ভাষণ হিসেবে মহান আল্লাহর বাণী ৩০৮
৬.৯.৩. বিদায় হজ্জের ভাষণের ব্যপকতা ও বিস্তৃতি ৩১২
৬.৯.৩.১. বিদায় হজ্জের প্রেক্ষাপট ৩১২
৬.৯.৩.২. আরাফাতের ভাষণের বিবরণ ৩১৩
প্রথম হাদীস ৩১৩
দ্বিতীয় হাদীস ৩১৪
তৃতীয় হাদীস ৩১৫
চতুর্থ হাদীস ৩১৫
পঞ্চম হাদীস ৩১৫
ষষ্ঠ হাদীস ৩১৬
সপ্তম হাদীস ৩১৬
৬.৯.৪. নিয়ামতের পূর্ণতা ঘোষণা ৩১৭
৬.৯.৫. ১০ জিলহজ্জ (কুরবানির দিন)-এর খুতবা ৩১৮
৬.৯.৬. বিদায় হজ্জের আরো ভাষণ ৩২০
১১ জিলহজ্জের ভাষণ ৩২০
১২ জিলহজ্জ সূরা নসর নাযিল ৩২১
১২ জিলহজ্জের ভাষণ ৩২১
‘গাদীরে খুম’-এর খুতবা ৩২২
৬.১০. বিদায় হজ্জের খুৎবার ধারাবাহিতকা এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের অনুপ্রেরণা ৩২৩
৬.১১. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিদায় হজ্জের ভাষণের তাৎপর্য ৩২৫
৬.১১.১. রসূলুল্লাহ (স.)-এর উক্ত ভাষণসমূহে প্রদত্ত মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের মূলনীতিসমূহ ৩২৫
৬.১১.১.১. আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন ৩২৬
৬.১১.১.২. রসূলুল্লাহ (স.)-এর অনুসরণ ৩২৭
৬.১১.১.৩. আদম সন্তান সবাই সমান : মর্যাদার মাপকাঠি হলো তাক্বওয়া ৩২৮
৬.১১.১.৪. বংশগত কৌলিন্য থেকে বেঁচে থাকা ৩২৯
৬.১১.১.৫. ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ৩২৯
৬.১১.১.৬. অতীতের হানাহানী ভুলে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান ৩৩০
৬.১১.১.৭. নারীর অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকা ৩৩১
৬.১১.১.৮. অর্থনীতির অভিশাপ সুদকে বিলোপ ৩৩২
৬.১১.১.৯. উম্মাহর পথ-নির্দেশ কুরআন-সুন্নাহ ৩৩৩
৬.১১.১.১০. উম্মাহর কাজ হলো ওহীর বিধানের প্রচার করা ৩৩৪
৬.১১.১.১১. ইসলামের পূর্ণাঙ্গতায় উম্মাহর তৃপ্ত থাকা ৩৩৫

সপ্তম অধ্যায় : উদঘাটিত তথ্য পর্যালোচনার আলোকে মূল্যায়ন ও সুপারিশ ৩৩৬

৭. উদঘাটিত তথ্য পর্যালোচনার আলোকে মূল্যায়ন ও সুপারিশ ৩৩৭
৭.১. গবেষণায় উদঘাটিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা ৩৩৭
৭.১.১. হজ্জ-এর সফর : জীবনের আমূল পরিবর্তনকারী এক প্রশিক্ষণ ৩৩৭
৭.১.১.১. আল্লাহর আনুগত্যে প্রস্তুত হৃদয়ের সফর ৩৩৭

৭.১.১.২. কেবল আল্লাহর জন্যই হাজ্জী সাহেব নিজেকে প্রস্তুত করেন ৩৩৮
৭.১.১.৩. আমি এসেছি, হে আল্লাহ! আমি হাজির হয়েছি ৩৩৮
৭.১.১.৪. একাকার বণি আদম ৩৩৯
৭.১.১.৫. কা'বা দর্শন : নিজেকে সপে দেওয়ার ক্ষণ.. ৩৩৯
৭.১.১.৬. হাজী সাহেব যেন মা'বুদের তত্ত্বাবধানে একজন প্রশিক্ষণার্থী ৩৪০
৭.১.১.৭. প্রশিক্ষণ পরবর্তী উম্মাহ্‌র ঐক্যের ব্যবহারিক দিক ৩৪১
৭.১.১.৮. মদীনা মুনাওয়্যারায় চক্ষুশীতলতা.. ৩৪১
৭.১.১.৯. ত্যাগ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন.. ৩৪১
৭.১.১.১০. হজ্জ সমন্বিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অংশ.. ৩৪২
৭.১.১.১১. উম্মাহ্‌র ঐক্যের কল্যাণে হজ্জ.. ৩৪২

৭.১.২. হজ্জ-এর শিক্ষা : হজ্জ পালনকারীর অর্জনীয় গুণাবলী ৩৪৩

৭.১.২.১. ইসলামী জ্ঞানে আলোকিত.. ৩৪৩
৭.১.২.২. সততা ও সত্যবাদিতা ৩৪৫
৭.১.২.৩. ন্যায় পরায়নতা ৩৪৬
৭.১.২.৪. আমানতদারিতা ৩৪৭
৭.১.২.৫. একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর সন্তোষ প্রত্যাশী ৩৪৮
৭.১.২.৬. ভ্রাতৃত্ববোধসম্পন্ন.. ৩৪৯
৭.১.২.৭. তাকওয়া অর্জন বা মুত্তাকী হওয়া ৩৫১
৭.১.২.৮. ইবাদতমুখী সকল কর্মকাণ্ড.. ৩৫২
৭.১.২.৯. উত্তম আখলাক সম্পন্ন ৩৫৩
৭.১.২.১০. তাওবাকারী ৩৫৪
৭.১.২.১১. মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা... ৩৫৫
৭.১.২.১২. আত্মসমালোচনা/ ইহতিসাব... ৩৫৬
৭.১.২.১৩. আত্মশুদ্ধি... ৩৫৬

৭.১.৩. ব্যবহারিক গুণাবলী ৩৫৭

৭.১.৩.১. জীবন-যাপনে অনাড়ম্বর ৩৫৭
৭.১.৩.২. সৎসঙ্গ গ্রহণ ৩৫৭
৭.১.৩.৩. সালামের প্রচলন করা... ৩৫৮
৭.১.৩.৪. মুসাফাহায় অভ্যস্ত হওয়া ৩৫৯
৭.১.৩.৫. উপহার বিনিময় ৩৬০
৭.১.৩.৬. দাও'আত দেওয়া এবং দাও'আতে সাড়া দেওয়া ৩৬০
৭.১.৩.৭. অলসতা পরিহার করা ৩৬১

৭.১.৪. হজ্জের কার্যক্রম : নেতৃত্ব ও আনুগত্যের এক অসাধারণ চর্চা ৩৬৩

৭.১.৪.১. হজ্জ-এর মুয়াল্লিম : উম্মাহর ঐক্যের নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ ৩৬৩
৭.১.৪.২. শরী'আহসম্মত আনুগত্যই ফলপ্রসূ ঐক্যের মাধ্যম ৩৬৪
৭.১.৪.৩. পারস্পরিক পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তের সফলতা ৩৬৫

৭.১.৫. ইসলামের ব্যবস্থা ও বর্তমান চিত্র ৩৬৫

৭.১.৬. প্রচলিত ব্যবস্থাপনা হজ্জের মৌলিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়.......................... ৩৬৭

৭.১.৬.১. উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে মুসলিম উম্মাহ.. ৩৬৭
৭.১.৬.২. এ যেন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কেবল অনুকরণীয় আচার-অনুষ্ঠান ৩৬৮
৭.১.৬.৩. উপলব্ধির অভাবে উম্মাহ্‌র কাঙ্ক্ষিত ফল হচ্ছে না ৩৬৮
৭.১.৬.৪. উম্মাহ্‌র ঐক্যের অবারিত সম্ভাবনা হজ্জ ৩৬৮
৭.১.৬.৫. হজ্জ পর্যটন ও হারামাইনের সেবাকর্ম ৩৬৯

৭.১.৭. বাস্তব চিত্র ক্ষেত্রবিশেষ খুবই বেদনাদায়ক ৩৭১
৭.১.৭.১. হজ্জের খরচ প্রসঙ্গ ৩৭১
৭.১.৭.২. হজ্জের বিমান ভাড়া ৩৭২
৭.১.৭.৩. হজ্জ এজেন্সির আইন লঙ্ঘন ও প্রতারণা ৩৭৪
৭.১.৭.৪. ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ৩৭৫
৭.১.৭.৫. হজ্জ যাত্রীদের পরিবহন সেবা ৩৭৬

৭.২. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ কেন্দ্রীক সুপারিশসমূহ ৩৭৮
৭.২.১. ব্যক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৩৭৮
৭.২.২. হজ্জ কেন্দ্রীক 'মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য প্রতিষ্ঠায়' আন্তর্জাতিক মহলের করণীয় ৩৭৯
৭.২.৩. সম্ভাব্য হজ্জ যাত্রীদের জন্য রাষ্ট্রের করণীয় ৩৮১
৭.২.৪. হজ্জ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ৩৮৩
৭.২.৫. হজ্জ-এর প্রশিক্ষক ৩৮৪
৭.২.৬. হজ্জ-এর প্রশিক্ষণার্থী ৩৮৪
৭.২.৭. হজ্জ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ৩৮৪
৭.২.৮. সৌদি কর্তৃপক্ষের সমীপে ৩৮৫
৭.২.৯. প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সমীপে ৩৮৬
৭.২.১০. হজ্জ আদায়কারীর পরবর্তী করণীয় ৩৮৭
৭.২.১০.১. হজ্জ সম্পন্নকারী উম্মাহ্‌র সদস্যগণের পরবর্তী জীবনযাপন ৩৮৭
(ক) আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা অটুট রাখতে হবে ৩৮৭
(খ) প্রাপ্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে ৩৮৭
(গ) হজ্জ আদায়কারীর সতর্কতার সাথে পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে হবে ৩৮৭
(ঘ) পঙ্কিলতার সাগরে গা-ভাসিয়ে চলা যাবে না ৩৮৮
(ঙ) হজ্জের সময় অর্জিত গুণগুলো হাজী সাহেবকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে ৩৮৮
(চ) মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের ডাক দিয়ে যেতে হবে ৩৯০

উপসংহার ৩৯২

গ্রন্থপঞ্জি ৩৯৪

প্রথম অধ্যায়

হজ্জ-এর পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

হজ্জ-এর পরিচয়

১. হজ্জ ইসলামের অন্যতম ভিত্তি ও মৌলিক ইবাদাত

ইসলামের পাঁচটি বেনা বা ভিত্তির অন্যতম হজ্জ। এটি ঈমানের দাবীদার সকল মানুষের জন্য মৌলিক ইবাদতের একটি। তবে এটি পালনের জন্য আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থবান হওয়া জরুরী।[১] ইসলামের মৌলিক চারটি ইবাদতের মধ্যে সালাত শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলেই আদায় করা সম্ভব। কিন্তু যাকাতের ক্ষেত্রে আর্থিক সঙ্গতি ও নেসাব পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত থাকা জরুরী। আর হজ্জ হলো- শারীরিক ও আর্থিক উভয় দিক থেকে সক্ষম মানুষের জন্য জীবনে শুধু একবার[২] আদায় করা বাধ্যতামূলক। ইসলামের ভিত্তি সম্পর্কিত অধিক প্রসিদ্ধ হাদিসটি হলো-

> ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. সলাত ক্বায়িম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রমযানের সিয়ামব্রত পালন করা।[৩]

হজ্জ কত সালে ফরয হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কোনো মত ভিন্নতা নাই যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) মদীনায় হিজরতের পর জীবনে একবারই হজ্জ করেছেন[৪], সেটি ছিল বিদায় হজ্জ। যদিও হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে ইমাম তিরমিযী একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাদীস নং- ৮১৫), যেখানে তিনি রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর তিনবার হজ্জ করার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযি উক্ত হাদীসটিকে গরীব বলেছেন এবং বর্ণনাসূত্র সংরক্ষিত নয় বলে উল্লেখ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বিদায় হজ্জ ছিল দশম হিজরীর ঘটনা। কোনো বিশেষজ্ঞ বলেছেন হজ্জ নবম হিজরী শেষে কিংবা দশম হিজরীতে ফরজ হয়েছে।

---

১. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্যকর্তব্য" (আল-কুরআন, ০৩ : ৯৭)

২. হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আকরা' ইবনু হাবিস (রা.) নবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাজ্জ প্রতি বছরই ফরয, নাকি মাত্র একবার? তিনি বললেন, জীবনে বরং একবারই, তবে কেউ অধিক করলে সেটা তার জন্য নাফল। (ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (র.), *আবূ দাঊদ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, খ.৩, কিতাবুল মানাসিক, বাবু ফারদিল হাজ্জি, পৃ. ৩, হাদীস নং- ১৭২১)

৩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জু'ফী (র.), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, খ.১, কিতাবুল ঈমান, বাবু কওলুন্নাবিয়্যি স. বুনিয়াল ইসলামু আলা খামছিন, হাদীস নং-৭, পৃ. ১৬)

৪. কাতাদা (র.) বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রা.) -কে আমি বললাম, রসূলুল্লাহ (স.) কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (স.) একবার হজ্জ এবং চারবার উমরা করেছেন। যিলকাদ মাসে একটি উমরা, হুদাইবিয়ার উমরা, হজ্জের সাথে একটি এবং হুনাইন যুদ্ধের গানীমাত বণ্টনকালে জি'রানা হতে একটি উমরা। [ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র), তিরমিযী শরীফ, খ.৩, অধ্যায় : হজ্জ, অনুচ্ছেদ : নবী (সা.) কয়বার হজ্জ পালন করেছেন, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, পৃ. ১৬২, হাদীস নং- ৮১৪]

আর মহান আল্লাহর বাণী- وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ (অর্থ : তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।[৫]) আয়াতটি ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার বছর নাযিল হয়েছে, যেখানে এটি বাধ্যতামূলকভাবে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং শরীয়তে হজ্জ ও ওমরার বিধানটি বিধি-বদ্ধ হওয়ার পর তা পূর্ণ করার প্রতি তাগীদ প্রদান করা হয়েছে। আর সূরা আলে ইমরানে হজ্জকে বিধিবদ্ধ করে যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে (আল-কুরআন, ০৩ : ৯৭), সেটি নাযিল হয়েছে 'প্রতিনিধি প্রেরণ'-এর বছর। এ বছরই নাজরানের প্রতিনিধি দল রসূল (স.) এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল জিযিয়া প্রদানের ব্যাপারে। আর জিযিয়া সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল 'তাবুক' এর বছর তথা নবম হিজরীতে। উক্ত বছরই আবূ বকর ছিদ্দীক (রা.)-এর নেতৃত্বে মদীনাবাসীগণ হজ্জ পালন করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁকে হজ্জের নেতৃত্ব প্রদান করে পাঠিয়েছিলেন এবং ইত্যবসরে সূরা তওবার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۸﴾

অর্থ : হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বৎসরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাব মুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৬]

রসূলুল্লাহ (স.) উক্ত আয়াতে নির্দেশ হুকুমটি ঘোষণা করার জন্য হযরত আলী (রা.)-কে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। এটি ছিল নবম হিজরীর ঘটনা। তাই বিশেষজ্ঞদের একটি দল হজ্জ ফরজ হওয়ার বছর হিসেবে নবম হিজরীকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৭]

তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. দশম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা যদি এর আগেই হজ্জ ফরয হতো, তাহলে হুজুর (স.) তা আদায়ে বিলম্ব করতেন না। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমও এ মতকে সঠিক বলে সমর্থন করেছেন।[৮]

এ অধ্যায়ে হজ্জের পরিচয় ও এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

---

৫. আল-কুরআন, ২ : ১৯৬

৬. আল-কুরআন, ৯ : ২৮

৭. মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আইয়ূব বিন সা'দ শামসুদ্দিন ইবন কায়্যিম আজ-জাওযী (মৃ. ৭৫১হি.), *যাদুল মা'আদ ফী হাদিয়্যি খয়রুল ইবাদ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম সংস্করণ, ১৪১৫হি./ ১৯৯৪খ্রি., খ.২, পৃ. ১০১

৮. যাদুল মা'আদ, খ.৩ পৃ. ৫৯৫। (উদ্ধৃত- উম্মে আব্দুর রহমান (অনু.), *নবীজীর স. হজ্জ*, [মূল : শায়খ আব্দুল্লাহ আল-বারনী আল-মাদানী, রসূলুল্লাহ্ *সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ক্যায়সে হজ্জ কিয়া*], ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১৮খ্রি., পৃ. ১৯)

১.১. হজ্জ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

হজ্জ আরবি শব্দ। অর্থ- নিয়ত করা, দর্শন করা, সঙ্কল্প করা, ইচ্ছা করা, গমন করা, প্রতিজ্ঞা করা বা কোনো মহৎ কাজের ইচ্ছা করা। আর ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট দিনে নিয়তসহ ইহরামরত অবস্থায় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা এবং বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করাকে হজ্জ বলে। আবার কেউ বলেন, জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ইহরাম বেঁধে আরাফাতের মাঠে অবস্থানসহ কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্ধারিত কয়েকটি আমল যথাযথভাবে আদায় করে কাবা ঘর তাওয়াফ করাকে হজ্জ বলে। আল-ফিকাউল ইসলামী গ্রন্থে বলা হয়েছে, “নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে নির্ধারিত স্থান যিয়ারত করা হল হজ্জ”। শরহে বিকায়া গ্রন্থাগার বলেন, “নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট স্থান যিয়ারত করার নাম হল হাজ্জ”। আল-কামসুল ফিকহ গ্রন্থে আছে, “আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় একটা নির্ধারিত সময়ে মক্কা মুয়াযযামার বায়তুল হারামে গমনের নিয়ত পোষণ করাই হল হাজ্জ”।[৯]

‘হজ্জ’-এর আভিধানিক অর্থ: সংকল্প করা (القصد)। পারিভাষিক অর্থ: আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে শরী‘আত নির্ধারিত ক্রিয়া-পদ্ধতি সহকারে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ যেয়ারত করার সংকল্প করা।[১০] কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন- নির্দিষ্ট মাসসমূহে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ অকুফে আরাফা প্রভৃতি কর্মসম্পাদন করাকে হজ্জ বলে।[১১]

বিখ্যাত অভিধানবেত্তাগণ হজ্জের যে আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ :

- ‘আল-মু‘জামুল ওয়াসিত’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-

  হজ্জ ইসলামের পাঁচটি রোকনের একটি। আর তা হলো সুনির্দিষ্ট মাসসমূহের মধ্যে পবিত্র ঘর (বাইতুল্লাহ) কেন্দ্রীক নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান পালন ও ইবাদতের ইচ্ছা পোষণ করা। আর ‘হজ্জে আকবার’ হলো যে সময় বা যেদিন আরাফায় অবস্থান করা হয়। যেমন- আল-কুরআনে বর্ণিত আছে- ‘وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ - মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা ’। আর ‘ছোট হজ্জ’ হলো যাতে আরাফায় অবস্থানের বিধান নাই আর যার নমকরণ করা হয় ‘উমরাহ’।[১২]

- ‘আল-মিসবাহুল মুনীর’ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন-

  حَجًّا শব্দটি হত্যার অভিপ্রায়ের আলোচনা থেকে এসেছে। আর যিনি এটি করেন তাকে বলা হয়- حَاجٌّ। এটা হলো উক্ত শব্দের মূল। অতঃপর ইসলামী শরীয়তের এর ব্যবহারের পরিধিকে সংক্ষিপ্ত বা কমানো হয়েছে। ইসলামী শরীয়তে হজ্জ শব্দটি ব্যবহৃত হয় হজ্জ বা ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে কাবা শরীফে গমনের অভিপ্রায়কে। এখান থেকেই বলা হয়- مَا حَجَّ وَلَكِنْ دَجَّ । যেখানে হজ্জ

---

৯. উদ্ধৃত- https://islamithink.blogspot.com/2013/08/blog-post_4202.html

১০. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *হজ্জ ও ওমরাহ*, রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১, পৃ. ৭

১১. অধ্যাপক এ কে এম বেলাল আহমেদ, *হজ্জ ওমরাহ ও জিয়ারত*, নোয়াখালী : নূর হজ্ব ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস, ২০১৭, পৃ. ১৬

১২. (الحج) أحد أركان الإسلام الخمسة وهو القصد فى أشهر معلومات إلى البيت الحرام للنسك والعبادة و (الحج الاكبر) هو الذى يسبقه الوقوف بعرفة وفى التنزيل العزيز (وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ) و (الحج الاصغر) الذى ليس فيه وقوف بعرفة ويسمى العمرة
[ইব্রাহীম মুস্তফা-আহমাদ যিয়াত-হামেদ আব্দুল কাদের-মোহাম্মদ নাজ্জার, *আল-মু‘জামুল ওয়াসিত*, মক্কা : দারুদ দা‘ওয়াত, ১৪২৭ হি./ ২০০৪ খ্রি., অনুচ্ছেদ : ‘হা’, খ.১, পৃ. ১৫৭]

হলো- বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন পালনের ইচ্ছা পোষণ করাকে বলা হয়, আর দাজ্জ বলা হয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের ইচ্ছা পোষণ করাকে।[১৩]

- ‘কিতাবুল কুল্লিআত’ গ্রন্থে এসেছে-

  ‘আল-হজ্জু’-এর আভিধানিক অর্থ- মহিমান্বিত ও সম্মানিত কাজের প্রতি ইচ্ছা পোষণ করা। আর আর তা শরীয়তের অন্যান্য বিধিবিধানের অনুরূপ। শব্দটির পরিভাষাগত অর্থ হলো- পুতঃপবিত্র বায়তুল্লাহ শরীফে গমনের ইচ্ছা পোষণ করা।[১৪]

- ‘লিসানুল আরব’ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন-

  হজ্জ শব্দের অর্থ- ইচ্ছা পোষণ করা, আগমন করা। আবূ তালেব থেকে তাদের একটি কথা বর্ণিত আছে- ما حَجَّ ولكنه دَجَّ এখানে তিনি হজ্জ শব্দের অর্থ করেছেন- পরিদর্শন ও আগমন করা। শব্দটি ব্যবহৃত হয়- মক্কা নগরীতে এবং বায়তুল্লাহয় ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন ও হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করা অর্থে। আর হজ্জ হলো- শরীআহ নির্ধারিত কিছু ফরজ ও সুন্নাত আমলের মাধ্যমে বায়তুল্লাহর যিয়ারত বা পরিদর্শনে ইচ্ছা পোষণ করা।[১৫]

- ‘মুখতারুস সিহাহ্’ অভিধানে রয়েছে-

  হজ্জ এর মৌলিক অর্থ- ইচ্ছা পোষণ করা বা অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। আর পরিভাষায় হজ্জ হলো- পবিত্র মক্কা নগরীতে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান পালনের জন্য ভ্রমণ করা।[১৬]

- ‘আত-তা‘রিফাত’ অভিধানবেত্তা উল্লেখ করেছেন-

---

১৩. (الحج) أحد أركان الإسلام الخمسة وهو القصد فى أشهر معلومات إلى البيت الحرام للنسك والعبادة و (الحج الاكبر) هو الذى (حَجًّا) من باب قتل قصد فهو (حَاجٌّ) هذا أصله ثم قصر استعماله فى الشرع على قصد الكعبة للحجّ أو العمرة ومنه يقال (مَا حَجَّ وَلَكِنْ دَجَّ) (فَالحَجُّ) القصد للنسك و (الدَّجُّ) القصد للتجارة [আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আল-মাক্বরী আল-ফায়ুমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর ফী গরীবিশ শারহুল কাবীর*, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, খ.১, অধ্যায় : ‘হা’, পৃ. ১২১]

১৪. الحج معناه اللغوى القصد على جهة التعظيم وهو كأخواته من المنقولات الشرعية ومعناه الشرعى القصد إلى بيت الله الحرام [আবুল বাক্বা আইয়ুব বিন মুসা আল-হুসাইনী আল-কুফুমী, *কিতাবুল কুল্লিয়াত (মু‘জামু ফীল মুসতালিহাত ওয়াল ফুরুকুল লাগবিয়্যাহ)*, বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৮খ্রি., ‘হা’ অধ্যায়, খ.১, পৃ. ৬৩৮

১৫. الحَجُّ القصدُ حَجَّ إِلينا فلانٌ أَى قَدِمَ - عن أَبِى طالب فى قولهم ما حَجَّ ولكنه دَجَّ قال الحج الزيارة والإِتيان - استعماله فى القصد إِلى مكة للنُّسُكِ والحجِّ إِلى البيت خاصة تقول حَجَّ يَحُجُّ حَجًّا والحجُّ قَصْدُ التَّوَجُّه إِلى البيت بالأَعمال المشروعة فرضاً وسنَّةً [মুহাম্মাদ বিন মুকার্‌রাম বিন মানযুর আল-আফরিকী আল-মিসরী, *লিসানুল আরব*, বৈরুত : দারু সাদের, তা.বি., খ.২, অনুচ্ছেদ : حجج, পৃ. ২২৬]

১৬. الحَجُّ فى الاصل القصد وفى العرف قصد مكة للنسك [মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন আব্দুল কাদের আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ*, বৈরুত : মাকতাবাতু লিবানানু নাশেরুন, ১৪১৫হি./ ১৯৯৫খ্রি., অনুচ্ছেদ : الحاء, খ. ১, পৃ. ১৬৭]

শাব্দিক অর্থে হজ্জ হলো সম্মানিত কোনো কিছুর পরিদর্শন। আর শরীয়তের পরিভাষায়, হজ্জ হচ্ছে- সুনির্দিষ্টের মাধ্যমে, সুনির্দিষ্ট সময়ে এবং সুনির্ধিষ্ট শর্তাদি পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর পবিত্র ঘরের যিয়ারত করা।[১৭]

- 'আত-তা'আরীফ' অভিধানে আছে-

হজ্জের শাব্দিক অর্থ হলো- যা কিছু ন্যায় ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে করা হয় তার দিকে যাওয়ার পুনরাবৃত্তি করা, অথবা তা হলো সম্মানিত ও পবিত্র কিছুর প্রতি অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। আর পরিভাষায়, সুনির্দিষ্ট শর্ত-শরায়েত পালনের মাধ্যমে, সুনির্দিষ্ট সময়ে, সুনির্দিষ্ট কিছু গুণবাচক কার্যাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কা'বার যিয়ারত করা।[১৮]

- আদ-দুররুল মুখতার, লুবাব, ফাতহুল কাদীর, শরহুল কাবীর, কাশ্শাফ ইত্যাদি গ্রন্থের সূত্রে আ.ড. ওয়াহ্বাতুয যুহাইলি উল্লেখ করেছেন-

'হজ্জ'-এর আভিধানিক অর্থ : সাধারণ ইচ্ছা করা বা ভ্রমণ করা। খলীল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- 'হজ্জ' হলো- ব্যক্তির কাছে সম্মানীয় বা প্রিয় স্থানে অধিকবার ভ্রমণ করা। আর পরিভাষায় হজ্জ হলো- কিছু নির্দিষ্ট কাজ পরিপালনের জন্য কা'বা শরীফে ভ্রমণ করা, অথবা, নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করা। আর ভ্রমণ করা মানে হলো সেখানে যাওয়া, নির্দিষ্ট স্থান বলতে এখানে কা'বা ও আরাফার ময়দান, নির্দিষ্ট সময় বলতে হজ্জের মাসসমূহ যেমন- শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনকে বোঝানো হয়েছে।[১৯]

https://www.dorar.net ওয়েবসাইটেও হজ্জ ও ওমরা সংক্রান্ত উপরে বর্ণিত সংজ্ঞা-এর অনুরূপ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[২০]

উপর্যুক্ত অভিধানবেত্তাগণের নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণিত সংজ্ঞা অধ্যয়নের পর আমরা সারমর্ম উপস্থাপন করতে পারি যে, হজ্জ শব্দের অর্থ- সংকল্প করা, ইচ্ছা করা, কোনো স্থানে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করা ইত্যাদি। আর ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়- হজ্জ হলো ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। নির্দিষ্ট তারিখে পবিত্র মক্কা নগরীর কা'বা ঘর তাওয়াফ করা, আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করা, মিনা ও মুযদালিফায় অবস্থান এবং কুরবানি করা ইত্যাদি কাজ শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় সম্পন্ন করার নাম হলো হজ্জ।

ইসলামী বিশ্বকোষের ঠিক অনুরূপ সংজ্ঞাই প্রদান করা হয়েছে-

---

১৭. الحج القصد إلى الشيء المعظم وفي الشرع قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة [আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আল-জুরজানী, *আত-তা'রিফাত*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪০৫হি., অনুচ্ছেদ : الحاء, খ. ১, পৃ. ১১১]

১৮. الحج ترداد القصد إلى ما يراد خيره وبره أو هو القصد إلى معظم وشرعا قصد الكعبة بصفة مخصوصة في زمن مخصوص بشروط مخصوصة [মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রউফ আল-মানাবী, *আত-তাওকীফ আলা মুহিম্মাতিত তা'আরীফ*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৪১০ হি., খ. ১, অধ্যায় : الجيم, পৃ.২৬৮]

১৯. الحج لغة: القصد مطلقاً، وعن الخليل قال: الحج: كثرة القصد إلى من تعظمه. وشرعاً: قصد الكعبة لاداء أفعال مخصوصة، أو هو زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص. والزيارة: هي الذهاب. والمكان المخصوص: الكعبة وعرفة. والزمن المخصوص: هو أشهر الحج: وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، والعشر الاوائل من ذي الحجة، [আ. ড. ওয়াহ্বাতুয যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ও আদিল্লাতুহু*, দামেশ্ক : দারুল ফিকর, তা.বি., অনুচ্ছেদ : তারিখে মাশরুইয়্যাহ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৮; https://mawdoo3.com/تعريف_الحج#cite_note-wxx9wou8qK-1

২০. https://www.dorar.net/feqhia/2877/الفصل-الأول-تعريف-الحج-والعمرة-وفضلهما

> হজ্জ (حج ঃ হজ্জ) আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করা। শরী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট তারিখে মক্কার কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ, 'আরাফাত ময়দানে অবস্থান, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সা'ঈ (দৌড়ানো), মিনায় অবস্থান প্রভৃতি কতিপয় কার্য যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (স.) নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন সেইভাবে সম্পাদন করার নাম হজ্জ। ইহা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের পঞ্চম।[২১]

বিশিষ্ট অভিধানবেত্তাগণ ও আরবি অভিধানের উপর্যুক্ত বিবরণ অনুযায়ী আমরা একথায় উপনীত হতে পারি যে, আরবী ভাষায় 'হজ্জ' অর্থ যিয়ারতের সংকল্প করা। যেহেতু খানায়ে কা'বা যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা পৃথিবীর চারদিক থেকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে চলে আসে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'হজ্জ'।

১.২. ওমরাহ্ পরিচিতি এবং হজ্জ ও ওমরাহ্‌র পার্থক্য

১.২.১. ওমরাহ্ পরিচিতি

'ওমরাহ'-এর আভিধানিক অর্থ আবাদ স্থানের সংকল্প করা (الاعتمار)। পারিভাষিক অর্থ: আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে বছরের যেকোন সময় শরী'আত নির্ধারিত ক্রিয়া-পদ্ধতি সহকারে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ যেয়ারত করার সংকল্প করা।[২২] অন্যকথায়, ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়া সা'ঈ করার পর হলক (মাথামুণ্ঠন) করে ইহরাম মুক্ত হবার নাম ওমরা।[২৩]

'আত-তা'আরীফ' গ্রন্থকার বলেন-

> ওমরাহ হলো- পরিভ্রমণ করা যার মধ্যে ভালোবাসা বা বন্ধুত্বের ভিত্তি রয়েছে। আর এটাকে ইসলামী শরীয়তে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে- কিছু সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের প্রতি।[২৪]

আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আল-মাক্বরী আল-ফায়ুমী বলেন-

> ওমরাহ্ (الْعُمْرَةُ) হলো 'ছোট হজ্জ' এর বহুবচন হলো 'উমারুন' (عُمَرٌ) এবং 'উমুরাতুন' (عُمُرَاتٌ) যেমন- غُرُفَاتٌ و غُرَفٌ আর এটি এসেছে আল-ই'তিমার (الاعْتِمَارِ) থেকে। যার অর্থ হলো- যিয়ারত করা বা পরিভ্রমণ করা।[২৫]

---

২১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* [দ্বিতীয় খণ্ড], ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৪৬৮

২২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *হজ্জ ও ওমরাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২৩. অধ্যাপক এ কে এম বেলাল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

২৪. العمرة الزيارة التي فيها عمارة الود وجعل في الشرع للقصد المخصوص [মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রউফ আল-মানাবী, *আত-তাওকীফ আলা মুহিম্মাতিত তা'আরীফ*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৪১০ হি., খ. ১, অধ্যায় : الميم, পৃ.৫২৭]

২৫. (الْعُمْرَةُ) الحجّ الاصغر وجمعها (عُمَرٌ) و (عُمُرَاتٌ) مثل غُرَف وغُرُفات في وجوهها وهي مأخوذة من (الاعْتِمَارِ) وهو الزيارة [আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আল-মাক্বরী আল-ফায়ুমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর ফী গরীবিশ শারহুল কাবীর*, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, খ.১, অধ্যায় : العين, পৃ. ৪২৯]

'ইবনু মনযুর' বলেন-

> মহান আল্লাহর বাণী- وأَتِمُّوا الحجَّ والعُمْرة لله যুজাজ বলেন, কর্মগতভাবে ওমরাহ অর্থ হলো- কেবল বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে প্রদক্ষিণ করা। আর হজ্জ ও ওমরার মধ্যে পার্থক্য হলো- ওমরাহ হলো মানুষের জন্য সারা বছরই পালন করতে পারে আর হজ্জ সমস্ত বছরে একবারই করতে হয়। তিনি আরো বলেন- হজ্জের ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য হজ্জের মাস শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্বের দশদিন ব্যতীত ইহরাম বাধা জায়েজ নাই। এবং ওমরাহ্ পালন পূর্ণ হয়ে যাবে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ীর মাধ্যমে কিন্তু হজ্জ আদায় হবে না, যদি ব্যক্তি আরাফার দিন ময়দানে আরাফায় অবস্থান না করে।[২৬]

সর্বপরি আমরা ওমরাহ্-এর পরিচিতি সম্পর্কে বলতে পারি যে, ওমরাহ্ হলো- এমন একটি সাক্ষাত বা পরিদর্শন যাতে ভালোবাসা তৈরী হয়। 'ওমরাহ্' এর এক অর্থ হলো- যিয়ারত ও সাক্ষাত করা এবং অন্য অর্থ হলো- কোনো কিছুর ইচ্ছা পোষণ করা । ইবনুল আসীরের সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য। তার মতে 'ওমরাহ্' হলো- "নির্ধারিত শর্তাবলি মেনে বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করা, যে শর্তগুলো ফিক্হের কিতাবে উল্লিখিত আছে।"[২৭]

আমরা একথা বলতে পারি, ওমরাহ্ হলো- আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ তথা কা'বা শরীফ যিয়ারত, তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা, চুল ছোট করা কিংবা মাথা মুণ্ডন করার পর ইহ্রাম খুলে ফেলা।

১.২.২. হজ্জ ও ওমরাহ্র পার্থক্য

হজ্জের সংজ্ঞার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়া সায়ী করার পর হলক (মাথামুণ্ডন) করে ইহরাম মুক্ত হওয়াকে ওমরাহ্ বলে। আমাদের আরো জ্ঞাতব্য যে, ওমরার শর্তাবলী ও হজ্জের শর্তাবলীর অনুরূপ। যা আমারা যথাস্থানে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ। ওমরার ইহরাম ও হজ্জের ইহরামের মতই। হজ্জের ইহরামের পর যেসব বিষয় হারাম, মাকরূহ, সুন্নাত ও মুবাহ, ওমরাহ্য়ও সে সকল বিষয়ই হারাম, মাকরুহ, সুন্নাত ও মুবাহ। তবে হজ্জ ও ওমরার নির্দিষ্ট কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

১। হজ্জের জন্য বিশেষ সময় নির্ধারিত রয়েছে কিন্তু ওমরাহ্ বছরের যে কোন সময় করা যায়। শুধু হজ্জের নির্দিষ্ট দিনসমূহ অর্থ্যাৎ ৯ই জিলহজ্জ থেকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত ওমরা পালন করা নিষেধ।

২। হজ্জ ফরয, কিন্তু ওমরা ফরয নয়।

৩। হজ্জ ফওত হতে পারে কিন্তু ওমরা ফওত হয় না।

---

২৬. وقوله تعالى وأَتِمُّوا الحجَّ والعُمْرة لله قال الزجاج معنى العُمْرة فى العمل الطوافُ بالبيت والسعيُ بين الصفا والمروة فقط والفرق بين الحج والعُمْرةِ أَن العُمْرة تكون للإِنسان فى السَّنَة كلها والحج وقت واحد فى السنة قال ولا يجوز أَن يحرم به إِلا فى أَشهر الحج شوّال وذى القعدة وعشر من ذى الحجة وتمامُ العُمْرة أَن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة والحج لا يكون إِلاَّ مع الوقوف بعرفة يومَ عرفة [মুহাম্মাদ বিন মুকার্‌রাম বিন মানযুর আল-আফরিকী আল-মিসরী, *লিসানুল আরব*, বৈরুত : দারু সাদের, তা.বি., খ.৪, অনুচ্ছেদ : عمر , পৃ. ৬০১]

২৭. আন-নিহায়া, খ.৩, পৃ. ২৯৮; উদ্ধৃত- ড. সাঈদ বিন আলী আল-কাহতানী, মাওলানা কারী সাঈদ আহমদ (র), [অনু. মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ, মুফতি ফখরুল ইসলাম ফয়সাল], *ইসলামে হজ্জ ওমরা*, ঢাকা : দারুত তাকবীর, ২০২০, পৃ. ৩৭

৪। হজ্জে আরাফা ও মুয়দালিফায় অবস্থান, দুই নামাযের একত্রিকরণ, খুতবাহ ইত্যাদি আছে কিন্তু ওমরা এসব কিছুই নেই।

৫। হজ্জে তাওয়াফ কুদুম ও তাওয়াফ বিদা প্রভৃতি অপরিহার্য কিন্তু ওমরায় তা নেই।

৬। ওমরাহ্ ফাসেদ করলে অথবা নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত করার অবস্থায় তাওয়াফ করলে দম দিলেই যথেষ্ট হয়ে যায় কিন্তু হজ্জ তা যথেষ্ট হয় না।

৭। ওমরার মীকাত সকল লোকের জন্যই হিল্লা এলাকা কিন্তু হজ্জ তার বিপরীত মক্কাবাসীগণকে হরম থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে হয়। অবশ্যই বাইরের কোন লোক যখন ওমরা পালনের ইচ্ছায় আগমন করেন তখন তারা নিজ নিজ মীকাত থেকেই ইহরাম বেঁধে আসেন।

৮। উমরার তাওয়াফ শুরু করার সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ মুলতবী করতে হয় কিন্তু হজ্জ জামরায় উখরায় রমী বা কংকর নিক্ষেপ আরম্ভ করার সময় থেকে তালবীয়া মুলতবী করতে হয়।[২৮]

১.৩. মানাসিক পরিচিতি

হজ্জ-এর আলোচনার ক্ষেত্রে 'মানাসিক' শব্দটি বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। শব্দটি আল-কুরআন ও হাদীসে হজ্জ-এর সামগ্রিক কার্যক্রমকে বুঝতে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি ভাষাশাস্ত্রবিদগণের মতে, 'মানাসিক' শব্দটি 'মানসিক' বা 'মানসাক' শব্দের বহুবচন। ইবনুল আসির (র) বলেন, 'মানসিক' বা 'মানসাক' শব্দটি স্থানবাচক একটি শব্দ। যার অর্থ হয়- 'ইবাদতের স্থান' কখনো এটি কালবাচক অর্থেও ব্যবহার করা হয়। অতঃপর হজ্জের সামগ্রিক কার্যক্রমকে 'মানাসিক' হিসেবে নামকরণ করা হয়।

এছাড়াও 'মানাসিক' শব্দটি জবাই করার স্থান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আরবি শব্দতত্ত্ববিদগণ শব্দটিকে বাবে নাসারা থেকে ব্যবহৃত 'নুসুকুন' ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সে অনুযায়ী জবাইয়ের পশু হলো 'নাসিকাহ' এর বহুবচন হলো 'নুসুকুন'। কখনো কখনো 'নুসুকুন' শব্দটি আনুগত্য ও ইবাদত অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয় এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এ অর্থে 'আন-নাসিক' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়, যিনি আবেদ বা যিনি ইবাদত করেন।[২৯]

এ অর্থে আল্লাহ তা'আলার বাণী[৩০]- وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا এর অনুবাদ করতে গিয়ে অভিধান বেত্তা, ইবনুল মনযূর ও ফিরোজাবাদী অর্থ করেছেন- "আমাদেরকে দেখিয়ে দিন আমাদের ইবাদাতের স্থানসমূহ"।[৩১]

আল্লামা রাগেব ইসফাহানি (র) বলেন, 'আন-নুসুক' শব্দের অর্থ হলো- ইবাদাত। আর 'আন-নাসিক' শব্দের অর্থ- যিনি ইবাদাত করেন (ইবাদাতগুজার)। এই শব্দটি হজ্জের সাথে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। সে অর্থে 'মানাসিক' শব্দের অর্থ হলো- হজ্জের স্থান ও হজ্জ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম। আর 'আন-নাসিকাহ' শব্দটি বিশেষভাবে জবাইয়ের পশু অর্থে ব্যবহার হয়।

---

২৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *হজ্জ ও ওমরাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

২৯. ইবনুল আসির, *আন-নিহায়া ফি গরিবিল হাদিসি ওয়াল আসার*, খ.৫, পৃ. ৪৮; উদ্ধৃত- ড. সাঈদ বিন আলী আল-কাহতানী, মাওলানা কারী সাঈদ আহমদ (র), [অনু. মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ, মুফতি ফখরুল ইসলাম ফয়সাল], *ইসলামে হজ্জ ওমরা*, ঢাকা : দারুত তাকবীর, ২০২০, পৃ. ৩৪

৩০. আল-কুরআন, ২ : ১২৮

৩১. ইবনুল মনযূর, *লিসানুল আরব*, খ. ১০, পৃ. ৪৯৯; ফিরোজাবাদী, *আল-কামূসুল মুহিত*, পৃ. ১২৩৩; উদ্ধৃত- *ইসলামে হজ্জ ওমরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

আল-কুরআনে হজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কি আলোচনা করতে গিয়ে ‘নুসুকুন’ এবং ‘মানাসিক’ উভয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ‘নুসুকুন’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে- কুরবানি অর্থে। যেমন- আল্লাহর বাণী- “তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা বা কুরবানীর মাধ্যমে এর ফিদ্‌য়া দিবে।”[৩২]

আবার ‘মানাসিক’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ‘হজ্জের অনুষ্ঠানাদি’ বোঝাতে। যেমন- আল্লাহ বলেন- “এরপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করতে, বা তার চেয়ে বেশী করে।”[৩৩]

রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীসেও শব্দটি হজ্জের নিয়ম-কানুন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসে এসেছে- রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- “আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও।”[৩৪]

পবিত্র কুরআনে ‘মানসাক’ শব্দটি ইবাদত পদ্ধতি এবং কুরবাণির নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- নিম্নোক্ত আয়াতে ইবাদত পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আল্লাহ বলেন- “আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে নির্ধারিত করেদিয়েছি ‘ইবাদত পদ্ধতি-যাএরা অনুসরণ করে”।[৩৫]

আবার কুরবাণির নিয়ম পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে- “আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলির ওপর যেন তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে”।[৩৬]

কুরআন সুন্নাহ্‌য় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘মানাসিক’ ও ‘নুসুক’ শব্দদ্বয় জবাই-এর অর্থ দেয়। যেমন, আল্লাহর বাণী-

“বল, ‘আমার সালাত, আমার ‘ইবাদত (নুসুকী- কুরবাণী ও হজ্জ), আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে’।”[৩৭]

সুতরাং ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় আমরা ‘মানাসিক’ এর সংজ্ঞা হিসেবে বলতে পারি যে, “সাধারণত হজ্জ ও ওমরাহ্‌য় কৃত ইবাদতসমূহকে ‘মানাসিক’ বলে”। আবার এভাবেও বলা যায় যে, “ যে সকল স্থানে সাধারণত হজ্জের ইবাবদতসমূহ করা হয় সেগুলোকে ‘মানাসিক বলা হয়”।[৩৮]

সারকথা হলো- সর্বপ্রকার ইবাদত ও ইবাদতের স্থানকে ‘মানাসিক’ বলে। তবে হজ্জ-এর আমলসমূহের ক্ষেত্রে এ শব্দ বেশি ব্যবহার করা হয়।

---

৩২. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ (আল-কুরআন, ২ : ১৯৬)

৩৩. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا (আল-কুরআন, ২ : ২০০)

৩৪. لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ [ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, তৃতীয় খণ্ড, অধ্যায় : হজ্জ,পরিচ্ছেদ : ৪৭, হাদীস নং- ৩০০৭, পৃ. ২৪১ (আন্তর্জাতিক : ৩১৯৭)]

৩৫. لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ (আল-কুরআন, ২২ : ৬৭)

৩৬. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ (আল-কুরআন, ২২: ৩৪)

৩৭. قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٦٢ (আল-কুরআন, ৬ : ১৬২)

৩৮. *ইসলামে হজ্জ ওমরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

১.৪. হজ্জ পালন সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের বাণী

১.৪.১. হজ্জ সম্পর্কিত আল-কুরআনের বাণীসমূহ

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হলো হজ্জ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অধ্যায় বিন্যাসে ধারাবাহিকতা অনুযায়ী হজ্জ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ অধ্যয়ন ও অনুধাবন করা, হজ্জ পালন কিংবা হজ্জ সম্পর্কিত যে কোনো পদক্ষেপের জন্য একান্ত জরুরী। আমরা নিম্নে পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত স্থানে হজ্জ ও হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং কুরবানী সম্পর্কিত যে সকল আয়াত রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করছি :

১.৪.১.১. কা'বা পবিত্র স্থান ও মানবজাতির মিলন কেন্দ্র

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে মুসলিম জাতির পিতা সাইয়েদুনা হযরত ইবরাহীম (আ.) পবিত্র কা'বা ঘর প্রথম নির্মাণ করেননি। সে ইতিহাস আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) কা'বা ঘরের ভিত্তিকে উঁচু করেছিলেন অর্থাৎ পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা উভয়ে যেন কা'বা ঘরকে মানব জাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল এবং তাওয়াফকারী, রুকু-সিজদাকারী এবং ইতিকাফকারীদের জন্য পবিত্র রাখেন। মহান আল্লাহ বলেন-

> এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি কা'বাগৃহকে মানব জাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম আর বলেছিলাম, 'তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' আর ইব্‌রাহীম ও ইস্‌মাঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ' ও সিজ্‌দাকারীদের জন্যে আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।
> স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর কর, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান কর।' তিনি বললেন, 'যে কেউ কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্যে জীবন উপভোগ করতে দিব, এরপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব আর কত নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল!'
> স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলছিল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।'
> 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত কর। আমাদেরকে 'ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
> 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ কর-যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দিবে ও তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৩৯]

---

৩৯. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَ

১.৪.১.২. সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন

সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় মহান আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের এ দুটি নিদর্শনে সাঈ বা প্রদক্ষিণ করার নির্দেশ প্রদান করে মহান আল্লাহ বলেন-

> নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা 'উমরা সম্পন্ন করে এই দুইটির মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোন পাপ নেই আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ্‌ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।[৪০]

১.৪.১.৩. নতুন চাঁদ হজ্জের সময় নির্দেশক

মহান আল্লাহ চাঁদ সম্পর্কে মানুষের মনের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি হজ্জের সময় নির্দেশক বলেও বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে তিনি ইসলামের পূর্ব জাহেলী যুগে প্রচলিত প্রথার মূল্যহীনতা বা কল্যাণহীনতার কথা বর্ণনা করেছেন। তখন এমন কিছু লোক ছিল যারা হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর কোনো প্রয়োজনে যদি গৃহে প্রত্যাবর্তনের ইচছা করতো, তখন ঘরের দরজা দিয়ে ঢোকাকে নিষিদ্ধ মনে করতো। কাজেই ঘরের পেছনের দেয়াল ভেঙ্গে তাতে ছিদ্র করে ঘরে প্রবেশ করতো। এই কাজটিকে তারা ফযীলতপূর্ণ কাজ বলে মনে করতো।[৪১] মহান আল্লাহ এসব রসম রেওয়াজ বাদ দিয়ে তাকওয়া অবলম্বনকে কল্যাণের পথ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তাতেই সফলতা রয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

> লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, 'এটা মানুষ এবং হজ্জের জন্যে সময়-নির্দেশক।' পেছন দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাক্‌ওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৪২]

১.৪.১.৪. হজ্জ ও ওমরাহ্-এর আহকাম ও মাসাইল বর্ণনা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ-এর বিধি বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন-

> তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী কর। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু এর স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন কর না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা বা কুরবানীর মাধ্যমে এর ফিদ্‌য়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দিয়ে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়ী ফেরার পর সাতদিন-এই পূর্ণ দশদিন সিয়াম পালন

اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ (আল-কুরআন, ২ : ১২৫-১২৯)

৪০. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ (আল-কুরআন, ২ : ১৫৮)

৪১. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেনশন বাংলাদেশ, ২০১১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮

৪২. يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوٰبِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾ (আল-কুরআন, ২ : ১৮৯)

> করতে হবে। এটা তাদের জন্যে, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।
>
> হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। এরপর যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্যে হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।
>
> তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। যখন তোমরা 'আরাফাত হতে ফিরে আসবে তখন মাশ'আরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে স্মরণ করবে; যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।
>
> এরপর অন্যান্য লোক যেখান হতে ফিরে আসে তোমরাও সেস্থান হতে ফিরে আসবে। আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
>
> এরপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করতে, বা তার চেয়ে বেশী করে। মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও', বস্তুত পরকালে তাদের জন্যে কোন অংশ নেই।
>
> আর তাদের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোজখের শাস্তি হতে রক্ষা কর-'
>
> তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।
>
> তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই, আর যদি কেউ দেরি করে তবে তারও কোন পাপ নেই। এটা তার জন্যে, যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর আর জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নিকট একত্র করা হবে।[৪৩]

মহান আল্লাহ উপর্যুক্ত ০৮ (আট)টি আয়াতে বিস্তারিতভাবে হজ্জ ও ওমরাহ্-এর আহকাম ও মাসায়েল আলোচনা করেছেন। তিনি এ আয়াতমালায় হজ্জ ও ওমরাহ্ পালনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। হজ্জকালীন কুরবানী, মাথা মুণ্ডন ও ফিদইয়া (দম) আদায়ের নিয়ম বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে তিনি ওম্রাহ্ দ্বারা নেকী

---

৪৩. وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ٝ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۹۶﴾ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؔ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۷﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۱۹۸﴾ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۹﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۲۰۲﴾ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْۤ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾ (আল-কুরআন, ২ : ১৯৬-২০৩)

অর্জনের মাধ্যমে লাভবান হতে তার বান্দাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। হজ্জকালীন পাথেয় সংগ্রহ করা ও তাকওয়া তথা আত্মসংযম করাকে শ্রেষ্ঠ পাথেয় বলে বর্ণনা করেছেন এবং হজ্জকালীন নিষিদ্ধ বিষয়াদি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আরাফাহ্ ও মুযদালিফায় আল্লাহকে স্মরণ করা প্রসঙ্গে এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। মিনায় প্রত্যাবর্তন ও ক্ষমা প্রার্থনার মহত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি হজ্জ পালন শেষে হাজী সাহেবদের করণীয়ও বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে আল্লাহর স্মরণের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন এবং ব্যক্তির চাহিদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্তির কথা বলেছেন। সর্বশেষ তিনি মিনায় অবস্থানের সময়সীমা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পুনরায় তাক্বওয়া অবলম্বন ও আল্লাহ্‌র স্মরণকে হাজী সাহেবদের জন্য গুরুত্বের সাথে পালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

১.৪.১.৫. কা‘বা : নিদর্শন, নিরাপত্তা ও হজ্জের বাধ্যবাধকতা

পবিত্র কা‘বা ঘর পৃথিবীর প্রথম গৃহ। মহান আল্লাহ্ এর অবস্থান এবং অবস্থান স্থল মক্কার গুরুত্ব এবং এই ঘরের আঙিনায় প্রবেশকারীর নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে তিনি সমর্থবানদের জন্য হজ্জ পালনের বাধ্যবাধকতার কথাও তুলে ধরেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

> নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলতা তো বাক্কায়, এটা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।
>
> এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্‌রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্যকর্তব্য। আরকেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।[৪৪]

১.৪.১.৬. অঙ্গিকার পূরণ, ইহরাম ও অন্যান্য নির্দেশ

মহান আল্লাহ ইহরামের একটি বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে অঙ্গিকার পূরণের ব্যাপারে তাগীদ প্রদান করেন। আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শন, কুরবানীর পশু এবং হজ্জ-ওমরাহ্ পালনকারীদের সম্মান করার নির্দেশ প্রদান করেন। সাথে সাথে তিনি শত্রুর ব্যাপারেও সীমা লঙ্ঘনের পরামর্শ প্রদান করেন এবং তাকওয়া অবলম্বন এবং ভাল কাজে একে অপরকে সহযোগিতার নির্দেশ প্রদান করে ঘোষণা করেন-

> হে মু’মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। যা তোমাদের নিকট বর্ণিত হচ্ছে তা ব্যতীত চতুষ্পদ আন‘আম তোমাদের জন্যে হালাল করা হল, তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।
>
> হে মু’মিনগণ! আল্লাহ্‌র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্যে কা‘বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরানো চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করবে না। যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে মস্‌জিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাক্‌ওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।[৪৫]

---

৪৪. আল-কুরআন, ৩ : ৯৬-৯৭

৪৫. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿۱﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَ

১.৪.১.৭. ইহরাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা

মহান আল্লাহ ইহরাম অবস্থায় শিকারের বিধান আলোচনা করেছেন। এ অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ কিন্তু ভুলবশত এ কাজ হয়ে গেলে তার করণীয় বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে তিনি কা'বা, পবিত্র মাস ও কুরবানির পশুকে মানুষের কল্যাণের উৎস হিসেবে ঘোষণা করে বলেছেন-

> হে মু'মিনগণ! ইহ্‌রামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা কর না; তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এটা হত্যা করলে যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক-কা'বায় পাঠানো কুরবানীরূপে। বা এর কাফ্‌ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ এটা পুনরায় করলে আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।
>
> তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার ও তা ভোগ হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্যে। তোমরা যতক্ষণ ইহ্‌রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্যে হারাম। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাঁহার নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।
>
> পবিত্র কা'বাগৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্যে কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্যে নির্ধারণ করেছেন। এটা এ কারণে যে, তোমরা যেন জানতে পার-যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে আল্লাহ্ তা জানেন এবং আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৪৬]

১.৪.১.৮. হজ্জ উপলক্ষে মুশরিকদের প্রতি আহবান

ইসলাম পূর্ব যুগের প্রচলিত নিয়মে কা'বায় তাওয়াফ আবহমান কালের নেয় হজ্জ ফরয বিধান নাযিলের সময়ও ছিল। কা'বার চত্ত্বরে নিজেদের রসম-রেওয়াজ ও খেয়াল-খুশিমত ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা ছিল। কিন্তু হজ্জের বিধান নাযিলের পর মুশরিকদেরকে কা'বায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এবং হজ্জ পালন শেষে মুশরিকদের সাথে করণীয় কী, তাও ঘোষণা করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন-

> মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, নিশ্চয়ই মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। তোমরা যদি তওবা কর তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না আর কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও,
>
> তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করে নাই আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করে নাই, তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।
>
> অতঃপর নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি

اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (আল-কুরআন, ৫ : ১-২)

৪৬. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ - أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ - جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ- (আল-কুরআন, ৫ : ৯৫-৯৭)

> তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
>
> মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনতে পায় ; এরপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে; কারণ তারা অজ্ঞ লোক।[৪৭]

এ আয়াতগুলো মর্ম উপলব্ধি করতে হলে নাযিলের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। সূরা তওবার এ আয়াতগুলো নাযিল হয় নবম হিজরীর জিলহজ্জ মাসের শুরুতে। মূলত ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হুদায়বিয়ার সন্ধি, সপ্তম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ স. এর ওমরাহ্ কাযা করণ, কুরায়শ কর্তৃক হোদায়বিয়া সন্ধির চুক্তি ভঙ্গকরণ, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় ও সংশ্লিষ্ঠ ঘটনা প্রবাহ, একই সনে সংঘটিত হুনায়ন যুদ্ধ এবং সর্বশেষ নবম হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট জানা জরুরী।[৪৮] আধুনিক গবেষকগণ এ ঘোষণাকে একটি সামরিক ঘোষণা হিসেবেও ব্যক্ত করেছেন, কেননা এটি ছিল তাবুক অভিযান থেকে ফিরে আসার পরের ঘটনা। যেটি রোমান, বায়জেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক অভিযান ছিল।[৪৯]

১.৪.১.৯. হাজীদের সেবা, হেরেম শরীফের খেদমত বনাম জিহাদ

আল্লাহ তা'আলার নিকট আল্লাহর মেহমান, হজ্জ পালনকারী মুমিন-মুত্তাকীদের সেবা এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার থেকে আল্লাহর পথে সর্বস্ব নিয়ে যুদ্ধ করা উত্তম এবং এর জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেন-

> হাজীদের জন্যে পানি সরবরাহ আর মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাদের পুণ্যের সমজ্ঞান কর, যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে ? আল্লাহ্র নিকট এরা সমতুল্য নয়। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। যারা ঈমান আনে, হিজরত করে আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম। এদের প্রতিপালক এদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন নিজ দয়া ও সন্তোষের আর জান্নাতের, যেখানে আছে তাদের জন্যে স্থায়ী সুখ-শান্তি। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট আছে মহাপুরস্কার।[৫০]

---

৪৭. وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ - فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ - (আল-কুরআন, ৯ : ৩-৬)

৪৮. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) [অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান], *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ. ৩০১-৩১০

৪৯. বিস্তারিত বিবরণ জানতে : The Message of The Quran - Part 9: Surah At-Tawbah| Shaykh Dr. Yasir Qadhi -এর বক্তৃতা দ্রষ্টব্য। লিংক : https://www.youtube.com/watch?v=bwCb4VecrrY

৫০. আল-কুরআন, ৯ : ১৯-২২

১.৪.১.১০. মুশরিকরা মসজিদে হারামের খেদমতের অযোগ্য

সর্বশ্রেণির মুশরিকদেরকে আল্লাহ তাআলার পবিত্র ঘর মসজিদের খেদমতের বাইরে রাখতে হবে। এ জন্য ব্যবসায়িক বা অন্য কোনো ক্ষতির আসঙ্কামুক্ত থেকে ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

> হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বৎসরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাব মুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৫১]

১.৪.১.১১. বারো মাসের চার মাস নিষিদ্ধ

এই পৃথিবীর বছর গণনার জন্য সৃষ্টির শুরু থেকে মহান আল্লাহ ১২টি মাস নির্ধারণ করে রেখেছেন। এদের মধ্যে ০৪টি মাস হারাম। মানুষের খেয়াল খুশীমত এ মাসগুলোকে এদিক-সেদিক করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

> নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি; তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম কর না আর তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।
>
> এই যে মাসকে পিছিয়ে দেওয়া কেবল কুফরী বৃদ্ধি করা, যা দিয়ে কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা একে কোন বৎসর বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাতে তারা আল্লাহ্ যেইগুলিকে নিষিদ্ধ করেছেন, সেইগুলির গণনা পূর্ণ করতে পারে ; অনন্তর আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলি তাদের জন্যে শোভনীয় করা হয়েছে। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।[৫২]

১.৪.১.১২. কা'বা, ইব্রাহীম আ., হজ্জ ও কুরবানী

আল-কুরআনে মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে কা'বা ঘরের সাথে ঐতিহাসিক ভাবে সম্পৃক্ত করেছেন। হজ্জের ঘোষণা প্রদান এবং এ পবিত্র ঘর সংক্রান্ত তাঁর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য ইব্রাহীম (আ.) কে নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা হজ্জের উপকারিতা ও কল্যাণ, কুরবানী, মাথামুণ্ডন ও ফরজ তাওয়াফের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। হজ্জের গুরুত্ব ও ফযিলত এবং হজ্জ পরবর্তী আল্লাহ নিদর্শনকে সম্মান করাসহ বিশেষ সাবধানতা ঘোষণা করেছেন। কুরবানীর নিয়ম ও অনুগত বান্দাগণের কিছু বৈশিষ্ট ঘোষণা করেছেন। সাথে সাথে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে কুরবানীর উদ্দেশ্যসহ উট কোরবানী সংক্রান্ত আলোচনাও করেছেন। তিনি বলেন-

> যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্র পথ হতে ও মসজিদুল হারাম হতে, যা আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্যে সমান, আর যে ইচ্ছা করে সীমালঙ্ঘন করে এতে পাপ কার্যের, তাকে আমি আস্বাদন করাইব মর্মন্তুদ শাস্তির।
>
> এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলেছিলাম, 'আমার সঙ্গে কোন শরীক স্থির কর না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্যে যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকূ' করে ও সিজ্‌দা করে।

---

[৫১]. আল-কুরআন, ৯ : ২৮

[৫২]. আল-কুরআন, ৯ : ৩৬-৩৭

এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও, এরা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে,

যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযিক হিসেবে দান করেছেন এর ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে। এরপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।

এরপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানু পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।

এটাই বিধান এবং কেউ আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্যে এটাই উত্তম। তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে গবাদিপশু জন্তু-এগুলি ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনান হয়েছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে,

আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরীক না করে ; এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে যেন আকাশ হতেপড়ল, এরপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।

এটাই আল্লাহ্‌র বিধান এবং কেউআল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাক্‌ওয়া-সঞ্জাত।

এই সমস্ত আন'আমে তোমাদের জন্যে নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে; এরপর এদের কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলির ওপর যেন তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ্‌ এক ইলাহ্‌, সুতরাং তারই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে-

যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

এবং উষ্ট্রকে করেছি আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলির অন্যতম; তোমাদের জন্যে এতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় এদের ওপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। যখন এরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তাহতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাচঞাকারী অভাবগ্রস্তকে ; এইভাবে আমি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

কখনই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না এদের গোশ্‌ত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া। এইভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করেদিয়েছেনযাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্যে যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন; সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়ণদেরকে।[৫৩]

১.৪.১.১৩. কুরবানী : ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর ত্যাগ

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ হজ্জের অন্যতম কাজ কুরবানীর বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক হযরত ইসমাঈল (আ.)কে কুরবানী করার ঘটনা ও ফলাফল উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

[৫৩]. আল-কুরআন, ২২ : ২৫-৩৭

> এরপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল ?' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, 'হে ইব্রাহীম! 'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে!'–এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।[৫৪]

হজ্জ মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাকে মুহসিন (সৎকর্মপরায়ণ) ব্যক্তিতে রূপান্তর করে। জীবনের সব ধরনের ত্যাগ ও কুরবানী কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা, এর প্রত্যেকটির জন্যই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার রয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করার ঘটনার দ্বারা মহান আল্লাহ তার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুরস্কৃত করেছেন এবং তাঁকে 'মুহসিন' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আজও পৃথিবীর সকল সমর্থবান মুমিন সেই ঘটনা স্মরণে ইসলামের বিধান হিসেবে কুরবানী করে চলেছে।

বর্ণিত আয়াতগুলোর অধিকাংশই সরাসরি হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত। উপর্যুক্ত আয়াতমালা ছাড়াও পবিত্র কুরআনের আরো অনেক আয়াতে হজ্জের বিষয়াদি তথা মসজিদে হারাম সম্পর্কিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের একটি সূরার নামকরণও করা হয়েছে 'সূরা হজ্জ' হিসেবে। সেখানেও হজ্জের সাথে সম্পর্কিত স্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

'সূরা বাকারা'-এর ১৪২-১৬৩, 'সূরা আনফাল'-এর ৩৪ এবং 'সূরা বনী ইসরাঈল'-এর প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মাসজিদুল হারাম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। 'সূরা আনফাল'-এর ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে কেন্দ্র করে কাফিরদের শিস ও হাততালি দেওয়ার সমালোচনা করেছেন। 'সূরা তওবাহ'-র প্রথম ৪০ আয়াতে হজ্জের একটি ভাষণ বর্ণিত হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নির্দেশে হযরত আলী (রা.) নবম হিজরীর হজ্জে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। 'সূরা ইব্রাহীম'-এর ৩৫-৩৮ আয়াতে মক্কা নগরীর নিরাপত্তা, প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা, নামায প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের অন্তরকে মক্কাবাসীদের জন্য অনুরাগী বানানো এবং প্রশস্ত রিযিকের ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহর কাছে ইব্রাহীম (আ.) এর প্রার্থনা বিধৃত হয়েছে। 'সূরা বালাদ'-এ রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে মক্কা নগরীর জন্মগত সম্পর্কের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ত্বীনে মক্কা শরিফকে নিরাপদ শহর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'সূরা ফীল'-এ আবরাহা বাদশা কর্তৃক কা'বা ধ্বংসের অপচেষ্টা নির্মূলে আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। 'সূরা কুরাইশ'-এ কাবাকে কেন্দ্র করে কুরাইশদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির কথা উল্লেখ করে কাবার মালিকের ইবাদত করার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে।

১.৪.২. হজ্জ-এর বিধানাবলী সম্পৃক্ত রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বাণী

মুমিন জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ নির্মিত ও পরিচালিত হবে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর জীবনাদর্শ ও তাঁর নির্দেশনার আলোকে। এটাই ঈমানের দাবী। আর আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শ ও নির্দেশনা পেয়ে থাকি হাদীসের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাগণের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় হাবীবের বাণীকে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছেন। হাদীস চর্চার স্বর্ণালী যুগের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা এর প্রমাণ পাই। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন পবিত্র কালামে

---

[৫৪]. আল-কুরআন, ৩৭ : ১০২-১০৮

পাকে।[৫৫] সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য তাদের অনুস্মরণীয় আদর্শ হিসেবে রসূল (স.)-এর জীবনাদর্শকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৫৬]

মহান আল্লাহ তাঁর মহব্বত ও ভালোবাসা অর্জনের নিমিত্তে তাঁর প্রিয় রাসূলের অনুস্মরণ করতেও নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৭] সাথে সাথে তিনি বলে দিয়েছেন যে, তাঁর রাসূলের অনুসরণই তাঁর অনুসরণ।[৫৮] যে কোনো মুমিন রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুস্মরণ করলে তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার ও মর্যাদা।[৫৯]

পৃথিবীতে বিখ্যাত হাদীসের প্রায় সকল গ্রন্থেই হজ্জ নামে পৃথক অধ্যায় রয়েছে। ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি এ হজ্জ সম্পর্কিত বহু বর্ণনা হাদীস শরীফে বিদ্যমান। বিশাল সেই হাদীস ভাণ্ডার থেকে হজ্জের বিধানের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১.৪.২.১. হজ্জ ও ওমরাহ্-এর ফরজিয়াত ও ফায়েদাহ

১. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন- হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তা কি প্রতি বছর? রসূলুল্লাহ্ (স.) নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। এরপর রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, আমি হ্যাঁ বললে তা অবধারিত হয়ে যাবে (প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। তিনি পুনরায় বললেনঃ তোমরা আমাকে ততইকু কথার উপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। কারণ তোমাদের পুর্বেকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধীতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোন কিছু করার নির্দেশ দেই- তোমরা তা যথাসাধ্য পালন কর এবং যখন তোমাদের কোন কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ কর।[৬০]

---

৫৫. আল্লাহ বলেন- وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ অর্থ : রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তাহতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর। (আল-কুরআন, ৫৯ : ৭)

৫৬. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝٢١ অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে তো রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (আল-কুরআন, ৩৩ : ২১)

৫৭. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣١ অর্থ : বল, 'তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন আর তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (আল-কুরআন, ৩ : ৩১)

৫৮. আল্লাহ্ বলেন- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝٨٠ অর্থ : কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করি নাই। (আল-কুরআন, ৪ : ৮০)

৫৯. তিনি বলেন- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰۗىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۗءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰۗىِٕكَ رَفِيْقًا ۝٦٩ অর্থ : আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ-যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন-তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী! (আল-কুরআন, ৪ : ৬৯)

৬০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا". فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ - ثُمَّ قَالَ - ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ

২. ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খেতাব করলেন। (খুতবাহ দিলেন): আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। (একথা শুনে) আকরা' বিন হাবিস দাঁড়িয়ে গেল আর বলল, প্রতিবছরই কি (ফরয) হে আল্লাহর রসূল!। তিনি বললেন-আমি তা বললেই তোমাদের উপর ওয়াজিব (ফরয) হয়ে যেত। হজ্জ একবারই ফরয। আর যা বাড়তি করবে সেটা নফল হিসেবে পরিগণিত।[৬১]

৩. আবূ রুযাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা একজন বয়োবৃদ্ধ লোক, হজ্জ ও উমরাহ করার ক্ষমতা তার নেই এবং বাহনে আরোহণেরও। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরাহ্ আদায় কর।[৬২]

৪. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের জন্য কি জিহাদ বাধ্যতামূলক? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, তাদের উপরও জিহাদ ফরয, তবে তাতে অস্ত্রবাজি নাই। তা হচ্ছে হজ্জ ও উমরা।[৬৩]

৫. আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ আমলটি উত্তম?' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা।' তিনি বলেন, আবার প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেনঃ 'এরপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোনটি।' তিনি বললেনঃ 'উত্তম হজ্জ।'[৬৪]

"كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ" [ইমাম আবু হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র) [অনু.- সম্পাদনা পরিষদ], *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, তৃতীয় খণ্ড, হাদীস নং- ৩১২৭, পৃ. ২৮২]

৬১. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ [ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র), *আবু দাউদ শরীফ*, তৃতীয় খণ্ড, [অনু. ড. আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক; সম্পা : অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ], ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, হাদীস নং- ১৭২১, পৃ. ৩]

৬২. وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، فَقَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ [ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র), *আবু দাউদ শরীফ*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮১০, পৃ. ৩৬]

৬৩. وَعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. [আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, [অনু. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য], ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, হাদীস নং- ২৯০১, পৃ. ৩৭]

৬৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ [আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জুফী (র) [অনুবাদ : সম্পাদনা পরিষদ], *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, তৃতীয় খণ্ড, হাদীস নং- ১৪২৯, পৃ. ৬৯]

৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ‘উমরাহ’র পর আর এক ‘উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান।[৬৫]

৭. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে নবজাতক শিশু, যাকে তাঁর মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।[৬৬]

১.৪.২.২. ফরজ হজ্জ দ্রুত আদায় করা

৮. ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমরা (ফরয) হজ্জ পালনে ত্বরা কর। যেহেতু তোমাদের কেউ জানে না যে, তার সম্মুখে কোন্ অসুবিধা এসে উপস্থিত হবে।[৬৭]

৯. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ফাদল (রা.) এর সূত্রে (অথবা পরস্পরের সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে সে যেন অবিলম্বে তা আদায় করে। কারণ মানুষ কখনও অসুস্থ হয়ে যায়, কখনও প্রয়োজনীয় জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কখনও অপরিহার্য প্রয়োজন সামনে এসে যায়।[৬৮]

১.৪.২.৩. বৃদ্ধ, অক্ষম ও মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ

১০. ফাযল ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, খাসআম গোত্রের এক মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতার উপর আল্লাহ নির্ধারিত হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। উটের পিঠে বসার সামর্থ্যও তার নেই। তিনি বললেনঃ তার পক্ষে তুমি হজ্জ আদায় কর।[৬৯]

১১. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাছ'আম গোত্রের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকট এসে বললো, ইসলাম আমার পিতার নিকট (এর ফরয হাক্ব সহ) পৌঁছে গেছে। আমার পিতা অতি বৃদ্ধ মানুষ। তিনি বাহনে আরোহন করতে সক্ষম নন। আর তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে।

---

৬৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ [আবূ ‘আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারী আল-জুফী (র) [অনুবাদ : সম্পাদনা পরিষদ], *বুখারী শরীফ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, হাদীস নং- ১৬৫৮, পৃ. ১৭৯]

৬৬. "قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ- رضى الله عنه- قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ [আবূ ‘আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল বুখারী আল-জুফী (র) [অনুবাদ : সম্পাদনা পরিষদ], *বুখারী শরীফ*, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৩১, পৃ. ৭০]

৬৭. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ- يَعْنِي الْفَرِيضَةَ- فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ [ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, বৈরুত : মুওয়াস্‌সাতুর রিসালাহ্, ১৪২০ হি./ ১৯৯৯খ্রি., খ. ৫, হাদীস নং- ২৮৬৭, পৃ. ৫৮]

৬৮. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ -أَوْ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ. [ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, বৈরুত : মুওয়াস্‌সাতুর রিসালাহ্, ১৪২০ হি./ ১৯৯৯খ্রি., খ. ৩, হাদীস নং- ১৮৩৪, পৃ. ৩৩৩]

৬৯. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، قَالَ: فَحُجِّي عَنْهُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. [ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামে' আস-সহীহ সুনানুত তিরমিযী*, বৈরুত : দারু ইহ্‌ইয়াউত তুরাসিল আরাবি, তা.বি., খ. ৩, হাদীস নং- ৯২৮, পৃ. ২৬৭]

এমতাবস্থায় আমি কি আমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেনঃ “তুমি কি তার সবচেয়ে বড় সন্তান?” সে বললো: হাঁ। তিনি বললেন: “আচ্ছা, তোমার পিতার দায়িত্বে কোন ঋণ থাকতো, আর তুমি যদি তা পরিশোধ করতে, তবে সেটি তার পক্ষ হতে আদায় হয়ে যেতো কি-না?” সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন: “অতএব, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।”[৭০]

১২. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আমার মাতা হজ্জ করার মানু করেছিলেন। এরপর তিনি হজ্জ করার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দেব? উত্তরে তিনি বললেন- হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দাও। মনে কর যদি তার উপর ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে? সে বলল, নিশ্চয়ই। তিনি বললেনঃ অতএব তার উপর যে মানত রয়েছে তা তুমি আদায় করে দাও। আল্লাহ তাআলা অধিক হকদার, তার মানত পূর্ণ করার।[৭১]

১৩. ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহর পথের সৈনিক, হজ্জযাত্রী ও উমরা যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা আল্লাহর নিকট দু'আ করলে তিনি তা কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তা তাদের দান করেন।[৭২]

১.৪.২.৪. মহিলাদের হজ্জ

১৪. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাহরামের বিনা উপস্থিতিতে কোন পুরুষ কোন নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ করার জন্য বেরিয়ে গেছে এবং অমুক অমুক জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ সম্পন্ন কর।[৭৩]

---

৭০. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، أَكَانَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْهُ [আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী আল-বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হায়দারাবাদ : মজলিসু দায়েরাতুল মাআরিফ, ১৩৪৪হি., খ. ৪, হাদীস নং- ৮৮৯৬, পৃ. ৩২৯]

৭১. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ [আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জুফী (র) [অনুবাদ : সম্পাদনা পরিষদ], *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, দশম খণ্ড, হাদীস নং- ৬৮১৭, পৃ. ৫০৫]

৭২. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ " الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ " [আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, [অনু. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য], ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, হাদীস নং- ২৮৯৩, পৃ. ৩৪]

৭৩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. [আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জুফী (র) [অনুবাদ : সম্পাদনা পরিষদ], *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, অষ্টম খণ্ড, হাদীস নং- ৪৮৫৩, পৃ. ৪৯৩]

১৫. আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে নারী আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে ঈমান রাখে তার জন্য পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র বা যাকে বিয়ে করা হারাম এমন ব্যক্তির সঙ্গে ছাড়া তিন দিন বা ততোধিক দিনের সফর করা বিধেয় নয়।[৭৪]

১৬. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন নারীই যেন মাহরামকে সঙ্গে না নিয়ে তিন দিনের সফর না করে।[৭৫]

১.৪.২.৫. অপরের পক্ষে হজ্জ

১৭. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স.) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেনঃ "শুবরুমার পক্ষ থেকে আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছি"। রসূলুল্লাহ্ (স.) জিজ্ঞেস করেনঃ শুবরুমা কে? সে বললো, আমার এক নিকটাত্মীয়। তিনি বলেনঃ তুমি কি কখনও হজ্জ করেছো? সে বললো, না। তিনি বলেনঃ তাহলে এই হজ্জ তোমার নিজের পক্ষ থেকে করো, অত:পর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।[৭৬]

১.৪.২.৬. শিশুর হজ্জ

১৮. আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ, যুহায়র ইবনু হারব ও ইবনু আবূ উমার (রহঃ) ..... ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওহা নামক স্থানে একদল আরোহীর সাক্ষাৎ পেলেন এবং তিনি বললেন, তোমরা কোন সম্প্রদায়ের লোক? তারা বলল, আমরা মুসলিম। তারা আরও জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল। এরপর এক মহিলা তার সামনে একটি শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তোমার জন্য সাওয়াব রয়েছে।[৭৭]

---

৭৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا [ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র), [অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ], *তিরমিযী শরীফ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, হাদীস নং- ১১৭০, পৃ. ৪৪৯]

৭৫. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ [আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জুফী (র) [অনুবাদ : সম্পাদনা পরিষদ], *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, দ্বিতীয় খণ্ড, হাদীস নং- ১০২৫, পৃ. ২৮১

৭৬. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ [আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, [অনু. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য], ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, হাদীস নং- ২৯০৩, পৃ. ৩৭]

৭৭. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ [ইমাম আবু হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র) [অনু.- সম্পাদনা পরিষদ], *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, তৃতীয় খণ্ড, হাদীস নং- ৩১২৩, পৃ. ২৮১]

১৯. সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে নিয়ে বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (স.) -এর সঙ্গে হজ্জ করেছেন, আমার বয়স তখন সাত বৎসর ছিল।[৭৮]

২০. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাথে হজ্জ করলাম। আমাদের সাথে মহিলা ও শিশুরা ছিল। আমরা শিশুদের পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ ও কংকর নিক্ষেপ করেছি।[৭৯]

উপর্যুক্ত হাদীসমালা ছাড়াও অসংখ্য-অগণিত হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে হাদীস গ্রন্থের বিশাল ভাণ্ডারে। এ অনুচ্ছেদে আমরা সামান্য কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছি। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট আলোচনা, যেমন- মীকাত, ইহরাম, জামারাহ্ ইত্যাদির আলোচনায় সংশ্লিষ্ট স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হাদীস উল্লেখ করা হবে।

---

৭৮. وَعَن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. [ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র), [অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ], *তিরমিযী শরীফ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, হাদীস নং- ৯২৮, পৃ. ২৪৩]

৭৯. عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. [ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র), *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৯২৭]

১.৫. হজ্জ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ

১.৫.১. হজ্জের সময়

হজ্জ-এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। এর বাইরে হজ্জ আদায় করা জায়িয নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন– "হজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত"।[৮০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন যে-

قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَال وَ ذُوالْقَعَدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) বলেন, হজ্জের মাসসমূহ হচ্ছে শাওয়াল, যিলকদ এবং যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন।[৮১]

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, হজ্জের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এর পূর্বে ইহরাম বাঁধা জাইয নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধলে হজ্জ আদায়ই হবে না। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অবশ্য হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মাকরূহ হবে।[৮২]

১.৫.২. হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ[৮৩]

১. মুসলমান হওয়া।
২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।
৩. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া।
৪. আযাদ হওয়া।
৫. হজ্জ পালনের দৈহিক ও আর্থিক সঙ্গতি থাকা।
৬. হজ্জের সময় হওয়া।
৭. হজ্জ যাত্রা পথের নিরাপত্তা।

বিধর্মী শত্রু রাষ্ট্রের নও মুসলিমের পক্ষে হজ্জ ফরয হওয়ার জ্ঞান থাকা।

---

৮০. আল-কুরআন, ২ : ১৯৭

৮১. বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১১; উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৪৫

৮২. *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন*, ১ম খণ্ড; উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৪৫

৮৩. লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৪৫

১.৫.৩. হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকার :

১. ইফরাদ – হজ্জের মাসে উমরা ছাড়া কেবল হজ্জ করা। এরূপ হাজীকে 'মুফরিদ' বলা হয়ে থাকে।

২. তামাত্তু – হজ্জের মাসে প্রথমে উমরা এবং পরে হজ্জ করা। এরূপ হাজীকে 'মুতামাত্তে' বলা হয়ে থাকে।

৩. কিরান – হজ্জ ও উমরা এক সাথে মিলিয়ে করা। এরূপ হাজীকে 'কারিন' বলা হয়ে থাকে।

কিরান হজ্জই উত্তম। কেননা এতে এক ইহরামে দীর্ঘদিন থাকতে হয় বলে কষ্ট বেশী হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিদায় হজ্জ কিরান হয়েছিল।[৮৪]

১.৫.৪. হজ্জের ফরয তিনটি

১. ইহরাম বাঁধা বা আনুষ্ঠানিকভাবে হজ্জের নিয়্যত করা।
২. আরাফাতে অবস্থান (উকূফ), ৯ই যিলহজ্জের সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ১০ই যিলহজ্জের ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় মুহূর্তের জন্য হলেও।
৩. তাওয়াফে যিয়ারত, ১০ ই যিলহজ্জের ভোর থেকে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোন দিন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা।

এ তিনটি ফরযের একটি যদি ছুটে যায় তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছরে তার কাযা আদায় করা ফরয হয়ে যাবে।[৮৫]

১.৫.৫. হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাতের আগেই ইহরাম বাঁধা।

২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে উকূফ (অবস্থান) করা।

৩. কিরান বা তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তির শোকর আদায় করা এবং তা রমী ও মাথা মুণ্ডানোর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা।

৪. সাফা মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা এবং সাফা থেকে সাঈ আরম্ভ করা।

৫. মুযদালিফায় উকূফ (অবস্থান) করা।

৬. তাওয়াফে যিয়ারত আইয়্যামে নহরের মধ্যে সম্পাদন করা।

৭. রমী বা শয়তানকে কংকর মারা।

৮. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা। আগে রমী ও পরে মাথা মুণ্ডানো।

---

৮৪. মিশকাত শরীফ (বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩; উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৪৭

৮৫. লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৪৮

৯. মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এগুলোর কোন একটিও ছুটে গেলে হজ্জ হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে। অর্থাৎ কাফ্‌ফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হবে। এছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যাদি সুন্নাত, মুস্তাহাব বা হজ্জের আদব পর্যায়ের।[৮৬]

১.৫.৬. হজ্জের সুন্নাতসমূহ

১. মীকাতের বাইরের লোকদের মধ্যে যারা ইফরাদ বা কিরান হজ্জ করেন তাদের জন্যে তাওয়াফে কুদুম করা।

২. তাওয়াফে কুদূমে রমল করা। এ তাওয়াফে রমল না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারত অথবা বিদায়ী তাওয়াফে তা করে নিতে হবে।

৩. ইমামের জন্য তিন স্থানে খুৎবা প্রদান করা। অর্থাৎ ৭ই যিলহজ্জ মক্কা মুকাররমায়, ৮ই যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে এবং ৯ই যিলহজ্জ মিনায়।

৪. ৮ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান।

৫. ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় যাওয়া।

৬. আরাফাতের ময়দান থেকে ইমামের রওনা হওয়ার পর রওনা হওয়া।

৭. আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

৮. আরাফাতে গোসল করা।

৯. মিনার কাজকর্ম সম্পাদনকালে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

১০. মিনা থেকে ফেরার পথে মুহাসাব নামক স্থানে স্বল্পক্ষণের জন্যে হলেও উকূফ (অবস্থান) করা।[৮৭]

---

[৮৬]. মারাকিল ফালাহ, পৃ. ৫৯৯; উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৪৮

[৮৭]. মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ; উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৪৮-৩৪৯

১.৬. হজ্জ ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্র বিধিবদ্ধ ইসলাহী বিশ্ব সম্মেলন

হজ্জ ইসলামের অন্যতম ভিত্তি এবং ফরজ ইবাদাত। মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন বলেন-

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَ
مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

"নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ (কাবা) ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এ ঘরটিতে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, মাকামে ইব্রাহীম তার অন্যতম। যে লোক বায়তুল্লাহর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর বায়তুল্লাহ-এর হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার, যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার। আর যে লোক তা মানে না, (তার জেনে রাখা উচিৎ) আল্লাহ সারা বিশ্ব জাহানের কোনো কিছুরই পরোয়া করেন না।"[৮৮]

১.৬.১. কা'বা ঘর সারা বিশ্বের মানব জাতির জন্য মিলনকেন্দ্র ও শান্তির স্থান

মহান আল্লাহ পবিত্র কা'বাকে বিশ্বের মানবকুলের মিলনস্থল ও শান্তির স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন-

আমি কা'বা ঘরকে সারা বিশ্বের মানব জাতির জন্য মিলনকেন্দ্র ও শান্তির স্থান নির্ধারণ করেছি, আর তোমরা ইব্রাহীমের দড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও আর আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু- সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।[৮৯]

১.৬.২. ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর ঘোষণা

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির প্রতি হযরত ইব্রাহীম (আ.) যে হজ্জের ঘোষণা প্রদান করেছিলেন সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আসেছে-

আর তুমি মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা জারি করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং (দীর্ঘ সফরের কারণে) সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং (কুরবানীর) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে (**১০, ১১, ১২ই** যিলহজ্জ তারা যেন) তাঁর দেওয়া চতুষ্পদ পশুসমূহ যবেহ করার সময় তাদের উপরে আল্লাহর নাম স্মরণ করে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও অভাবী ও দুস্থদেরকে।[৯০]

মহান আল্লাহর এ নির্দেশনার পর হযরত ইব্রাহীম (আ.) মাক্বামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে এবং কোনো কোনো বর্ণনা মতে আবূ কুবায়েস পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দুই কানে আঙ্গুল ভরে সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে চারদিকে ফিরে বারবার আল্লাহর পক্ষ থেকে হজ্জের উক্ত ঘোষণা জারি করেন। ইমাম বাগাভী হযরত ইবনু আব্বাস

---

৮৮. আল-কুরআন, ৩ : ৯৬-৯৭

৮৯. আল-কুরআন, ২ : ১২৫

৯০. আল-কুরআন, ২২ : ২৭-২৮

(রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ.)-এর উক্ত ঘোষণা আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন সাথে সাথে বিশ্বের সকল প্রান্তে মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেন। আর মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন-এর ইচ্ছায় তখন থেকে অদ্যাবধি কা'বা গৃহে অবিরত ধারায় হজ্জ, উমরাহ ও ত্বাওয়াফ চালু আছে। তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে-

> ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই : 'মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে'-(বাগাভী)। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম (আ.)-কে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহর কাছে আরয করলেন : এখানে যেত জনমানবহীন বন্য প্রান্তর। ঘোষণ শোনার মত কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন : তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। সারা বিশ্বে পৌঁছানের দায়িত্ব আমার ইবরাহীম (আ.) মাকামে-ইবরাহীমে দাড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ তা'আলা তা উচ্চ করে দেন। কোনো কোনে রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবূ কুবায়স পাহাড়ে আরোহন করে ঘোষণা করেন। দুই কানে আঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন : 'লোকসকল! তোমাদের প্রতিপালক নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ্জ ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন করো'। এই রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ.)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌছিয়ে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌছিয়ে দেওয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জওয়াবে 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলেছে অর্থাৎ হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : ইবরাহীমী আওয়াজের জওয়াবই হচ্ছে হজ্জে "লাব্বাইকা" বলার আসল ভিত্তি -(কুরতুবী, মাযহারী)।[৯১]

হযরত ইবনে আববাস (রা.) বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবরাহীমী আহবানের জওয়াবই হচ্ছে হাজীদের 'লাববায়েক আল্লা-হুম্মা লাববায়েক' (হাযির, হে প্রভু আমি হাযির) বলার আসল ভিত্তি। সেদিন থেকে এযাবত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে মানুষ চলেছে কা'বার পথে কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ গাড়ীতে, কেউ বিমানে, কেউ জাহাজে ও কেউ অন্য পরিবহনে করে।

১.৬.৩. হজ্জ হল মুসলিম উম্মাহর জন্য বিধিবদ্ধ বিশ্ব সম্মেলন

আবরাহা[৯২]-এর মত অনেকে বার বার চেষ্টা করেও আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন-এর মেহমানগণের এ মানব স্রোত কখনো ঠেকাতে পারেনি। পারবেও না কোনদিন ইনশাআল্লাহ। দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে সর্বদা চলছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ। আর হজ্জের পরে চলছে কুরবানী। আর এভাবেই হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর স্মৃতি চির অম্লান হয়ে আছে মানব ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে। এক কালের চাষাবাদহীন বিজন পাহাড়ী উপত্যকা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দো'আর বরকতে হয়ে উঠলো সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের মিলনকেন্দ্র হিসাবে। আর হজ্জ হল সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও বিধিবদ্ধ বাৎসরিক তালীমি ও ইসলাহী বিশ্ব সম্মেলন।

---

৯১. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) [অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান], *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২, খ.৬, পৃ. ২৫১-২৫২

৯২. খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ আরবের একজন খ্রিস্টান বাদশাহ। ইসলামের ইতিহাসে তাকে উল্লেখ করার কারণ হলো- তিনি একটি য়ামানী বাহিনী লইয়া রাসূল (স.)-এর জন্ম বৎসরে অর্থাৎ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। আল-কুরআনের সূরা ফীলের বিবরণে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। [সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৪৩]

১.৬.৪. হজ্জ ও বিশ্বের অগণন মানুষের ভাবাবেগে ইসলাম

প্রতিবছর হজ্জ আদায়কারী লোকের সংখ্যা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক। প্রত্যেক এলাকা, প্রত্যেক শহর থেকে শত শত, হাজার-হাজার লোকের সমন্বয়ে প্রতিবছর প্রায় প্রত্যেক মুসলিম দেশ থেকে লক্ষ-লক্ষ মুসলিম হজ্জব্রত পালন করেন। মুসলিম অধ্যুষিত এসব অঞ্চলের শুধু হাজী সাহেবগণের মধ্যেই নয় বরং তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ড ও সংশ্লিষ্ট সমাজে বসবাসকারী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে মহান আল্লাহ ও পরকালীন জীবনের ব্যাপারে এক অভূতপূর্ব আবহের সৃষ্টি করে। হজ্জের মাস নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে তাঁর হৃদয়ে ইসলাম পালনের এক নতুন চেতনা জাগ্রত হয়। বর্তমানে হজ্জের প্রস্তুতির জন্য অনেক পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা শুরু করতে হয়। পবিত্র রমজান মাস থেকে এ আবহ এক নতুন মাত্রা যোগ করে হাজী সাহেব ও তার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের মাঝে। হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার পূর্বাপর প্রায় ছয়মাস পর্যন্ত এক প্রকার ধর্মীয় ভাবাবেশ তরঙ্গায়িত হতে থাকে হাজী সাহেবের পারিপার্শ্বিকতায়। যারা হজ্জে গমন করে আর হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তারা তো ধর্মীয় ভাবধারায় নিমগ্নই হয়ে থাকে; কিন্তু যারা হজ্জে যাওয়ার সুযোগ পায় না, তারা হাজীদের যাত্রার প্রস্তুতি, তাদের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এবং বাড়িতে ফিরে আসার সময় তাদের অভ্যর্থনা এবং তাদের কাছ থেকে এ মহান ইবাদত পালনের অভিজ্ঞতা ও সফরের বিবরণ শুনে, তাদের মনেও হজ্জ পালনের এবং ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করে আল্লাহর মহব্বত অর্জনের এক অকৃত্রিম অনুভূতি জাগ্রত হয়। একজন হাজী যখন হজ্জে গমনের নিয়ত করে, সেই সাথে তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং পরহেযগারী, তাওবা-ইসতেগফার এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের ভাবধারা জেগে ওঠে। সে তার প্রিয় আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকল লোকের কাছে বিদায় চায়। নিজের সকল জাগতিক কাজ ও দায়িত্ব পূর্ণ করে যেতে চান। এতে মনে হয় যে, সে এখন আর আগের মানুষ নয়, আল্লাহর দিকে তার মনের আকর্ষণ হওয়ায় দিল পবিত্র হয়ে গেছে। এভাবে এক একজন হাজীর এ পরিবর্তনে তার চারপাশের লোকদের ওপর কত গভীর প্রভাব পড়ে তা অনুমান করা যায়।

এভাবে প্রতিবছরই যদি দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা, শহর কিংবা দেশ থেকে গড়ে এক লক্ষ লোকও এই হজ্জ সম্পন্ন করে, তবে তাদের এ গতিবিধি ও কার্যকলাপের প্রভাব আরো কয়েক লক্ষ লোকের জীবনধারাকে প্রভাবিত করা স্বাভাবিক। হাজী সাহেবদের মুখের লাব্বাইক ধ্বনি যাত্রাপথের অগণিত মানুষের মনও ভাবধারায় জাগ্রত হয়ে ওঠে। কত মানুষের লক্ষ্য আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে যায়। আর কত লোকের নিদ্রিত আত্মা হজ্জ করার উৎসাহে জেগে ওঠে। হাজী সাহেবগণ নিজ নিজ দেশে ফেরার সময়ও অনুরূপ হজ্জের মোহময় আবেশ তৈরী হয় তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারী দেশে অবস্থানকারী মানুষের মাঝেও। দলে দলে মানুষ তাদের সাক্ষাত লাভ করতে আসে, তাদের কাছ থেকে আল্লাহর ঘরের আলোচনা শুনে অসংখ্য মানুষের মনে এবং পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে ইসলামী ভাবধারা জেগে ওঠে।

১.৬.৫. হজ্জ ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহর এক অপরূপ দৃশ্য

আমরা যদি একান্তে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি তাহলে দেখবো যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অসংখ্য মানুষ যারা আকৃতি, দৈহিক রং ও ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যখনই কা'বার নিকটবর্তী হয়, সবাই নির্দিষ্ট স্থানে (মীকাতে) এসে একই ধরনের অনাড়ম্বর শুভ্র পোষাক পরিধান করে। এ যেন সৃষ্টিকর্তার দরবারে সাড়া দেওয়ার এক অনবদ্য পোষাক। যেরূপ মৃত্যুর পরেও একইভাবে এ ধরনের শুভ্র কাপড় পরানো হয়। সবাই যেন আহকামুল হাকিমীন, রব্বুল আলামীন, রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর দরবারে একই পোষাকে, তাঁরই সন্তুষ্টি ও ক্ষমা প্রাপ্তির আশায় একত্রিত হয়েছে। এ যেন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আল্লাহ্ তা'আলার সেনাদল। এরা যেন নির্দিষ্ট ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করার জন্য প্রতি বছর আসে এই দরবারে প্রশিক্ষণ নিতে। সবারই কণ্ঠে একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে-

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

সকলের কণ্ঠে একই ধ্বনি। ভিন্ন ভিন্ন মীকাত অতিক্রম করে কা'বা যত নিকটবর্তী হয়, উম্মাহ্‌র ভাইদের দূরত্ব ও ব্যবধান ততই কমতে থাকে। বিভিন্ন দেশের হাজী সাহেবদের কাফেলা একত্রিত হয়। সবাই একইসাথে নামায আদায় করে, সকলের পোশাক এক, সকলেরই ইমাম এক, একই গতিবিধিতে ও একই ভাষায় সকলের নামায পড়া, সকলেই এক 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির ইঙ্গিতে ওঠা-বসা করে, রুকু-সিজদা করে, সকলে একই আরবি ভাষায় কুরআন পড়ে এবং শুনে। এভাবে সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার ভাষা, জাতি, দেশ, বংশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য চূর্ণ হয়ে একাকার হয়ে যায়।

১.৬.৬. অতুলনীয় ঐক্যের পরিবেশ

সমগ্র মানুষের সমন্বয়ে 'এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী' একটি বিরাট জামায়াত রচিত হয়। তারপর এ বিরাট আন্তর্জাতিক জামায়াত একই আওয়ায 'লাব্বাইক' ধ্বনি করতে করতে চলতে থাকে। পথের প্রত্যেক চড়াই উৎরাইয়ে যখন এ আওয়ায উত্থিত হয়, যখন নামাযের সময়ে এবং প্রভাতে এ শব্দ অনুরণিত হয়ে ওঠে, যখন কাফেলাসমূহ পরস্পর মিলিত হবার সময় এ শব্দই ধ্বনিত হয়ে ওঠে তখন চারদিকে এক আশ্চর্য রকম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সে পরিবেশে মানুষ নিজেকে ভুলে যায়, এক অচিন্তনীয় ভাবধারায় সে মত্ত হয়ে পড়ে, 'লাব্বাইকা' ধ্বনির আকর্ষণে সে এক ভাবজগতে ছুটে যায়। অতপর কা'বায় পৌঁছে দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সমাগত জনসমুদ্রের একই পোশাকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা, সকলের একই সাথে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো, সকলের মিনায় উপস্থিত হয়ে তাবু জীবনযাপন করা এবং তথায় এক ইমামের কণ্ঠে ভাষণ শোনা, তারপর মুযদালিফায় তাবুতে রাত্রি যাপন করা, আবার মিনার দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন করা, সকলে মিলে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ, তারপর সকলের কুরবানী করা, সকলের একই সাথে কা'বায় ফিরে এসে তার তাওয়াফ করা, সকলের একই কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে নামায পড়া – এসব কাজে যে পবিত্র পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়, দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মে বা জীবন ব্যবস্থায় তার তুলনা নেই।

১.৬.৭. হজ্জ উম্মাহ্‌র ঐক্যের জন্য ইলাহী নি'আমত

হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্য থেকে আগত অসংখ্য মানুষের একই কেন্দ্রে সম্মিলিত হওয়া এমন নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং ঐক্যভাবের সাথে একত্রিত হওয়া এমন পবিত্র উদ্দেশ্য ও ভাবধারা এবং নির্মল কাজ-কর্ম সহকারে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা প্রকৃতপক্ষে আদম সন্তানের জন্য এটা এক বড় নিয়ামত। এ বিকল্পহীন নিয়ামত, পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা ইসলাম ভিন্ন অন্য কোথাও অসম্ভব। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির পরস্পর মিলিত হওয়া কোনো নতুন কথা নয়। ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে আমরা লক্ষ্য করবো যে, বিভিন্ন জাতি যে বিভিন্ন সময় একত্রিত হয়েছে, তাদের লক্ষ ছিল প্রায়ই- কোনো যুদ্ধ, অথবা কোনো সন্ধি, নিজেদের স্বার্থের জন্য। এ পৃথিবী স্বাক্ষী রয়েছে এরকম বহু সম্মেলনের। বিশ্বজাতি সম্মেলনও হয়েছে দুনিয়ায়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই পৃথিবী তাদের কুৎসিত ও কদাকার মুখচ্ছবিই দেখেছে। দেখেছে এ ঐকবদ্ধতা শুধু ধোঁকা ও প্রতারণার ষড়যন্ত্র, যুলুম ও বেঈমানীর জাল ছড়াবার জন্য কিংবা কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। কিন্তু পবিত্র হজ্জে মুসলিমদের কা'বা কেন্দ্রীক একত্রিত হয়ে জগতের সকল সম্মেলন ও সমাবেশ থেকে ভিন্ন। কেননা-

- মুসলিম জাতির বিশিষ্ট জনসাধারণ এক নির্মল মন, সচ্চরিত্রতা ও পবিত্র মনোভাব নিয়ে এবং প্রেম ভালোবাসা, নিষ্ঠা, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্যভাব সহকারে একত্রিত হন।

- বিশ্বের মুসলিম জাতির নেতৃস্থানীয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তাদের চিন্তা, কর্ম এবং উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে মিলিত হন।
- আর এ ঐক্যবদ্ধ সম্মেলন শুধু একবার নয়, বরং চিরকালের জন্য প্রত্যেক বছর একই কেন্দ্রে একত্রিত হন।

বিশ্বমানবতার প্রতি এ এক অসাধারণ নি'আমত, যা দুনিয়ায় ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো জীবন-ব্যবস্থা এনে দিতে পারেনি। বিশ্ব শান্তি স্থাপনে জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেয়া এবং বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে হজ্জ-এর গুরুত্ব ও ফযীলত

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে হজ্জ-এর গুরুত্ব ও ফযীলত

২. পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় হজ্জ-এর গুরুত্ব ও ফযীলত

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হলো হজ্জ। ঈমান, সালাত, যাকাত ও সাওমের পরই হজ্জের অবস্থান। হজ্জ মূলত শারীরিক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বিত একটি ইবাদত। তাই উভয় দিক থেকে সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয। হজ্জ আদায়ের জন্য শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি ব্যক্তির নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ ও আসবাবপত্রের অতিরিক্ত হজ্জে যাওয়া-আসার ব্যয় এবং হজ্জ আদায়কালীন পরিবারের ব্যয় নির্বাহে সক্ষম হতে হবে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় তথা ইসলামী শরীয়তে হজ্জ এর গুরুত্ব অত্যধিক। ইসলামের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে হজ্জ-এর আইনগত অবস্থান হলো এটি ইসলামের মৌলিক ফরয ইবাদতের অন্যতম। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হজ্জ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের বাণী সম্ভার থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং হাদীসের ভাণ্ডার সমূহ থেকে মৌলিক কতগুলো হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে ইসলামের মৌলিক ভিত্তি ও ইবাদত হজ্জ-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

২.১. কুরআন-সুন্নাহ্‌য় হজ্জ-এর গুরুত্ব

২.১.১. হজ্জ সক্ষম ব্যক্তির জন্য অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য

জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা স্বাধীন ও সামর্থবান মুসলিমের ওপর ফরজ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা হলো-

> নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, এটা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্‌রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।[৯৩]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ-এর বিধি বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। হজ্জ ও ওমরাহ্-এর আহকাম ও মাসায়েল সম্পর্কিত বিবরণ বর্ণনা করেছেন। তিনি এ আয়াতমালায় হজ্জ ও ওমরাহ্ পালনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ওম্‌রাহ্ দ্বারা নেকী অর্জনের মাধ্যমে লাভবান হতে তার বান্দাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। হজ্জকালীন পাথেয় সংগ্রহ করা ও তাকওয়া তথা আত্মসংযম করাকে শ্রেষ্ঠ পাথেয় বলে বর্ণনা করেছেন এবং হজ্জকালীন নিষিদ্ধ বিষয়াদি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আরাফাহ্

---

৯৩. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ (আল-কুরআন, ৩ : ৯৬-৯৭)

ও মুযদালিফায় আল্লাহকে স্মরণ করা প্রসঙ্গে এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। মিনায় প্রত্যবর্তন ও ক্ষমা প্রার্থনা মহত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি হজ্জ পালন শেষে হাজী সাহেবদের করণীয়ও বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

> তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী কর। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু এর স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন কর না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা বা কুরবানীর মাধ্যমে এর ফিদ্‌য়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দিয়ে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়ী ফেরার পর সাতদিন-এই পূর্ণ দশদিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্যে, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।
>
> হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। এরপর যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্যে হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।
>
> তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। যখন তোমরা 'আরাফাত হতে ফিরে আসবে তখন মাশ'আরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে স্মরণ করবে; যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।
>
> এরপর অন্যান্য লোক যেখান হতে ফিরে আসে তোমরাও সেস্থান হতে ফিরে আসবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
>
> এরপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করতে, বা তার চেয়ে বেশী করে। মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও', বস্তুত পরকালে তাদেরজন্যে কোন অংশ নেই।
>
> আর তাদের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোজখের শাস্তি হতে রক্ষা কর-'
>
> তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।
>
> তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই, আর যদি কেউ দেরি করে তবে তারও কোন পাপ নেই। এটা তার জন্যে, যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আরজেনে রাখ যে, তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নিকট একত্র করা হবে।[৯৪]

---

৯৪. وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরানে বর্ণিত উক্ত আয়াতমালা থেকে হজ্জের অত্যাবশ্যকীয়তা প্রমাণিত হয়।

তাফসীরে ইবনে কাসীরের লেখক ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র.) উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তাআয়ালার বাণী- "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।" এই আয়াতাংশটি জমহুর উলামা হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করেন। কেহ কেহ বলেছেন- "তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।" এই আয়াতাংশ দ্বারা ফরয হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর সঠিক। বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, হজ্জ ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি স্তম্ভ। ইহা ফরয হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানগণ একমত। একথাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, প্রত্যেক সমর্থ্যবান মুসলমানের প্রতি তাঁর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।[৯৫]

২.১.২. হজ্জ ইসলামের মৌলিক স্তম্ভের অন্যতম

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর অন্যতম হলো হজ্জ। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর বহু হাদীস থেকে আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি। যেমন-

> ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. সলাত ক্বায়িম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রমযানের সিয়ামব্রত পালন করা।[৯৬]

২.১.৩. জীবনে একবার ফরয, পুনরায় আদায় করা নফল

পবিত্র হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, হজ্জ আদায় করা সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য জীবনে একবার ফরজ এবং এর অতিরিক্ত আদায় করা হলে তা হবে নফল। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন-

> আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেনঃ হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তা কি প্রতি বছর? রসূলুল্লাহ্ (স.) নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। এরপর রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, আমি হ্যাঁ বললে তা অবধারিত হয়ে যাবে (প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। তিনি পুনরায়

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۲۰۲﴾ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾ (আল-কুরআন, ২ : ১৯৬-২০৩)

[৯৫]. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (রহ.), *তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর (দ্বিতীয় খণ্ড)*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৪, পৃ. ৫৫২

[৯৬]. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জু'ফী (র.), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, খ.১, কিতাবুল ঈমান, বাবু কওলুন্নাবিয়্যি স. বুনিয়াল ইসলামু আলা খামছিন, হাদীস নং-৭, পৃ. ১৬)

> বললেনঃ তোমরা আমাকে ততটুকু কথার উপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। কারণ তোমাদের পুর্বেকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধীতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোন কিছু করার নির্দেশ দেই- তোমরা তা যথাসাধ্য পালন কর এবং যখন তোমাদের কোন কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ কর।[৯৭]

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

> ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে খেতাব করলেন। (খুতবাহ দিলেন): আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। (একথা শুনে) আকরা' বিন হাবিস দাঁড়িয়ে গেল আর বলল, প্রতিবছরই কি (ফরয) হে আল্লাহর রসূল!। তিনি বললেন-আমি তা বললেই তোমাদের উপর ওয়াজিব (ফরয) হয়ে যেত। হজ্জ একবারই ফরয। আর যা বাড়তি করবে সেটা নফল হিসেবে পরিগণিত।[৯৮]

২.১.৪. সামর্থ্যবান ব্যক্তির হজ্জ পালনে বিলম্ব না করা

হজ্জ যেহেতু একবারই ফরয তাই যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে সে যদি মৃত্যুর আগে যে কোনো বছর হজ্জ আদায় করে, তবে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু হজ্জ বিধানের মৌলিক তাৎপর্য, তার যথার্থ দাবি ও আসল হুকুম হচ্ছে হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা। বিনা ওজরে বিলম্ব না করা। আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল ফরয হজ্জ আদায়ের প্রতি এমনভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন যে, কেউ যদি এই হজ্জকে অস্বীকার করে বা এ বিষয়ে কোনো ধরনের অবহেলা প্রদর্শন করে তবে সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত ও হতভাগ্যরূপে বিবেচিত হবে।

তাছাড়া যে কোনো ধরনের বিপদ-আপদে আপতিত হওয়া, অসুস্থ হওয়া বা মৃত্যু এসে যাওয়া তো অস্বাভাবিক নয়। তাই হজ্জ ফরয হওয়ার পর বিলম্ব করলে এবং পরে সামর্থ্য হারিয়ে ফেললে বা মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাআলার নিকট অপরাধী হিসেবেই তাকে হাজির হতে হবে। এজন্যই হাদীস শরীফে হজ্জ ফরয হওয়া মাত্র আদায় করার তাগিদ ও হুকুম দেওয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন-

---

৯৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا". فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ - ثُمَّ قَالَ - ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ" [ইমাম আবু হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র) [অনু.- সম্পাদনা পরিষদ], *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, তৃতীয় খণ্ড, হাদীস নং- ৩১২৭, পৃ. ২৮২]

৯৮. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُم الْحَجُّ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ [ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র), *আবু দাউদ শরীফ*, তৃতীয় খণ্ড, [অনু. ড. আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক; সম্পা : অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ], ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, হাদীস নং- ১৭২১, পৃ. ৩]

ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমরা (ফরয) হজ্জ পালনে ত্বরা কর। যেহেতু তোমাদের কেউ জানে না যে, তার সম্মুখে কোন্ অসুবিধা এসে উপস্থিত হবে।[৯৯]

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ফাদল (রা.) এর সূত্রে (অথবা পরস্পরের সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে সে যেন অবিলম্বে তা আদায় করে। কারণ মানুষ কখনও অসুস্থ হয়ে যায়, কখনও প্রয়োজনীয় জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কখনও অপরিহার্য প্রয়োজন সামনে এসে যায়।[১০০]

২.১.৫. সামর্থ্যবান ব্যক্তির দ্রুত হজ্জ পালন করা সৌভাগ্যের কাজ

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা স্বচ্ছল সামর্থ্যবান ব্যক্তি, যিনি হজ্জ আদায়ে দ্রুত করে না, তাকে হতভাগা ও বঞ্চিত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি যথাসাধ্য দ্রুত হজ্জ পালন করা সৌভাগ্যের কাজ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার শরীরকে সুস্থ রাখলাম, তার রিযিক ও আয়-উপার্জনে প্রশস্ততা দান করলাম। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি সে আমার গৃহের হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন না করে তবে সে হতভাগ্য, বঞ্চিত।[১০১]

২.১.৬. বায়তুল্লাহ্ থেকে দ্রুত উপকার গ্রহণ

রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, একসময় বায়তুল্লাহ্কে উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন লোকেরা সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করতে পারবে না। তাই রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর উম্মতগণকে তাড়াতাড়ি হজ্জ আদায় করার হুকুম করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- তোমরা হজ্জ ও উমরার মাধ্যমে এই (বায়তুল্লাহ) গৃহের উপকার গ্রহণ কর। কেননা ইতোপূর্বে তা দু'বার ধ্বংস হয়েছে। তৃতীয়বার ধ্বংসের ক্ষেত্রে এই ঘরকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।[১০২]

---

৯৯. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ -يَعْنِي الْفَرِيضَةَ- فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ [ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০হি./ ১৯৯৯খ্রি. খ. ৫, পৃ. ৫৮, হাদীস নং- ২৮৬৭]

১০০. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ -أَوْ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ. [আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড, [অনু. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য], ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, হাদীস নং- ২৮৮৩, পৃ. ৩০]

১০১. عن أبي سعيد الخدري: أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال: (قال الله: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم) [মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ আবু হাতেম আত-তামীমী, *সহীহ ইবনে হিববান*, বৈরুত : মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৪১৪হি./ ১৯৯৩খ্রি., খ. ৯, পৃ. ১৬, হাদীস : ৩৭০৩]

১০২. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثِ. [-মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযায়মাহ আবু বকর আস-সালেমী, *সহীহ ইবনে খুযাইমা*, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৩৯০হি./ ১৯৭০খ্রি., খ. ৪, হাদীস : ২৫০৬, পৃ. ১২৮]

২.১.৭. হজ্জ অনাদায়ী সামর্থবানের প্রতি হুমকি

হজ্জ করার শক্তি-সামর্থ্য ও অর্থ-বিত্ত থাকার পরও যে ব্যক্তি হজ্জ করে না তার সম্পর্কে হাদীস শরীফে কঠোর হুমকি প্রদান করা হয়েছে। বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবেন কাসীর'-এ উদ্ধৃত হয়েছে যে,

> আব্দুর রহামান গানাম হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ মুহাজির ও আবূ আমর আওযাঈর সূত্রে আবূ বকর ইসমাঈল আল হাফিজ বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান গানাম উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন : সামর্থ্য থকিতেও যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করে না, সে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হইয়া মারা যায়। উমর (রা.) পর্যন্ত ইহার সনদ বিশুদ্ধ।[১০৩]
>
> হাসান বসরী হইতে সাঈদ ইব্ন মানসুর স্বীয় সুনানে রিওয়ায়েত করেন যে, হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) বলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদিগকে শহরে পাঠাই এবং সামর্থ্যবান হজ্জ বর্জনকারীদের চিহ্নিত করিয়া তাহাদের প্রতি জিযিয়া কর কার্যকরী করি। কেননা, তাহারা মুসলমান নয়। তাহারা মুসলমান নয়।[১০৪]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে-

> মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহইয়া আল-কুতাঈ আল-বাসরী (রহঃ) ..... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, কেউ যদি এতটুকু পাথেয় ও সফর সংক্রান্তের অধিকারী হয়, যা তাকে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, এরপরও যদি সে হজ্জ পালন না করে তবে সে ইয়াহুদী হয়ে মরল বা নাসারা হয়ে মরল এই বিষয়ে (আল্লাহর) কোন পরওয়া নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে ইরশাদ করেন- (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) "মানুষের মাঝে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য"।[১০৫]

২.১.৮. হজ্জ ত্যাগ করে বৈরাগ্যের সুযোগ নাই

হজ্জ-উমরা না করে বৈরাগ্যবাদী হওয়ার সুযোগ ইসলামে নাই। ইসলাম কখনোই বৈরাগ্যবাদ বা সন্নাস্যবাদ অনুমোদন করে না।

> ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম (স.) ইরশাদ করেছেন, ইসলামে বৈরাগ্য নেই। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হজ্জের ক্ষেত্রে কোনো বৈরাগ্য নেই। ইকরামা রাহ.কে জিজ্ঞাসা করা হল, সারুরা কী? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ-উমরাহ কিছুই করে না অথবা যে ব্যক্তি কুরবানী করে না। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) বলেন, জাহেলী যুগে যখন কোনো ব্যক্তি হজ্জ করত না তখন তারা বলত, সে সারুরা (বৈরাগী)। তখন আল্লাহর নবী (স.) বলেন, ইসলামে বৈরাগ্য নেই।[১০৬]

---

[১০৩]. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (রহ.), *তাফসীরে ইব্ন কাছীর (দ্বিতীয় খণ্ড)*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৪, পৃ. ৫৫৬-৫৫৭; মাকাতাবা শামেলায় উক্ত হাদীসটি এরূপ বর্ণিত হয়েছে : حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج،فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً [তাফসীর ইবনে কাসীর/ দারুল ফিক্র, খ.১, পৃ. ৪৭৪]

[১০৪]. *তাফসীরে ইব্ন কাছীর (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৬-৫৫৭

[১০৫]. *তিরমিযী শরীফ*, খ.৩, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮১০, পৃ. ১৫৮

[১০৬]. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ولم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم قال لاَ صَرُورَةً فى الإِسْلاَمِ إِنَّهُ كان الرَّجُلُ فى الْجَاهِلِيَّةِ يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ وَيَقُولُ إِنَّهُ صَرُورَةٌ فَقِيلَ لِعِكْرِمَةَ وما الصَّرُورَةُ قال يَقُولُونَ الذى لم يَحُجَّ ولم يَعْتَمِرْ وَمِنْهُ ما قد حدثنا رَوْحُ بن الْفَرَجِ قال ثنا يُوسُفُ بن عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ قال ثنا سُفْيَانُ عن

আল-কুরআন ও হাদীসের উপর্যুক্ত বাণী সুস্পষ্টভাবে ইসলামের অন্যতম ভিত্তি হজ্জ পালনের অত্যধিক গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে। তাই প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উচিত যথাশীঘ্র হজ্জ আদায় করা। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ বা বিলম্ব না করা ইসলামী শরীয়তের দাবী। উপরন্তু কোনো মুসলমান যদি হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও কোনো অযুহাতে এ ফরয বিধান লঙ্ঘন করে কিংবা হজ্জ আদায় না করে নিজ চিন্তা প্রসুত বৈরাগ্যবাদকে গ্রহণ করে তবে তার ঈমান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। হাদীসের পরিভাষায় সে ইয়াহুদী হয়ে মারা যাক কিংবা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক সে ব্যাপারে ইসলাম কোনো দায় নিবে না।

২.১.৯. হজ্জের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব

হজ্জ একান্তই ব্যক্তিগত আমল। ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই হাজী হজ্জ করে থাকে। তা সত্ত্বেও সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হজ্জের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। বস্তুত হজ্জের মৌসুম এমন এক বসন্ত মৌসুম, যার আগমনে নতুন প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মুসলিম উম্মাহ্। এ কারণেই হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন দেশ থেকে লাখ লাখ মানুষ হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে বায়তুল্লাহর যিয়ারতে ছুটে আসে। যারা হজ্জে গমন করে তাঁরা তো ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত থাকেই, অনুরূপভাবে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন যারা হাজীদের বিদায় সম্ভাষণ এবং ফেরার পর অভ্যর্থনা জানায় এবং হাজীদের থেকে হজ্জের বিস্তারিত অবস্থা শুনে তাদের মধ্যেও ধর্মীয় দিক থেকে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে।

এমনিভাবে হাজীদের কাফেলা যে স্থান দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে তাঁদের দেখে এবং তাঁদের লাব্বাইক আওয়াজ শুনে সেখানকার কতো মানুষের দিল ধর্মীয় ভাবধারায় আপ্লুত হয়ে উঠে এবং কত মানুষের অচেতন আত্মায় হজ্জ করার উৎসাহ জেগে উঠে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিভিন্ন দেশ হতে আগত হজ্জ যাত্রীদের শারীরিক কাঠামো ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, কিন্তু মীকাতের নিকটে এসে তাঁরা নিজেদের পোশাক খুলে একই ধরনের কাপড় পরিধান করে, তখন তাঁদের মধ্যে একই ইলাহ্-এর বান্দা হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সকলের মুখে একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। তারপর মক্কা ও মদীনার পবিত্র ভূমিতে কাফেলা একত্রিত হয় এবং সকলে একই পদ্ধতিতে একই ইমামের পেছনে নামায আদায় করে। এইভাবে সমবেত মুসলিম জনতা ভাষা, জাতি এবং দেশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য ভেঙ্গে দিয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের বিরাট সুযোগ পায়। প্রকৃতপক্ষে, হজ্জের এ বিশ্ব সম্মিলন হল, "মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই" –এর বাস্তব নমুনা। হজ্জের মৌসুমে এ চেতনা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের উন্নতি ও তরক্কীর জন্য বিভিন্ন দেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণ যদি সমষ্টিগত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চান, তবে হজ্জের মৌসুমই এর জন্য উৎকৃষ্ট সময়।

হজ্জের মৌসুমে আলিম-উলামা এবং সূফী ও সংস্কারকপণ পবিত্র মক্কা ও মদীনায় একত্রিত হয়ে থাকেন। তাই এ সময় উম্মাহর সঠিক অবস্থা পর্যালোচনা করা, তাদেরকে শিরক্ ও বিদআতের অভিশাপ হতে মুক্ত করা এবং মুসলিম বিশ্বে তা'লীম ও তাবলীগী মিশন প্রেরণের বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

عَمْرٍو عن عِكْرِمَةَ ولم يذكر ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال لاَ صَرُورَةَ فى الإِسْلاَمِ قال سُفْيَانُ كان أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا لم

يَحُجَّ هو صَرُورَةٌ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لاَ صَرُورَةَ فى الإِسْلاَمِ [আবু জাফর আহম ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামাহ আত-ত্বহাবী, *শরহু মুশকিলুল আসার*, বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪০৮হি./ ১৯৮৭খ্রি., খ.৩, পৃ. ৩১৫; আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনানে আবু দাউদ*, বৈরুত : দারুল কিতাবুল আরাবী, তা.বি., হাদীস : ১৭৩১, খ. ২, পৃ. ৭৪

হজ্জ যেহেতু মুসলিম উম্মাহর এমন এক বিশ্ব সম্মিলন, যেখানে সব শ্রেণীর মানুষই এসে সমবেত হয়। তাই এই সময়ে বিশ্বশান্তি স্থাপনে এবং জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ মিটিয়ে, লড়াই-ঝগড়ার পরিবর্তে ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

হজ্জ্ব সম্মিলন মুসলিম উম্মাহর এক বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর শান-শওকতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলো সংহত হয়। দিকে দিকে উম্মাহর সুখ্যাতি ও গৌরব ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও বহু কল্যাণ, উপকারিতা এবং হিকমত হজ্জের মধ্যে নিহিত রয়েছে।[১০৭]

২.২. কুরআন-সুন্নাহ্য় হজ্জ-এর ফযীলত

বর্ণিত গুরুত্ব উপলব্ধি করে যথাযথভাবে, পাপ-পঙ্কিলতা ও ঝগড়া-বিবাদমুক্ত হয়ে, হজ্জ পালনকেই হাদীসের পরিভাষায় হজ্জে মাবরুর বলা হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ্য় হজ্জে মাবরূর বা মকবুল হজ্জ সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা উল্লেখিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

২.২.১. হজ্জ পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মুছে দেয়

যথাযথভাবে হজ্জ পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত গুণাহ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- "হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করে আর তাতে কোনোরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ করে না তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"[১০৮]

একই হাদীস অন্য বর্ণনায় রয়েছে- "আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি নবী করীম (স.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করল এবং অশ্লীল কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকল সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ থেকে ফিরে আসবে যেদিন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছিল।"[১০৯]

সিহাহ সিত্তাহ্র কয়েকটি গ্রন্থসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবেও উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর অন্য বর্ণনায় রয়েছে-

"আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করে, হজ্জের বিধানগুলো যথাযথভাবে আদায় করে, মুসলমানরা তার মুখ ও হাত থেকে নিরাপদ থাকে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"[১১০]

---

১০৭. *ফাযায়েলে হজ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৬ অবলম্বনে- উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৪৪-৩৪৫

১০৮. *তিরমিযী শরীফ*, খ.৩, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদীস : ৮০৯

১০৯. *বুখারী শরীফ*, খ.৩, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৩১, পৃ. ৭০

১১০. ن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حج البيت فقضى مناسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه [আবু বকর আব্দুর রাযযাক বিন হুম্মাম আস-সানআনী, *মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক*, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩হি., খ. ৫, পৃ. ১০, হাদীস : ৮৮১৭]

সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্যতম হাদিসগ্রন্থ সহীহ মুসলিম-এর ইমান অধ্যায়ে ইসলাম গ্রহণ, হিজরত ও হজ্জ সম্পর্কীত অনুচ্ছেদে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, হজ্জ অতীতের পাপসমূহ মুছে দেয়। হাদীসটি নিম্নরূপ :

মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না আল আনাযী, আবূ মাআন আল রাকাশী ও ইসহাক ইবনু মানসূর (র.) ... ইবনু শামাসা আল মাহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা আমর ইবনু আস (রা.)-এর মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে দেখতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ কাঁদছিলেন। তার পুত্র তাঁকে তাঁর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (স.) প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদের উল্লেখপূর্বক প্রবোধ দিচ্ছে যে, আব্বা! রসূলুল্লাহ্ (স.) কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেননি? রসূলুল্লাহ্ (স.) কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেননি? রাবী বলেন, তখন তিনি পুত্রের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, আমার সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (স.)" এ কালিমার সাক্ষ্য দেয়া। আর আমি অতিক্রম করেছি আমার জীবনের তিনটি পর্যায়।

এক সময় তো আমি এমন ছিলাম যে, রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বিরুদ্ধাচরণে আমার চেয়ে কঠোরতর আর কেউই ছিল না। আমি যদি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে কবজায় পেতাম আর হত্যা করতে পারতাম, এ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ভাবনা। যদি সে অবস্থায় আমার মৃত্যু হতো, তবে নিশ্চিত আমাকে জাহান্নামে যেতে হতো।

এরপর আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি বায়আত করতে চাই। রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন- আমর, কি ব্যাপার? বললাম, পূর্বে আমি শর্ত করে নিতে চাই। রসূলুল্লাহ্ (স.) জিজ্ঞেস করলেন- কি শর্ত করবে? আমি উত্তর করলাম, আল্লাহ যেন আমার সব গোনাহ মাফ করে দেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন- **আমর! তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। হিজরত পূর্বে কৃত গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং হজ্জও পূর্বের সকল গোনাহ মিটিয়ে দেয়।** আমর বলেন, এ পর্যায়ে আমার অন্তরে রসূলুল্লাহ্ (স.) অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ ছিল না। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তার প্রতি চোখ ভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দেহ আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয়, তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ চোখভরে আমি কখনোই তাঁর প্রতি তাকাতে পারিনি। ঐ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হতো তবে অবশ্যই আমি জান্নাতী হওয়ার আশাবাদী থাকতাম।

পরবর্তীকালে আমরা নানা বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েছি, তাই জানিনা, এতে আমার অবস্থান কোথায়। সুতরাং আমি যখন মারা যাব, তখন যেন কোন বিলাপকারিনী অথবা আগুন যেন আমার জানাযার সাথে না থাকে। আমাকে যখন দাফন করবে তখন আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে এবং দাফন সেরে একটি উট যবাই করে তার গোশত বন্টন করতে যে সময় লাগে, ততক্ষণ আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে। যেন তোমাদের উপস্থিতির কারণে আমি আতঙ্কমুক্ত অবস্থায় চিন্তা করতে পারি যে, আমার প্রতিপালকের দূতের কি জবাব দেব।[১১১]

১১১. ইমাম আবু হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র) [অনু.- সম্পাদনা পরিষদ], *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং- ২২১, পৃ. ১৫৮-১৫৯

২.২.২. মাকবুল হজ্জ-এর প্রতিদান জান্নাত

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "উমরার পর আর এক উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান।[১১২]

সুনানে তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা সহ হাদীসের বিশুদ্ধ কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে যে, কামারের হাপর যেমন লোহা ও স্বর্ণ-রৌপ্য থেকে ময়লা দূর করে, ঠিক তেমনি হজ্জ ও উমরাহ্ দারিদ্র ও গুণাহসমূহ দূর করে দেয় এবং মাবরুর হজ্জের প্রতিদান হলো জান্নাত। সুনানে তিরমিযীর বর্ণনা নিম্নরূপ :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, তোমরা হজ্জ ও উমরা পরপর ধারাবাহিকভাবে পালন কর। কেননা এ দুটি (হজ্জ ও উমরাহ) দারিদ্র ও গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন কামারের হাপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে দেয়। আর হজ্জে মাবরূরের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।[১১৩]

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, মাবরুর হজ্জের প্রতিদান হলো জান্নাত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জের মাবরুর কাজ বা সদাচার কি? তিনি বললেন, উত্তম কথা বলা এবং খানা খাওয়ানো।[১১৪]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান হলো জান্নাত। উপস্থিত সাহাবা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! হজ্জের সদাচার কী? তিনি বললেন, খানা খাওয়ানো ও বেশি বেশি সালামের বিস্তার ঘটানো।[১১৫]

২.২.৩. সর্বোত্তম আমল হজ্জে মাবরূর

আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ আমলটি উত্তম?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা।' তিনি বলেন, আবার প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, 'এরপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোনটি।' তিনি বললেন, 'উত্তম হজ্জ।'[১১৬]

---

১১২. বুখারী শরীফ, খ.৩, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬৫৮, পৃ. ১৭৯

১১৩. তিরমিযী শরীফ, খ. ৩, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮০৮, পৃ. ১৫৭

১১৪. عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حج مبرور و فى رواية العلوى الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قيل يا رسول الله و فى رواية العلوى فقالوا : يا رسول الله ما بر الحج ؟ قال : طيب الكلام و إطعام الطعام [আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী (রহ.), *শুআবুল ঈমান*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪১০হি., খ.৩, পৃ. ৪৮০]

১১৫. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ، قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا بِرُّ الْحَجِّ ؟ قَالَ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ. [ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), *মুসনাদে আহমাদ*, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪২০হি./ ১৯৯৯খ্রি., খ.৩, পৃ. ৩৩৪, হাদীস নং- ১৪৬৩৬ (১৪৫৮২)]

১১৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فقَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ [বুখারী শরীফ, খ.৩, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪২৯, পৃ. ৬৯

হযরত মায়িয (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম (স.)কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, এক আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা। তারপর জিহাদ করা। অতপর কবুল হজ্জ অন্যান্য আমল হতে এত উৎকৃষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ যেরূপ সূর্যের উদয়াচল হতে অস্তাচলের ব্যবধান।[১১৭]

এ সম্পর্কিত অন্য একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনে আবাসা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন- ... অতপর এমন দুটি আমল, যা অন্য সকল আমল হতে শ্রেষ্ঠ। তবে যে ব্যক্তি তার অনুরূপ আমল করে তা ব্যতীত। আমল দুটি হলো- মকবুল হজ্জ অথবা মকবুল উমরা।[১১৮]

২.২.৪. হজ্জ ও উমরাহ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ তুল্য

রসূলুল্লাহ (স.) হজ্জকে নারীদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি। আমরা কি জিহাদ করব না? তিনি বললেন, না। বরং তোমাদের নারীদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হল হজ্জে মাবরূর।[১১৯]

অনুরূপ বর্ণনা অন্য হাদীসে রয়েছে-

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? তিনি বললেন, তোমাদের জন্য সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম জিহাদ হল হজ্জে মাবরূর। আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে এ কথা শুনার পর হতে আমি হজ্জ ছাড়িনি।[১২০]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- বৃদ্ধ, দুর্বল ও নারীর জিহাদ হল হজ্জ ও উমরা।[১২১]

---

১১৭. عَنْ مَاعِزٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا [*মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৩১, হাদীস নং- ১৯০১০, পৃ. ৩৫০]

১১৮. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، قَالَ: فَأَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ، قَالَ: وَمَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: فَأَيُّ الإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْهِجْرَةُ، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: تَهْجُرُ السُّوءَ، قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْجِهَادُ، قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ، قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ عَمَلاَنِ هُمَا أَفْضَلُ الأَعْمَالِ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا: حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ. [*মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১১৪, হাদীস নং- ১৭১৫২ (১৭০২৭)]

১১৯. عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ [বুখারী শরীফ, খ.৩, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৩০, পৃ. ৭০]

১২০. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَغْزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ "لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ" فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [বুখারী শরীফ, খ.৩, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৩৯, পৃ. ২২১]

১২১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ [*মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ২৭২, হাদীস নং-৯৪৫৯]

একইভাবে রসূলুল্লাহ্ (স.) হজ্জ ও ওমরাহ্-কে দুর্বল ও হীনচিত্তের অধিকারী ব্যক্তির জন্য জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নিম্নবর্ণিত হাদীসে এরূপই বিবৃত হয়েছে :

হযরত আব্দুল করীম আল-জাযরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আমি ভীরু ও দুর্বল লোক, আমি শত্রুর মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হতে অক্ষম। রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি জিহাদের ব্যাপারে জানাবো না, যে জিহাদে (পারস্পরিক হত্যার) শত্রুর মোকাবেলা করার ব্যাপার নাই? তিনি বললেন, হ্যাঁ; হে আল্লাহর রাসূল। রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, তোমার উচিত হলে হজ্জ ও ওমরাহ পালন করা।[১২২]

২.২.৫. হজ্জ ও উমরাকারীর দুআ কবুল করা হয়

হজ্জ ও উমরাহ পালনকারীগণের দু'আ কবুল করা হয়। কেননা তারা আল্লাহ্র প্রতিনিধি। হাদীস শরীফে এমনটিই উল্লেখিত হয়েছে-

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন- হজ্জ ও উমরাকারীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা দু'আ করলে তাদের দু'আ কবুল করা হয় এবং তারা কিছু চাইলে তাদেরকে তা দেওয়া হয়।[১২৩]

অন্য হাদীসে রয়েছে :

ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী (গাযী), হজ্জ ও উমরা আদায়কারীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা দু'আ করলে দু'আ কবুল করা হয় এবং তারা কিছু চাইলে তাদেরকে তা দেওয়া হয়।[১২৪]

একই বর্ণনা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন- রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন- তিন প্রকারের লোক আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি : গাযী, হাজী ও উমরাকারী।[১২৫]

২.২.৬. হাজীদের গুনাহ মাফ হয় এবং তারা যাদের গুনাহ ক্ষমা চায় তাদেরকে মাফ করা হয়

হজ্জ আদায়ের জন্য সৌভাগ্যবান মুমিনগণের গুণাহসমূহ ক্ষমা করা হয় এমনকি তারা যাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাদেরকেও মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। যেমন-

---

১২২. عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل جبان لا أطيق لقاء العدو قال أفلا أدلك على جهاد لا قتال فيه قال بلى يا رسول الله قال عليك بالحج والعمرة [আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুম্মাম আস-সনআনী, *মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক*, বৈরুত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩হি., খ. ৫, পৃ. ৮, অনুচ্ছেদ : হজ্জের ফযীলত, হাদীস নং- ৮৮১০]

১২৩. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم [নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়িদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৪১২হি., খ. ৩, পৃষ্ঠা- ৪৮৪, অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও ওমরা পালনকারীর দু'আ, হাদীস নং- ৫২৮৮]

১২৪. الحجازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. [মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ আবু আব্দুল্লাহ আল-কাযবীনী, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ২, হাদীস : ২৮৯৩, পৃ. ৯৬৬; সহীহ ইবনে হিববান, খ. ১০, হাদীস : ৪৬১৩, পৃ. ৪৭৪]

১২৫. وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر- [সহীহ ইবনে হিববান, প্রাগুক্ত, খ. ৯, হাদীস : ৩৬৯২, পৃ. ৫]

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ তাআলা হাজীদের গুনাহ ক্ষমা করেন এবং হাজী যাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাদেরকেও ক্ষমা করেন।[১২৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হজ্জ ও উমরাকারীগণ যখন দু'আ করে, তাদের দুআ কবুল করা হয়। তারা যখন কারো জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়।[১২৭]

২.২.৭. হজ্জ ও উমরার জন্য খরচ করার ফযীলত

হজ্জ ও উমরাহ পালনের নিমিত্তে পরিশ্রম অনুযায়ী এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের অনুপাতে নেকি দেওয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ (স.) এধরনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

উম্মাহাতুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) উমরা করার সময় তাকে তার উমরা সম্পর্কে বলেছেন, তুমি তোমার পরিশ্রম ও খরচ অনুপাতে নেকি পাবে।[১২৮]

হজ্জের জন্য কৃত খরচ যেন আল্লাহর রাস্তায়ই খরচ করা হয়। হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন- হজ্জের জন্য খরচ করা, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার মতই, যার সওয়াব সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।[১২৯]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, হজ্জ হল আল্লাহর রাস্তা। তাতে (আল্লাহর রাস্তায়) এক দিরহাম খরচের সওয়াব সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।[১৩০]

জাবির (রা.) রসূলুল্লাহ্ (স.) হতে বর্ণনা করেন, কোন হজ্জকারী ব্যক্তি নিঃস্ব হয় না। জাবের (রা.) কে ইমআর শব্দের উদ্দেশ্য কী জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, অভাব-অনটন।[১৩১]

ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি নবী কারীম (স.)-কে বলতে শুনেছি, হজ্জে গমনকারী ব্যক্তির উট চলার পথে যখনই পা উঠায় এবং পা রাখে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা ঐ হজ্জ কারীদের জন্য সওয়াব লিখে দেন। অথবা তার একটি করে গুনাহ মুছে দেন অথবা তার একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।[১৩২]

---

১২৬. يغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج [*সহীহ ইবনে খুযাইমা*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, হাদীস : ২৫১৬, পৃ. ৫]

১২৭. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ আবু আব্দুল্লাহ আল-কাযবীনী, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ২, হাদীস : ২৮৯২, পৃ. ৯৬৬

১২৮. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها : إن لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك [মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আবু আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন*, বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হি./ ১৯৯০খ্রি., খ. ১, হাদীস নং-১৭৩৩, পৃ. ৬৪৪

১২৯. النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ। [আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল*, বৈরুত : মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৪২০হি./ ১৯৯৯খ্রি., হাদীস নং- ২৩০০০, খ. ৩৮, পৃ. ১০৬]

১৩০. الْحَجُّ سَبِيلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تُضَاعَفُ نَفَقَتُهُ سَبْعَمِائَةِ ضِعْفٍ। [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবনুল আব্বাস আল-ফাকেহী, *আখবাবুর মক্কাহ ফী কাদীমিদ দাহরি ও হাদীসিহি*, বৈরুত : দারু খদর, ১৪১৪হি., খ. ১, হাদীস নং- ৯০৪, পৃ. ৪১৭/

১৩১. عن جابر بن عبد الله رفعه قال ما امعر حاج قط قيل لجابر ماالإمعار قال ماافتقر [আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন আহমাদ আত-ত্ববারানী, *আল-মু'জাম আল-আওসাত্ব*, রিয়াদ : দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি., খ. ৫, হাদীস নং- ৫২১৩, পৃ. ২৪৫]

১৩২. عن ابن عمر قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ما يرفع إبل الحاج رجلا ولا يضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محا عنه سيئة أو رفعه بها درجة [আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বৈরুত : দারুল কিতাবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০হি., খ.৩, পৃ. ৪৭৯, অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরাহ্‌র ফযীলত, হাদীস নং- ৪১১৬]

২.২.৮. হজ্জ ও উমরা পালনকালে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত

হজ্জ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে হাজী সাহেব অনুরূপ হজ্জকারী অবস্থায় কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) এরকম সুসংবাদ প্রদান করেছেন :

> ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উকূফরত ছিলেন। হঠাৎ তিনি বাহন থেকে নীচে পড়ে গেলেন। এতে তার ঘাড় মটকে গেল এবং তিনি মারা গেলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, তাকে বরইপাতা সিদ্ধকরা পানি দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড় দিয়ে তাকে কাফন পরাও। তাকে সুগন্ধি লাগিও না এবং তার মাথাও আবৃত করো না। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।[১৩৩]

অন্য হাদীসে রয়েছে-

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন-

যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হল, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, কিয়ামত পর্যন্ত তার হজ্জের সওয়াব লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে বের হল, আর সে অবস্থায় তার মৃত্যু হল কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য উমরার সওয়াব লেখা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হল, এবং তাতে তার মৃত্যু হল, কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য মুজাহিদের সওয়াব লেখা হবে।[১৩৪]

২.২.৯. তালবিয়া পাঠের ফযীলত

আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম (স.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন হজ্জ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যে হজ্জে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা হয় এবং কুরবানী করা হয়।[১৩৫]

সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, যে কোনো মুসলমান তালবিয়া পাঠ করল, তার তালবিয়া পাঠের অনুসরণে তার ডান ও বামের বৃক্ষরাজি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে, যতক্ষণ না যমীন তার এদিক তথা ডান ও বাম পার্শ্ব হতে ধ্বংস হয়ে যায়।[১৩৬]

---

১৩৩. بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تخطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا [*সুনানু ইবনে মাজাহ*, ইফাবা, খ. ৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০৮৪, পৃ. ১১৮]

১৩৪. من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة [আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন আহমাদ আত-ত্ববারানী, *আল-মু'জাম আল-আওসাত্ব*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৪৮০, পৃ. ৩৩৭]

১৩৫. عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ [[ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র), *তিরমিযী শরীফ*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮২৮, পৃ. ১৭১]

১৩৬. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّى إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا " [প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮২৯]

খাল্লাদ ইবনে যায়েদ, তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, আমার নিকট জিব্রাইল (আ.) আগমন করে এ মর্মে আদেশ করেছেন, আমি যেন আমার সাহাবীদের হুকুম করি যে, তারা তালবিয়া পাঠ করার সময় যেন উচ্চস্বরে পাঠ করে।[১৩৭]

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, জিব্রাইল আমাকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের আদেশ করেছেন। কেননা তা হজ্জের নিদর্শন।[১৩৮]

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম (স.) বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করলেই তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং যে কোনো ব্যক্তি তাকবীর বললেই তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের (সুসংবাদ দেওয়া হয়)? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[১৩৯]

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করে, সে দিনই (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়।[১৪০]

২.২.১০. কা'বা ঘর তাওয়াফের ফযীলত

হজ্জের সময় এবং অথবা মসজিদুল হারামের প্রবেশের মুহূর্তে কা'বা ঘরের তাওয়াফে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক বরকত ও ফযীলত। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ :

ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করে তার একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হয়। তাওয়াফের প্রতি কদমে আল্লাহ তার একটি করে গুনাহ মাফ করেন, একটি করে নেকী লেখেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।[১৪১]

---

১৩৭. عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ وَالتَّلْبِيَةِ" [প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮৩১, পৃ. ১৭৩-১৭৪]

১৩৮. عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي جِبْرِيلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ [আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল বিন হেলাল বিন আসাদ আশ-শায়বানী, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, খ. ১৪, বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৪১৯হি./ ১৯৯৮খ্রি. পৃ. ৬৫, হাদীস নং- ৮৩১৪]

১৩৯. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر قيل : يا رسول الله بالجنة ؟ قال : " نعم " [নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়িদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৩৭১, পৃ. ৫০৮]

১৪০. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه [আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বৈরুত : দারুল কিতাবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০হি., খ.৩, পৃ. ৪৪৯, অনুচ্ছেদ : ইহ্‌রাম, তালবিয়া ও তা উচ্চস্বরে পাঠের ফযীলত, হাদীস নং- ৪০২৯]

১৪১. من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة قال وسمعته يقول : ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات [*তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৯৫৯, পৃ. ২৬৬-২৬৭

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাতবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে, তাতে কোনো ধরনের অনর্থক কাজ করবে না, তবে তার একটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব হবে।[১৪২]

ইবনে আববাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহর হজ্জকারীদের উপর প্রতিদিন একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন, তার ষাটটি তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি মুসল্লীদের জন্য এবং বিশটি দর্শকদের জন্য।[১৪৩]

২.২.১১. হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামানী-র ফযীলত

হাদীস শরীফে হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামেনীর ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কীত যে সমস্ত বিবরণ এসেছে তার মধ্যে কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ :

ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামানীর স্পর্শ পাপসমূহকে মুছে দেয়।[১৪৪]

ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদকে উঠাবেন। তার দুটি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখতে পাবে। একটি জিহবা বা মুখ থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যারা তাকে যথার্থভাবে স্পর্শ করেছে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।[১৪৫]

ইবনে আববাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, হাজরে আসওয়াদ হল জান্নাতের পাথর, তা দুধের চাইতেও বেশি সাদা ছিল, কিন্তু আদম সন্তানের গুনাহ একে কালো করে দিয়েছে।[১৪৬]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হাজরে আসওয়াদ বরফের চাইতে সাদা ছিল, কিন্তু শিরকপন্থীদের পাপ তাকে কালো বানিয়ে ফেলেছে।[১৪৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবারাহীমী জান্নাতের দুটি ইয়াকুত পাথর। এ দুটির জ্যোতি আল্লাহ তাআলা নিস্প্রভ

---

১৪২. مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سُبُوعًا لَمْ يَلْغُ فِيهِ ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا [আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনে আবি শায়বা আল-কুফী, *মুসান্নান ফিল আহাদিসি ওয়াল আছার*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯হি. খ. ৩, হাদীস : ১২৬৬৪ (ও ১২৮০৭), পৃ. ১২৩]

১৪৩. ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمة : ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين [আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০হি., খ. ৩, পৃ. ৪৫৪]

১৪৪. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن مسحهما كفارة للخطايا [*তিরমিযী শরীফ*, খ.৩, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদীস : ৯৫৯]

১৪৫. والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق [*তিরমিযী শরীফ*, খ.৩, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৯৬১, পৃ. ২৬৭-২৬৮]

১৪৬. "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ [*তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮৭৮, পৃ. ২০৬]

১৪৭. عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الحجر الاسود من الجنة و كان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বৈরুত : দারুল কিতাবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০হি., খ.৩, পৃ. ৪৫০, অনুচ্ছেদ : হাজরে আসওয়াদ, মাকাক ও ইসতিসলামের ফযীলত, হাদীস নং- ৪০৩৪]

করে দিয়েছেন। তিনি যদি এ দুটির জ্যোতি নিস্প্রভ না করতেন, তাহলে তা পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিতো।[১৪৮]

২.২.১২. আরাফার দিনের ফযীলত

কুরআন ও সুন্নাহ্য় হজ্জ বলতে একটি শক্তিশালী মতানুযায়ী ০৯ই জিলহজ্ব আরাফার ময়দানে অবস্থানকেই বোঝানো হয়ে থাকে। আরাফার ময়দানে জিলহজ্জের ০৯ তারিখে অবস্থান না করলে ব্যক্তির হজ্জ আদায় হবে না বা হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে। পবিত্র হজ্জের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দশন হলো 'আরাফাহ্'র ময়দান। এ দিন ও আরাফার ময়দানে অবস্থানের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের কতিপয় হাদীস হলো :

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন, আরাফার অধিবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন এবং তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা এলোমেলো চুলে, ধূলোমলিন অবস্থায় আমার কাছে এসেছে।[১৪৯] অনুরূপ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।[১৫০]

উম্মাহাতুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোনো দিন নেই যেদিন আল্লাহ তাআলা অত্যধিক পরিমাণে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন এবং তিনি নিকটবর্তী হন। আর ফেরেশতাদের নিকট তাদেরকে নিয়ে গর্ব করে বলেন, এরা কি চায়?[১৫১]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহের হজ্জ ও হজ্জ-এর নিদর্শনসমূহের যে গুরুত্ব ও মর্যাদা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলে খুব সহজেই ইসলামের মৌলিক ইবাদত হজ্জ-এর মর্যাদা ও তা পালনের প্রতি মুমিন-মুসলিমের হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি করা যাবে। সাথে সাথে হজ্জের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং হজ্জ পালনকারীদের সামাজিক ও ধর্মীয় সম্মানের বিষয়গুলো এবং একই সাথে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের সাথে হজ্জ-এর সম্পৃক্ততাই প্রমাণ করে এটি মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধতা ও এই ঐক্যের কতটা গুরুত্ব বহন করে।

২.৩. হজ্জের হাকীকত ও তাৎপর্য

আল্লাহ্ তা'আলা হাকীম ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কাজই হিকমত ও রহস্য থেকে খালি নয়। গবেষক আলিমগণ অনেকেই হজ্জের হাকীকত ও তাৎপর্যের কথা আলোচনা করে কিতাব লিখেছেন। বস্তুত হজ্জের মধ্যে মৌলিকভাবে দু'টি বিষয়ই অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। হজ্জের প্রতিটি আমলের মধ্যে এ দু'টি দৃশ্যের প্রকাশ সর্বত্র

---

১৪৮. إن الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولم يطمس نورهما لاضاء تاما بين المشرق والمغرب [*তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮৭৯, পৃ. ২০৭]

১৪৯. إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا [*মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, হাদীস : ৭০৮৯, পৃ. ৬৬০]

১৫০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا [*মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, হাদীস : ৮০৪৭, পৃ. ৪১৫]

১৫১. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما راد هؤلاء [মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, খ. ২, বৈরুত : দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং- ১৩৪৮, পৃ. ৯৮২

পরিলক্ষিত হয়, (১) হজ্জ আখিরাতের সফরের এক বিশেষ নিদর্শন এবং (২) হজ্জ আল্লাহর ইশক ও মহব্বত প্রকাশের এক অনুপম বিধান।

মুহাক্কিক আলিমগণ হজ্জের সফরকে আখিরাতের সফরের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা মানুষ যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন আত্মীয়-স্বজন, বাড়ি-ঘর, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে তারা যেন পরকালের সফরে বের হয়। মৃত্যুর সময় যেমন বাড়ি-ঘর, দোকান-মাকান ত্যাগ করতে হয়, অনুরূপভাবে হজ্জের সময়ও এ জাতীয় সবকিছু বর্জন করতে হয়। যানবাহনে আরোহন হাজীকে খাটিয়ায় সাওয়ার হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইহরামের দু'টুকরা শ্বেত-শুভ্র কাপড় তীর্থ পথের যাত্রীর মনে কাফনের কাপড়ের কথা জাগরুক করে দেয়। ইহরামের পর 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলা কিয়ামতের দিন আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেওয়ার সমতুল্য। সাফা-মারওয়ার সাঈ হাশরের ময়দানে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করার সমতুল্য। সেদিন যেমন মানুষ দিশেহারা হয়ে নবী-রাসূলগণের নিকট দৌড়াদৌড়ি করবে অনুরূপভাবে হাজীও সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মাঝামাঝি স্থানে দৌড়াদৌড়ি করে থাকে। আরাফার ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থান হাশরের ময়দানের নমুনা বলে বোধ হয়। সূর্যের প্রচণ্ড তাপের মধ্যে আশা ও ভয়ের এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয় এই ময়দানে। এক কথায়, হজ্জের প্রতিটি আমল থেকেই আখিরাতের সফরের কথা ভেসে ওঠে হজ্জযাত্রীর হৃদয়ে। এটাই হলো হজ্জের প্রধানতম তাৎপর্য ও রহস্য।[১৫২]

দ্বিতীয়ত, হজ্জ হল আল্লাহর ইশক্ ও মহব্বত প্রকাশ করার এক অপরূপ বিধান। অর্থাৎ প্রেমাস্পদের আকর্ষণে মাতোয়ারা হয়ে প্রেমিক ছুটে চলে যিয়ারতে বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে। কখনো মক্কায়, কখনো মদীনায়, কখনো আরাফায়, আবার কখনো মুযদালিফায় উপস্থিত হয়ে হাজী কান্নাকাটি ও গড়াগড়ি করছে মহান আল্লাহর দরবারে। দাঁড়াবার সুযোগ নেই তাঁর কোথাও। এভাবে ছুটাছুটি করে উত্তপ্ত হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ করাতেই সদা সে সচেষ্ট। হজ্জের প্রতিটি আমলেই আমরা দেখতে পাই প্রেমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কেননা বন্ধু-বান্ধব, বাড়ি-ঘর এবং আত্মীয়-স্বজনের মায়া ছেড়ে দিয়ে প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া এবং তাঁরই তালাশে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত এবং সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পবিত্র মক্কা ও মদীনার অলিতে-গলিতে দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করা এ একমাত্র প্রেমিকেরই কাজ।

ইহরাম বাঁধা প্রকৃত প্রেমিক হওয়ার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। না আছে মাথায় টুপি, না শরীরে জামা, না সুন্দর পোশাক, না আছে সুগন্ধি বরং ফকীরের বেশে সদা চঞ্চল ও উদাসীন মনে সেলাইবিহীন শ্বেত ও শুভ্র কাপড়ে আচ্ছাদিত মুহ্রিমের সে কি এক অপূর্ব দৃশ্য! 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলতে বলতে ছুটে চলছে তারা মক্কা ও মদীনার পানে। 'প্রভু, বান্দা হাযির, হাযির আমি তোমার দরবারে' –এই বলে কান্নাকাটি করে হাজী মক্কা ও মদীনায় পৌঁছে মনে করে আমি আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছি। কারণ বিচ্ছেদের অনলে দগ্ধ একটি অন্তর যখন প্রিয়তমের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়, তখন তাঁর আবেগ সমুদ্র কত যে তরঙ্গায়িত হতে থাকে, তা প্রেম পাগল ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো বোঝা বড়ই দায়। এমনিভাবে হজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়া, মুলতাযাম জড়িয়ে ধরা, কা'বার চৌকাঠ ধরে কান্নাকাটি করা এবং মধু মক্ষিকার মত বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করা সবই ইশকে ইলাহীর অনুপম দৃশ্য। প্রেম ও ভালবাসার চরম বিকাশ ঘটে জমরাতে কংকর নিক্ষেপের সময়। কেননা প্রেমিকের আবেগ যখন চরমে পৌঁছে তখন প্রেমাস্পদকে লাভ করার পথে যে-ই বাধা হয় তাকেই সে এলোপাথাড়ি পাথর নিক্ষেপ করে। অনুরূপভাবে, জমরাতে এসে হাজীও তা-ই করে থাকে।[১৫৩]

---

১৫২. লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৪৩

১৫৩. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪

এরপর পশু কুরবানী করে প্রেমানুরাগের শেষ মঞ্জিল অতিক্রম করে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে আসে হাজী স্বীয় মুসাফিরখানায়। তখনও মাহবুবের দেশে ফের যাওয়ার অনির্বাণ শিখা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে তাঁর হৃদয়ের কোণে কোণে। সারকথা, আল্লাহ্ প্রেমিক মানুষ আল্লাহ্ পাকের মহব্বতেই পবিত্র বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বের হয় এবং এটাও হজ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য।[১৫৪]

---

[১৫৪]. হযরত মাওলানা আলহাজ আলমুহাদ্দিস মোহাম্মাদ যাকারিয়া ছাহেব (র.) [অনু. হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ যুবায়ের ছাহেব], ঢাকা : দারুল কিতাব, ২০১৪, পৃ. ৬১-৬৭ অবলম্বনে উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৪৩-৩৪৪

তৃতীয় অধ্যায়

হজ্জ পালনের প্রস্তুতি

তৃতীয় অধ্যায়

হজ্জ পালনকারীর প্রস্তুতি

৩. হজ্জের প্রস্তুতি

হজ্জ যাত্রার প্রস্তুতির দু'টি দিক রয়েছে, একটি ধর্মীয় ও মানসিক প্রস্তুতি, অপরটি দুনিয়াদারী বা বাহ্যিক প্রস্তুতি। একে আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতিও বলা যেতে পারে।

৩.১. মানসিক ও ধর্মীয় প্রস্তুতি

১. পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে তাকওয়া অবলম্বন তথা ইসলামী জীবন যাপনের উপদেশ দান।
২. কারো সাথে কোন লেনদেন থাকলে তা যথাসাধ্য চুকিয়ে ফেলা এবং পুরাপুরি চুকানো সম্ভব না হলে তা লিখে রাখা এবং কয়েকজন সাক্ষী রাখা।
৩. অতীতের গুনাহরাশির জন্যে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেওয়া।
৪. কারো ধনসম্পদ জমি-জিরাত বা অন্য কোন হক নিজের জিম্মায় থাকলে তা আদায় করা। উপরন্তু কারো কোনরূপ মনোকষ্টের কারণ ঘটিয়ে থাকলে তার জন্যেও ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দায়মুক্ত হওয়া।
৫. হালালভাবে অর্জিত মালের সংস্থান। কেননা নবী করীম (স.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

> আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করে না। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন, যে আদেশ করেছেন তিনি রাসূলগণকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি অবহিত।" (সূরা মু'মিনুন : ৫১) তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি, তা থেকে আহার কর।" (সূরা বাকারা : ১৭২) এরপর নবী (স.) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে, দীর্ঘ সফর করে, যার এলোমেলো চুল ধুলায় ধুসরিত সে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোষাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং তাঁর শরীর গঠিত হয়েছে হারামে। অতএব, তাঁর দু'আ কিভাবে কবুল করা হবে?[১৫৫]

রসূলুল্লাহ্ (সা.) আরও বলেছেন- কোন ব্যক্তি তার হালালভাবে অর্জিত সম্পদ নিয়ে হজ্জে বের হয়, বাহনে চড়ে, সে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়ে আল্লাহর দরবারে হাযিরা দেয়। 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' – 'হাযির প্রভু তোমার দরবারে হাযির'। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার জবাবে বলেন : 'লাব্বাইক ও সা'দায়িক' – 'আমিও হাযির, তোমার অনুকূলে আমি আছি, তুমি সৌভাগ্যের অধিকারী। কেননা তোমার পথ খরচা, তোমার বাহন সবকিছু হালাল উপায়ে অর্জিত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হারাম মাল নিয়ে হজ্জে বের হয়, তার লাব্বাইক উচ্চারণের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- 'লাব্বাইক ওয়া লা সা'দায়িক' – 'আমি তোমার জন্যে হাযির নই, তোমার

---

১৫৫. *মুসলিম শরীফ*, ইফাবা, খ.২, হাদীস নং- ২২১৮, পৃ. ৪৩৯

অনুকূলেও নই, তোমার সৌভাগ্য নেই'। কেননা তোমার হজ্জ উপলক্ষে ব্যয়িত সম্পদ হালালভাবে অর্জিত নয়।[১৫৬]

৬. যাঞ্চা করা থেকে বিরত থাকা। অনেকে হজ্জকে উপলক্ষ করে যাঞ্চা করতে থাকে, এটা খুবই নিন্দনীয়। অন্যের নিকট কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন-

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কিছুসংখ্যক আনসারী সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেনঃ আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে, যে যাঞ্ছা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারন করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চাইতে উত্তম ও ব্যাপক কোন নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।[১৫৭]

অন্য হাদীসে এসেছে-

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সবসময় মানুষের কাছে চাইতে থাকে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশত থাকবেনা। তিনি আরো বলেনঃ কিয়ামতের দিন সূর্য তাদের অতি কাছে আসবে, এমনকি ঘাম কানের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছবে। যখন তারা এই অবস্থায় থাকবে, তখন তারা সাহায্য চাইবে আদম ('আ) এর কাছে, তারপর মূসা ('আ) এর কাছে, তারপর মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে। 'আবদুল্লাহ (রহঃ) লায়স (রহঃ) এর মাধ্যমে ইবনু আবূ জা'ফর (রহঃ) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, তারপর রসূলুল্লাহ্ (স.) সৃষ্টের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি যেতে যেতে জান্নাতের ফটকের কড়া ধরবেন। সেদিন আল্লাহ তাঁকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছে দিবেন। হাশরের ময়দানে সমবেত সকলেই তাঁর প্রশংসা করবে।[১৫৮]

৭. নিয়াত বিশুদ্ধকরণ – হজ্জ হবে একান্তই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে। নামধাম ও জৌলুস প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়।

হজ্জ যাত্রীদের হজ্জ ও উমরার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ ও পরকালের সৌভাগ্য অর্জন। এরূপ লক্ষ্য স্থির করা হাজীদের জন্য ফরজ। অতএব, নির্দিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে এমন সব কথা ও আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে হবে, যাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। আর তাদের পক্ষে দুনিয়া ও তার অবস্থার চাকচিক্য হতে সতর্ক থাকা কর্তব্য। লোক দেখানো বা সুনাম অর্জন এবং এর দ্বারা গর্ব প্রকাশ করা হতে নিজেকে পূর্ণ মাত্রায় দূরে রাখতে হবে। কারণ, এসব উদ্দেশ্য বড়ই জঘন্য। এগুলো তার আমল বাতিল হওয়ার এবং আল্লাহর নিকট তা গ্রাহ্য না হওয়ার কারণরূপে বিবেচিত হবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

যে কেউ পার্থিব জীবন ও এর শোভা কামনা করে, দুনিয়ায় আমি এদের কর্মের পূর্ণফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এদেরজন্যে আখিরাতে দোযখ ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং এরা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং এরা যাকরে থাকে তা নিরর্থক।[১৫৯]

---

১৫৬. তাবারানী, উদ্ধৃত- *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬; শাইখ আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায (রহ.)[মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আল-কাফী], *আকীদা বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল*, মক্কা : মুয়াস্সাতু আব্দুল আযীয বিন বায আল-খাইরিয়্যাহ, তা.বি., পৃ. ৮৫-৮৬

১৫৭. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৩৮৪, পৃ. ৪৪

১৫৮. *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৩৮৯, পৃ. ৪৬-৪৭

১৫৯. আল-কুরআন, ১১ : ১৫-১৬

এই সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন-

> কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এইখানেই সত্বর দিয়ে থাকি ; পরে এরজন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়। যারা মু'মিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং এরজন্যে যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য।[১৬০]

৮. হজ্জ ও উমরার মাস'আলাসমূহ শিক্ষা করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- خُذُوا عَنِى مَنَاسِكَكُمْ "আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও"।[১৬১]

৯. উত্তম সফরসঙ্গী নির্বাচন, কেননা উত্তম সফরসঙ্গী ইবাদত বন্দেগীর সহায়ক হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিদেশ বিভূঁয়ে আপদে-বিপদে সংযমী, সহানুভূতিশীল বিবেকবান সফরসাথী ছাড়া বিশেষ অসুবিধা হয়। হজ্জের মাসআলা জানা অভিজ্ঞ আলিম ও সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী সাথী মকবুল হজ্জ হাসিলের বিশেষ সহায়ক।

১০. নিজকে সর্বতোভাবে গুনাহের কাজসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। কেননা, অশ্লীল কার্যাদি ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে হজ্জ পালনকারীর জন্যেই কবুলিয়ত ও জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে।

১১. মাতাপিতা জীবিত থাকলে এবং তাঁদের সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন থাকলে বা পথ বিপজ্জনক হলে তাদের অনুমতি নেওয়া।[১৬২]

৩.২. আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি

১. হজ্জের নিয়ন্ত্রণ যেহেতু ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হাতে, তাই তাদের জারীকৃত নির্দেশাদি ও তাদের বিলিকৃত পুস্তিকা ও ইশতেহারাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে সে মতে কাজ করা।

২. যথাসময়ে হাজী ক্যাম্পে পৌঁছে স্বাস্থ্যগত আনুষ্ঠানিক বিষয়, ইনকেজশন ও স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট ইত্যাদি গ্রহণ করা।

৩. ইহরামের কাপড় (এক জোড়ার স্থলে দুই জোড়া নেওয়াই উত্তম), প্রয়োজনীয় দু'আ দরূদ ও অযীফা পুস্তক, হজ্জের মাস'আলা সংক্রান্ত পুস্তক ও প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি, কাপড় চোপড় ও হাল্‌কা বিছানাপত্র (মশারী সহ), রঙিন চশমা, খাতা, কাগজ ও কলম, মজবুত ও হালকা বাসনপত্র, মিসওয়াক্, টয়লেট পেপার, ক্ষৌর সামগ্রী ও আয়না, সুতলী, দড়ি, ছাতা সর্বোপরি তালা চাবি সহ একটি মজবুত সুটকেস বা ব্যাগ, জরুরি কাগজপত্র ও টাকা-পয়সা রাখার মত একটি প্রশস্ত কোমরাবদ্ধ সাথে নেওয়া। খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে নিবেন না।

৪. বাক্স ও ব্যাগে নিজের নাম ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখে বা লিখিয়ে নেওয়া যাতে হারিয়ে গেলে সহজে পাওয়া যায়।

---

[১৬০]. আল-কুরআন, ১৭ : ১৮-১৯

[১৬১]. আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা ওয়া ফী যাইলিহিল জাওহারুন নাকী*, হায়াদারাবাদ : মাজলিসু দায়েরাতুল মাআরিফ, ১৩৪৪হি., খ. ৫, অনুচ্ছেদ : ২০৩, পৃ. ১২৫, হাদীস নং- ৯৭৯৬; হযরত যাবের রা. বর্ণিত হাদীস।

[১৬২]. লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৪৬-৩৪৭

৫. পাসপোর্ট ও সার্টিফিকেট ও বিমানের টিকিট ইত্যাদি সাবধানে রাখার ব্যবস্থা অবলম্বন।

৬. মহিলাদের বোরখা সাথে নেওয়া, অলংকারাদি যতদূর সম্ভব কম নেওয়া উত্তম। কেননা অনেক সময় তা বিপদের ও পেরেশানীর কারণ হয়ে যায়।

৭. প্রয়োজনীয় আরবি কথোপকথন শিখে নেওয়া, যাতে টুকটাক কথা বলা ও বোঝা যায়।

৮. মক্কা, মদীনা, আরাফাত ও মীনায় বাংলাদেশ দূতাবাস ও হজ্জ মিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৩.৩. হজ্জ যাত্রার প্রস্তুতি

পবিত্র কুরআনের বাণী অনুযায়ী হজ্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবায় গমনকারীগণ আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন-এর মেহমান। সুতরাং যাত্রা করার আগেই আল্লাহর সম্মানিত মেহমান হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মিক, মানসিক, শারীরিক ও বৈষয়িক প্রস্তুতি নিতে হবে। এ প্রস্তুতের ক্ষেত্রসমূহকে আমরা নিম্নরূপে বিভক্ত করতে পারি :

এক. আল্লাহর দরবারে খাঁটি তওবা করা,

কোনো মুসলমান যখন হজ্জ অথবা উমরাহ্র জন্য সফরের সংকল্প করবে, তখন তার উচিত, স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীগণকে তাক্বওয়ার জন্য অসিয়ত করা। যেমন- আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং তাঁর নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত থাকার অসিয়ত করা। কারো সাথে কোনো দেনা-পাওনা থাকলে তা লিখে রাখা এবং এর ওপর স্বাক্ষী রাখা। তাছাড়া নিজের কৃত সকল প্রকার গুনাহ হতে অবিলম্বে নিষ্ঠার সাথে তাওবা করা জরুরি। আল্লাহ বলেন- "হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১৬৩]

তাওবার তাৎপর্য হলো-
(১) গুণাহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা এবং তা পরিহার করা।
(২) পূর্বে তার দ্বারা যা সংঘটিত হয়েছে তার জন্য অনুশোচনা করা এবং
(৩) ভবিষ্যত জীবনে ঐরূপ কাজে ফিরে না যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করা।

দুই. কারো কোন প্রকার হক নষ্ট হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ করা এবং তার কাছে ক্ষমা চাওয়া।

হাদীস শরীফে এসেছে-

> আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রম হানী বা অন্য কোন বিষয়ে জুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করায়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোনো দ্বীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোনো সৎকর্ম থাকলে তার জুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট থেকে নেওয়া হবে আর তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।[১৬৪]

---

[১৬৩]. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১

[১৬৪]. *বুখারী শরীফ*, খ.৪, ইফাবা, ২০০৩, হাদীস নং- ২২৮৭, পৃ. ২৫১

তিন. পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, অধস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারী, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক দ্বীন-ইসলামের উপর মজবুতভাবে কায়েম থাকার জন্য জীবনের শেষ নসিহতের ন্যায় বিশেষ নসিহত করা,

চার. ফিরে আসার সম্ভাব্য সময় পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণসহ প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশন পদান করা এবং

পাঁচ. কোন প্রকার শারীয়াত সম্মত অসিয়াত থাকলে শারীয়াত মোতাবেক স্বাক্ষীসহ লিপিবদ্ধ করে রেখে যাওয়া।

শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায (র.) বলেন-

> হজ্জ যাত্রী তার এই সফরে আল্লাহর যিকির ও স্বীয় গুনাহের কথা স্মরণ করে অধিক মাত্রায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে এবং আল্লাহর নিকট বিনয় সহকারে তাঁর করুণা প্রার্থনা করবে। পবিত্র কুরআন পাঠ করবে এবং তার অর্থ অনুধাবনে সচেষ্ট হবে। জামা'আতের নামায আদায় করার ব্যাপারে খুব যত্নবান হবে। স্বীয় যবানকে অনর্থক কথাবার্তা হতে সংযত রাখবে। অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম ও অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা ও তামাশামূলক কথাবার্তা হতে নিজেকে বিরত রাখবে। স্বী যবানকে মিথ্যা, গীবত ও কুৎসা রটনা হতে এবং স্বীয় সহগামী ও অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতে নিজেকে সংযত রাখবে।
>
> এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হজ্জযাত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে সচেষ্ট হবে, সাধ্যমত সুকৌশল এবং মিষ্টিভাষায় তাদের ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং অপ্রিয় কাজ হতে বিরত থাকার জন্য নসীহত করবে।[১৬৫]

---

১৬৫. শায়খ আল্লামা আবদুল আযীয বিন বায (র.) [অনু. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল কাফী ও আবদুর রব আফফান], *আকীদা বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল ওযু ও সালাতের বিবরণ হজ, উমরা ও যিয়ারত বহু বিষয়ের গবেষণা ও বিশ্লেষণ*, মক্কা : মুআস্সাসাতু আবদুল আযীয বিন বায আল-খাইরিয়্যাহ, তা.বি., পৃ. ৯০-৯১

৩.৪. হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হজ্জ : প্রস্তুতির জন্য যে প্রেক্ষাপট জানা জরুরি

একজন হাজী সহেব, যাঁকে মহান আল্লাহ এ মৌলিক ফরয বিধান পালনের সামর্থ্য ও সুযোগ দান করেছেন, তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে হজ্জ-এর অন্তর্নিহীত ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হতে হবে। নতুবা মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এ বিধানের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। একজন মুসলিমের জীবনে বা মুসলিম উম্মাহর জন্য হজ্জ-এর দাবী পূরণ করা সম্ভব হবে না। তাই মুসলিম উম্মাহ বা মুসলিম মিল্লাতের পিতা[১৬৬] হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ প্রদত্ত এ বিধানের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে এ অনুচ্ছেদে আলোকপাত করা হলো।[১৬৭]

৩.৪.১. সমকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা

পবিত্র কুরআনের তাফসীর শাস্ত্র ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে হজ্জের সূচনা, প্রেক্ষাপট এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা একটি সুস্পষ্ট চিত্র মুসলিম উম্মাহর সম্মুখে ফুঁটে ওঠে। হজ্জের অন্তর্নিহীত তত্ত্ব ও এর কল্যাণকর ও সূদুরপ্রসারী ফল হৃদয়ঙ্গম করা একজন হাজী সাহেবের জন্য জরুরী। তা না হলে বছরের পর বছর অগণিত ও অসংখ্যবার হজ্জ পালন করেও ইসলামের এ বিধানের উপকারিতা উপলব্ধি ও গ্রহণ কিংবা ব্যক্তি ও সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আদৌ সম্ভব হবে না।

পৃথিবীর সমস্ত জাতির নিকট মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নাম সুপরিচিত। পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষই[১৬৮] তাঁকে তাদের নেতা বা উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকার করে। হযরত মূসা (আ.) হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মাদ (স.) -এ তিনজন শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূলই তাঁর বংশজাত। চার হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে তিনি বর্তমান ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। দুনিয়ার মানুষ তখন আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। মানুষ তাঁর প্রকৃত মালিক ও প্রভু মহান আল্লাহকে চিনতো না। তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাত করতো না। যে জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল সে জাতির লোকেরা যদিও দুনিয়ার বিচারে তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতি ছিল; কিন্তু পথভ্রষ্ট হওয়ার দিক দিয়েও তারাই ছিল অগ্রগণ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প-সভ্যতায় চরম উন্নতি লাভ করা সত্ত্বেও তারা আকাশের তারকা এবং নিজেদের হাতের তৈরি মূর্তির পূঁজাকে ইবাদত মনে করতো। বর্তমানকালের হিন্দু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণের মতো তখনকার সমাজে পুরোহিতেরও একটি শ্রেণী ছিল। তারা তাদের কথিত ইবাদাতখানার রক্ষণাবেক্ষণ করতো। মানুষের পক্ষ থেকে পূজা করে দিত। মানুষদেরকে নিজেদের ইচ্ছামাফিক কথাবার্তা, ভবিষ্যৎবাণী ও অজ্ঞতা প্রসূত ধারণার মাধ্যমে প্রতারিত করতো। সাধারণ লোকেরা এদেরকেই ভাগ্য নির্ধারক বলে মনে করতো এবং আনুগত্য করতো। তাদের ধারণা

---

[১৬৬]. মহান আল্লাহ বলেন-

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

অর্থ : এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই। এটা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও ; যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে অবলম্বন কর ; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! (আল-কুরআন, ২২ : ৭৮)

[১৬৭]. এ অনুচ্ছেদটিতে সংযোজিত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে : মুহাম্মদ আবদুর রহীম (অনু.), *ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনি, ২০১৪, পৃ. ২০৭-২১৭

[১৬৮]. পৃথিবীর ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী। তথ্যসূত্র : WIKIPEDIA, লিংক : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations

ছিলো- দেবতাদের ওপরে এসব মিথ্যাশ্রয়ী পুরোহিতদের প্রভাব রয়েছে। এদের খুশী করে তারা দেবতাদের অনুগ্রহ কামনা করতো। সাধারণ মানুষের এই ভক্তিপূর্ণ মনোভাবকে তৎকালীন রাজা-বাদশাহগণ তাদের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করতে ব্যবহার করতো। জনসাধারণের নিরঙ্কুশ আনুগত্য পেতে তারা এসব পুজারিদের সাহায্য গ্রহণ করতো এবং পরস্পর সহযোগিতা করতো।

একদিকে সরকার এসকল পুরোহিতগণের পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং অন্যদিকে পুরোহিতগণ জনগণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিত যে, রাজা-বাদশাহরাও দেবতাদের মধ্যে গণ্য। তারা দেশ ও প্রজাদের একচ্ছত্র মালিক। তাদের মুখের কথাই আইন এবং প্রজাদের জান- মালের ওপর তাদের অধিকার আছে। শুধু এতটুকুই নয়, রাজা-বাদশাহকে সিজদাহ করা সহ তাদের উপাসনার অনুষ্ঠানাদি এমনভাবে পালন করা হতো- যেন সাধারণ প্রজাদের মন-মগযের ওপর তাদের প্রভুত্বের ছাপ স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়।[১৬৯]

৩.৪.২. হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর জন্ম

বর্ণিত এরূপ একটি পরিবেশে, পুরোহিত বা মূর্তি পুজারী ও রাজদরবারে অত্যন্ত সম্মানিত এক বংশে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্ম হয়েছিল। তাঁর পূর্বপুরুষগণ বংশানুক্রমিকভাবে পেশাদার পুরোহিত বা পূজারি ছিলেন। তাঁর বাপ-দাদা ছিলেন আপন বংশের পণ্ডিত-পুরোহিত রাজদরবারের আস্থাভাজন ও সম্মানীয় শ্রেণির।[১৭০] জন্মগতভাবেই তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ছিলেন। জনগণ তাঁকে ও তাঁর বংশকে দেবতা বা তাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টার সমাসীন জ্ঞান করতো। শিশুকাল থেকে তিনি বংশীয় কৌলিণ্যের সাথে বড় হয়েছেন। তাঁর ভাই-ভগ্নীদের মধ্যে ছিল অভিজাত শ্রেণির চাল-চলন, কথাবার্তা ও শিক্ষা। স্থানীয় উপাসনালয় বা মন্দিরে তাঁর জন্য থাকতো পৌরহিত্যের মহাসম্মানিত আসন। সেখানে সমাসীন হয়ে তিনি অনায়াসেই জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সম্মান পেতে পারতেন। তাঁর গোটা পরিবারের জন্য চারদিক থেকে যেসব উপহার-উপঢৌকন, নজরানা আসতো তা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যও বর্তমান ছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকেরা চিরকালীন অভ্যাস অনুসারে তাঁর সামনে এসে হাত জোড় করে বসার এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা ভরে মাথানত করার জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রচলিত অন্যান্য পুরোহিতদের মতো তিনিও দেবতার সাথে সম্পর্ক রক্ষার অভিনয় করে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বাদশাহ পর্যন্ত সকলকে তার অনুগত করে নিতে পারতেন।

---

[১৬৯]. আমরা কুরআন মাজীদের সূরা নাযিয়ার মধ্যে হযরত মুসা (আ.)-এর আলোচনায় এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ পাই। মহান আল্লাহ বলেন-

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾ وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَ عَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾

'ফির'আওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে,' এবং বল, 'তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও- 'আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথপ্রদর্শন করি যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর ?' এরপর সে একে মহানিদর্শন দেখাল। কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল। এরপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করল, আর বলল, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।' (আল-কুরআন, ৭৯ : ১৭-২৪)

[১৭০]. কুরআন মাজীদের বর্ণনা থেকে আমরা তা লক্ষ করি :

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾ স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, 'আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেন ? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতেছি।' (আল-কুরআন, ৬ : ৭৪)

৩.৪.৩. প্রথাবিরোধী মনোভাব ও সত্য উপলব্ধি

এরূপ অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি সময়ে, তৎকালীন সর্বাধিক উন্নত দেশের সর্বাধিক সম্মানীয় একটি বংশে, যেখানে সত্য জ্ঞানসম্পন্ন কিংবা সত্যের অনুসারী একজন মানুষেরও দেখা মিলত না, সেখানে একদিকে তাঁর পক্ষে সত্যের আলো লাভ করা যেমন স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব ছিল, ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক উভয় দিক দিয়েই এ বিরাট স্বার্থের ওপর পদাঘাত করে শুধু সত্যের জন্য দুনিয়া জোড়া বিপদের গর্ভে নিজেকে সপে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়াও কোনো সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। মহান আল্লাহ তাঁকে বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সমকালীন ও কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত আল্লাহর বান্দাদের জন্য অনুসরণীয় হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন।[১৭১]

পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আ.) সংশ্লিষ্ট আয়াতমালা বিশ্লেষণ ও তাফসীরসমূহের বিবরণ অনুযায়ী জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথেই তিনি ভাবতে শুরু করেন যে, চন্দ্র, সূর্য, তারকা নিতান্ত গোলামের মতই নির্দিষ্ট সময়ে উদয়-অস্তের নিয়ম অনুসরণ করছে, নিজ হাতে গড়া মূর্তিই মানুষ পূঁজা করছে। দেশের বাদশাহ ও ক্ষমতাসীনগণ এবং সম্মানের আসনে আসীনগণ সবাই একইরূপ সাধারণ মানুষ। মানুষের মত সীমাবদ্ধ জীবন-যাপনের অধিকারী রাজা-বাদশাহগণ কখনো রব হতে পারেন না। তিনি উপলব্ধি করলেন- যেসব জিনিস নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারে না, নিজের সাহায্য করার ক্ষমতাও যেসবের মধ্যে নেই, জীবন ও মৃত্যুর ওপর যাদের বিন্দুমাত্র হাত নেই, তাদের সামনে মানুষ কেন মাথা নত করবে ? মানুষ কেন তাদের দাসত্ব ও পূজা-উপাসনা করবে? নিজেদের প্রয়োজনে তাদের কাছে প্রার্থনা কেন করবে? তাদের শক্তিকে কেন ভয় করবে? আকাশ ও পৃথিবীতে যত কিছুই দৃশ্যমান ও আমাদের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে, তার মধ্যে একটি জিনিসও স্বাধীন নয়, নিরপেক্ষ নয়, অক্ষয়-চিরস্থায়ীও নয়। এদের প্রত্যেকটিরই অবস্থা যখন এরূপ তখন এরা মানুষের 'রব' বা 'প্রভু' কিরূপে হতে পারে?

তাঁর মনে আরো প্রশ্ন উদিত হলো যে, এদের কেউই যখন আমাকে সৃষ্টি করেনি, আমার জীবন-মৃত্যু ও লাভ-ক্ষতির এখতিয়ার যখন এদের কারো হাতে নেই, আমার রিযক ও জীবিকার চাবিকাঠি যখন এদের কারো হাতে নয়, তখন এদের কাউকেও আমি 'রব' বলে স্বীকার করবো কেন ? এবং তার সামনে মাথা নত করে দাসত্ব ও উপাসনাই বা কেন করবো?

৩.৪.৪. ইব্রাহীম (আ.)-এর সত্যের ঘোষণা

বস্তুত আমার 'রব' কেবল তিনিই হতে পারেন যিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, সকলেই যার মুখাপেক্ষী এবং যার হাতে সকলেরই জীবন-মৃত্যু ও লাভ-ক্ষতির উৎস নিহিত রয়েছে। এসব কথা ভেবে হযরত ইবরাহীম (আ.) জাতির উপাস্য মূর্তিগুলোকে পূজা না করে বরং পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন এবং এসব কিছুর সাথে সম্পর্ক

---

[১৭১]. মহান আল্লাহ বলেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدٰوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝٤ – তোমাদের জন্যে ইব্‌রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার 'ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্যে; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আন।' তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্‌রাহীমের উক্তি: 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব; এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না।' ইব্‌রাহীম ও তার অনুসারিগণ বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। (আল-কুরআন, ৬০ : ৪)

ছিন্ন করে আকাশ, পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে তার সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দিলেন। পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ এ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ
رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ
اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ
هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾

অর্থ : এইভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই, যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, 'এটাই আমার প্রতিপালক।' এরপর যখন ওটা অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।' এরপর যখন সে চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এটা আমার প্রতিপালক।' যখন এটাও অস্তমিত হল তখন বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।' এরপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এটা আমার প্রতিপালক, এটা সর্ববৃহৎ। যখন এটাও অস্তমিত হল, তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর তার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই। 'আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।'[১৭২]

৩.৪.৫. একত্ববাদের ঘোষণার প্রভাব

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন উল্লেখিত সত্য ঘোষণা করলেন এবং আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসী ছাড়া সকলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন তখন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বমহল থেকে কায়েমী স্বার্থবাদীরা তার ওপর বিপদ-মুসিবতের পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছিল। তাঁর স্বীয় পিতাকে সে সত্য গ্রহণ করতে আহ্বান করলো, বিপরীতে তাঁর পিতা তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো; সমগ্র জাতি তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করলো, ক্ষমতাসীন বাদশাহ্‌র দরবারে মামলা দায়ের করা হলো, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) একাকী এবং নিঃসঙ্গ হয়েও সত্যের জন্য সকলের সামনেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। এ ঘটনা পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় নিম্নরূপ :

স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইব্রাহীমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী। যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা! তুমি তার 'ইবাদত কর কেন যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোনই কাজে আসে না ?' 'হে আমার পিতা! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসে নাই; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। 'হে আমার পিতা! শয়তানের 'ইবাদত করো না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। 'হে আমার পিতা! আমি তো আশঙ্কা করি যে, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন তুমি হয়ে পড়বে শয়তানের বন্ধু।' পিতা বলল, 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্যে আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও।' ইব্রাহীম বলল, 'তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। 'আমি তোমাদের হতে ও তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত

---

[১৭২]. আল-কুরআন, ৬ : ৭৫-৭৯

যাদের 'ইবাদত কর তাদের হতে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হব না।'[১৭৩]

উক্ত ঘোষণা করেই তিনি বিরত থাকেন নাই। জাতির লোকদের হুমকির উত্তরে নিজ হাতে সবগুলো মূর্তি ভেঙে ফেলে তিনি প্রমাণ করলেন যে, তারা যাদের পূজা করে, তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। বাদশাহর প্রকাশ্য দরবারে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, তুমি আমার রব নও। রাজ দরবার থেকে শেষ পর্যন্ত ফায়সালা হলো, ইবরাহীম (আ.)কে জীবন্ত জ্বালিয়ে ভস্ম করা হবে। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) ছিলেন ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ; তার অন্তরাত্মা ছিল পর্বত অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। একমাত্র আল্লাহর ওপরেই ছিল তাঁর ভরসা। তাই এ ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতেও তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে প্রস্তুত হলেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদেরকে এ ঘটনা এভাবে শুনিয়েছেন-

আমি তো এটার পূর্বে ইব্রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এই মূর্তিগুলি কী, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ!' এরা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এদের পূজা করতেদেখেছি।' সে বলল, 'তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণও রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।' এরা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না তুমি কৌতুক করছো ?' সে বলল, 'না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি এদের সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।' 'শপথ আল্লাহ্র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব।' এরপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলিকে, এদের প্রধানটি ব্যতীত ; যাতে এরা তার দিকে ফিরে আসে। এরা বলল, 'আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করল কে ? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।' কেউ কেউ বলল, 'এক যুবককে এদের সমালোচনা করতে শুনেছি ; তাকে বলা হয় ইব্রাহীম।' এরা বলল, 'তাকে উপস্থিত কর লোক সামনে, যাতে এরা প্রত্যক্ষ করতে পারে।' এরা বলল 'হে ইব্রাহীম ! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করেছ ?' সে বলল, 'বরং এদের এই প্রধান, সে-ই তো এটা করেছে, এদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি এরা কথা বলতে পারে।' তখন এরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, 'তোমরাই তো সীমালংঘনকারী!' এরপর এদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং এরা বলল, 'তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলে না।' ইব্রাহীম বলল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না ?' 'ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের 'ইবাদত কর তাদেরকে! তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?' এরা বলল, 'তাকে পুড়িয়ে দাও, সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলিকে, তোমরা যদি কিছু করতে চাও।' আমি বললাম, 'হে অগ্নি ! তুমি ইব্রাহীমের জন্যে শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' এরা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আমি এদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। [১৭৪]

অতপর আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে কাফেরদের অগ্নিকুণ্ড হতে মুক্তি দিয়েছিলেন তখন তিনি জন্মভূমি, জাতি, আত্মীয়-বান্ধব সবকিছু পরিত্যাগ করে শুধু নিজের স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাথে নিয়ে পথে পথে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যাঁর জন্য ঘরে ঘরে লৌকিকত্বের ধর্মগুরুর আসন অপেক্ষা করছিলো, সেই আসনে বসে যিনি গোটা জাতিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারতেন। সেই আসনকে যিনি বংশানুক্রমিকভাবে নিজের সম্পত্তি বানিয়ে জাগতিক ফায়দা লাভ করতে পারতেন, তার পরিবর্তে তিনি নিজের ও নিজের সন্তান সন্ততির জন্য নির্বাসন, সহায়-সম্বল হীনতার নিদারুণ মসিবতকেই শ্রেয় মনে করে গ্রহণ করলেন। কারণ দুনিয়াবাসীকে অসংখ্য 'মিথ্যা রবের' দাসত্বে শিকলে বন্দী করে সাময়িক সুখ তিনি মোটেই বরদাশত করতে পারলেন না। বরং তার পরিবর্তে তিনি একমাত্র সত্য ও প্রকৃত রবের দাসত্ব কবুল করে সমগ্র দুনিয়াকে সেই দিকে আহ্বান

[১৭৩]. আল-কুরআন, ১৯ : ৪১-৪৮

[১৭৪]. আল-কুরআন, ২১ : ৫১-৭০

জানাতে লাগলেন। তাঁর এই প্রথা বিরোধী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিপরীত্বে এক আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস ও ঘোষণার কারণে তিনি কোথাও একটু শান্তিতে বসবাস করতে পারলেন না ।

৩.৪.৬. একত্ববাদের দাওয়াতের মুসাফির

জন্মভূমি থেকে বের হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর এবং আরব দেশসমূহে সফর করতে শুরু করেন। এই সফরে তাঁর ওপর অসংখ্য বিপদ এসেছে, ধন-সম্পদ বা টাকা-পয়সা তাঁর সাথে কিছু ছিল না। বিদেশে গিয়েও তিনি রুযি-রোযগার করার জন্য একটু চিন্তা-ভাবনা করেননি। রাত-দিন তিনি কেবল দুনিয়ার মানুষকে অসংখ্য রবের গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। এ খেয়াল ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত মানুষটিকে যখন তাঁর পিতা এবং নিজ জাতির মানুষের মতই কেউই সহ্য করলো না। সবখানেই কেবল সেই একই ধরনের মন্দিরের পুরোহিত আর খোদায়ীর দাবীদার রাজা-বাদশাহরাই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েয়েছিল এবং সর্বত্র একই ধরনের অজ্ঞ-মূর্খ জনসাধারণ বাস করতো, যারা এ 'মিথ্যা খোদাদের' গোলামীর জালে বন্দী হয়েছিল। এদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কি করে শান্তিতে দিন কাটাতে পারে, যিনি নিজের রব ছাড়া অন্য কারো গোলামী করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যিনি অন্য লোকদেরও বলে বেড়াতেন যে, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কেউ মালিক, মনিব ও প্রভু নেই, সকলের প্রভুত্ব ও খোদায়ীর আসন চূর্ণ করে কেবলমাত্র আল্লাহর বান্দারূপে জীবনযাপন কর। ঠিক এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) কোথাও শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। বছরের পর বছর এ বাসনাকে লালন করেছেন যে, পৃথিবীর মানুষ এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাক। এভাবেই তাঁর জীবনের যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে গেল।

জীবনের শেষ ভাগে বৃদ্ধ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সন্তান দান করলেন। কিন্তু তখনও আল্লাহর এ মনোনীত বান্দা এতটুকু চিন্তিত হয়ে পড়েননি যে, নিজের জীবনটা তো আশ্রয়হীনভাবে কেটে গেছে, এখন অন্তত ছেলেপেলেদেরকে একটু রুজী-রোযগারের যোগ্য করে তুলি । না, এসব চিন্তা তাঁর মনে উদয় হয়নি। বরং এ বৃদ্ধ পিতার মনে একটি মাত্র চিন্তাই জেগেছিল, তা এই যে, যে কর্তব্য সাধনে তিনি নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেই কর্তব্য পালন করার এবং তাঁর দাওয়াত চারদিকে প্রচার করার মতো লোকের বিশেষ অভাব রয়েছে। ঠিক এ জন্য তিনি আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করেছিলেন এবং আল্লাহ যখন তাঁকে সন্তান দান করলেন, তখন তিনি তাকে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাজ চালিয়ে যাবার উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন।

৩.৪.৭. শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও মানুষের নেতা হিসেবে নির্বাচিত ইব্রাহীম (আ.)

তাঁর পুরো জীবনই একজন সত্যিকার মুসলমানের আদর্শ জীবন ছিল। যৌবনের দয়ালু আল্লাহ তাঁকে সত্য উপলব্ধি করা, মানা ও ঘোষণার সৌভাগ্য দিয়েছেন। তিনি বিশ্বজাহানের প্রভুর উদ্দেশে নিজেকে উৎসর্গ করেন, তাঁর নিকটেই সোপর্দ করেন। সমগ্র জীবনে তিনি মহান আল্লাহর সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং পৃথিবীব্যাপী মুশরিকদের মোকাবেলায় একমাত্র আল্লাহর সৈনিক হয়ে দাড়িয়েছেন। তিনি রব্বুল আলামীনের জন্য শত শত বছরের পৈতৃক ধর্ম এবং তার যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, আকীদা-বিশ্বাস এবং যাবতীয় জাগতিক সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করেছেন। নিজের বংশ-পরিবার, নিজের জাতি ও মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন। নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে আগুনের বুকে ঝাঁপ দিয়েছেন। দেশত্যাগ ও নির্বাসনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন, দেশের পর দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে রব্বুল আলামীনের দাসত্ব ও আনুগত্যের কাজে এবং তাঁর দ্বীন ইসলামের প্রচারে কাটিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন সন্তান লাভ হলো তখন সেই সন্তানের জন্যও এ ধর্ম এবং এ কর্তব্যই নির্ধারিত করলেন। কিন্তু এসব কঠিন পরীক্ষার পর আর একটি শেষ ও কঠিন পরীক্ষা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) সবকিছু অপেক্ষা রাব্বুল আলামীনকেই বেশি ভালবাসেন তার প্রমাণ পেশ করেছেন। সেই কঠিন এবং কঠোর পরীক্ষায় তিনি বৃদ্ধ বয়সে

একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাকে যে সন্তান দান করেছিলেন, সেই একমাত্র সন্তানকেও আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে নির্দ্বিধায় প্রস্তুত হয়েছিলেন।

এ পরীক্ষায়ও হযরত ইব্রাহীম (আ.) উত্তীর্ণ হলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ লাভ করার সাথে সাথে যখন তিনি নিজের পুত্রকে নিজের হাতে যবেহ করতে প্রস্তুত হলেন, তখন চূড়ান্তরূপে ঘোষণা করা হলো যে, এখন আপনি প্রকৃত মুসলিম হওয়ার দাবীকে সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। আল্লাহর কাছেও তাঁর এ কুরবানী কবুল হলো এবং তাকে বলে দেয়া হলো যে, এখন তাঁকে সারা দুনিয়ার ইমাম বা নেতা বানিয়ে দেয়া যেতে পারে। এখন তিনি সেই জন্য সম্পূর্ণরূপে যোগ্য হয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী-

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَٰهِمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾

"আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলি সে পূর্ণ করেছিল, আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করছি।' সে বলল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও ?'আল্লাহ্ বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।'[১৭৫]

এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)কে দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করা হলো এবং তাঁকে ইসলামের বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের 'নেতা' নিযুক্ত করা হলো। এখন ইসলামের সুমহান বাণীর প্রচার, আল্লাহর প্রদত্ত জীবনব্যস্থাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা এবং মানব রচিত সকল ব্যবস্থার উপরে এ জীবন-ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার আন্দোলনকে অধিকতর সম্প্রসারিত করার জন্য এবং বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য তাঁর কয়েকজন সহকর্মী একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়লো। এ ব্যাপারে তিন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহযোগী নিযুক্ত করলেন। একজন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ.), দ্বিতীয় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হযরত ইসমাঈল (আ.) যিনি আল্লাহ তাঁর জীবন চান জানতে পেরে অত্যন্ত খুশী ও আগ্রহের সাথে যবেহ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং তৃতীয় হচ্ছেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক (আ.)। এরপরেও বিশ্বগজতে ইসলামের এ মহান দাওয়াত প্রচারের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর বংশধরদের থেকে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে মহান আল্লাহ দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন হযরত ইয়াকুব (আ.), দাউদ (আ.), সুলায়মান (আ.), আইউব (আ.), মূসা (আ.), হারুন (আ.), ঈসা (আ.) ইল্য়াস (আ.) ও ইউনূস (আ.) প্রমুখ নবী ও রাসূলগণকে। যাদের মহান আল্লাহ কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করেছিলেন।[১৭৬]

হজ্জ পালনে ইচ্ছুক একজন হাজী কেবল কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন, ট্রাভেল এজেন্সী কিংবা মুআল্লিমের সাথে থেকে তার সহযোগিতায় দু'আ-দরুদ পাঠ করবেন, মক্কা-মদীনার পবিত্র ভূমিতে সময় কাটাবেন এবং ধর্মীয় ভাবাবেগে আনন্দচিত্তে থাকা-খাওয়া ও ভ্রমণের ব্যয় নির্বাহ করেই নিজেকে শুদ্ধ ও পূর্ণ মুসলিম দাবী করবেন, বিষয়টি এখানে সীমাবদ্ধ নয়। হজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও এ আন্তর্জাতিক ইবাদতের নিগুঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে মহান আল্লাহর বিশ্বনেতা মনোনীত করা এবং তৎপরবর্তী সময়ে তাঁরই মাধ্যমে বায়তুল্লাহ নির্মাণ এবং মানুষকে হজ্জের প্রতি আহ্বানের যে নির্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলো উপলব্ধি করে এবং এ ভূমির প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে থাকা তখনকার নিদর্শনাবলী স্বচক্ষে অবোলকন করে হাজী সাহেবের মনোজগত, জ্ঞানজগতে দীন ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর মৌলিক চিন্তা ও বিশ্বাসে পরিবর্তন আনয়ন করতে পারলেই হাজী সাহেব স্বার্থক হবেন। তার মাধ্যমে স্বীয় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তা ছড়িয়ে পড়বে এবং এভাবেই হজ্জের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্বব্যাপী আবেদনকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

---

[১৭৫]. আল-কুরআন, ২ : ১২৪

[১৭৬]. আল-কুরআন, ৬ : ৮৪-৯০

৩.৪.৮. ইসলামের বাণীর প্রচারে ছড়িয়ে পড়া ইব্রাহীম (আ.) এর উত্তরসূরী

হযরত লূত (আ.)কে মহান আল্লাহ নির্বাচিত করলেন জর্দান এলাকার জন্য। এখানে সেকালের সর্বাপেক্ষা ইতর ও লম্পট জাতির বাস ছিল। তিনি সেখানে সেই জাতির নৈতিকতার সংস্কার সাধনের দায়িত্বভার পেলেন। সাথে সাথে দূরবর্তী ইরাক, ইরানের লোকেদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোও তাঁর দায়িত্ব ছিল। ইরান, ইরাক এবং মিসরের ব্যবসায়ী দল এ এলাকা দিয়েই যাতায়াত করতো। কাজেই এখানে বসে উভয় দিকেই ইসলাম প্রচারের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক (আ.)-কে তিনি কেনান বা ফিলিস্তিন এলাকায় ইসলামের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করলেন। তৎকারীন কেনান ছিল বর্তমান সিরিয়া ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থান। তদপুরি এটা সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকা বলে এখান থেকেই অন্যান্য দেশ পর্যন্ত ইসলামের আওয়াজ পৌঁছানো সহজ ছিল। এ স্থান থেকেই হযরত ইসহাক (আ.) পুত্র হযরত ইয়াকুব (আ.) যার নাম ছিল ইসরাঈল এবং পৌত্র হযরত ইউসুফ (আ.) এর মাধ্যমে ইসলামের সুমহান বাণী মিসর পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে হিজাযের মক্কা নগরীতে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য নির্বাচিত করলেন। দীর্ঘকাল যাবত হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজেই তাঁর সাথে থেকে আরবের কোণে কোণে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন। তারপর এখানেই পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসলামের বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র পবিত্র কা'বা ঘর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

৩.৪.৯. ইসলামের কেন্দ্র হিসেবে এ কা'বা-র প্রতিষ্ঠা

বিশ্বজাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহই ইসলামের কেন্দ্র হিসেবে বায়তুল্লাহ বা কা'বা ঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর পথ প্রদর্শনের জন্য নিজেই এ কেন্দ্র নির্দিষ্ট করেছিলেন, স্বয়ং আল্লাহই এ গৃহের স্থান নির্ধারণ করেছিলেন।

> বায়তুল্লাহ প্রথমে ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.) পুনর্নির্মাণ করেন জিব্রীলের ইঙ্গিত মতে। তারপর নূহের তূফানের সময় বায়তুল্লাহ্‌র প্রাচীর বিনষ্ট হ'লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম তা পুনর্নির্মাণ করেন। এই নির্মাণকালে ইবরাহীম (আ.) কেন'আন থেকে মক্কায় এসে বসবাস করেন। ঐ সময় মক্কায় বসতি গড়ে উঠেছিল এবং ইসমাঈল তখন বড় হয়েছেন এবং বাপ-বেটা মিলেই কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তখন থেকে অদ্যাবধি কা'বা গৃহে অবিরত ধারায় হজ্জ ও ত্বাওয়াফ চালু আছে এবং হরম ও তার অধিবাসীগণ পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সহকারে সেখানে বসবাস করে আসছেন।[১৭৭]

তাই কা'বাগৃহ সাধারণ মসজিদের ন্যায় নিছক ইবাদাতের স্থান নয়; বরং প্রথম দিন থেকেই এটা দীন ইসলামের দুনিয়া জোড়া ব্যাপ্তির প্রচারকেন্দ্ররূপে নির্ধারিত হয়েছিল। এ কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষ এখানে এসে মিলিত হবে এবং সংঘবদ্ধভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে। সাথে সাথে এখান থেকেই ইসলামের সুমহান বার্তা নিয়ে নিজ নিজ দেশ, অঞ্চল ও জাতির নিকট ফিরে আসবে। বিশ্ব মুসলিমের এ সম্মেলনেরই নাম হলো 'হজ্জ'।

এ ইবাদাত ও সারা বিশ্বের মুমিনগণের বাৎসরিক সম্মেলন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হলো, কোন সব পবিত্র ভাবধারা এবং দোআ প্রার্থনা সহকারে মুসলিম উম্মাহর পিতা তদীয় পুত্রকে সাথে নিয়ে এ ঘর বানিয়েছিলেন

[১৭৭]. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *নবীদের কাহিনী (১)*, রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, পৃ. ১৪৪

আর 'হজ্জ' কীভাবে শুরু হলো তার বিস্তারিত বিবরণসমৃদ্ধ পবিত্র কুরআন শরীফের কতগুলো বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

> নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, এটা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।[১৭৮]

মহান আল্লাহ এ ঘরকে শুধু প্রতিষ্ঠাই করেন নাই। তিনি এ ঘর ও তার পারিপার্শ্বিক এরিয়াকে করেছেন নিরাপদ। তিনি বলেন-

> এরা কি দেখে না আমি 'হারাম'কে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এটার চতুষ্পার্শ্বে যেসব মানুষ আছে, তাদের ওপর হামলা করা হয়, তবে কি এরা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?[১৭৯]

আরবের চারদিকে যখন লুণ্ঠতরাজ, মারপিট এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তির সয়লাব বয়ে যেত তখনও এ হেরেমে সর্বদা শান্তি বিরাজ করতো। এমন কি দুর্ধর্ষ মরু-বেদুঈন যদি এ ঘরের সীমার মধ্যে তার পিতার হত্যাকারীকে দেখতে পেত, তবুও এ ঘরের আঙিনায় তাকে আঘাত করার দুঃসাহস দেখাতো না। মহান আল্লাহ বলেন-

> এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি কা'বাগৃহকে মানব জাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম আর বলেছিলাম, 'তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' আর ইব্রাহীম ও ইস্মাঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ' ও সিজ্‌দাকারীদের জন্যে আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম। স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর কর, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান কর।' তিনি বললেন, 'যে কেউ কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্যে জীবন উপভোগ করতে দিব, এরপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব আর কত নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল!' স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলছিল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।' 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত কর। আমাদেরকে 'ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ কর- যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দিবে ও তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[১৮০]

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-

> স্মরণ কর, ইব্রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই নগরীকে নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রেখ। 'হে আমার প্রতিপালক! এই সকল প্রতিমা তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে-ই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এইজন্যে যে, এরা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর এদের

---

[১৭৮]. আল-কুরআন, ৩ : ৯৬-৯৭

[১৭৯]. আল-কুরআন, ২৯ : ৬৭

[১৮০]. আল-কুরআন, ২ : ১২৫-১২৯

> প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দিয়ে এদের রিযিকের ব্যবস্থা কর, যাতে এরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[১৮১]

সূরা হজ্জে আল্লাহ তাআলা এ ঘর সম্পর্কে বলেন-

> এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইব্‌রাহীমের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলেছিলাম, 'আমার সঙ্গে কোন শরীক স্থির কর না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্যে যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকূ' করে ও সিজ্‌দা করে। এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও, এরা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযিক হিসেবে দান করেছেন এর ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে। এরপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।[১৮২]

ইসলামের মৌলিক ইবাদত ও মূল ভিত্তি হিসেবে 'হজ্জ' শুরু হওয়ার এটাই প্রারম্ভিক ইতিহাস। এটাকে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, দুনিয়ায় যে নবী বিশ্বব্যাপী ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র নেতা ও পিতা হিসেবে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, তাঁর সদরদপ্তর ছিল কা'বাঘর কেন্দ্রীক এ মক্কা নগরী।[১৮৩] এখান থেকেই ইসলাম দুনিয়ার দুরবর্তী অঞ্চলে প্রচারিত হতো। আর দুনিয়ায় যারাই এক আল্লাহর বন্দেগী করতে চাইবে এবং বাস্তব কর্মজীবনে তাঁর আনুগত্য করে চলবে, তাঁরা যে ভৌগোলিক সীমারেখার অধিবাসীই হোক না কেন, সকলেই একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে প্রতি বছর এসে সমবেত হবে, এজন্য 'হজ্জ' আদায়ের পদ্ধতি রাখা হয়েছে।

৩.৫. হজ্জ সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনসমূহের ইতিহাস

হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে একজন হাজী সাহেব যেসব কর্মসূচি পালন করে থাকে তার প্রত্যেকটি কর্মের সাথে রয়েছে সংশ্লিষ্ট নিদর্শন। কোনো আমলের সাথে উক্ত আমলের উৎপত্তি ও সংশ্লিষ্ঠ ঘটনার জ্ঞান অর্জন করা হলে উক্ত কজের ক্ষেত্রে হৃদয়স্পর্শী ভাবধারা তৈরি হয়। আর তা ব্যক্তি যখন নিজ চোখে অবলোকন করে তখন সে যেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকে। একজন হাজী সাহেবকে হজ্জের প্রকৃত মর্ম ও এ গুরুত্বপূর্ণ বিধানের মাকাসেদ বা উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে তাকে অবশ্যই এসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে হজ্জ ব্রত পালন করা উচিত।

৩.৫.১. সাফা মারওয়া সা'ই, জমজমের রহমত, মক্কায় জনবসতি ও কা'বা ঘর নির্মাণ

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস থেকে আমরা মক্কায় প্রথম হযরত ইসমাইল (আ.) ও হযরত হাজেরা (আ.) এর বসবাসের ইতিহাস এবং এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মহান আল্লাহ্‌র আবে জমজম দান এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে প্রদক্ষিণের ইতিহাস এবং কা'বা ঘর নির্মাণের বিশুদ্ধ বর্ণনা পাই। হাদীসটি নিম্নরূপ :

---

[১৮১]. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৫-৩৭

[১৮২]. আল-কুরআন, ২২ : ২৬-২৮

[১৮৩]. ইসলাম মক্কা থেকে শুরু হয়েছিল এবং অচীরেই তা মক্কায় ফিরে আসবে

সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল (আ.)-এর মায়ের নিকট থেকে। হাযেরা (আ.) কোমরবন্দ লাগাতেন সারাহ (আ.) থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। অতঃপর ইবরাহীম (আ.) হাযেরা (আ.) এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন এ অবস্থায় যে, হাযেরা (আ.) শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বার ঘর অবস্থিত, ইবরাহীম (আ.) তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কূপের উপরে অবস্থিত একটা বিরাট গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ, না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের নিকট রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি। অতঃপর ইবরাহীম (আ.) ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আ.)-এর মা পিছু পিছু আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদের এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে কোন ব্যবস্থা। তিনি এ কথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হাযেরা (আ.) তাঁকে বললেন, এর আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাযেরা (আ.) বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইবরাহীম (আ.) -ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছে না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি দু'হাত তুলে এ দু'আ করলেন, আর বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতককে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় .... যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে- (আল-কুরআন, ১৪ :৩৭)। আর ঈসমাঈলের মা ঈসমাইলকে স্বীয় স্তন্যের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তাঁর শিশু পুত্রটিও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির দিকে দেখতে লাগলেন। তৃষ্ণায় তার বুক ধড়ফড় করছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশু পুত্রের এ করুণ অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের নিকটবর্তী পর্বত 'সাফা'-কে একমাত্র তাঁর নিকটতম পর্বত হিসাবে পেলেন। অতঃপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথায়ও কাউকে দেখা যায় কিনা? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'সাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমন কি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের মত ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কিনা? কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন।

ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন, এজন্যই মানুষ এ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সায়ী করে থাকে। অতঃপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ। যদি তোমার নিকট কোন সাহায্যকারী থাকে। হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাযেরা (আ.)-এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক হাউজের মত করে দিলেন এবং হাতের কোষ ভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপচে উঠছিল। ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবাহমান ঝর্ণায় পরিণত হতো। রাবী বলেন, অতঃপর হাযেরা (আ.) পানি পান করলেন, আর শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না।

কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার মত উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। অতঃপর হাযেরা (আ.) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মক্কাহ্য় নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ ধরে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠালো। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। রাবী বলেন, ইসমাঈল (আ.)-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল।

ইবনে 'আব্বাস (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। অতঃপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদেরও সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদেরও কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাইলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের নিকট অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। অতঃপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাযেরা (আ.) ইন্তিকাল করেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইবরাহীম (আ.) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি পুত্রবধূকে তাদের জীবন যাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দূরবস্থায়, অতি টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসলে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। অতঃপর যখন ইসমাঈল (আ.) বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন নাসীহাত করেছেন? স্ত্রী বলল, হাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল (আ.) বললেন, ইনি আমার পিতা। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপন জনদের নিকট চলে যাও। এ কথা বলে, ইসমাঈল (আ.) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোকদের থেকে অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আ.) এদের থেকে দূরে রইলেন, আল্লাহ যতদিন চাইলেন। অতঃপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল (আ.)-এর দেখা পেলেন না। তিনি পুত্রবধূর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইবরাহীম (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবন যাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমরা ভাল এবং স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। আর সে আল্লাহর প্রশংসাও করল। ইবরাহীম (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কী? সে বলল, গোশ্ত। তিনি আবার

জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কী, সে বলল, পানি। ইবরাহীম (আ.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তাদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দিন। নবী (স.) বলেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো তাহলে ইবরাহীম (আ.) সে বিষয়েও তাদের জন্য দু'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশ্ত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা, শুধু গোশ্ত ও পানি জীবন যাপনের অনুকূল হতে পারে না।

ইবরাহীম (আ.) বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাঈল (আ.) যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি? সে বলল, হাঁ। একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করল, তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। অতঃপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাঈল (আ.) বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বলল, হাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল (আ.) বললেন, ইনিই আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। এ কথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি। অতঃপর ইবরাহীম (আ.) এদের থেকে দূরে রইলেন, যত দিন আল্লাহ চাইলেন। অতঃপর তিনি আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন) যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল (আ.) তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেমন করে থাকে তাঁরা উভয়ে তাই করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আ.) বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ.) বললেন, আপনার রব! আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইবরাহীম (আ.) বললেন, তুমি আমার সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল (আ.) বললেন, আমি আপনার সাহায্য করব। ইবরাহীম (আ.) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে। তখনই তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল তুলতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল (আ.) পাথর আনতেন, আর ইবরাহীম (আ.) নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আ.) (মাকামে ইবরাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম (আ.) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল (আ.) তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে এ দু'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর তৈরী করতে থাকেন এবং কা'বা ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে এ দু'আ করতে থাকেন। "হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন"। (আল-কুরআন, ২ : ১২৭)[১৮৪]

৩.৫.২. যমযমের ইতিহাস সম্পর্কে

যমযমের ইতিহাস সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায়-

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বীয় শিশু পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মাকে মক্কায় রেখে আসার নির্দেশ পান, তখনই তার অন্তরে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, নিশ্চয়ই এ নির্দেশের মধ্যে আল্লাহ্‌র কোনো পরিকল্পনা লুক্কায়িত আছে। নিশ্চয়ই তিনি ইসমাঈল ও তার মাকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর এক

[১৮৪]. আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আল-জু'ফী (র), *বুখারী শরীফ*, ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ৫২-৫৯, হাদীস নং- ৩১২৫ (আন্তর্জাতিক নম্বর : ৩৩৬৪)

থলে খেজুর ও এক মশক পানিসহ তাদের বিজনভূমিতে রেখে যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) একাকী ফিরে আসতে থাকেন, তখন তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আ.) ব্যাকুলভাবে তাঁর স্বামীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) কোনো কথা বললেন না। তখন হাজেরা বললেন, আপনি কি আল্লাহ্র হুকুমে আমাদেরকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? ইবরাহীম (আ.) ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। সাথে সাথে অটল বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে হাজেরা বলে উঠলেন, 'তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না'। ফিরে এলেন তিনি সন্তানের কাছে। দু'একদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে পানি ও খেজুর। কি হবে উপায়? খাদ্য ও পানি বিহনে বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে কচি বাচ্চা কি খেয়ে বাঁচবে। পাগলপরা হয়ে তিনি মানুষের সন্ধানে দৌঁড়াতে থাকেন ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের চূড়ায়। এভাবে সপ্তমবারে তিনি দূর থেকে দেখেন যে, বাচ্চার পায়ের কাছ থেকে মাটির বুক চিরে বেরিয়ে আসছে ঝর্ণার ফল্গুধারা, জিব্রীলের পায়ের গোড়ালি বা তার পাখার আঘাতে যা সৃষ্টি হয়েছিল। ছুটে এসে বাচ্চাকে কোলে নিলেন অসীম মমতায়। সেই পানি পান করে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। হঠাৎ অদূরে একটি আওয়ায শুনে তিনি চমকে উঠলেন। হযরত জিবরীল (আ.) বললেন- 'আপনারা ভয় পাবেন না। এখানেই আল্লাহ্র ঘর। এই সন্তান ও তার পিতা এ ঘর কিছুদিনের মধ্যে পুনর্নির্মাণ করবেন। আল্লাহ তাঁর ঘরের বাসিন্দাদের ধ্বংস করবেন না'। বলেই শব্দ মিলিয়ে গেল'।

অতঃপর শুরু হ'ল ইসমাঈলী জীবনের নব অধ্যায়। পানি দেখে পাখি আসলো। পাখি ওড়া দেখে ব্যবসায়ী কাফেলা আসলো। তারা এসে পানির মালিক হিসাবে হাজেরার নিকটে অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে তথায় এখানে বসতি স্থাপনের জন্য বলেন। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তারা সেখানে বসতি স্থাপন শুরু করে। এরাই হলো ইয়ামন থেকে আগত বনু জুরহুম গোত্র। বড় হয়ে ইসমাঈল এ গোত্রে বিয়ে করেন। এঁরাই কা'বা গৃহের খাদেম হন এবং এদের শাখা গোত্র কুরায়েশ বংশে শেষনবী মুহাম্মদ (স.)-এর আগমন ঘটে।

ওদিকে ইবরাহীম (আ.) যখন স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে যান তখন হাজেরার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন এই বলে-

> 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্যকে তোমার মর্যাদামণ্ডিত গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। প্রভু হে! যাতে তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু লোকের অন্তরকে তুমি এদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। সম্ভবত: তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে'।[১৮৫]

তাই বলা যায় যমযম হলো আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে সৃষ্ট এক অলৌকিক কুয়া। যা শিশু ইসমাঈল ও তার মা হাজেরার জীবন রক্ষার্থে এবং পরবর্তীতে মক্কার আবাদ ও শেষনবীর আগমন স্থল হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল। যা ছিল মুসলিম উম্মাহর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দু'আর বদলা স্বরূপ।

১৮ ফুট দৈর্ঘ, ১৪ ফুট প্রস্থ ও অন্যূন ৫ ফুট গভীরতার এই ছোট্ট কুয়াটি অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বিগত প্রায় চার হাজার বছরের অধিককাল ধরে এ কুয়া থেকে দৈনিক হাজার হাজার গ্যালন পানি মানুষ পান করছে ও সুস্থতা লাভ করছে। কিন্তু কখনোই পানি কম হতে দেখা যায়নি বা নষ্ট হয়নি। বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অবশেষে এ পানির অলৌকিকত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের ল্যাবরেটরী রিপোর্ট এই যে, এ পানিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম সল্টের আধিক্যের কারণেই পানকারী হাজীদের ক্লান্তি দূর হয়। অধিকহারে ফ্লোরাইড থাকার কারণেই এ পানিতে কোন শেওলা ধরে না বা পোকা জন্মে না'। অথচ দেড় হাজার বছর আগেই রসূলুল্লাহ্ (স.) এ পানির উচ্চগুণ ও মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করে গেছেন।[১৮৬]

---

১৮৫. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৭

১৮৬. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী : ৪/৭ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০১, পৃ. ১৭-১৮

৩.৫.৩. হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর

কাবা শরীফ তাওয়াফের শুরুর বিন্দু নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষ পাথর পূর্ব কোণে রাখা হয়েছে। মহানবী (স.)-এর ব্যাখ্যা অনুসারে এ পাথরটিকে প্রথম যখন বেহেশত থেকে আনা হয় তখন এটি উজ্জ্বল সাদা বর্ণের ছিল। কিন্তু মানুষের পাপের কারণে এটার রং পাল্টে বর্তমানে কালো রঙ হয়েছে, সে জন্যই এর নাম হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)।[১৮৭] হাদীস শরীফে এসেছে- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে অবতীর্ন হয়েছিল তখন সেটি ছিল দুধ থেকেও শুভ্র। মানুষের গুণাহ-খাতা এটিকে এমন কালো করে দিয়েছে।[১৮৮]

৩.৫.৪. তাওয়াফ

বায়তুল্লাহ্‌র বা কা'বা ঘরের নির্মাণের সময় থেকে এর তাওয়াফের বিধান প্রচলিত হয়ে আসছে। অজ্ঞতার যুগে মুশরিকরা উলঙ্গ অবস্থায় এ ঘরের তাওয়াফ করতো। রসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রথা বাতিল করেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

> হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাকে আবূ বকর (রা.) [যখন রসূলুল্লাহ্ (স.) এর পক্ষ থেকে তাঁকে হজ্জের আমীর বানানো হয়েছিল] কুরবানীর দিন ঘোষকদের সাথে মিনায় এ ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছরের পরে কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না। আর কোন উলঙ্গ লোকও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না। হুমায়দ ইবনু 'আবদুর রহমান (র.) বলেন- এরপর রসূলুল্লাহ্ (স.) আলী (রা.)-কে আবূ বকর (রা.)-এর পেছনে প্রেরণ করেন আর তাঁকে সূরা বারাআতের (প্রথম অংশের) ঘোষণা করার নির্দেশ দেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তখন আমাদের সঙ্গে 'আলী (রা.) কুরবানীর দিন মিনায় ঘোষণা দেন যে, এ বছরের পর থেকে আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যাক্তিও তাওয়াফ করতে পারবে না।[১৮৯]

৩.৫.৫. মাকামে ইব্রাহীম

কাবা ঘর নির্মাণের সময় হযরত ইব্রাহীম (আ.) দেয়ালের উপরিভাগের কাজ সম্পন্ন করার সুবিধার জন্য একটি বড় পাথরের মাচার উপর দাঁড়াতেন। কাবা নির্মাণের সময় এটাকে তিনি কাবার ভেতরে প্রয়োজন মতো এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সরাতেন নির্মাণকাজ শেশের পর এটি কাবাঘরের বাইরে পূর্ব দেয়অলের কাছে রাখা ছিল এবং পরে এটি মাকামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর স্থান) বলে পরিচিতি পায়।[১৯০] পবিত্র কুরআনে এসেছে- "এখানে রয়েছে উৎকৃষ্ট নিদর্শন, (যেমন) মাকামে ইব্রাহীম"।[১৯১] হাদীস শরীফে এসেছে-

---

১৮৭. আবু মুনীর ইসমাইল ডেভিড্স (অনু : রিয়াজ উদ্দিন), হজ্জ *পালনের শ্রেষ্ঠ উপায়*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৮, পৃ. ৩০৮

১৮৮. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, পৃ. ২০৬, হাদীস নং- ৮৭৮ (আন্তর্জাতিক : ৮৭৭)

১৮৯. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৬২, পৃ. ২০৯-২১০

১৯০. আবু মুনীর ইসমাইল ডেভিড্স (অনু : রিয়াজ উদ্দিন), হজ্জ *পালনের শ্রেষ্ঠ উপায়*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৮, পৃ. ৩০৯

১৯১. আল-কুরআন, ৩ : ৯৭

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে আমি বলতে শুনেছি- হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকূত (দীপ্তিশীল মূল্যবান মণি) হতে দুটো ইয়াকূত। আল্লাহ্ তা'আলা এই দুটির আলোকপ্রভা নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। এ দুটির প্রভা যদি তিনি নিস্তেজ করে না দিতেন তাহলে তা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিত।[১৯২]

৩.৫.৬. হিজর এলাকা প্রসঙ্গে

কাবা ঘরের ইতিহাসে এটি নানা সময়ে ধ্বংস হয়েছে এবং তা আবার নির্মিতও হয়েছে। বর্তমানে কা'বা ঘর সংলগ্ন কতটুকু এলাকা অনুচ্চ দেওয়াল ঘেরা, যাকে হাতীমে কা'বা বা হিজর এলাকা বলা হয়। এ সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহলো-

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, (হাতীমের) দেয়াল কি বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তিনি বললেন- হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে তারা বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করল না কেন? তিনি বললেন, তোমার গোত্রের (অর্থাৎ কুরাইশের কা'বা নির্মাণের) সময় অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়। আমি বললাম, কা'বার দরজা এত উঁচু হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, তোমার কওমতো এ জন্য করেছে যে, যাকে ইচ্ছা ঢুকতে দিবে এবং যাকে ইচ্ছা নিষেধ করবে। যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়াতের নিকটবর্তী না হত এবং আশঙ্কা না হত যে, তারা একে ভালো মনে করবে না, তাহলে আমি দেয়ালকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর করে দিতাম।[১৯৩]

কিছু কিছু গ্রন্থে এ স্থানকে ইজর-ইসমাইল বলা হয়। অনেকে আবার এমনও বলেন যে, নবি ইসমাইল (আ.) এবং তাঁর মা হাজেরা (আ.) এখানে শায়িত আছেন বলে এ নাম হয়েছে। এ ইতিহাস বা নামকরণের এই ব্যাখ্যার সপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ স্থানে নামায পড়ার অনুমতি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এটা সত্য নয়, কেননা কবরের ওপর নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয় না। এছাড়া মহানবি (স.) নিজেও স্থানটিকে আল-হিজর বলে অভিহিত করেছেন। [১৯৪]

৩.৫.৭. মিনা

মহান আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.)-কে (স্বপ্নে) আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি দেওয়ার জন্য। এ আদেশ পালনের জন্য ইব্রাহীম (আ.) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে মিনায় আসেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হলো :

এরপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে

---

১৯২. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, পৃ. ২০৬-২০৭, হাদীস নং- ৮৭৯ (আন্তর্জাতিক : ৮৭৮)

১৯৩. আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আল-জু'ফী (র), *বুখারী শরীফ*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ৯৮-৯৯, হাদীস নং- ১৪৮৯ (আন্তর্জাতিক নম্বর : ১৫৮৪)

১৯৪. আবু মুনীর ইসমাইল ডেভিড্স (অনু : রিয়াজ উদ্দিন), হজ্জ *পালনের শ্রেষ্ঠ উপায়*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৮, পৃ. ৩১০

> বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।'[১৯৫]

৩.৫.৮. জামারাত এবং পাথর ছোঁড়া

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উপর্যুক্ত কথোপকথোনের পর মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরবানি করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) তদীয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে নিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। মিনায় যাবার পথে শয়তান তিনবার ইব্রাহীম (আ.)কে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার ব্যাপারে প্ররোচিত করতে চেয়েছিল। প্রতিবার তিনি শয়তানের দিকে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করেন। (অন্য বিবরণে পাওয়া যায় শয়তান প্রথমে ইসমাইলকে প্ররোচনা দেবার চেষ্টা করে, তারপর সে ইসমাইলের মায়ের মাধ্যমে তাঁর স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে এবং তৃতীয়বার সে ইব্রাহীমকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে।) এ স্থানগুলোতেই জামারাত স্থাপিত হয়েছে।

আর জামারাতে সাতটি করে পাথর ছোঁড়ার নিয়মও এখান থেকেই এসেছে। জামারা আল আকাবা (বড় জামারা) মিনার অভ্যন্তরে বামদিকে অবস্থিত, জামারা আল উস্তা (মাঝারি জামারা)-এর অবস্থান ও মাঝামাঝি যেমনটা নাম থেকে ধারণা করা যায় এবং সর্বশেষ জামারাটি হচ্ছে জামারা আল সুগরা (ছোট জামারা)।[১৯৬]

৩.৫.৯. কুরবানি

ইব্রাহীম (আ.) যখন পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করতে উদ্যত হন ঠিক তখন আল্লাহ সেখানে কুরবানির জন্য একটি মেষ প্রেরণ করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বিবরণ নিম্নরূপ :

> যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্‌রাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্‌বান করে বললাম, 'হে ইব্‌রাহীম! 'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে!'-এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে।[১৯৭]

৩.৫.১০. আরাফাত

আরাফাত মক্কা থেকে প্রায় ৯ মাইল পূর্বদিকে একটি পাহাড়েরর নাম। ইহাকে 'জাবালে রহমত' বা করুণার পাহাড়ও বলা হয়। এর সংলগ্ন প্রান্তরটি আরাফাত প্রান্তর নামে অভিহিত হয়। পাহাড়টির আপেক্ষিক উচ্চতা ১৫০−২০০ ফুট। পূর্ব দিকের প্রস্তরের সিঁড়ি শিখর পর্যন্ত গিয়েছে। ষষ্ঠতম ধাপের উচ্চতায় একটি উন্নত মঞ্চ ও তাহাতে একটি মিম্বর রয়েছে। এ মিম্বরে দাড়িয়ে প্রতি বছর ০৯ জিলহজ্জ অপরাহ্নে হজ্জের ইমাম একটি খুতবা প্রদান করেন।

---

[১৯৫]. আল-কুরআন, ৩৭ : ১০২

[১৯৬]. হজ্জ *পালনের শ্রেষ্ঠ উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১

[১৯৭]. আল-কুরআন, ৩৭ : ১০৩-১০৭

আরাফাত নামের উৎপত্তি অজ্ঞাত। নামটি তাৎপর্য সম্বন্ধে বলা হয়, জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর আদম ও হাওয়া (আ.) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান এবং এখানে এসে মিলিত হন ও পরস্পরের পরিচয় (তা'আরুফ) লাভ করেন। আরবি গ্রন্থকারেরা আরাফাত নামের ইত্যাকার বর্ণনা করিয়া থাকেন।[১৯৮]

বলা হয় যখন আরাফাতে পৌঁছে হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, 'আরিফতু' অর্থাৎ 'আমি এই স্থানটি চিনি', আর সে থেকেই এ স্থানের এমন নাম।[১৯৯] কুরআনেও আরাফাত নামটি ব্যবহৃত হয়েছে।[২০০] মহান আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন মানবজাতির কাছে হজ্জ সম্পাদনের ঘোষণা প্রচার করতে।[২০১] তখন থেকেই হজ্জের রীতি চালু হয়। মহানবী (স.) বলেন- "হজ্জ হচ্ছে আরাফাত"।[২০২]

৩.৫.১১. মুজদালিফা

হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক আল্লাহর নির্দেশে মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণার পর থেকেই হজ্জ পালনের রীতি চালু হয়েছিল। তখন থেকেই বছরের পর বছর গত হওয়ায় ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রবর্তিত আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু বিকৃতি এবং পরিবর্তিত হতে থাকে, যেগুলো পরে শেষ রসূল (স.)-এর আগমনের মাধ্যমে সংশোধিত হল। এ সময়ে হজ্জের আচার-অনুষ্ঠানগুলো যথার্থ ধারাবাহিকতা এবং সঠিক স্থানে পুনরায় নির্ধারণ করা হলো। মুজদালিফায় অবস্থানের নিয়মও এর একটি।

মুজদালিফা মোটামুটি মিনা ও আরাফাতের মধ্যবর্তী একটি স্থান। হাজ্জীগণ আরাফাত থেকে ফিরে এসে মাগরিব এবং 'ইশার সালাত একত্রে সমাপনান্তে এখানে ০৯ ও ১০ যুলহজ্জের মধ্যবর্তী রাত্রি যাপন করেন। পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে যাত্রা করে মুহাস্সার উপত্যকার চড়াই পথে তাঁহারা মিনায় উপস্থিত হন।[২০৩] স্থানটির অন্য নাম 'আল-মাশ'আরুল হারাম।[২০৪]

মুসলিম উম্মাহ-র পিতা[২০৫] হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) এর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সমন্বয়ে হজ্জের বিধি-বিধান নির্ধারিত। তাঁরই মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রদান করেন এবং এর বিধানসমূহ বিধিবদ্ধ করেন। যে বিধি-বিধানের পূর্ণতা দান করেন সর্বশেষ নবি ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে। এ অনুচ্ছেদে আলোচিত হজ্জ বিধিবদ্ধ হওয়ার

---

১৯৮. সম্পাদনা পরিষদ কতৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৫

১৯৯. হজ্জ *পালনের শ্রেষ্ঠ উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

২০০. তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। যখন তোমরা 'আরাফাত হতে ফিরে আসবে তখন মাশ'আরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে স্মরণ করবে; যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (আল-কুরআন, ২ : ১৯৮)

২০১. এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও, এরা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। (আল-কুরআন, ২২ : ২৭)

২০২. ইবন আবূ উমর (র.) ...... আবদুর রহমান ইবন ইয়া'মুর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। মিনা অবস্থানের দিন হল তিন দিন। কেউ যদি দুই দিন থেকে ত্বরা করে চলে আসে তাতেও কোন গুনাহ নেই। (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) ফজর উদয়ের আগে আগে কেউ যদি আরাফা পেয়ে যায় তবে সে হজ্জ পেয়ে গেল। [*তিরমিযী শরীফ, খ.৫, ইফাবা, ২০০৭, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯৭৫, পৃ. ৩১৪*]

২০৩. সম্পাদনা পরিষদ কতৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৮

২০৪. প্রাগুক্ত। আল-কুরআন, ২ : ১৯৮

২০৫. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্মরণের মাধ্যমে উম্মাহর সামর্থবান প্রত্যেক সদস্য ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামে হজ্জ কেন কীভাবে ফরজ করা হয়েছিল তা জানতে পারবেন। হজ্জে গমনের ইচ্ছা পোষণকারী একজন মুমিনের উম্মাহর এ গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিজে জানা ও পারিপার্শ্বিক মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে জানানো একান্ত কর্তব্য। নতুবা হজ্জ কেবল একটি রসম বা আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে।

সাথে সাথে হজ্জের বিধানকে সামনে রেখেই তা আদায়ের পদ্ধতি এবং এ বিধান পালনে করণীয়গুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যাবে যে, তার সবকিছুই মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত বড় নিয়ামক। কেননা, মুসলিম উম্মাহর জীবন এ কা'বা, এ নগরী, এ নিদর্শনাবলীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে। চেতনা জাগ্রত হবে উম্মাহর ঐক্যের।

৩.৬. হজ্জ পালন সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞানার্জন

৩.৬.১. ফরজ বিধান হজ্জ : কালের বিবর্তন ও তাওহীদের পূনর্জাগরণ

হযরত ইব্রাহীম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত দ্বীনের ধারাবাহিকতা ও আল্লাহর একত্ববাদের যে মিশন বিশ্বব্যাপী পরিচালিত হয়েছে এবং চলমান রয়েছে তা জানতে এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন অতীব জরুরী। মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে জাতির পিতা এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) কে মুসলিম উম্মাহর নেতা নির্বাচন করেছেন। আর উভয়ের মাধ্যমে হজ্জের বিধানের সূচনা, অতঃপর পূর্ণতা প্রদান করেছেন যাতে বিশ্বব্যাপী উম্মাহ একতাবদ্ধ থেকে এক আল্লাহর বাণী দিকে দিকে প্রচার করতে পারে এবং আল্লাহর দ্বীনকে মানবরচিত সকল বিধানের ওপর বিজয়ী করতে পারে। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা নিম্নরূপ :

ইবরাহীম (আ.) ছিলেন হযরত নূহ (আ.)-এর সম্ভবত: এগারোতম অধঃস্তন পুরুষ। নূহ থেকে ইবরাহীম পর্যন্ত প্রায় ২০০০ বছরের ব্যবধান ছিল। হযরত ছালেহ (আ.)-এর প্রায় ২০০ বছর পরে ইবরাহীমের আগমন ঘটে। ঈসা থেকে ব্যবধান ছিল ১৭০০ বছর অথবা প্রায় ২০০০ বছরের। তিনি ছিলেন 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা এবং তাঁর স্ত্রী 'সারা' ছিলেন 'উম্মুল আম্বিয়া' বা নবীগণের মাতা। তাঁর স্ত্রী সারার পুত্র হযরত ইসহাক্ব-এর পুত্র ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধর 'বনু ইসরাঈল' নামে পরিচিত এবং অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে জন্ম নেন বিশ্বনবী ও শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)। যাঁর অনুসারীগণ 'উম্মতে মুহাম্মাদী' বা 'মুসলিম উম্মাহ' বলে পরিচিত।

বাবেল হ'তে তিনি কেন'আনে (ফিলিস্তিন) হিজরত করেন। সেখান থেকে বিবি সারা-র বংশজাত নবীগণের মাধ্যমে আশপাশে সর্বত্র তাওহীদের দাওয়াত বিস্তার লাভ করে। অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমাঈলের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ ও তার আশপাশ এলাকায় তাওহীদের প্রচার ও প্রসার হয় এবং অবশেষে এখানেই সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (স.)-এর আগমন ঘটে। এভাবে ইবরাহীমের দুই স্ত্রীর বংশজাত নবীগণ বিশ্বকে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেহসৌষ্ঠব ও চেহারা মুবারক পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর ন্যায় ছিল। যা তিনি মে'রাজ থেকে ফিরে এসে উম্মতকে খবর দেন।[২০৬]

ইবরাহীম (আ.) ছিলেন ইহুদী-খৃষ্টান-মুসলমান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পিতা। কেননা আদম (আ.) হ'তে ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ (স.) পর্যন্ত ১ লাখ ২৪ হাযার পয়গম্বরের প্রায় সকলেই ছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٣﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, আলে ইবরাহীম ও আলে ইমরানকে বিশ্ববাসীর উপরে নির্বাচিত করেছেন'।[২০৭]

এই নির্বাচন ছিল বিশ্ব সমাজে আল্লাহ্র তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। ইবরাহীম ছিলেন নবীগণের পিতা এবং পুত্র মুহাম্মাদ ছিলেন নবীগণের নেতা, এ বিষয়টি সর্বদা মুমিনের মানসপটে জাগরুক রাখার জন্য দৈনিক সালাতের শেষ বৈঠকে পঠিত দরূদের মধ্যে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদের উপরে এবং উভয়ের পরিবার বর্গের উপরে আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষণের জন্য দো'আ করার বিধান রাখা হয়েছে। ইবরাহীমের বংশে বরকত হ'ল নবুঅত ও ঐশী কিতাবের বরকত এবং মুহাম্মাদের ও তাঁর বংশে বরকত হ'ল বিজ্ঞানময় কুরআন ও হাদীস এবং তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বরকত। ইবরাহীম ও তাঁর বংশধর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

---

[২০৬]. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৬ 'মে'রাজ' অনুচ্ছেদ। উদ্ধৃত- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *নবীদের কাহিনী (১)*, রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, পৃ. ১০৫

[২০৭]. আল-কুরআন, ৩ : ৩৩

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

'আমরা তাকে দান করলাম ইসহাক্ব ও ইয়াকূবকে এবং তার বংশধরগণের মধ্যে প্রদান করলাম নবুঅত ও কিতাব। তাকে আমরা দুনিয়াতে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয়ই পরকালে সে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২০৮]

অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (স.) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের (অর্থাৎ আখেরাতে মুক্তির) আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের (মুহাম্মাদের) মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে'।[২০৯]

অতঃপর তাঁর পরিবার সম্পর্কে বলা হয়েছে,—

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾

'হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে'।[২১০]

শেষ যামানায় ইমাম মাহদী আসবেন হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বংশধরগণের মধ্য হ'তে এ বিষয়ে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২১১]

উপর্যুক্ত এ আলোচনায় উদ্ধৃত কুরআনের বাণী ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে একথা প্রতীয়মান যে, মহান আল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর নাম পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত প্রত্যেক মুমিনের মননে ও ব্যবহারিক জীবনে স্মরণীয় রাখার ব্যবস্থা রেখেছেন। এ ব্যবস্থপনার দাবীই হলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কালামকে দুনিয়ার বুকে বুলন্দ রাখা।

৩.৬.১.১. কালের বিবর্তন ও পৌত্তলিকতার পুনস্থাপন

হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কায় কা'বাকে ঘিরে ইসলামের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) এই কা'বাকে কেন্দ্র করেই ইসলামের দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে তদীয় ভাতিজা হযরত লূত (আ.)ও জন্মভূমি 'বাবেল' শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন'আনে হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ লূত (আ.)-কে নবুঅত দান করেন এবং কেন'আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী 'সাদূম' অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন।[২১২]

---

২০৮. আল-কুরআন, ২৯ : ২৭

২০৯. আল-কুরআন, ৩৩ : ২১

২১০. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৩

২১১. আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৪; হাকেম ৪/৫৫৭-৫৮ পৃঃ প্রভৃতি। উদ্ধৃত- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *নবীদের কাহিনী (১)*, রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, পৃ. ১০৭

২১২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *নবীদের কাহিনী (১)*, রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, পৃ. ১৫২

হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত একমাত্র সন্তান। ঐ সময়ে ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর। শিশু বয়সে তাঁকে ও তাঁর মাকে পিতা ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কার বিজন ভূমিতে রেখে আসেন। সেখানে ইবরাহীমের দো'আর বরকতে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে যমযম কূপের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ইয়ামনের ব্যবসায়ী কাফেলা বনু জুরহুম গোত্র কর্তৃক মা হাজেরার আবেদনে সেখানে আবাদী শুরু হয়। ১৪ বছর বয়সে আল্লাহ্‌র হুকুমে মক্কার অনতিদূরে মিনা প্রান্তরে সংঘটিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর ত্যাগ ও কুরবানীর ঘটনা। পিতা ইবরাহীম কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে স্বহস্তে কুরবানীর উক্ত ঘটনায় শতবর্ষীয় পিতা ইবরাহীমের ভূমিকা যাই-ই থাকুক না কেন চৌদ্দ বছরের তরুণ ইসমাঈলের ঈমান ও আত্মত্যাগের একমাত্র নমুনা ছিলেন তিনি নিজেই।[২১৩] মহান আল্লাহ বলেন-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿۵۴﴾ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۠ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿۵۵﴾

'এই কিতাবে আপনি ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন। তিনি ছিলেন ওয়াদা রক্ষায় সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল ও নবী'। 'তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে ছালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি স্বীয় পালনকর্তার নিকট পসন্দনীয় ছিলেন'।[২১৪] এভাবে হযরত ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ৯টি সূরায় ২৫টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[২১৫]

হযতর ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধরদের ভেতর থেকে কীভাবে আল্লাহ তাঁর দীনের খেদমত নিয়েছেন তা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কালের বিবর্তনে এবং হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন পরবর্তী নবুওয়াতের শত শত বছরের ব্যবধানে মানুষেরা ইসলামের মৌলিক দাওয়াত ভুলে গিয়ে নিজেদের মত করে করে ধর্মপালন শুরু করেছিল। যার প্রমাণস্বরূপ আমরা পবিত্র কা'বা ঘরে ৩৬০টি মুর্তি স্থাপনের নজীর ইতিহাসে দেখতে পাই।

বিখ্যাত এক লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী এসময়ের অবস্থার বিবরণ নিম্নরূপ :

> হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পর তার বংশধরগণ কতকাল দীন ইসলামের পথে চলেছে তা অল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তারা যে পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথ ভুলে গিয়েছিল এবং অন্যান্য 'জাহেল' জাতির ন্যায় সর্বপ্রকার গুমরাহী ও পাপ-প্রথার প্রচলন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যে কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে এককালে এক আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত ও প্রচার শুরু হয়েছিল, সেই কা'বা ঘরে শত শত মূর্তি স্থাপন করা হলো। এমনকি, মূর্তি পূজা বন্ধ করার সাধনা ও আন্দোলনে যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের সারাটি জীবন অতিবাহিত হয়েছিল তাদের মূর্তি নির্মাণ করেও কা'বা ঘরে স্থাপন করা হয়েছিল। তাওহীদী ধর্মের অগ্রনেতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরবর্তী বংশধরগণ লাত, মানাত, হুবাল, নসর, ইয়াগুস, উজ্জা, আসাফ, নায়েলা আরও অসংখ্য নামের মূর্তি প্রস্তুত করেছিল এবং সে সবের পূজা করছিল। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, শনি ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করতো। ভূত-প্রেত, ফেরেশতা এবং মৃত পূর্বপুরুষদের 'আত্মা'র পূজাও

২১৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : আবুল ফিতা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র), *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৩৫৫-৩৬০

২১৪. আল-কুরআন, ১৯ : ৫৪-৫৫

২১৫. আল-কুরআন, ২ : ১২৫, ১২৭-১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০; ৩ : ৮৪; ৪ : ১৬৩; ৬ : ৮৬; ১৪ : ৩৯; ১৯ : ৫৪-৫৫; ২১ : ৮৫-৮৬; ৩৭ : ১০১-১০৮; ৩৮ : ৪৮

করতো। তাদের মূর্খতা এতদূর প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল যে, ঘর থেকে বের হবার সময় নিজেদের বংশের মূর্তি না পেলে পথ চলার সময় যে কোনো রঙীন পাথর দেখতে পেতো তারা তারই পূজা শুরু করতো। পাথর না পেলে পানি ও মাটির সংমিশ্রণে একটি প্রতিমূর্তি বানিয়ে তার ওপর ছাগ দুগ্ধ ছিটিয়ে দিলেই তাদের মতে সেই নিষ্প্রাণ পিণ্ডটি খোদা হয়ে যেত এবং এরই পূজা করতো। যে পৌরোহিত্য ও ঠাকুরবাদের বিরুদ্ধে তাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সমগ্র ইরাকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তা-ই আবার তাদের ঘরে প্রবেশ করেছিল, কা'বাকে তারা মূর্তিপূজার আড্ডাখানা বানিয়ে নিজেরাই সেখানকার পুরোহিত সেজেছিল। হজ্জকে তারা 'তীর্থযাত্রা'র অনুরূপ বানিয়ে তাওহীদ প্রচারের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর থেকে মূর্তিপূজার প্রচার শুরু করেছিল এবং পূজারীদের সর্বপ্রকার কলা-কৌশল অবলম্বন করে আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা লোকদের কাছ থেকে নযর-নিয়ায ও ভেট-বেগাড় আদায় করতো। এভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যে মহান কাজ শুরু করেছিলেন এবং যে উদ্দেশ্যে তারা হজ্জ প্রথার প্রচলন করেছিলেন, তা সবই বিনষ্ট হয়ে গেল ।

এ ঘোর জাহেলী যুগে হজ্জের যে চরম দুর্গতি হয়েছিল একটি ব্যাপার থেকে তা স্পষ্টরূপে অনুমান করা যায়। মক্কায় একটি বার্ষিক মেলা বসতো, আরবের বড় বড় বংশ ও গোত্রের কবি কিংবা 'কথক' নিজ নিজ গোত্রের খ্যাতি, বীরত্ব, শক্তি, সম্মান ও বদান্যতার প্রশংসায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলতো এবং পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার প্রকাশের ব্যাপারে রীতিমত প্রতিযোগিতা করতো। এমনকি অপরের নিন্দার পর্যায়ও এসে যেত। সৌজন্য ও বদান্যতার ব্যাপারেও পাল্লা দেয়া হতো। প্রত্যেক গোত্র-প্রধান নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য ডেগ চড়াতো এবং একে অন্যকে হেয় করার উদ্দেশ্যে উটের পর উট যবেহ করতো। এ অপচয় ও অপব্যয়ের মূলে তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল ; তা এই যে, এ সময় কোনো বদান্যতা করলে মেলায় আগত লোকদের মাধ্যমে আরবের সর্বত্র তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং কোন্ গোত্রপতি কতটি উট যবেহ করেছিল এবং কত লোককে খাইয়েছিল ঘরে ঘরে তার চর্চা শুরু হবে। এসব সম্মেলনে নাচ-গান, মদ পান, ব্যভিচার এবং সকল প্রকার নির্লজ্জ কাজ-কর্মের অনুষ্ঠান বিশেষ জাঁক-জমকের সাথে সম্পন্ন হতো। এ উৎসবের সময় এক আল্লাহর দাসত্ব করার কথা কারো মনে জাগ্রত হতো কিনা সন্দেহ। কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা হতো। কিন্তু তার পদ্ধতি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নারী-পুরুষ সকলেই উলংগ হয়ে একত্রে ঘুরতো আর বলতো আমরা আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় যাব, যেমন অবস্থায় আমাদের মা আমাদেরকে প্রসব করেছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতিষ্ঠিত মসজিদে 'ইবাদাত' করা হতো, একথা ঠিক; কিন্তু কিভাবে? খুব জোরে হাততালি দেয়া হতো, বাঁশি বাজান হতো, শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হতো। আল্লাহর নামও যে সেখানে নেয়া হতো না, এমন নয়। কিন্তু কিরূপে ? তারা বলতো :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَلَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

"আমি এসেছি, হে আমার আল্লাহ ! আমি এসেছি, তোমার কেউ শরীক নেই; কিন্তু যে তোমার আপন, সে তোমার অংশীদার। তুমি তারও মালিক এবং তার মালিকানারও মালিক।"[২১৬]

আল্লাহর নামে সেখানে কুরবানীও দেয়া হতো। কিন্তু তার পন্থা ছিল কত নিকৃষ্ট ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ। কুরবানীর রক্ত কা'বা ঘরের দেয়ালে লেপে দিত এবং এর গোশত কা'বার দুয়ারে ফেলে রাখতো। কারণ, তাদের ধারণা মতে আল্লাহ এসব রক্ত ও গোশত তাদের কাছ থেকে কবুল করছেন

---

[২১৬]. আব্বাস ইবনু আবদুল আযীম আম্বারী (র.) ... ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা বলত, "লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা।" রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলতেন, তোমাদের ক্ষতি হোক, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও (সামনে আর বলো না)। তারা এর সাথে আরও বলত, "কিন্তু হে আল্লাহ! তোমার আরও একজন শরীক আছে তুমিই যার মালিক এবং সে কিছুরই মালিক নয়।" তারা এই কথা বলত আর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত। [*মুসলিম শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬৮৬, পৃ. ১১৬-১১৭]

(নাউযুবিল্লাহ)। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময়ই হজ্জের চার মাসে রক্তপাত হারাম করে দেয়া হয়েছিল এবং এ সময় সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তী কালের লোকেরা এ নিষেধ অনেকটা মেনে চলেছে বটে; কিন্তু যুদ্ধ করতে যখন ইচ্ছা হতো, তখন তারা এক বছরের নিষিদ্ধ মাসগুলোকে 'হালাল' গণ্য করতো এবং পরের বছর তার 'কাযা' আদায় করতো।

এছাড়া অন্যান্য যেসব লোক নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল তারাও নিতান্ত মূর্খতার কারণে আশ্চর্য রকমের বহু রীতিনীতির প্রচলন করেছিল। একদল লোক কোনো সম্বল না নিয়ে হজ্জে যাত্রা করতো এবং পথে পথে ভিক্ষা মেগে দিন অতিবাহিত করতো। তাদের মতে এটা খুবই পুণ্যের কাজ ছিল। মুখে তারা বলতো "আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছি, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার জন্য যাচ্ছি- দুনিয়ার সম্বল নেয়ার প্রয়োজন কি ?" হজ্জে গমনকালে ব্যবসা করা কিংবা কামাই-রোযগারের জন্য শ্রম করাকে সাধারণত নাজায়েয বলেই ধারণা করা হতো। অনেক লোক আবার হজ্জের সময় পানাহার পর্যন্ত বন্ধ করে দিত এবং এরূপ করাকেও তারা ইবাদাত বলে মনে করতো। কোনো কোনো লোক হজ্জে যাত্রা করলে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করে দিত। এর নাম ছিল 'হজ্জে মুছমিত' বা 'বোবা হজ্জ'। এভাবে আরও যে কত প্রকার ভ্রান্ত ও কুপ্রথার প্রচলন হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।[২১৭]

৩.৬.১.২. তাওহীদের পুনর্জাগরণ

দীর্ঘকাল যাবত কোনো নবীর আবির্ভাব না হওয়ায় এবং কোনো নবীর প্রকৃত শিক্ষাও সেখানে না পৌঁছার কারণে হাজার বছর ধরে সেখানে কুপ্রথা জেকে বসেছিল। অবশেষে মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আ কবুলের সময় ঘনিয়ে আসল।[২১৮] তাঁর দু'আর কবুল করে মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে প্রেরণ করলেন সাইয়্যেদুল মুরসালিন, খতামুন নাবিয়্যিন সাইয়্যিদিনা হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) যেমন অভিজাত, নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মলাভ করেছিলেন, হযরত মুহাম্মদ (স.)ও অনুরূপ এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, শতাব্দীকাল ধরে যারা কা'বা ঘরের দায়িত্বে ছিলেন। একচ্ছত্রভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) যেরূপ আপন বংশের পৌরোহিত্যবাদের ওপর আঘাত হেনেছিলেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)ও ঠিক তেমনি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন নিজ বংশীয় পৌরোহিত্য ও পণ্ডিতগিরির ওপর। শুধু তাই নয়, তাঁর আনীত আদর্শের কাছে যুগ যুগ ধরে চলমান অধর্ম ও অপসংস্কৃতির পরাজয় হয়েছিল পুরোপুরিভাবেই। হযরত ইবরাহীম (আ.) যেমন বাতিল মতবাদ ও সমগ্র মিথ্যা খোদায়ী ধ্বংস করা এবং এক আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)ও তাই করেছিলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রচারিত প্রকৃত ও নির্মল দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর জন্ম থেকে শুরু করে নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত তাঁকে একজন সর্বগুণে গুণান্বিত আদর্শ মানব ও নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নবুওয়াত পরবর্তী তেইশ বছরে এই মহামানবের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতায় রূপ দান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলার হুকুমে কা'বা ঘরকেই

---

২১৭. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (অনু.), *ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ২১৮ - ২২০

২১৮. হযরত ইব্রাহীম (আ.) কা'বা ঘর প্রতিষ্ঠার সময় আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ - "হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ কর-যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিক্মত শিক্ষা দিবে ও তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আল-কুরআন, ২ : ১২৯)

তিনি সমগ্র দুনিয়ায় এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের কেন্দ্ররূপে স্থাপনের কথা ঘোষণা করলেন এবং দুনিয়ার সকল দিক থেকেই হজ্জ করার জন্য কা'বা ঘরে একত্রিত হওয়ার আহবান জানালেন।[২১৯]

ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার সাথে সাথে যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা মনগড়া ও কুসংস্কারে আচ্ছাদিত হজ্জের বিধানেও পরিবর্তন হলো। বন্ধ হলো সব অধর্ম। কা'বায় স্থাপিত মূর্তিগুলো অপসারণ করা হলো, ধ্বংস করা হলো। এক আল্লাহরই ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা হলো। মেলা এবং সকল প্রকার তামাশা ও উৎসব নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রতিষ্ঠা করলেন আল্লাহর ইবাদাত করার সঠিক এবং স্বাভাবিক পদ্ধতি। পূর্বের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে আল্লাহর নির্ধাতি পদ্ধতিতে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতের নির্দেশ ঘোষণা করা হলো।[২২০] সকল অন্যায় ও মানব-প্রচলিত কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো।[২২১]

হজ্জ উপলক্ষে আয়োজিত মেলা, সেখানে কাব্য আর কবিত্বের প্রতিযোগিতা, পূর্বপুরুষদের কাজ-কর্মের প্রশংসা ও এ নিয়ে গর্ব করা আর অন্যের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা বন্ধ করা হলো।[২২২]

শুধু মানুষের মাঝে খ্যাতি অর্জন ও গৌরব-অহংকার প্রকাশের জন্য যেসব বদান্যতা ও দানশীলতার রীতি চালু ছিল তা সবই বন্ধ হলো এবং তদস্থলে হযরত ইবরাহীম (আ.) সময়ের পশু যবেহ করার রীতি প্রচলিত হলো। নিরর্থক অর্থ ব্যয় ও অপচয় নিষিদ্ধ করে বিধান দেওয়া হলো।[২২৩]

কুরবানীর পশুর রক্ত বায়তুল্লাহর দেয়ালে মর্দন করা এবং গোশত ঝুলিয়ে রাখার কুপ্রথা বন্ধ হলো। জানিয়ে দেওয়া হলো আল্লাহর কাছে এ রক্ত ও গোশতের কোনো মূল্য নাই।[২২৪] উলংগ হয়ে তাওয়াফ করা একেবারে নিষিদ্ধ করা হলো।[২২৫] হজ্জের নির্দিষ্ট মাসগুলোকে উল্টিয়ে দেয়া এবং নিষিদ্ধ মাসকে যুদ্ধের জন্য 'হালাল' মনে করাকে বিশেষ কড়াকড়ির সাথে বন্ধ করা হলো।[২২৬]

---

২১৯. মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্যকর্তব্য। আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। (আল-কুরআন, ৩ : ৯৭)

২২০. তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে স্মরণ করবে; যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (আল-কুরআন, ২ : ১৯৮)

২২১. হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। এরপর যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্যে হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। (আল-কুরআন, ২ : ১৯৭)

২২২. এরপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করতে, বা তার চেয়ে বেশী করে। (আল-কুরআন, ২ : ২০০)

২২৩. খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না; কারণ আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না। (আল-কুরআন, ৭ : ৩১)

খালেছ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই এবং তারই নামে এ জন্তুগুলোকে যবেহ কর। যবেহ করার পর যখন প্রাণ একেবারে বের হয়ে যাবে, তখন নিজেরাও তা খাও এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকেও খেতে দাও। (আল-কুরআন, ২২ : ৩৬)

২২৪. এসব পশুর রক্ত বা গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, তোমাদের তাকওয়া এবং পরহেযগারীই আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারে। (আল-কুরআন, ২২ : ৩৭)

২২৫. হে নবী ! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্যবর্ধক জিনিস (অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ) মনোনীত করেছেন, তা কে হারাম করলো? (আল-কুরআন, ৭ : ৩২)

হে নবী ! আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ কখনও নির্লজ্জতার হুকুম দেন না। (আল-কুরআন, ৭ : ৬৮)

হে আদম সন্তান ! সকল ইবাদাতের সময় তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ (পোশাক পরিধান) কর। (আল-কুরআন, ৭ : ৩১)

২২৬. এই যে মাসকে পিছিয়ে দেওয়া কেবল কুফরী বৃদ্ধি করা, যা দিয়ে কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা একে কোন বছর বৈধ করে এবং কোন বছর অবৈধ করে যাতে তারা আল্লাহ্‌ যেইগুলিকে নিষিদ্ধ করেছেন, সেইগুলির গণনা পূর্ণ করতে পারে ; অনন্তর আল্লাহ্‌ যা হারাম করেছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলি তাদের জন্যে শোভনীয় করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (আল-কুরআন, ৯ : ৩৭)

আল্লাহর ঘরে হজ্জ করতে যাওয়ার সময় কোনো পাথেয় নিয়ে না যাওয়ার কুসংস্কার ও ভ্রান্তির অবসান করা হলো। বলা হলো তাকওয়াই আখিরাতের উত্তম সম্বল।[২২৭] ধারণা করা হতো যে, হজ্জের সময় ব্যবসা করা বা অন্য কোনো উপায়ে রুজি-রোযগার করা নিতান্ত অপরাধের কাজ। অবস্থাটা এমন ছিল যে, এসব না করলেই যেন নেকির কাজ হবে। আল্লাহ তাআলা এ ভুল ধারণার অবসান ঘটালেন, বললেন- এ কাজে তোমাদের কোনো অপরাধ নাই।[২২৮]

হজ্জ পালন কালে ভিত্তিহীনভাবে মনুষ্য চিন্তা প্রসূত কথাবার্তা না বলার যে রেওয়াজ চালু ছিল তা রোধ করা হলো। বলা হলো আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে হবে। আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকতে হবে। জাহেলী যুগের সকল কুসংস্কার নির্মূল করে দিয়ে তাকওয়া-পরহেযগারীতার সাথে পবিত্রতা ও অনাড়ম্বরতাকে মানবতার পূর্ণাঙ্গ আদেশ বলে ঘোষণা করা হলো। এ কারণেই হজ্জযাত্রীগণ ঘর থেকে বের হবার সময় নিজেদেরকে সকল প্রকার পার্থিব সম্পর্ক থেকে মুক্ত করে নেন। নফসের খাহেশ ও লালসা ত্যাগ করে, হজ্জের এ পবিত্র সময়ে স্ত্রী-সহবাস করা, গালাগাল, কুৎসা রটানো, অশ্লীল উক্তি ও অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি জঘন্য আচরণ থেকে দুরে সরে থাকে। কা'বায় পৌঁছার পথে নির্ধারিত মীকাত অতিক্রম করে কা'বার দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এহরাম বেঁধে সাদাসিধে পোশাক পরিধান করে নেয়। পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল মানুষের একই পোষাক। আমীর গরীব সকলেই আল্লাহর সম্মুখে সমান, ভিন্ন ভিন্ন কওম, গোত্র প্রভৃতির পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সকলেই এক বেশে, নিতান্ত দরিদ্রের বেশে এক আল্লাহর সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে উপস্থিত হয়। এহরাম বাঁধার পর মানুষের রক্তপাত করা তো দূরের কথা, পশু শিকার করাও নিষিদ্ধ। মানুষের মধ্য থেকে পশু স্বভাব দূর করে শান্তিপ্রিয়তার গুণ সৃষ্টি এবং মানুষকে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় মহীয়ান করে তোলার এক সুন্দর প্রশিক্ষণের রূপ নিল এ হজ্জের বিধান। হজ্জের চার মাসকালের মধ্যে যেন কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়, এজন্য এ চারটি মাসকে 'হারাম' করে দেয়া হয়েছে।[২২৯] মহান আল্লাহ হজ্জ পালনকারী তাঁর মেহমানদের জন্য আগমনের সমস্ত পথ নিরাপদ নিরাপদ করলেন এবং আশঙ্কা মুক্ত করলেন।

এই যে পবিত্র ভাবধারা সহকারে পবিত্র হেরেমে (কা'বা চত্বরে) প্রবেশ আর প্রতি পদে পদে আল্লাহর স্মরণ-তাওয়াফ, যিকির, নামায, ইবাদাত ও কুরবানী আবার তাওয়াফ এবং ইহরাম অবস্থায় নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এই যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, এর প্রভাবে ব্যক্তির ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে ও সমাজ জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বয়ে আনতে সক্ষম। যেখানে একটি মাত্র আওয়াযই মুখরিত হয়ে উঠে, ইহরাম বাধার সাথে সাথেই প্রত্যেক হাজ্জী সাহেবের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

হাযির হে আল্লাহ্, তোমার সমীপে হাযির। আমি হাযির, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত এবং রাজত্ব তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই।

৩.৬.২. পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ

হজ্জ হলো বায়তুল্লাহ ও তদসংলগ্ন নির্দশন সমূহের যিয়ারতের সংকল্প। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বায়তুল্লাহ বা কাবা ঘর সর্বপ্রথমে ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত আদম

---

২২৭. আর (হজ্জ গমনকালে) তোমরা পাথেয় অবশ্যই নেবে। কারণ, আখেরাতের উত্তম সম্বল তো হচ্ছে তাকওয়া। (আল-কুরআন, ২ : ১৯৭)

২২৮. তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। (আল-কুরআন, ২ : ১৯৮)

২২৯. আল-কুরআন, ৯ : ৩৬

(আ.) হযরত জিব্রাইল (আ.) ইঙ্গিত মতে এর পুনর্নির্মাণ করেন। তারপর হযরত নূহ (আ.) -এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হলেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তি ভূমিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) তা পুনর্নির্মাণ করেন।

মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَ
مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, এটা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্‌রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।[২৩০]

পুনর্নিমাণ কালে হযরত ইবরাহীম (আ.) কেনান থেকে মক্কায় এসে বসবাস করেন। ঐ সময় মক্কায় বসতি গড়ে উঠেছিল এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) তখন বড় হয়েছেন এবং পিতা-পুত্র মিলেই কা'বাগৃহ পুনর্নিমাণ করেন। তখন থেকে হরম ও তার অধিবাসীগণ পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সহকারে সেখানে বসবাস করে আসছেন। এ বিষয়ে আল-কুরআনের বর্ণনা হল-

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۗ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۗ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি কা'বাগৃহকে মানব জাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম আর বলেছিলাম, 'তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' আর ইব্‌রাহীম ও ইস্‌মাঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ' ও সিজ্‌দাকারীদের জন্যে আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।[২৩১]

৩.৬.৩. হজ্জ সম্পন্নকারী মহান আল্লাহর মেহমান

বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ এর বিষয়ে মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন বলেন-

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ
وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ

---

২৩০. আল-কুরআন, ০৩ : ৯৬-৯৭

২৩১. আল-কুরআন, ০২ : ১২৫

ٱلۡفَقِيرَ ۝٢٨

এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও, এরা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযিক হিসেবে দান করেছেন তার ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে[২৩২] (১০, ১১, ১২ই যিলহজ্জ) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে। এরপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।[২৩৩]

হযরত ইবরাহীম আলাইহিসসালাম মাক্বামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে এবং কোন কোন বর্ণনা মতে আবূ কুবায়েস পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দুই কানে আঙ্গুল ভরে সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে চারদিকে ফিরে বারবার আল্লাহর পক্ষ থেকে হজ্জের উক্ত ঘোষণা জারি করেন।[২৩৪] ইমাম বাগাভী হযরত ইবনু আববাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, ইবরাহীম (আ.)-এর উক্ত ঘোষণা আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন সাথে সাথে বিশ্বের সকল প্রান্তে মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেন। আর মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন-এর ইচ্ছায় তখন থেকে অদ্যাবধি কা'বা গৃহে অবিরত ধারায় হজ্জ, উমরাহ ও ত্বাওয়াফ চালু আছে।

হযরত ইবনু আববাস (রা.) বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবরাহীমী আহবানের জওয়াবই হচ্ছে হাজীদের 'লাববায়েক আল্লা-হুম্মা লাববায়েক' (হাযির, হে প্রভু আমি হাযির) বলার আসল ভিত্তি।[২৩৫] সেদিন থেকে এযাবত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে মানুষ চলেছে কা'বার পথে কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ গাড়ীতে, কেউ বিমানে, কেউ জাহাযে ও কেউ অন্য পরিবহনে করে।

আবরাহার[২৩৬] মত অনেকে বার বার চেষ্টা করেও আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন-এর মেহমানগণের এ মানব স্রোত কখনো ঠেকাতে পারেনি। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ভবিষ্যতেও পারবেনা। দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে সর্বদা চলছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ। আর হজ্জের পরে চলছে কুরবানী। আর এভাবেই হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর স্মৃতি চির অম্লান হয়ে আছে মানব ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে। এক কালের চাষাবাদহীন বিজন পাহাড়ী উপত্যকা হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর দো'আর[২৩৭] বরকতে হয়ে উঠলো সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের মিলনকেন্দ্র হিসাবে। আর হজ্জ হল সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও বিধিবদ্ধ বাৎসরিক তালীমি ও ইসলাহী বিশ্ব সম্মেলন।[২৩৮]

---

২৩২. ১০, ১১, ১২ই যিলহাজ্জ

২৩৩. আল-কুরআন, ২২ : ২৭-২৮

২৩৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২, পৃ. ২৫২

২৩৫. *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

২৩৬. আবরাহা খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ আরবের একজন খ্রিস্টান বাদশাহ। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহার প্রসিদ্ধি এই জন্য যে, তিনি একটি য়ামানী বাহিনী লইয়া রাসূল (স.)-এর জন্ম বৎসরে অর্থাৎ ৫৭০ খৃ. মক্কা আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সূরা ফীল-এর শানে নুযূলে আবরাহা কর্তৃক কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য আক্রমণের ঘটনা বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। [সম্পাদনা পরিষদ কতৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৩]

২৩৭. হযরত ইব্রাহীম (আ.) দু'আ করেছিলেন- স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর কর, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান কর।' তিনি বললেন, 'যে কেউ কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্যে জীবন উপভোগ করতে দিব, এরপরতাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব আর কত নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল!' (আল-কুরআন, ২ : ১২৬)

২৩৮. পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জ ২২-এর ২৭ নং আয়াতের বিশ্বব্যাপী আহবানের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৩.৬.৪. সতর্ক ও সাবধান হওয়া জরুরী

হজ্জের গুরুত্ব ও ফযিলত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসমালা এবং ফরজ আপতিত হওয়ার পরেও হজ্জ না করার পরিণতি সম্পৃক্ত যে বাণীগুলো কুরআন ও সুন্নাহ্য় উদ্ধৃত রয়েছে, তা অনুধাবন করলে প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতে পারেন যে, হজ্জ করা সামান্য ফরয নয়। তা আদায় করা না করা মুসলমানদের ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়নি। বস্তুত যেসব মুসলমানের কা'বা পর্যন্ত যাওয়া আসার আর্থিক সামর্থ আছে, শারীরিক দিক দিয়েও যারা অক্ষম নয় তাদের পক্ষে জীবনের মধ্যে একবার হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য। তা না করে কিছুতেই মুক্তি নেই। দুনিয়ার যে কোণেই বাস করুক না কেন এবং যার ওপর ছেলে-মেয়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা চাকরি-বাকরির যত বড় দায়িত্বই অর্পিত হোক না কেন, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও একজন মুসলমান যদি হজ্জকে এড়াতে চায় এবং অসংখ্য ব্যস্ততার অজুহাতে বছরের পর বছর তাকে ক্রমাগত পিছিয়ে দেয়, সময় থাকতে আদায় না করে, তবে তার ঈমান নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়।

আর যাদের সমগ্র জীবনও হজ্জ আদায় করার কর্তব্য পালনের কথা মনে জাগে না, দুনিয়ার দিকে দিকে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ইউরোপ-আমেরিকা যাতায়াতকালে হেজাযের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, কা'বা ঘর যেখান থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ, তবুও হজ্জ আদায় করার খেয়ালও তাদের মনে জাগ্রত হয় না, তারা কিছুতেই মুসলিম দাবী করতে পারে না। মুসলিম বলে দাবী করার কোনোই অধিকার তাদের নেই, দাবী করলেও সেই দাবী হবে মিথ্যা। আর যারা তাদেরকে মুসলমান মনে করে, তারা কুরআন শরীফের বিধান সম্পর্কে সম্মক অবহিত নয়।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি ঈমানদারকে অবশ্যই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। মুসলিম হিসেবে জীবনকে স্বার্থক করে গড়ে তুলতে হলে ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকামের অনুগত থাকতে হবে। মুমিনের চিন্তায় ও মননে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর বিধানের প্রতি প্রশ্নাতীত আত্মসমর্পন না থাকলে তার ঈমানের দাবী দিনশেষে মুসলিম উম্মাহর কোনো কাজে আসবে না।

৩.৬.৫. হজ্জ-এর সাথে সম্পৃক্ত স্থান ও পরিভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা

৩.৬.৫.১. মীকাত সম্পর্কিত আলোচনা

মীকাত সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নির্দেশনা সম্বলিত কয়েকটি হাদীস লক্ষ করি :

১. ইব্নু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ্রাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা, নজদবাসীদের জন্য ক্বারনুল-মানাযিল, ইয়ামেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্জ ও 'উমরাহ'র নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসিদের জন্য ইহ্রাম বাঁধার স্থান এবং মীকাতের ভিতরের স্থানের লোকেরা নিজ বাড়ি হতে ইহ্রাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা হতেই ইহ্রাম বাঁধবে।[২৩৯]

---

[২৩৯]. عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، قَالَ: فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, ২০০৩, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৩৪, পৃ. ৭১ (আন্তর্জাতিক- ১৫২৬)]

২. আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের কোথা থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন?' রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, মদিনাবাসী ইহরাম বাঁধবে 'যুল-হুলায়কা' থেকে, সিরিয়াবাসী, ইহরাম বাঁধবে 'জুহফা' থেকে এবং নাজদবাসী ইহরাম বাঁধবে 'করন' থেকে। ইবনু উমর (রা.) বলেন, অন্যরা বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) এও বলেছেন, এবং ইয়ামানবাসী ইহরাম বাঁধবে 'ইয়ালামলাম' থেকে। ইবনু উমার (রা.) বলেছেন, 'এ কথাটি আমি রসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে বুঝে নিতে পারিনি'।[২৪০]

৩. একই সনদে বর্ণিত মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থ ইমাম আহমাদ (র.) বর্ধিত করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন- আর লোকেরা 'করন' দ্বারা 'যাতে ইরাক' কে কিয়াস করেছেন।[২৪১]

৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ শহর দু'টি (কূফা ও বস্‌রা) বিজিত হল, তখন সে স্থানের লোকগণ উমর (রা.)-এর নিকট এসে নিবেদন করল, হে আমীরুল মু'মিনীন! রসূলুল্লাহ্ (স.) নাজদবাসীগণের জন্য (মীকাত হিসাবে) সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন 'কারন', কিন্তু তা আমাদের পথ থেকে দূরে। কাজেই আমরা কারন-সীমায় অতিক্রম করতে চাইলে তা হবে আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। উমর (রা.) বললেন, তাহলে তোমরা লক্ষ্য কর তোমাদের পথে 'কারন'-এর সম দূরত্ব-রেখা কোন্ স্থানটি? তারপর তিনি 'যাতু 'ইরক' মীকাতরূপে নির্ধারণ করেছেন।[২৪২]

৫. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল হুলায়াফা' কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন এবং সিরিয়া ও মিশরবাসীদের জন্য 'জুহফা', ইরাকীদের জন্য 'যাতি ইরক'-কে আর ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামালাম' কে।[২৪৩]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের আলোকে সর্বসম্মতভাবে মীকাত হলো ০৫ (পাঁচ)টি। যথা-

(১) 'যুল হলায়ফা' : এ স্থানটি মক্কার উত্তরে, মদীনার দিক থেকে আগমণকারী যাত্রীদের জন্য মীকাতরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

---

২৪০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَجُلاً، قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৩৫, পৃ. ৯১-৯২]

২৪১. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০হি./ ১৯৯৯খ্রি. খ. ৮, হাদীস নং- ৪৪৫৫, পৃ. ২৩

২৪২. وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: "فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ"، قَالَ: فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৪০, পৃ. ৭৪]

২৪৩. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ [ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ, *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ৩, হাদীস নং- ২৬৫৫, পৃ. ১২২]

(২) 'যাতু 'ইর্ক' : এটা ইরাকের দিক থেকে আগমনকারী যাত্রীদের মীকাত।

(৩) 'আল-জুহফা' : এটা মিসর ও সিরিয়ার দিক থেকে আগত হজ্জ যাত্রীদের মীকাত।

(৪) 'কারনুল মানাযিল' : এই স্থানটি নজ্দের দিকের যাত্রীদের জন্য।

(৫) 'ইয়ালামলাম' : এটা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, ইয়ামান, প্রভৃতি এবং আরো পূর্বদিকের দেশসমূহ হইতে হজ্জ যাত্রীদের জন্য মীকাত।

জাহাজে যাওয়ার সময় 'ইয়ালামলাম' পাহাড়টি দৃষ্টিগোচর হলে হাজীগণ ইহরাম বাঁধেন। জাহাজে জিদ্দা বন্দরে উপনীত হওয়ার সাধারণত দুই দিন পূর্বে পাহাড়টি দৃষ্টিগোচর হয়। বিমানে যাঁরা হজ্জে গমন করেন তাঁরা বিমানে আরোহনের পূর্বেই ইহরাম সম্পন্ন করেন, কারণ বিমান আরোহীদের পক্ষে মীকাতের স্থান নির্ণয় করা মুশকিল, অন্যপক্ষে বিমানে ইহ্রাম বাঁধারও সুযোগ নাই।

উপরিউক্ত মীকাত কয়টির মধ্যবর্তী স্থানসমূহের অধিবাসী গণের জন্য নির্দিষ্ট কোনো মীকাত নাই। তাঁরা যে কোনো স্থান থেকে ইহ্রাম বাঁধতে পারেন। সাধারণত তাঁরা তানঈম নামক স্থান থেকে ইহ্রাম বেঁধে থাকেন।[২৪৪]

৩.৬.৫.২. হজ্জের মাস ও হজ্জের ইহ্রাম

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন-

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি; তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।[২৪৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

হযরত আবূ বকর (রা.) কর্তৃক নবী (স.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করে সেদিন যেভাবে কাল (যামানা) ছিল তা আজও অনুরূপভাবে বিদ্যমান। বারো মাসে এক বছর, তন্মধ্যে চার মাস পবিত্র। যার তিন মাস ধারাবাহিক যথা যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম আর মুযার গোত্রের রজব যা জামিদিউস সানী ও সাবান মাসদ্বয়ের মধ্যবর্তী।[২৪৬]

আর এই মাস গণনা করা হয় চাঁদের হিসাব অনুযায়ী। মহান আল্লাহ বলেন- "লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, 'এটা মানুষ এবং হজ্জের জন্যে সময়-নির্দেশক।"[২৪৭]

মহান আল্লাহ হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট করেছেন ০৩টি মাসকে। আল্লাহ বলেন-

"হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। এরপর যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্যে হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।"[২৪৮]

---

২৪৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০২

২৪৫. আল-কুরআন, ৯ : ৩৬

২৪৬. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, ২০০৩, খ.৭, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৩০৫, পৃ. ৩৭৫

২৪৭. আল-কুরআন, ২ : ১৮৯

২৪৮. আল-কুরআন, ২ : ১৯৭

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত উক্ত মাসসমূহের ব্যাখ্যা হলো- ইবন উমর (রা.) বলেন, হজ্জ এর মাসগুলো হলঃ শাওয়াল, যিলকদ, এবং যিলহজ্জ মাসের দশ দিন। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, সুন্নাত হল, হজ্জের মাসগুলোতেই যেন হজ্জের ইহরাম বাঁধা হয়। কিরমান ও খুরাসান থেকে ইহরাম বেঁধে বের হওয়া উসমান (রা.) অপছন্দ করেন।[২৪৯]

৩.৬.৫.৩. ইহ্‌রাম বাঁধা সম্পর্কিত আলোচনা[২৫০]

ইহ্‌রাম (احرام) শব্দটি হা-রা-মীম ধাতু থেকে উৎপন্ন একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। এর আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ করা, হজ্জ করার সংকল্প করা। 'হারাম' অর্থাৎ কোনো পবিত্র স্থানে প্রবেশ করা। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো- বিধিবদ্ধ নিয়মে হজ্জ ও ওমরাহ্ সম্পন্ন করার সংকল্প করা। নিয়মগুলি নিম্নরূপ :

(১) উযু বা গোসল করা আবশ্যক, তায়াম্মুম করা যথেষ্ট নয়;
(২) ইজার (নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত পরিধেয় সেলাইবিহীন কাপড়) এবং রিদা পরিধান করা (শরীরের উর্ধ্বাংশে পরিধেয় সেলাইবিহীন কাপড়)
(৩) সুগন্ধি ব্যবহার করা
(৪) দুই রাকআত সালাত সমাপন করা
(৫) ওমরাহ্ বা হজ্জের অথবা উভয়ের সংকল্প করা
(৬) তালবিয়া বা লাব্বাইক উচ্চারণ করা।

এই লাব্বাইক উচ্চারণ করার দ্বারা ইহ্‌রাম সম্পন্ন হয়। যিনি ইহরাম করেন তাঁকে মুহ্‌রিম বলা হয়।

ইহরামের জন্য অযু অপেক্ষা গোসল উত্তম। এর পূর্বে নখ কাটা, বগলের লোম এবং গুপ্তাঙ্গের লোম কামাইয়া লওয়া মুস্তাহাব। দুই খণ্ড সেলাইবিহিন সাদা কাপড়ই ইহ্‌রামের পোশাক। এক খণ্ড দ্বারা নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত ঢাকতে হয়, এটাকে 'ইযার' বলা হয়। অন্যটি বিশেষ পদ্ধতিতে গায়ে দিতে হয়। এটাকে রিদা (চাদর) বলা হয়। মেয়েরা সেলাই করার কাপড় পরিধান করতে পারে। তারা মুখমণ্ডল খোলা রেখে সর্বাঙ্গ আবৃত করবে।

মীকাত বা ইহা অতিক্রম করিবার পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধিতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দিক ও দেশ হইতে হজ্জের অভিপ্রায়ে আগমনকারীদের জন্য মক্কা নগরীর কিছু দূরে বিভিন্ন স্থানে ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানকে মীকাত বলা হয়। বিনা ইহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম করার দণ্ডরূপে 'দম' অর্থাৎ একটি পশু যবেহ করতে হয়।[২৫১]

নামাযের উদ্দেশ্যে যেমন তাহরীমা বাঁধা হয়, হজ্জের জন্য ঠিক তেমনি ইহরাম বাঁধা হয়। এটি হজ্জের আনুষ্ঠানিক নিয়্যত। তাহরীমা ও ইহরাম একই ধাতু থেকে নির্গত একই অর্থবোধক শব্দ। এ দু'টি শব্দের অর্থই হচ্ছে হারাম করা। নামাযী যেমন তার নিয়্যতের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থার হালাল অনেক ব্যাপারই নিজের জন্য হারাম করে নেয়, ঠিক তেমনি একজন হজ্জযাত্রীও ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় যা তার জন্য বৈধ যেগুলো হজ্জ পালনকালে বা ইহরাম অবস্থায় নিজের জন্য হারাম করে নেন।

---

২৪৯. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.৩. প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ : ৯৯৩ (শিরোনাম)]

২৫০. শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবূ বকর আল-ফরগানী আল-মারগীনানী (র) [অনু. মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্], *আল-হিদায়া*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৩৫৯

২৫১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, খ. ১, পৃ. ২০২

ইহরাম বাঁধার পূর্বেই গোঁফ, বগল ও নাভীর নিচের ক্ষৌর কার্যাদি সম্পন্ন করে, নখ কেটে, গোসল করে পাক সাফ হয়ে যেতে হয়। এমন কি ঋতুবতী মহিলাদেরও এ সময় গোসল করা মুস্তাহাব।[২৫২] ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমি নিজে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইহরাম বাঁধার পূর্বে তাঁকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম।[২৫৩]

গোসল করা সম্ভব না হলে উযূ করে নিলেও হবে। অনুরূপ চুল কাটার দরকার না থাকলে চিরুনী করে চুল বিন্যস্ত করে নিতে হয়। তারপর দুই রাকা'আত নামায ইহরামের নিয়্যতে পড়তে হয়। এতে প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ইখ্লাস মিলানো মুস্তাহাব। ইহরামের দুই প্রস্ত সেলাইবিহীন কাপড় একটি লুঙ্গির মত এবং অপরটি চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে নিতে হয়। কাপড়গুলো নতুন হওয়া উত্তম।

কিবলামুখী হয়ে বসা অবস্থায় এ ইরামের কাপড় দু'টি পরতে হয় এবং ইফরাদ, তামাত্তু বা কিরান অথবা উমরা করার জন্য এ ইহরাম বাঁধা হচ্ছে, তার নিয়্যত করতে হয়। সাথে সাথে আল্লাহর কাছে এ দু'আও করতে হয় যে, তিনি তা পালন করা সহজ করে দেন এবং কবুল করেন। মুখে নিয়্যতের কথা বলা উত্তম তবে জরুরী নয়। কেননা নিয়্যত একান্তই অন্তরের ব্যাপার। নিয়্যতের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ করলেই ইহরাম সম্পন্ন হয়।[২৫৪]

যদি ইহরাম ইফরাদ হজ্জের জন্য হয় তাহলে তিনি বলবেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

হে আল্লাহ্! আমি হজ্জের নিয়্যত করলাম, তুমি তা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর।

যদি কিরান হজ্জ হয় অর্থাৎ হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে নিয়ত করা হয় তাহলে হজ্জযাত্রী বলবেন

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ

হে আল্লাহ্! আমি হজ্জ ও উমরার নিয়্যত করছি, তুমি আমার জন্য এগুলো সহজসাধ্য করে দাও এবং কবুল কর।

কেবল উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলে নিয়াতে কেবল হজ্জের নিয়্যতে উক্ত أُرِيْدُ الْحَجَّ-এর স্থলে أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ বলতে হবে। তামাত্তু'কারী একবার উমরার জন্যে এবং পরে হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধবেন। একাধিক উমরার ক্ষেত্রে হরম শরীফ থেকে নিকটবর্তী মীকাত হচ্ছে তান্ঈম। হরম শরীফের বাইরে অন্যত্র থেকেও

---

২৫২. হিদায়া, উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৫১

২৫৩. (বুখারী ও মুসলিম), উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৫১

২৫৪. লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৫০

ইহরাম বাঁধা চলে। তবে মক্কা শরীফের অধিবাসীগণ বা বহিরাগত হাজীগণ সাধারণত তানঈমে গিয়েই ইহরাম বেঁধে আসেন। ইহরাম বদলী হজ্জের উদ্দেশ্যে হলে দু'আন্তে وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ না বলে وَتَقَبَّلْهُ مِنْ বলে যার বদলে হজ্জ করছেন তার নাম বলতে হবে।[২৫৫]

৩.৬.৫.৪. ইহরামকারীর করণীয়

ইহরামকারী ইহরাম বাঁধার সাথে সাথেই সশব্দে তিনবার তালবিয়া পাঠ করবেন এভাবে :

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

হাযির হে আল্লাহ্, তোমার সমীপে হাযির। আমি হাযির, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত এবং রাজত্ব তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই।

তারপর দরুদ শরীফ পাঠ করে নিজের ইচ্ছেমত দু'আ করবেন। ইহরাম বাঁধার পর এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত।

اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ-

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আশা করছি এবং তোমার অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।[২৫৬]

৩.৬.৫.৫. ইহরামকারীর জন্য নিষিদ্ধ বা বর্জনীয় কাজসমূহ

নিম্নোক্ত কার্যাদি ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ :

১. যৌন সম্ভোগ ও সে সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা করা।[২৫৭]
২. পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরা, স্ত্রীলোকদের জন্য তা নিষিদ্ধ নয়।
৩. মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা, তাঁবু ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। স্ত্রীলোকগণ মাথা ঢাকতে পারেন তবে মুখ অনাবৃতই রাখবেন।
৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৫. চুল বা পশম কাটা বা উপড়ানো।
৬. নখ কাটা, তবে ভাঙ্গা নখ ভেঙ্গে ফেলায় ক্ষতি নেই।
৭. কোন স্থলজ পশু শিকার করা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "হে ঈমানদারগণ! ইহরামরত অবস্থায় শিকার করো না।"[২৫৮]

   অনুরূপভাবে শিকারকে হাঁকানো বা কাউকে দেখিয়ে শিকারের কাজে সহযোগিতা করা বা যবেহ করাও নিষিদ্ধ।

---

২৫৫. প্রাগুক্ত
২৫৬. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১
২৫৭. আল-কুরআন, ২ : ১৯৭
২৫৮. আল-কুরআন, ৫ : ৯৫

৮. নিজের শরীর বা মাথা থেকে উকুন বা উকুনজাতীয় প্রাণী বধ করা। সাপ, মশা, মাছি, ডাশ, গিরগিটি, ইঁদুর, পাগলা কুকুর ইত্যাদি মারা জায়িয আছে।[২৫৯]

৩.৬.৫.৬. ইহরামের মাকরূহ বিষয়সমূহ

১. শরীর থেকে ময়লা দূর করা, মাথা অথবা দাড়ি ও দেহ সাবান দ্বারা ধোয়া।
২. মাথায় চুল বা দাড়ি চিরুনীর দ্বারা আঁচড়ানো। এমনভাবে ওগুলো চুলকানোও মাকরুহ যাতে উকুন পড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়।
৩. দাড়ি খিলাল করাও মাকরুহ, তবে দাড়ি পড়ে যায় না এমনভাবে খিলাল করায় কোন ক্ষতি নেই।
৪. লুঙ্গি অর্থাৎ নিম্নাঙ্গের কাপড়ের সামনের দিক থেকে সেলাই করা। তবে কেউ সতর ঢাকার নিয়্যতে এরূপ করলে দম ওয়াজিব হয় না।
৫. গিরা দিয়ে চাদর অথবা লুঙ্গি পরা, সুই পিন ইত্যাদি লাগানো বা সুতা ও দড়ি দিয়ে তা বাঁধা।
৬. সুগন্ধি স্পর্শ করা অথবা ঘ্রাণ নেওয়া, সুগন্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি বিক্রেতার দোকানে বসা, সুগন্ধিযুক্ত ফল অথবা ঘাসের ঘ্রাণ নেওয়া।
৭. মাথা ও মুখ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশে বিনা প্রয়োজনে পট্টি বাঁধা। প্রয়োজনে পট্টি বাধা মাকরূহ নয়।
৮. কা'বা শরীফের পর্দার নিচে এমনভাবে দাঁড়ান যে তা মাথায় বা মুখে লেগে যায়।
৯. লুঙ্গিকে ফিতা লাগাবার মত ভাঁজ করে তা সূতা বা দড়ি দিয়ে বাঁধা।
১০. নাক, থুতনী ও গাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। হাত দিয়ে ঢাকা জায়িয।
১১. বালিশের উপর মুখ রেখে উপুর হয়ে শোয়া। মাথা বা গাল বালিশে রাখায় ক্ষতি নেই।
১২. রান্নাবিহীন সুগন্ধি খাবার খাওয়া। তবে রান্না করা সুগন্ধি খাবার মাকরূহ নয়।[২৬০]

৩.৬.৫.৭. তালবিয়া

তালবিয়া সংক্রান্ত আলোচনার আগে আমরা তালবিয়া সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কয়েকটি বাণীর প্রতি লক্ষ করি :

১. সাহল ইবনু সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ কোন মুসলিম যখন তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডানে ও বামের যত পাথর, গাছ, মাটি, সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যেয়ে তা শেষ হয়।[২৬১]

২. যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ আমার নিকট জিবরীল (আ.) এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার সাহাবীদের নির্দেশ দিন, তারা যেন উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কারণ তা হজ্জের অন্যতম নির্দশন।[২৬২]

---

২৫৯. লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৫১

২৬০. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১-৩৫২

২৬১. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا " [*তিরমিযী শরীফ*, ইফাবা, খ. ৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮২৯, পৃ. ১৭১]

২৬২. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ " [*সুনান ইবনে মাজাহ*, ইফাবা, ২০০২, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯২৩, পৃ. ৪৫]

৩. মুহাম্মদ ইবনু রাফি (রহঃ) ..... আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন ধরনের হজ্জ সবচে উত্তম? তিনি বললেনঃ "আল - আজ্জু ওয়াচ্ছাজ্জু" উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ আর উট কুরবানী দেওয়া।[২৬৩]

তালবিয়া(تَلْبِيَةٌ) শব্দটি লাব্বা (لَبَّى) ক্রিয়ার ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য। এ ক্রিয়া থেকেই 'লাব্বায়ক' শব্দ গঠিত। এ ক্রিয়াপদের অর্থ হলো- 'লাব্বায়ক' বাক্য উচ্চারণ করা। আরবি অভিধান লেখকগণ 'লাব্বায়ক' শব্দকে 'লাব্বুন' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করেন। 'লাব্বুন' শব্দের অর্থ 'ভক্তিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা' এবং 'লাব্বায়ক' অর্থ 'আপনার আনুগত্যাধীন'। আরবি বৈয়াকরণগণের মতে 'লাব্বার' পৌনঃপুনিক অর্থবোধক দ্বিবচন। سَعْدَيْكَ -এর অনুরূপ।[২৬৪]

এর পদ্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারের ব্যবহৃত হয়। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর তালবিয়া উচ্চারণের পদ্ধতি সম্পর্কিত নিম্নের হাদীসটি আমরা উল্লেখ করতে পারি-

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) -এর তালবিয়া ছিল নিম্নরূপঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

অর্থ- আমি হাযির হে আল্লাহ, আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোন অংশীদার নেই।[২৬৫]

এটা সংক্ষিপ্ত আকারেও দেখা যায়- 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা' কিংবা 'লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইক' ইত্যাদি। এটা সাধারণত আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়। রাসূল (স.) সম্বন্ধে বা কোনো সাহায্যকারীর সম্বন্ধে কেবল লাব্বাইক শব্দ এবং ইয়া লাব্বাইক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সহীহ মুসলিমের এক হাদীস অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সমসাময়িক অমুসলিমগণ ভুল আকারে এটা পাঠ করত। হজ্জের প্রথমাংশে ইহ্‌রাম বাধার সময় বিশেষভাবে তালবিয়া পড়া হয়। এটা এভাবে পড়া হয়- "লাব্বাইকা বি-হাজ্জাতিন ওয়া উমরাতিন" অথবা "লাব্বাইকা বি উমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিন"। অথবা কেবল হজ্জ-এর উল্লেখ করা হয়। কথিত আছে, হযরত আইশা (রা.) উমরার প্রারম্ভে এটি এভাবে উচ্চারণ করতেন- "লাব্বাইকা বি-উমরাতিন"। তালবিয়া হজ্জের সময় মিনাতে প্রথম দিন কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত ক্রমাগত উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে হয়।[২৬৬]

৩.৬.৫.৮. হাযরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামেনী স্পর্শ করা গুণাহের কাফফারাহ এবং তাওয়াফ হলো প্রতি কদমে ক্ষমা

উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইবনু উমার (রা.) চাপাচাপি করে হলেও হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনী বায়তুল্লাহর এই দুই রুকনে যেতেন। আমি একদিন তাঁকে বলাম, আপনি এ দুটি রুকনে ভীড়ে চাপাচাপি করে হলেও গিয়ে উপস্থিত হন কিন্তু অন্য কোন সাহাবী তো এমন চাপাচাপি করে সেখানে যেতে দেখি না। তিনি বললেন, যদি আমি এরূপ

---

২৬৩. عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ " الْعَجُّ وَالثَّجُّ [*তিরমিযী শরীফ*, ইফাবা, খ. ৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮২৮, পৃ. ১৭১

২৬৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, খ. ১, পৃ. ৪৩৭

২৬৫. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৫৬, পৃ. ৮১

২৬৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৭

চাপাচাপি-ধাক্কাঁধাক্কি করি তাতে দোষ কি? আমি তো রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, এ দুটো রুকন স্পর্শ করণে গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায় তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, কেউ যদি যথাযথ ভাবে বায়তুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করে একটি ক্রীতদাস করার মত ছওয়াব হয়। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, তাওয়াফ করতে গিয়ে এমন কোন কদম সে রাখেনা বা তা উঠায়না যদ্বারা তার একটি গুনাহ মাফ না হয় এবং একটি নেকী লেখা না হয়।[২৬৭]

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা.) কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন এই পাথরকে উপস্থিত করা হবে। তার দু'টি চোখ থাকবে, তা দিয়ে সে দেখবে, যবান থাকবে তা দিয়ে সে কথা বলবে এবং সে এমন লোকের অনুকূলে সাক্ষ্য দিবে যে তাকে সত্যতার সাথে চুমা দিয়েছে।[২৬৮]

৩.৬.৫.৯. তাওয়াফ ও তার ফযীলত

হজ্জের অন্যতম আমল হল, বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করা। তাওয়াফ শব্দের অর্থ প্রদক্ষিণ করা বা চতুর্দিকে চক্কর দেওয়া। হজ্জের কার্যাদির মধ্যে যদিও উকূফ আরাফায় অবস্থান করা প্রধানতম রুকন কিন্তু সে তো মাত্র একদিনের ব্যাপার। হচ্ছে সবচাইতে বেশী যে কাজটি করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে এই তাওয়াফ। তাই এ তাওয়াফ সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। এর নিয়মকানুন, প্রকারভেদ এবং মাস'আলা মাসাইল প্রত্যেক হজ্জযাত্রীর জেনে রাখা উচিত।

তাওয়াফের ফযীলত অনেক। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্ শরীফের উপর প্রতিদিন একশ বিশটি রহমত নাযিল করেন, তন্মধ্যে ষাটটি কেবল তাওয়াফকারীদের উপর, চল্লিশটি সেখানে নামায আদায়কারীদের উপর এবং অবশিষ্ট বিশটি ঐ সব লোকের উপর যারা বায়তুল্লাহ্ দর্শনে রত থাকে। অন্য এক হাদীসে তাওয়াফের প্রতি কদমে একটি গুনাহ্ মাফ হওয়া, একটি নেকী লাভ করা ও একটি মর্যাদা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ রয়েছে।

নামায বা অন্যান্য ইবাদত পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে আদায় করা যায়, কিন্তু তাওয়াফ এমনি একটি ইবাদত যা কেবল বায়তুল্লাহ্ শরীফে উপস্থিত হয়েই আদায় করতে হয়। এ হিসাবে আমলটির এক ধরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।[২৬৯]

---

২৬৭. عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ . فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُزَاحِمُ عَلَيْهِ . فَقَالَ إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ [তিরমিযী শরীফ, ইফাবা, খ. ৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৯৬২, পৃ. ২৬৮-২৬৯]

২৬৮. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ "لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ" [*সুনানু ইবনে মাজাহ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯৪৪, পৃ. ৫৩]

২৬৯. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

তাওয়াফের নিয়ম পদ্ধতি

হাজরে আসওয়াদকে ডান দিকে রেখে ডান কাঁধ হাজরে আসওয়াদের পশ্চিম প্রান্তের কাছে রেখে সেইমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নামাযের তাক্বীরে তাহরীমা উচ্চারণকালীন অবস্থার মত দু'হাত তুলে এ দু'আটি পড়তে হয় ঃ

بسم الله اللهُ اَكْبَرُ والحَمْدُ وَالصَّلوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللّٰهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তাওয়াফকালে কা'বা শরীফের সম্মুখস্থ ঘেরাও দেওয়া 'হাতীম' নামক অংশটিও প্রদক্ষিণ করতে হয়। এর ফাঁক দিয়ে মানে ভিতর দিয়ে গেলে তাওয়াফ পূর্ণ হবে না, কেননা এ অংশটিও মূলত কা'বা শরীফের অন্তর্ভুক্ত।

তাওয়াফকালে কোন নির্দিষ্ট দু'আ পড়ার কথা নেই। তবে এ সময়টি দু'আ ও যিকিরের প্রকৃষ্ট সময়। এ সময় দু'আ কবুল হয়। তবে হাদীসে দু'টি দু'আর কথা উল্লেখ রয়েছে। একটি হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যপথ অতিক্রম কালে। আর তা হলো :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দান করুন এবং আখিরাতেও মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।" অপর দু'আটি হাজরে আসওয়াদ ও হাতীমের মধ্যখানে পড়তে হয়। আর তা হলো :

اللّٰهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك له له الملك وله الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"হে আল্লাহ্! আমাকে যা দান করেছেন তাতে আমাকে তুষ্ট রাখুন এবং তাতে বরকত দিন আমার সন্তান-সন্ততি ও ধনসম্পদ যা আমার সম্মুখে নেই, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে আপনিই আমার স্থলবর্তী হোন, একক লা-শরীক আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন ইলাহ্ বা উপাস্য নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সকল স্তুতিও তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে শক্তিমান"।

বিশ্বখ্যাত 'হিদায়া' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর 'মাবসূত'-এর বরাতে লিখিত হয়েছে যে, হজ্জের বিভিন্ন স্থানে কোন দু'আকে সুনির্দিষ্ট করা ভাল নয়। হাজী তার প্রয়োজন ও রুচি মোতাবেক যা ভাল মনে করেন তাই দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে আরয করবেন। গতানুগতিক দু'আ কালামের মধ্যে অনেক সময়ই অন্তরের আকৃতির অভিব্যক্তি ঘটে না। তবে তাওয়াফের দু'আরূপে প্রচারিত দু'আগুলোর অধিকাংশই রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত মাসূরা দু'আ যদিও সেগুলো তাওয়াফের জন্যেই কেবল নির্ধারিত নয়। যদি কারো দু'আগুলো মুখস্থ থাকে এবং এগুলোর অর্থ বুঝে বুঝে তিনি পড়েন তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তাওয়াফের মধ্যে বই খুলে বা কোন মু'আল্লিমের সাহায্যে তা আওড়াতেই হবে তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উপমহাদেশের মুফতীয়ে

আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) বলেন, তার চাইতে নিজের ভাষায় নিজের মনের আকুতি প্রকাশই বরং উত্তম।[২৭০]

তাওয়াফের পর দু'রাকা'আত নামায আদায় করা ওয়াজিব। তাওয়াফ নফল হলেও ঐ দু'রাকা'আত নামায ওয়াজিব। এ দু'রাকা'আত মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে আদায় করা সুন্নাত ও উত্তম।[২৭১]

মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে নামায আদায় করার এ নির্দেশটি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে দিয়েছেন:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।[২৭২]

এ আয়াতের নির্দেশ অনুসারে মাকামে ইব্রাহীমের যত নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় করা যায় ততই উত্তম। তবে ভিড়ের কারণে কিছু দূরবর্তী স্থানে নামায আদায় করলেও ক্ষতি নেই। তবে হারাম ওয়াক্তসমূহে (সূর্যোদয় সূর্যাস্তকাল এবং ঠিক মাথার উপর যখন সূর্য থাকে) নামায আদায় করা যায় না। কিন্তু তাওয়াফ তখনো জায়িয থাকে। তাই কয়েক তাওয়াফ করে প্রতি তাওয়াফের জন্যে দুই রাকা'আতের নামায আদায় করতে হয়।

তাওয়াফের দু'রাকা'আতের নামায মাকামে ইবরাহীমের কাছে আদায় করা কোন মতেই সম্ভব না হলে হাতীম বা হরম শরীফের যে কোন স্থানে তা আদায় করে নিবে। এতে ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু হরমের বাইরে তা আদায় করা মাকরুহ।[২৭৩]

পূর্বেই হজ্জের সুন্নাত সমূহের আলোচনায় বলা হয়েছে, তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাত। তাওয়াফে কুদূমে তা করা না হলে তাওয়াফে যিয়ারতে অথবা বিদায়ী তাওয়াফে তা করে নিতে হবে। রমল করা কালে ইযতিবাও করা সুন্নাত।

তাওয়াফ শেষে যমযম কূপের নিকট গিয়ে বায়তুল্লাহমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করা মুস্তাহাব। পানি পানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' এবং শেষে 'আল-হামদুলিল্লাহ্' বলাও মুস্তাহাব।[২৭৪]

ইযতিবা ও রমল

বিখ্যাত ফিকহ গ্রন্থ 'হিদায়া'-এ ইযতিবা ও রমল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ইযতিবা হচ্ছে চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপরে রাখা। অর্থাৎ চাদরের দুই পাশই বাম কাঁধের উপর থাকবে এবং ডান কাঁধ খোলা থাকবে।

---

২৭০. *আহকামুল হজ্জ ওয়াল উমরা*। উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৫৩

২৭১. বুখারী ও মুসলিম, উদ্ধৃত- উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৫৩

২৭২. আল-কুরআন, ২: ১২৫

২৭৩. যুব্দাতুল মান্সিক, উদ্ধৃত- লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৫১

২৭৪. লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪

আর রমল হচ্ছে চলার সময় মুজাহিদের মত বীরদর্পে দুই কাঁধ দুলিয়ে দ্রুত চলা।

আর এর পটভূমি হচ্ছে মক্কার মুশরিকরা যখন বলাবলি করছিল যে, ইয়াসরিবের (মদীনার) আবহাওয়া মুসলমানদেরকে দুর্বল ও রুগ্ন করে ফেলেছে। মুশরিকদের এই অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই নির্দেশ দেন। তারপর নবী করীম (সা.)-এর যুগে এবং পরেও এ বিধান অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। নফল তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা নেই।[২৭৫]

তাওয়াফের আহকামসমূহ

তাওয়াফের আরকান ৩ টি :

১. তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর পূর্ণ করা।

২. তাওয়াফ বায়তুল্লাহ্ শরীফের বাইরে মসজিদুল হারামের ভিতরে করা।

৩. নিজে তাওয়াফ করা, কোন কিছুর উপরে সাওয়ার হয়ে হলেও।

তাওয়াফের শর্ত ৬টি

এ শর্তসমূহের মধ্যে তিনটি সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য। সেগুলো হচ্ছে, (১) মুসলমান হওয়া, (২) নিয়্যত করা, (৩) তাওয়াফ মাসজিদুল হারামের ভিতরে হওয়া।

অপর তিনটি শর্ত কেবল হজ্জের মধ্যে তাওয়াফে যিয়ারতের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। সেগুলো হচ্ছে, (১) নির্দিষ্ট সময় হওয়া, (২) তাওয়াফ ইহরামের পরে হওয়া, (৩) আর উকূফে আরাফার পর হওয়া।[২৭৬]

তাওয়াফের ওয়াজিব ৮টি

১. পাক পবিত্র হওয়া অর্থাৎ হাদাসে আসগার ও হাদাসে আকবর হতে পবিত্র হওয়া।

২. সতর ঢাকা – যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনাবৃত থাকা নিষিদ্ধ সেগুলো আবৃত রাখা।

৩. সক্ষম ব্যক্তিদের পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা।

৪. নিজের ডান দিকে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ থেকে বায়তুল্লাহর দরজার দিকে অগ্রসর হওয়া।

৫. হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা অর্থাৎ হাতীমকে তাওয়াফের ভিতরে শামিল রাখা।

৬. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা। তবে অধিকাংশ আলিম একে সুন্নাত বলেছেন।

৭. তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করা। অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করলেই ফরয আদায় হয়ে যায়। কিন্তু সাত চক্কর পূর্ণ করা ওয়াজিব।

৮. তাওয়াফের পর দুই রাকা'আত নামায আদায় করা।

উপরোক্ত ওয়াজিবসমূহের কোন একটি ছুটে গেলে পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে, নতুবা দম বা কুরবানী ওয়াজিব হবে।[২৭৭]

---

২৭৫. লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

২৭৬. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

২৭৭. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫

তাওয়াফের সুন্নাত ১০টি

১. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা। ভিড়ের কারণে চুম্বন দেওয়া সম্ভব না হলে উভয় হাত উঠিয়ে ইশারা করা ও 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা।

২. ইযতিবা করা।

৩. প্রথম তিন চক্করে রমল করা।

৪. পরবর্তী চক্করগুলোতে রমল না করে ধীরেসুস্থে তাওয়াফ করা।

৫. সাঈ শুরুর পূর্বে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন (ইসতিলাম) করা।

৬. হাজরে আসওয়াদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার সময় উভয় হাত তাক্বীরে তাহরীমা বলার সময়ের মত উপরে উঠানো।

৭. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা।

৮. তাওয়াফ শুরু করার প্রাক্কালে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করা।

৯. বিরতি না দিয়ে তাওয়াফের চক্করগুলো সম্পন্ন করা।

১০. শরীর এবং পরিধেয় বস্ত্র নাজাসাতে হাকীকী থেকে পবিত্র হওয়া।

তাওয়াফের মুস্তাহাব ১২ টি

১. তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদের ডান দিক থেকে এমনভাবে শুরু করা যাতে তাওয়াফকারীর গোটা দেহ হাজরে আসওয়াদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম কালে তার বরাবর হয়ে যায়।

২. হাজরে আসওয়াদকে তিনবার চুম্বন করা এবং তার উপর তিনবার কপাল ঠেকিয়ে নিজের আকুতি প্রকাশ করা।

৩. তাওয়াফ কালে হাদীসে বর্ণিত দু'আয়ে মাসূরাসমূহ পাঠ করা।

৪. ভিড় না থাকলে এবং কারো কষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকলে পুরুষদের জন্য বায়তুল্লাহর পাশ ঘেঁষে তাওয়াফ করা।

৫. মহিলাদের জন্য রাতে তাওয়াফ করা।

৬. তাওয়াফকালে বায়তুল্লাহর দেওয়ালের নিম্নভাগকেও এতে শামিল করা।

৭. যদি কেউ মাঝপথে তাওয়াফ ছেড়ে দেয় বা মাকরূহ পন্থায় তাওয়াফ সম্পন্ন করে তাহলে পুনরায় প্রথম থেকে তাওয়াফ শুরু করা।

৮. মুবাহ বা বৈধ কথাবার্তাও না বলা।

৯. একাগ্রতার বিঘ্নসৃষ্টিকারী কার্যকলাপ না করা।

১০. দু'আ ও যিকির আযকার আস্তে আস্তে পাঠ করা।

১১. রুকনে ইয়ামানীর ইতিলাম (স্পর্শ করা) করা।

১২. আকর্ষণীয় বস্ত্র সামগ্রীর দিকে তাকানো থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখা।[২৭৮]

---

২৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬

তাওয়াফে মুবাহ্ কাজসমূহ

১. সালাম করা।

২. হাঁচি দেওয়ার সময় 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলা।

৩. শরী'আত সংক্রান্ত মাস'আলা জানতে চাওয়া বা কাউকে জানিয়ে দেওয়া।

৪. প্রয়োজনবশত কথা বলা।

৫. কোন কিছু পান করা।

৬. নির্দোষ কবিতা আবৃত্তি।

৭. পাক সাফ জুতা পরিহিত অবস্থায় তাওয়াফ করা।

৮. ওযরবশত তাওয়াফে সাওয়ারীর সাহায্য গ্রহণ।

৯. নিঃশব্দে কুরআন তিলাওয়াত করা।[২৭৯]

তাওয়াফে নিষিদ্ধ কাজসমূহ

১. গোসল ফরয অবস্থায় বা হায়িয ও নিফাসের অবস্থায় তাওয়াফ করা।

২. বিনা ওযরে কারো কাঁধে চড়ে বা সাওয়ারী হয়ে তাওয়াফ করা।

৩. বিনা উযুতে তাওয়াফ করা।

৪. বিনা ওযরে হাঁটুতে ভর দিয়ে বা উল্টোভাবে তাওয়াফ করা।

৫. হাতীমকে বাদ দিয়ে তাওয়াফ করা অর্থাৎ হাতীমের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যাওয়া।

৬. তাওয়াফের কোন এক চক্কর বা তার একাংশ ত্যাগ করা।

৭. হাজরে আসওয়াদ ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে তাওয়াফ শুরু করা।

৮. তাওয়াফ কালে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করা। অবশ্য শুরুতে হাজরে আসওয়াদকে সম্মুখে রেখে দাঁড়ানোর কথা স্বতন্ত্র।

৯. তাওয়াফের কোন ওয়াজিব তরক করা।[২৮০]

তাওয়াফের মাকরূহ বিষয়াদি

১. অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ।

২. ক্রয়-বিক্রয় বা সে সংক্রান্ত বাক্যালাপ।

৩. হামদ-না'ত বিহীন কবিতা আবৃত্তি, কোন কোন আলিম সাধারণভাবে কবিতা আবৃত্তিকেই মাকরূহ্ বলেন।

৪. দু'আ অথবা কুরআন তিলাওয়াত এত উচ্চস্বরে করা যাতে অন্যদের নামাযে বা তাওয়াফে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

৫. নাপাক কাপড় পরিহিত অবস্থায় তাওয়াফ করা।

---

[২৭৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

[২৮০]. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৫৬

৬. রমল অথবা ইযতিবা বিনা ওযরে ছেড়ে দেওয়া।

৭. হাজরে আসওয়াদের চুম্বন না করা।

৮. তাওয়াফের চক্করসমূহের মধ্যে অধিক বিরতি।

৯. নামাযের মাকরূহ্ সময় ছাড়া অন্য সময় দুই তাওয়াফের মধ্যে নামায আদায় না করে দুই তাওয়াফের নামায একত্রে আদায় করা।

১০. তাওয়াফের নিয়্যতকালে তাক্বীর না বলেই দুই হাত উপরে উঠানো।

১১. খুত্বা বা ফরয নামাযের জামা'আত শুরুর সময় তাওয়াফ করা।

১২. কোন কিছু আহার করা।

১৩. পেশাব-পায়খানার বেগ হওয়া সত্ত্বেও তাওয়াফ অব্যাহত রাখা।

১৪. ক্ষুধার্ত ও ক্রুদ্ধ অবস্থায় তাওয়াফ করা।

১৫. তাওয়াফ কালে নামাযের মত হাত বেঁধে রাখা বা কাঁধে হাত তুলে রাখা।[২৮১]

তাওয়াফের প্রকারভেদ

তাওয়াফ ৭ (সাত) প্রকার। এর মধ্যে প্রথম ৩ (তিন) প্রকার হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত।

১. **তাওয়াফে কুদূম :** মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী লোকদের থেকে যারা ইফরাদ শুধু হজ্জ অথবা কিরান আদায় করবে তাদের জন্যে এই তাওয়াফ সুন্নাত। মক্কা শরীফে প্রবেশ মাত্রই এ তাওয়াফ করতে হয়।

২. **তাওয়াফে যিয়ারাত :** এ তাওয়াফ ফরয। আর তা ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক থেকে ১২ই যিলহজ্জের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা ওয়াজিব। এতে রমল ও ইযতিবা আছে। তবে ইহরাম খুলে ফেললে ইযতিবা লাগবে না। এ তাওয়াফের পর সাঈ করতে হয়। তবে তাওয়াফে কুদূমে রমল ও সাঈ করে থাকলে পুনরায় রমল ও সাঈ করবে না।

৩. **বিদায়ী তাওয়াফ বা তাওয়াফে সদর :** মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী হাজীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এ তাওয়াফ করা ওয়াজিব, একে তাওয়াফে সদরও বলা হয়ে থাকে। এ তাওয়াফে রমল ও ইযতিবা বা এরপর সাঈ নেই।

অপর ৪ (চার) প্রকার তাওয়াফ হচ্ছে :

৪. **উমরার তাওয়াফ :** এ তাওয়াফ উমরার বেলায় রুকন ও ফরয। এতে ইযতিবা ও রমল এবং পরে সাঈ করতে হয়।

৫. **মানতের তাওয়াফ :** এ তাওয়াফ মানু হজ্জ পালনকারীদের মধ্যে ওয়াজিব।

৬. **তাওয়াফে তাহিয়্যা :** মসজিদুল হারামে প্রবেশকারীর জন্যে এ তাওয়াফ মুস্তাহাব, তবে কেউ যদি অন্য কোন প্রকার তাওয়াফ করে থাকেন তবে সেটিই তার জন্য উক্ত তাওয়াফের স্থলাভিষিক্ত হবে।

---

২৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

৭. **নফল তাওয়াফ :** এ তাওয়াফ যখন ইচ্ছা আদায় করা যায়। এ তাওয়াফে রমল ইযতিবা নেই এবং সাঈও নেই।[২৮২]

৩.৬.৫.১০. সাঈ

'সাঈ' শব্দের আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো। হজ্জের পরিভাষায় সাঈ হচ্ছে, সাফা ও মারওয়া[২৮৩] পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাত চক্কর দৌড়ানো। এটা হজ্জের অন্যতম ওয়াজিব। সাঈ পায়ে হেঁটে হয়। ওযরবশত বাহনের সাহায্যও নেওয়া যায়। তবে বিনা ওযরে বাহন ব্যবহার করলে দম নেওয়া ওয়াজিব হবে।[২৮৪]

সাঈ-র রুকন

সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করাই সাঈ-এর রুকন। যদি কেউ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ না করে এদিক ওদিক করে, তবে সাঈ সহীহ্ হবে না।[২৮৫]

সাঈ-র শর্তসমূহ

সাঈ-এর শর্ত ৬ (ছয়)টি :

১. নিজেই সাঈ করা। অবশ্য কারো কাঁধে চড়ে অথবা কোন পশুর উপর সাওয়ার হয়ে অথবা অন্য কোন বাহনে আরোহণ করে সাঈ করলেও শর্ত পূর্ণ হয়ে যাবে। সাঈর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব জায়িয নেই। তবে যদি কেউ ইহরামের পূর্বে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায় এবং সাঈর সময় পর্যন্ত সংজ্ঞা ফিরে না পায়, তাহলে তার পক্ষ হতে অপর কোন ব্যক্তি সাঈ করতে পারবে।

২. পূর্ণ তাওয়াফ অথবা তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন করার পর সাঈ করা। যদি কেউ তাওয়াফের চার চক্কর পূর্ণ করার পূর্বে সাঈ করলে সাঈ সহীহ্ হবে না।

৩. সাঈ-এর পূর্বে হজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বাঁধতে হবে। যদি কেউ ইহরামের পূর্বে সাঈ করে নেয়, তবে তা তাওয়াফের পরে হলেও সহীহ হবে না।

৪. সাঈ সাফা হতে আরম্ভ করে মারওয়াতে শেষ করতে হবে। যদি কেউ মারওয়া হতে আরম্ভ করে, তবে প্রথম চক্কর সাঈ হিসেবে গণ্য হবে না।

৫. সাঈ-এর অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন করা। যদি কেউ অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন না করে তবে সাঈ আদায় হবে না।

৬. সাঈ-এর নির্ধারিত সময়ে সাঈ সম্পন্ন করা। এটি হজ্জের সাঈ-এর জন্য শর্ত।

---

[২৮২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

[২৮৩]. সাফা ও মারওয়া মক্কার ছোটো দুটি পাহাড়ের নাম। সাফা গেইট বরাবর মসজিদের শেষ প্রান্তে সাফা পাহাড়ের অবস্থান। সাফা থেকে সোজা প্রায় ৪০০ মিটার দূরে মারওয়া অবস্থিত।

[২৮৪]. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮

[২৮৫]. মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ, উদ্ধৃত- *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮

উমরার সাঈ-এর জন্য শর্ত নয়। অবশ্য যদি হজ্জে কিরান বা তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তি উমরা পালন করে, তবে তার উমরার সাঈ-এর জন্যও নির্ধারিত সময় হওয়া শর্ত। হজ্জের সাঈ-এর সময় হচ্ছে হজ্জের মাসসমূহ আরম্ভ হওয়া।[২৮৬]

সাঈ-র ওয়াজিবসমূহ

সাঈ-এর ওয়াজিব ৬ (ছয়)টি :

১. এমন তাওয়াফের পর সাঈ করা যা জানাবাত অথবা হায়িয ও নিফাস হতে পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. সাঈ সাফা হতে আরম্ভ করা এবং মারওয়াতে শেষ করা।

৩. যদি কোন ওযর না থাকে, তবে পায়ে হেঁটে সাঈ করা। বিনা ওযরে সাওয়ার অবস্থায় সাঈ করলে দম ওয়াজিব হবে।

৪. সাত চক্কর পূর্ণ করা। অর্থাৎ ফরয চার চক্করের পর আরো তিন চক্কর পূর্ণ করা। যদি কেউ এই তিন চক্কর ছেড়ে দেয়, তবে সাঈ সহীহ্ হবে, কিন্তু প্রতি চক্করের পরিবর্তে পৌনে দুই সের গম অথবা এর মূল্য সাদাকা করা ওয়াজিব।

৫. উমরার সাঈ-এর ক্ষেত্রে উমরার ইহরাম সাঈ সমাপ্ত করা পর্যন্ত বহাল থাকা।

৬. সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা।[২৮৭]

সাঈ-র সুন্নাতসমূহ

সাঈ-র সুন্নাত ৯ টি

১. হাজরে আসওয়াদের ইস্তিলাম করে সাঈ-এর উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া।
২. তাওয়াফের পর পরই সাঈ করা।
৩. সাফা ও মারওয়ার উপরে আরোহণ করা।
৪. সাফা ও মারওয়ার উপরে আরোহণ করে কিবলামুখী হওয়া।
৫. সাঈ-এর চক্করসমূহ পরপর সমাপন করা।
৬. জানাবত এবং হায়িয থেকে পবিত্র হওয়া।
৭. এমন তাওয়াফের পরে সাঈ করা যা পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কাপড়, শরীর ও তাওয়াফের জায়গাও পবিত্র ছিল আর ওযুও বহাল ছিল।
৮. সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলা।
৯. সতর ঢাকা।[২৮৮]

সাঈ-র মুস্তাহাবসমূহ

সাঈ-র মুস্তাহাব ৫ (পাঁচ) টি :

---

২৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮

২৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯

২৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

১. নিয়্যত করা।

২. সাফা ও মারওয়া-এর উপরে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা।

৩. বিনয় ও নম্রতা সহকারে তিন তিনবার করে যিকির ও দু'আ পাঠ করা।

৪. সাঈ-এর চক্করসমূহের মধ্যে যদি বিনা ওযরে বেশি ব্যবধান হয়ে যায় অথবা কোন চক্করে বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে সাঈ আরম্ভ করা।

৫. সাঈ সমাপ্ত করার পরে মসজিদে গিয়ে দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করা।[২৮৯]

সাঈ-র মাকরূহ কাজসমূহ

১. সাঈ-এর অবস্থায় এমন ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এবং কথাবার্তা বলা যার দরুন মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং দু'আ কালাম করতে অসুবিধা হয় অথবা সাঈ-এর চক্করসমূহ লাগাতার সমাপন করা সম্ভব হয় না।

২. সাফা ও মারওয়া-এর উপর আরোহণ না করা।

৩. বিনা ওযরে সাঈকে তাওয়াফ হতে অথবা কুরবানীর দিনসমূহ হতে বিলম্বিত করা।

৪. সতর খোলা অবস্থায় সাঈ করা।

৫. সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যখানে দ্রুত না চলা।

৬. চক্করসমূহের মধ্যে অধিক ব্যবধান করা।[২৯০]

সাঈ-র সুন্নাত তরীকা

যে তাওয়াফের পর সাঈ করতে হয় তা শেষ করে অষ্টমবারের মতো 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করে তাওয়াফ শেষ করে নবম বার সাঈ-এর জন্যে চুম্বন করা মুস্তাহাব। তারপর 'বাবুস্ সাফা' দিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে প্রথমে সাফা পাহাড়ের নিকটে পৌঁছে –

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

(আল্লাহ্ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তা দিয়েই শুরু করছি। সাফা ও মারওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম) বলে সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে তিনবার হামদ ও সানা পাঠ করে উচ্চস্বরে তিনবার তাক্বীর ও তাহলীল (আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) উচ্চারণ করবে। তারপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে। তারপর নিজের জন্য ও সকলের জন্য দু'আ পাঠ করবে।

এ ছাড়া প্রয়োজনীয় অন্যান্য দু'আ ও তালবিয়া পাঠ করা যায়। পঁচিশ আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ সময় সেখানে দাঁড়াবে। তারপর দু'আ দরূদ করতে করতে স্বাভাবিক গতিতে সাফার দিকে অগ্রসর হবে। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ চিহ্নিত স্থানে পৌঁছে গতি দ্রুত করবে এবং এ দু'আটি পাঠ করবে -

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنْتَ الْأَعَزُّ وَالْأَكْرَمُ

---

২৮৯. প্রাগুক্ত

২৯০. প্রাগুক্ত

তবে মহিলাদের জন্যে এখানে দ্রুতগতিতে দৌড়ের মত অতিক্রম করার এ বিধান প্রযোজ্য নয়। সবুজ চিহ্নিত স্থানটুকু অতিক্রম করার পর পুনরায় স্বাভাবিক গতিতে অবশিষ্ট স্থান অতিক্রম করে মারওয়া পর্যন্ত পৌঁছবে। তারপর পাহাড়ের উপরে আরোহণ করে একটু ডান দিকে ঝুঁকে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং সেখানেও সাফা পাহাড়ের কার্যাদির ন্যায় করবে। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গমনে একটি চক্কর তারপর পুনরায় পুনরায় সাফায় পুনরায় মারওয়ায় এরূপ সাতবার সম্পন্ন করার পর মসজিদুল হারামে গিয়ে দু'রাকা'আত নামায আদায় করবে। এ নামায মাতাফ বা তাওয়াফের স্থানের নিকটে আদায় করা মুস্তাহাব।[২৯১]

সাঈ সম্পর্কীত বিশেষ জ্ঞাতব্য

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ কালে একেবারে শীর্ষ দেওয়াল পর্যন্ত উঠা মাকরূহ। হজ্জের সাঈ তাওয়াফে কুদূমের পরে এবং তামাত্তুর সাঈতে তালবিয়া পাঠ করবে না। সাত চক্করের প্রথম চারটি ফরয এবং বাকীগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। পরবর্তী চার চক্কর আদায় না করলে প্রতি চক্করের বদলে পৌনে দুই সের করে গম বা উহার মূল্য সাদাকা করা ওয়াজিব।

সাঈ চলাকালে নামাযের জামা'আত বা জানাযা শুরু হলে সাঈ অপূর্ণ রেখেই তাতে যোগ দিতে হবে। অসম্পূর্ণ সাঈ পরে পূর্ণ করবে। সাঈসমূহের মধ্যে তেমন ব্যবধান সৃষ্টি করে না এমন পানাহার বা একাগ্রতা নষ্ট করে না তেমন প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ মুবাহ্ বা বৈধ

সাঈ যদি হজ্জের হয় আর তা উকূফে আরাফার পূর্বে হয়, তাহলে তা ইহরাম পরিহিত অবস্থায় হবে। উকূফে আরাফার পরে হলে ইহরাম না থাকাই মুস্তাহাব। সাঈ তাওয়াফের অধীন, তাই তাওয়াফের পরেই করতে হয়।[২৯২]

৩.৬.৫.১১. অন্যান্য স্থান ও পরিভাষা

তাওয়াফ ও সাঈ ছাড়াও হজ্জের সফরে হাজী সাহেবকে আরো কতগুলো পরিভাষা ও স্থানের নামের সাথে পরিচিত হতে হয়। নিম্নে বর্ণক্রম অনুসারে উক্ত পরিভাষা ও স্থানের নামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো-

আরাফা : পবিত্র কাবা ঘর থেকে ২৫ কি. মি. (১৫ মাইল) পূর্বে হারামের সীমানার বাইরে একটি বিশাল ময়দান। আরাফা বর্তমানে মক্কা শহরের অন্তর্ভুক্ত। ৯ যিলহজ মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে এই ময়দানে উকূফ বা অবস্থান করা হজের প্রধান রুকন বা ফরয বিধান।

আমের ও মামূর : বদলি হজ্জ পালন করার জন্য যে ব্যক্তি কাউকে প্রেরণ করে তাকে অর্থাৎ প্রেরণকারীকে 'আমের' (আদেশদাতা) আর প্রেরিত ব্যক্তিকে মামুর' (আদিষ্ট ব্যক্তি) বলা হয়।

ইযতিবা : ওমরার তাওয়াফসহ যে তাওয়াফের পর সাঈ করতে হয়, সে তাওয়াফ শুরুর পূর্বমুহূর্তে পুরুষের জন্য গায়ে জড়ানো ইহরামের কাপড়ের ডান দিকের অংশ ডান বগলের নিচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের ওপর রাখা। তাওয়াফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইযতিবা অবস্থায় থাকা সুন্নাত। তাওয়াফ শেষ হলে ইযতিবাও শেষ করে ফেলতে হয়।

ইসতিলাম : হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া বা হাত দিয়ে স্পর্শ করা অথবা হাত দিয়ে ইঙ্গিত করা। হাত দিয়ে রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করাকেও ইসতিলাম বলে।

---

[২৯১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০-৩৬১

[২৯২]. হেদায়া, উদ্ধৃত- *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

ইফরাদ : শুধু হজের নিয়তে ইহরাম ধারণ করে হজকার্য সম্পন্ন করা।

উকূফ : শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা। নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করাকে উকূফ' বলে।

উহুদ পাহাড় : মদিনা শরীফের একটি ঐতিহাসিক পাহাড়। মসজিদে নববী থেকে সোজা ৫ কি. মি. উত্তরে এর অবস্থান। ঐতিহাসিক উহুদের যুদ্ধ এই পাহাড়ের পাদদেশে পশ্চিম দিকের ময়দানে সংঘটিত হয়।

ওয়াদিয়ে মুহাসসির বা বাতনে মুহাসসির : মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী প্রায় ২৫০ মিটারের একটি স্থান, এখানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের বছর বাইতুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করতে আসা আসহাবে ফীল বা আবরাহা বাদশার হস্তি বাহিনীর ওপর আবাবিলের (ছোটো পাখি) মাধ্যমে আল্লাহর আযাব নেমে আসে। এ স্থানে মুযদালিফার উকূফ করা নিষিদ্ধ। (রদ্দুল মুহতার : ২:৫০৮ ও ৫১২)

কাবাঘর-বায়তুল্লাহ : মক্কা মুকাররামায় মসজিদুল হারামের মাঝে একটি পবিত্রতম ঘর, আর এটিই দুনিয়ার প্রথম ইবাদত ঘর।

কিরান : একই সঙ্গে হজ্জ ও ওমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে প্রথমে ওমরা ও পরে হজ্জ করা।

গারে হেরা ও গারে সাওর : মক্কা মুকাররামার জাবালে নূর ও জাবালে সাওরের দু'টি ঐতিহাসিক গুহা।

জামারাহ : মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপের স্থান। সাধারণ মিনার দিক থেকে প্রথমটিকে ছোট জামারাহ, মাঝেরটিকে মেঝ জামারাহ ও শেষেরটিকে অর্থাৎ মক্কার দিকেরটিকে বড় জামারাহ বলা হয়। পূর্বে জামারাতের স্থানে তিনটি উঁচু পিলার ছিল এবং স্থানটি ছিল দুই স্তর বিশিষ্ট। ১৪২৫ হি./২০০৫ সালে পিলারের স্থলে বর্তমানের মতোই প্রায় পাঁচ ফুট দীর্ঘ দেয়াল তুলে দেওয়া হয়। এর দুই বছর পর কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানটি ভেঙে নতুন নকশা অনুযায়ী বারো তলার অবকাঠামোর ওপর প্রথম পর্যায়ে তা চার স্তর বিশিষ্ট করা হয়।

মালাহ : মক্কা মুকাররামার কবরস্থান।

বাকী : মদিনা মুনাওয়ারার কবরস্থান ।

জাবালে নূর : ভূপৃষ্ঠ থেকে দুই হাজার পাঁচশত (২৫০০) ফুট উঁচু মক্কা মুকাররামার একটি ঐতিহাসিক পাহাড়।

জাবালে রহমত : আরাফার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। এ পাহাড়ের প্রায় ২১৪ ফুট বা ৬৫ মি. উঁচু চড়ার মাঝে একটি সাদা পিলার রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) এ পাহাড়েরই পাদদেশে বড় বড় কালো পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে বিদায় হজের খুতবা দিয়েছিলেন।

জাবালে সাওর : ভূপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট উঁচু মক্কার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। মসজিদুল হারাম থেকে প্রায় ৪ কি. মি. দক্ষিণে আল হিজরা মহল্লায় এর অবস্থান। রসূলুল্লাহ্ (স.) হিজরতের সময় হযরত আবূ বকর (রা)-সহ কৌশল অবলম্বন হেতু তিনদিন এ পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় একটি গুহায় অবস্থান করেন। এ গুহাকে 'গারে সাওর' বলে।

জাবালে সাবীর : মিনায় মসজিদুল খাইফের বিপরীত দিকে অবস্থিত একটি পাহাড়। আরাফায় যাওয়ার সময় এটি বাম দিকে পড়ে।

তাওয়াফ : নিয়তসহ কাবাঘরের হাজরে আসওয়াদের কোনা থেকে শুরু করে চারপাশে সাতবার ঘুরে আসা।

তাওয়াফে কুদূম : মিকাতের বাহির থেকে আগত ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর জন্য মক্কা এসেই এবং কিরান হজ্জ পালনকারীর জন্য ওমরা সম্পন্ন করার পর একটি তাওয়াফ করা সুন্নাত, একে তাওয়াফে কুদূম বলে।

তাওয়াফে যিয়ারাত : এটি হজের ফরয তাওয়াফ। একে তাওয়াফে ইফাযা, তাওয়াফে রুকন ও তাওয়াফে মাফরূও বলে। উকূফে আরাফার পর ১০ যিলহজ সুবহে সাদিক থেকে এর সময় শুরু হয়।

তাওয়াফে বিদা বা তাওয়াফে সাদর : মিকাতের বাহির থেকে আগত হাজিদের জন্য হজের পর মক্কা মুকাররামা থেকে বিদায়ের পূর্বে একটি তাওয়াফ করা ওয়াজিব। একে তাওয়াফে বিদা বা তাওয়াফে সাদর বলে। মিকাতের ভেতরের হাজিদের জন্য এ তাওয়াফ মুস্তাহাব।

তানঈম/মসজিদে আয়েশা : বাইতুল্লাহ শরীফ (কাবাঘর) থেকে ৭.৫ কি. মি. দূরে হারামের সীমার বাহিরের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান হলো তানঈম। এখানেই রয়েছে ঐতিহাসিক মসজিদে আয়েশা। মক্কা মুকাররামা থেকে নফল ওমরার জন্য সাধারণত এখানে এসে ইহরাম ধারণ করা হয়।

তামাত্তু : হজের মাসে অর্থাৎ শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার পর প্রথমে ওমরা করে ইহরামমুক্ত হয়ে ওই বছরই নিজ দেশে ফিরে না গিয়ে একই সফরে হজের ইহরাম ধারণ করে হজ্জ পালন করা।

তালবিয়া : "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিআমাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকালাকা" পড়া।

দম : ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করার দ্বারা বা হজ্জ ও ওমরার আমলে কোনো ভুলের জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ ছাগল, দুম্বা, গরু বা উট জবাই করতে হয়; একে দম বলে।

মসজিদে আয়েশা : তানঈমের অপর নাম মসজিদে আয়েশা।

মসজিদে কুবা : মদিনায় অবস্থিত ইসলামের প্রথম মসজিদ।

মসজিদুল কিবলাতাইন : মদিনায় অবস্থিত দুই কিবলার মসজিদ।

মসজিদুল খাইফ : মিনার ঐতিহাসিক মসজিদ। হাদীস শরীফে আছে, মূসা (আ.) সহ সত্তরজন নবী এখানে নামায আদায় করেছেন।

মসজিদে নববী : রসূলুল্লাহ্ (স.) কর্তৃক নির্মিত মদিনার কেন্দ্রীয় মসজিদ। মদিনায় একে হারাম শরীফও বলা হয়। এই মসজিদেরই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রওজা শরীফ অবস্থিত।

মসজিদে নামিরা : আরাফা ময়দানের ঐতিহাসিক বিশাল মসজিদ।

মসজিদুল মাশ'আরিল হারাম : মুযদালিফায় অবস্থিত মসজিদ।

মসজিদুল হারাম : কাবা ঘরের চতুর্দিকের মসজিদ, একে হারাম শরীফও বলে।

মাওলিদুন্নাবী : রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর জন্মস্থান। বর্তমানে এখানে মাকতাবাতু মক্কাতিল মুকাররামা বা মক্কা লাইব্রেরি নামে একটি দোতলা লাইব্রেরি ভবন রয়েছে।

মাকামে ইবরাহীম : হাজরে আসওয়াদ ও হাতীমের মধ্যবর্তী স্থানে কাঁচের তৈরি মিনারের মতো বক্সে রক্ষিত একটি পাথর। হযরত ইবরাহীম (আ.) এই পাথরে দাঁড়িয়ে কাবাঘর নির্মাণ করেন।

মাতাফ : কাবা ঘরের চতুস্পার্শ্বস্থ তাওয়াফ করার স্থান।।

মাশআরুল হারাম : মিনার দিকে যেতে মুযদালিফার শেষ প্রান্তে মসজিদের বাম দিকে কুহ (৩) নামক ছোটো একটি পাহাড় আছে, একে 'মাশআরুল হারাম' বলে। এখানে একটি সুদৃশ্য মসজিদ রয়েছে, যার নাম মসজিদে মাশআরিল হারাম'। কারও কারও মতে পূর্ণ মুযদালিফাকেই মাশআরুল হারাম বলে।

মিনা : কাবা শরীফ থেকে ৫কি.মি. পূর্বে পাহাড়বেষ্টিত এক বিশাল ময়দানের নাম। হজ্জ আদায়ে ইচ্ছুক লোকজন হজের ইহরাম ধারণপূর্বক ৮ যিলহজ এ ময়দানে উপস্থিত হয়ে তাঁবুতে অবস্থান করেন।

মীযাবে রহমত : হাতীমের ভেতরে বাইতুল্লাহ শরীফের ছাদ থেকে পানি পড়ার নালাকে মীযাবে রহমত বলে, এর নিচে দুআ কবুল হয়।

মুযদালিফা : মিনার সূচনা স্থান (জামরায়ে আকাবা) থেকে ৪ কি. মি. পূর্বে মিনা ও আরাফার মধ্যবর্তী একটি ময়দান। হাজিগণ আরাফায় উকূফ শেষে এখানে এসে রাত যাপন করেন এবং ১০ যিলহজ ফজরের পর উকূফ করে থাকেন। মুযদালিফায় উকূফ করা ওয়াজিব।।

মুলতাযাম : হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দরজার মধ্যবর্তী দেয়াল, যাতে শরীরে জড়িয়ে দুআ করা সুন্নাত এবং এ স্থানে দুআ কবুল হয়।

মুহরিম : যে ব্যক্তি ইহরাম (ধারণকৃত) অবস্থায় আছে।

রওজা মুবারক : রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর মুবারক।

রমল : যে তাওয়াফের পর সায়ী রয়েছে সে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে পুরুষের জন্য কাঁধ হেলিয়ে একটু দ্রুত বীরদর্পে হাঁটা।

রামী : মিনার জামারাতে (শয়তানের প্রতি) কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

রিয়াযুল জান্নাহ : মসজিদে নববীর মিম্বরের পূর্ব পার্শ্ব থেকে রওযা মুবারাক পর্যন্ত স্থান। এটি জান্নাতের একটি বাগান।[২৯৩]

রুকনে ইরাকী : হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফের জন্য এগিয়ে গেলে মাকামে ইবরাহীমের পর যে কোনা আসে অর্থাৎ বাইতুল্লাহ শরীফের উত্তর-পূর্ব কোনাকে রুকনে ইরাকী বলে।

রুকনে শামী : রুকনে ইরাকী পেরিয়ে গেলে যে কোনা আসে অর্থাৎ পশ্চিম উত্তর কোনাকে রুকনে শামী বলে।

---

২৯৩. আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (র.) ... আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ-মাযিনী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমার ঘর ও মিম্বর এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.২, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১২১, পৃ. ৩২৮-৩২৯]

রুকনে ইয়ামানী : হাজরে আসওয়াদের সামনে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে দাঁড়ালে বাম দিকের কোনা অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম কোনাকে রুকনে ইয়ামানী বলে। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার দ্বারা (সগীরাহ) গুনাহসমূহ ঝরে যায়।[২৯৪]

শাওত : তাওয়াফের সাত চক্করের প্রত্যেকটিকে 'শাওত' বলে। এছাড়া সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত যাওয়াকে এবং মারওয়া থেকে পুনরায় সাফা পর্যন্ত যাওয়াকেও শাওত বলে।[২৯৫]

হলক : মাথার চুল কামানো।

হাতীম/হিজর : হাজরে আসওয়াদের পর যে কোনা রয়েছে, তা থেকে পরবর্তী কোনা পর্যন্ত প্রায় চার ফুট পাঁচ ইঞ্চি উঁচু অর্ধ বৃত্ত বা অর্ধ চন্দ্রাকৃতির দেয়াল রয়েছে, তার ভেতরের অংশকে হাতীম ও হিজর বলে।

হাজরে আসওয়াদ : অর্থাৎ কালো পাথর। এটি জান্নাত থেকে প্রেরিত হয়েছে। কাবা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রায় সাড়ে তিন ফুট উঁচুতে তা স্থাপিত। এখান থেকেই তাওয়াফ শুরু এবং এখানে এসেই তা শেষ করতে হয়। এ পাথর স্পর্শ বা ইসতিলামের দ্বারা এবং রুকনে ইয়ামানী স্পর্শের মাধ্যমে (সগীরাহ) গুনাহসমূহ মুছে যায়।[২৯৬]

হাদি : হারামের সীমানার ভেতরে কুরবানি করার জন্য আনীত পশু।[২৯৭]

হারাম/হারাম শরীফ : মক্কা মুকাররামার চতুর্দিকে কিছুদূর পর্যন্ত এলাকাকে হারাম বলে। হারাম' (২) অর্থ সম্মানিত। চারদিকে এর সীমানা চিহ্নিত রয়েছে। হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হারামের সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। এখানে যুদ্ধ করা, পশু-পাখি শিকার করা, গাছ ও ঘাস কাটা নিষিদ্ধ। অবশ্য মসজিদুল হারাম বা কাবা ঘরের চতুর্দিকের মসজিদকেও হারাম শরীফ বলে। তদ্রুপ মদিনা শরীফের চতুর্দিকেও কিছুদূর পর্যন্ত এলাকা হারাম' হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অবশ্য মদিনা শরীফে মসজিদে নববীকেও হারাম শরীফ বলে।

হিল্ল ও হিল্লী : হারামের সীমানার বাইরে চতুর্দিকে মিকাত পর্যন্ত জায়গাকে হিল্ল এবং এর ভেতরে বসবাসকারীকে হিল্লী বলে।

হেরা গুহা : ভূপৃষ্ঠ থেকে দুই হাজার পাঁচশত (২৫০০) ফুট উঁচু মক্কার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড় জাবালে নূর। উক্ত পাহাড়ের খাড়া সুউচ্চ চূড়া থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৩০ ফুট নিচে অন্য একটি চূড়ায় রয়েছে গারে হেরা বা হেরা গুহা। এ গুহাতেই রসূলুল্লাহ্ (স.) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন এবং এখানেই কুরআন মাজীদ অবতীর্ণের সূচনা হয়।

---

[২৯৪]. মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আইয়ূব বিন সা'দ শামসুদ্দিন ইবন কায়্যিম আজ-জাওয়ী (মৃ. ৭৫১হি.), *যাদুল মা'আদ ফী হাদিয়্যি খয়রুল ইবাদ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫হি./ ১৯৯৪খ্রি., খ.১, পৃ. ৪৮

[২৯৫]. (*ফাতহুল কাদীর*, খ.২, পৃ. ৪৬০; উদ্ধৃত- ড. সাঈদ বিন আলী আল কাহতানী ও মাওলানা কারী সাঈদ আহমদ (র) [ভাষান্তর : মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ ও মুফতি ফখরুল ইসলাম ফয়সাল], *ইসলামে হজ্জ ও ওমরা*, ঢাকা : দারুত তাকবীর, ২০২০, পৃ. ৩২

[২৯৬]. মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আইয়ূব বিন সা'দ শামসুদ্দিন ইবন কায়্যিম আজ-জাওয়ী (মৃ. ৭৫১হি.), *যাদুল মা'আদ ফী হাদিয়্যি খয়রুল ইবাদ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫হি./ ১৯৯৪খ্রি., খ.১, পৃ. ৪৮

[২৯৭]. আল-কুরআন, ২ : ১৯৬

৩.৬.৬. হজ্জের ধারাবাহিক নিয়মাবলীর জ্ঞানার্জন

হজ্জ গমনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য হজ্জের ধারাবাহিক নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা জরুরী। হজ্জযাত্রীগণ সফরসঙ্গী হক্কানী ওলামা ও পুরানো হাজীগণের সাথে আলোচন করে বিস্তারিত ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো এ কথা বিবেচনায় রাখা যে, হজ্জ বিশ্বের প্রথম ঘর বায়তুল্লাহ-কে কেন্দ্র করে সারা জীবনে মাত্র একবার আমলের জন্য একটি বিশেষ ফরজ ইবাদাত। আর হজ্জকারীদের মধ্যে বায়তুল্লাহ ও সংশ্লিষ্ট পবিত্র স্থানসমূহ অপরিচিত হওয়ায় এবং হরম এলাকার মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে ভুল-ত্রুটি হওয়ার আশংকা থাকে। আর ভুল হয়ে গেলে শোধরানোর সুযোগ অনেকের জীবনে দ্বিতীয়বার নাও আসতে পারে। শুধু হজ্জ গাইড বুক পড়ে বাস্তব জ্ঞান লাভ করা যায় না। তাই সর্বদা সফরসংগী হক্কানী ওলামা ও পুরানো হাজীগণের সাথে থেকে সতর্কভাবে হজ্জ পালন করতে হবে।

৩.৬.৬.১. প্রয়োজনীয় আসবাব গুছিয়ে নেওয়া

বাড়ি থেকে রওনা দেয়ার আগে আপনার ব্যাগ গুছিয়ে মালামাল চেক করে একটি তালিকা তৈরী করে নিতে হবে। ইহরামের কাপড়, পা-খোলা সেন্ডেল, প্রয়োজনীয়-সম্ভাব্য ঔষধ-পত্র সঙ্গে রাখতে হবে। পাসপোর্ট, ডলার, রিয়াল ও টাকা-পয়সা শরীরের সাথে রাখতে হবে। প্রত্যেক মনজিলে হজ্জপালনকারীকে মালামাল লিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সহযাত্রী অন্যান্য ভাইদের উপর নির্ভর না করা উচিত। অন্যের মালামাল বিনা অনুমতিতে ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং পথে কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়ে সর্বাবস্থায় কাফেলার সাথে যুক্ত থাকা সফরের জন্য নিরাপদ।

৩.৬.৬.২. মক্কায় প্রবেশ : ইহরাম ও তালবিয়াহ

হজ্জ পালনকারীর নিয়ত ও ইচ্ছার ওপর ইহরাম বাধা ও তালবিয়াহ পাঠের বিষয়টি নির্ভর করে। যেসব হজ্জ যাত্রী প্রথমে মক্কা শরীফে প্রবেশ করবেন তারা প্রথমে শুধু উমরাহ-এর নিয়াতে নিজ বাড়ি থেকে বা দেশের বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর থেকে কিংবা মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন। যদি ভুলক্রমে কারও ইহরাম বাঁধা না হয়ে থাকে তবে জেদ্দা বিমান বন্দরে ইহরাম বেঁধে নিতে হবে। মনে রাখবেন! হরম এলাকার বাইরের লোকদের জন্য ইহরাম ছাড়া হরম এলাকায় প্রবেশ নিষেধ।

উল্লেখ্য, যেসব হজ্জপালনকারী প্রথমে মদিনায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবেন তাদের নিজ বাড়ি বা দেশের বিমান বন্দর বা সমুদ্র বন্দর থেকে বা মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধার এবং পথে পথে 'তালবিয়াহ' পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই। কারণ জেদ্দা বিমান বন্দর ও মদিনার পথ হরম এলাকার বাইরে অবস্থিত। তারা মক্কায় যাত্রাকালীন মদিনা থেকে বা হরম সীমান্তে অবস্থিত মাসজিদে আয়শা (রা.) থেকে ইহরাম বেঁধে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন।

যে সকল হজ্জ পালনকারী হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর দীর্ঘ সময় পূর্বে ভিসা পাবেন এবং যারা হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে ওমরাহ সম্পন্ন করে মদীনায় যেতে ইচ্ছুক অর্থাৎ তারা প্রথমে মক্কায়, অতঃপর মদিনায় এবং মদীনা থেকে হজ্জের পূর্বে আবার মক্কায় ফিরে আসবেন, তাদের জন্য উত্তম হলো- তারা প্রথমে শুধু উমরাহ-এর নিয়তে নিজ বাড়ি থেকে বা দেশের বিমান বন্দর বা সমুদ্র বন্দর থেকে বা মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কাবা গৃহে পৌঁছবেন। অতঃপর উমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে যাবেন। অতঃপর মক্কা থেকে মদিনায় যাবেন। এরপর হজ্জের পূর্বে মদিনা থেকে আবার মক্কায় ফিরে আসার সময় মদিনার অবস্থান থেকে অথবা হরম সীমান্তে অবস্থিত মাসজিদে আয়শা (রা.) থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন।

৩.৬.৬.৩. তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ

হজ্জের কার্যক্রম মূলত ৭ই যিলহজ্জ শুরু হবে। যারা ৭ই যিলহজ্জ-এর আগে মক্কায় প্রবেশ করবেন তাদের জন্য তামাত্তু হজ্জ, অর্থাৎ পৃথক নিয়াতে এবং ভিন্ন ইহরামে আলাদাভাবে উমরাহ ও হজ্জ, সম্পাদন করা সহজতর হবে। আর যারা ৭ই যিলহজ্জ মক্কায় প্রবেশ করবেন তাদের জন্য কিরান হজ্জ তথা একই নিয়তে ও ইহরামে হজ্জ ও উমরাহ সম্পাদন করাই উত্তম। বদলী হজ্জ[২৯৮], বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল মহিলাদের জন্য ইফরাদ হজ্জ তথা কেবল হজ্জের নিয়াতে ইহরাম বাঁধা সহজসাধ্য হবে।

৩.৬.৭. হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হজ্জের প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে। যে সকল মুসলিম স্বল্প সময়ে হজ্জের সফর সমাপ্ত করার ইচ্ছা রাখেন। কিংবা একেবারে শেষ মহূর্তে হজ্জের সফরে আসবেন। তাদের জন্য ৭ জিলহজ্জ হেরেম এলাকায় প্রবেশ করা ভালো। কেননা, ৮ই জিলহজ্জ হজ্জের মূল কার্যক্রম শুরু হবে। যদি কোনো যাত্রী তামাত্তু হজ্জের ইচ্ছা করেন তাকে খুবই গুরুত্বের সাথে কমপক্ষে ৭ই জিলহজ্জ হেরেম এলাকায় প্রবেশ করতে হবে।

৩.৬.৭.১. ৭ই যিলহজ্জ ইহরাম বাধা

মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে যাত্রা শুরু করতে হবে। ইহরাম বাধার নিয়ম হল :

(১) ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা। সম্ভব হলে এবং প্রয়োজন বোধে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। এরপর খুশবু লাগানো; কেননা, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না।

(২) পুরুষদের জন্য ইহরামের কাপড় পরিধান করা,

(৩) দুই রাকাআত নামাজ পড়া,

(৪) হজ্জ-এর নিয়ত করা কিংবা উমরা ও হজ্জ- একই ইহরামে সম্পাদনের নিয়াত করা এবং

(৫) সরবে একবার ‘তালবিয়াহ’ পাঠ করা।

৩.৬.৭.২. কা‘বা গৃহে প্রবেশ ও তাওয়াফ

ইহরাম বাধা সম্পন্ন হওয়ার পর ‘তালবিয়াহ’ পড়তে পড়তে কা‘বা গৃহে পৌঁছবেন। মহিলাগণ তাদের স্বাভাবিক পোষাকে থাকবেন এবং ফিতনার আশংকা না থাকা অবস্থায় মুখ খোলা রাখবেন।

কা‘বা গৃহে পৌঁছার সাথে সাথে ‘তালবিয়াহ’ পাঠ বন্ধ করবেন। কা‘বা প্রাঙ্গনে পৌঁছানের সাথে সাথে সর্বপ্রথম কাজ হল ত্বাওয়াফ করা। ‘হাজারে আসওয়াদ’ থেকে ত্বাওয়াফ শুরু করে পুনরায় হাজারে আসওয়াদে এসে একবার প্রদক্ষিণ হবে। ‘হাজারে আসওয়াদ’ বরাবর একটি কাল দাগ দেখতে পাবেন। ঐ দাগের উপর দাড়িয়ে ‘হাজারে আসওয়াদ’-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে ইশারায় চুম্বন করে তাকবীর তহরীমার ন্যায় আল্লাহু আকবার বলে ত্বাওয়াফ শুরু করতে হবে। এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করে তাওয়াফ সমাপ্ত করবেন। ‘রুকনে ইয়ামানী’ ও ‘হাজারে আসওয়াদ’-এর মাঝ বরাবর অবস্থানকালে নিম্নোক্ত দু‘আটি পড়তে হবে :

---

২৯৮. وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، فَقَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ [*আবু দাউদ শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮১০, পৃ. ৩৬]

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থাৎ- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোজখের শাস্তি হতে রক্ষা কর-'[২৯৯]

প্রথম তিন ত্বাওয়াফে পুরুষগণকে রমল করতে হবে। মহিলাদের জন্য রমল নাই। ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে অথবা হারামের যে কোন স্থানে হাজী সাহেব দু'রাক'আত নফল নামাজ আদায় করবে। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন।

৩.৬.৭.৩. সাঈ করা

অতঃপর প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে কমপক্ষে তিন বার-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু আনজাযা ওয়াহদাহু ওয়া নাসারা আবদাহ ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।"

অর্থ- "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন ও শত্রুবাহিনীকে একাই পরাস্ত করেছেন"[৩০০]

দো'আটি পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। আবার 'মারওয়া' হ'তে 'ছাফা' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। এইভাবে সপ্তম বারে 'মারওয়ায়' গিয়ে 'সাঈ' শেষ হবে। সাঈ-এর দু'আসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হজ্জ যাত্রীগণ সহযাত্রী উলামাগণের কাছে জেনে আমল করলে ফায়দা পাওয়া যাবে।

৩.৬.৭.৪. মাথা মুণ্ডন

'সাঈ' শেষে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সব চুল ছোট করবেন। তবে উত্তম হলো মাথা মুণ্ডন করে ফেলা। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ সামান্য চুল ছাঁটবেন। 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী প্রথমে ওমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন।[৩০১] কিন্তু 'হজ্জে ইফরাদ' ও 'ক্বিরান' সম্পাদনকারীগণ ইহরাম অবস্থায় ইহরামের কাপড়ে থেকে যাবেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহর মহান দরবারের আদব রক্ষা করে চলবেন।

---

২৯৯. আল-কুরআন, ২ : ২০১

৩০০. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, হাদীস নং- ২৮২১

৩০১. তামাত্তু হজ্জ কারীও অন্যান্য হজ্জ যাত্রী, যারা হেরেমের বাইরের বাসিন্দা, তাদের ন্যায় মীক্বাত থেকে ইহরাম বেধে হেরেমে প্রবেশ করবেন। তারা ওমরাহ শেষ করার সাথে সাথে ইহরাম ত্যাগ করবেন এবং তখন তাদের ওপর মক্কাবাসী হিসেবে শরীয়ত কার্যকর হবে। অর্থাৎ তারা মক্কাবাসীদের ন্যায় আবাসস্থল থেকে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবেন।

৩.৬.৭.৫. ৮ই যিলহজ্জ : মিনায় গমন

যেসকল হজ্জ যাত্রী ৭ জিলহজ্জ তারিখে তাওয়াফ ও সাঈ ও মাথামুণ্ডন করে সম্পাদন করে হালাল হয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জের নিয়তে ওমরাহ শেষে ইহরাম ত্যাগ করে স্বাভাবিক পোষাক পরেছেন এবং পরবর্তীতে হজ্জের জন্য আলাদা ইহরাম বাধবেন বলে মনোস্থির করেছেন তারা ৮ই যিলহজ্জ তারিখ মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ'তে গোসল করে ও খোশবু লাগিয়ে হজ্জের ইহরাম বেঁধে তালবিয়া[৩০২] পাঠরত অবস্থায় মিনার দিকে রওয়ানা হবেন। মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহর থেকে পরের দিন ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত) পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। মিনায় দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে জমা করার প্রয়োজন নাই। মিনায় হজ্জ যাত্রীর জন্য নির্ধারিত তাবুতে অবস্থান করা বিধেয়। একা ঘুরতে বের হওয়া অনুচিৎ। এমতাবস্থায় কখনও হারিয়ে গেলে তিনি যেন মনোবল না হারিয়ে সৌদি পুলিশ বা মিশন অফিসের সহায়তা নেন।

৩.৬.৭.৬. ৯ই যিলহজ্জ : আরাফার ময়দানে

যিলহজ্জের ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর ধীরস্থিরভাবে 'তালবিয়া' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফার ময়দানের দিকে যাত্রা করবেন। অতঃপর সেখানে গিয়ে অবস্থান করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ ও যিকর-আযকার অধিক মাত্রায় করবেন এবং হজ্জের খুৎবা শ্রবণ শেষে সূর্য পশ্চিমে ঢলার পরে যোহর ও আছরের ছালাত যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে ক্বছর সহ একত্রে 'জমা তাক্বদীম' করে পড়বেন।

৩.৬.৭.৭. মুযদালেফায় অবস্থান

আরাফার ময়দানে যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে যোহর ও আছরের নামায় আদায়ের পর পুনরায় দোআ ও যিকিরে নিমগ্ন হবেন। ৯ জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর আরাফা থেকে মুযদালেফার দিকে রওয়ানা হবেন এবং মুযদালেফায় পৌঁছে এশার আউয়াল ওয়াক্তে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার ক্বছর দু'রাক'আত সালাত 'জমা তাখীর' করে আদায় করবেন। হজ্জ যাত্রী মুযদালিফায় অবস্থান কালে কিংবা এর পূর্বে যে কোনো স্থান থেকে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে রাখবেন। অতঃপর বিশ্রামে যাবেন। ১০ যিলহজ্জ-এর ফজরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ-দরূদ ও যিকর-আযকারে লিপ্ত হবেন।

৩.৬.৭.৮. ১০ই যিলহজ্জ : তিনটি কাজ

জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ : ১০ যিলহজ্জ রাতের অন্ধকার দুরিভূত হওয়ার পর সূর্যোদয়ের আগেই হজ্জ যাত্রীগণ মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। মিনায় পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর 'জামরাতুল আক্বাবা'য় অর্থাৎ বড় জামরায় গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন ও প্রতিবারে 'আল্লাহু আকবার' বলবেন।

কুরবানি করা : জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ শেষ হলে কুরবানী করবেন। তামাত্তু এবং কিরান হাজীদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। এ ছাড়া হজ্জের কোন ওয়াজিব ক্ষতিগ্রস্থ হলে (আর একটি কুরবানীর ন্যায়) দম আদায় করতে হবে।

---

৩০২. 'লাববাইকা আল্লা-হুম্মা লাববায়েক, লাববাইকা লা শারীকা লাকা লাববায়েক; ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক; লা শারীকা লাক'

মাথা মুণ্ডন : অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা ছোট করে সমস্ত মাথার চুল ছাঁটবেন। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ সামান্য চুল কাটবেন। এরপর ইহরাম খুলে 'প্রাথমিক হালাল' হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী মিলন ব্যতীত বাকী সব কাজ হালাল হয়ে যাবে।

তাওয়াফে ইফাযাহ বা তাওয়াফে যিয়ারাহ : অতঃপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' বা তাওয়াফে যিয়ারাহ সেরে তামাত্তু হাজীগণ ছাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। কিন্তু ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় পৌঁছে সাঈ সহ 'ত্বাওয়াফে কুদূম' করে থাকলে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' বা তাওয়াফে যিয়ারাহ-এর পর সাঈ করবেন না। কা'বা থেকে সেদিন অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ মিনায় ফিরে এসে রাতে অবস্থান নিবেন।

৩.৬.৭.৯. ১১, ১২ ও ১৩ ই যিলহজ্জ

১১ জিলহজ্জ : হজ্জ যাত্রী ১১ যিলহজ্জ রাত মিনায় কাটাবেন। সেদিন দুপুরের সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর অপরাহ্নে প্রতিটি জামরায় ৭টি করে তিন জামরায় মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। এক্ষেত্রে ২১টি কংকর সাথে নিয়ে প্রথমে ছোট জামরায় ৭টি, তারপর মধ্য জামরায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামরায় (জামরাতুল আক্বাবাহ) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে এবং জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপের আগে একটু দূরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে প্রাণ খুলে আল্লাহর নিকটে দো'আ করবেন।

১২ জিলহজ্জ : একই নিয়মে হজ্জ যাত্রীগণ ১২ যিলহজ্জ তারিখেও একই নিয়মে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর প্রতিটি জামরায় ৭টি করে তিন জামরায় মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। আজও আগের দিনের ন্যায় ছোট জামারা থেকে শুরু করে জামারাতুল আকাবায় শেষ করতে হবে। প্রতিবার কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে একটু দূরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে প্রাণ খুলে আল্লাহর নিকটে দো'আ-মুনাজাত করবেন।

১৩ জিলহজ্জ : ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান, তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু যদি ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ছাড়তে না পারলে হজ্জ যাত্রীকে মিনায় অবস্থান করতে হবে এবং ১৩ তারিখেও একই নিয়মে কংকর নিক্ষেপ করে আসতে হবে।

৩.৬.৭.১০. ত্বাওয়াফে বিদা

সবশেষে ১২ যিলহজ্জ কিংবা ১৩ যিলহজ্জ তারিখে মক্কায় ফিরে অথবা পরের দিন বা রাত যে কোন সময়ে কিংবা অধিক সময় মক্কায় অবস্থানকারীগণ বিদায়ের পূর্বে 'ত্বাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েদের জন্য এটা মাফ। 'ত্বাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে।

৩.৬.৮. অবকাশ কালীন আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের সুযোগ

বিদায়ী তওয়াফ বা তাওয়াফে বিদা -এর মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্তি হলেও সকল হজ্জ যাত্রী একই সাথে দেশে ফিরতে পারে না। আয়োজনকারী দেশ সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও বিমান ও অন্যান্য উপায়ে দেশে ফেরার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত হাজী সাহেবকে পবিত্র মক্কা নগরী কিংবা মদিনায় অবস্থান করতে হয়। অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে হজ্জ যাত্রী যেসকল নেক আমলে নিয়োজিত থাকতে পারে সে বিষয়ে নিম্নে সামান্য আলোচনা করা হলো।

৩.৬.৮.১. মক্কায় অবস্থান

হজ্জ সমাপ্তির পর দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত যদি হাজী সাহেবকে মক্কায় অবস্থান করতে হয় তাহলে এ সময়গুলো আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে কাজে লাগাতে পারেন। যেমন-

১। **নফল উমরাহ :** একজন সামর্থ্যবান ব্যক্তি ইচ্ছা করলে রোজ ২/৩ টি নফল উমরাহ সম্পাদন করতে পারেন। তবে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য নফল উমরাহ সম্পাদনের ঝুকি নেয়া উচিৎ নয়।

২। **নফল ত্বাওয়াফ :** ত্বাওয়াফ বায়তুল্লাহ বা কা'বা ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ইবাদাত। দুনিয়ার অন্য কোথাও এই ইবাদাতের সুযোগ নাই। তাই যত খুশী নফল ত্বাওয়াফ করা যায়। যারা শারীরিকভাবে কিছুটা দুর্বল, নফল উমরাহ সম্পাদনের সামর্থ্য নাই, তারা নফল ত্বাওয়াফ করে অফুরন্ত সাওয়াব পেতে পারেন।

৩। **বায়তুল্লাহ দর্শন :** মহব্বতের সাথে বায়তুল্লাহ দর্শনও অতীব সাওয়াবের কাজ। যারা শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল, নফল উমরাহ বা নফল ত্বাওয়াফ সম্পাদনের সামর্থ্য নাই, তারা মহব্বতের সাথে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে শুধু চোখ দিয়ে মহব্বতের সাথে দৃষ্টিপাত করেও সাওয়াব অর্জন করতে পারেন।

৪। **নামাজ আদায় :** মাসজিদুল হারামে নামাজ আদায় দুনিয়ার অন্যত্র নামাজ আদায়ের তুলনায় একলক্ষ গুণ বেশি মর্তবা রাখে। যারা বায়তুল্লাহ শরীফের কাছে থেকেও সেখানে জামাতে শরীক হতে পারে না, তারা বড়ই হতভাগ্য। অতএব একজন হাজী সাহেব একান্ত অপারগ না হলে সেখানে জামাতের সাথে নিয়মিত নামাজ আদায় করবেন। একটি মত প্রচারিত আছে যে, কা'বা শরীফে যখন আসরের নামাজ আদায় করা হয়; হানাফী মাযহাব মতে তখন আসরের ওয়াক্ত হয় না। হাজী সাহেবের এ মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে জামাত ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা, ইসলামী শরিয়ত মতে, হাজী সাহেব তখন মুসাফির, মুসাফির হিসেবে হাজী সাহেবকে সেখানে তাদের মাযহাব অনুসারে তাদের সাথে জামাতে নামাজ আদায় করতে হবে। অবশ্য কোন কারণে জামাত না পেলে নিজ মাযহাব অনুসারে নামাজ আদায় করতে পারেন। এ ছাড়া সেখানে উমরি ক্বাজা নামাজ এবং নফল নামাজ আদায় করতে পারেন।

৫। **অন্যান্য ইবাদাত :** হাজী সাহেব মূল্যবান সময় সেখানে গল্প-গুজবে না কাটিয়ে তিলাওয়াত, জিকির, দুরূদ পাঠ, নফল ইতিক্বাফ, ইস্তিগফার, দুয়া-মুনাজাত ও অন্যান্য নফল ইবাদাতে অতিবাহিত করাই উত্তম। এজন্য সম্ভাব্য আমল হতে পারে-

(ক) ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা,

(খ) ফজর থেকে চাশত পর্যন্ত বিশ্রাম করা ও ভোরের নাস্তা,

(গ) চাশত থেকে দুপুর পর্যন্ত অন্যান্য হাজী ভাইদের সাথে মত-বিনিময়, দাওয়াত-তা'লীম-তাযকিয়ার কাজ করা,

(ঘ) দুপুর থেকে জোহর পর্যন্ত দুপুরের খাবার ও নামাজের প্রস্তুতি এবং

(ঙ) জোহর থেকে ঈশা পর্যন্ত মাসজিদুল হারামে নফল ইতিক্বাফের নিয়াতে অবস্থান করে নামাজ ও অন্যান্য নফল ইবাদাতে অতিবাহিত করা।

এছাড়া সম্ভব হলে তাহাজ্জুদে শামীল হতে পারেন। মক্কা শরীফ থেকে কোনো ব্যক্তি যদি কিছু বরকতময় হাদিয়া বাড়িতে আনতে চান তা হলো- জমজমের পানি।

৩.৬.৮.২. মদীনায় অবস্থান

হাজীগণ হজ্জের আগে বা পরে যখনই মদীনায় অবস্থান করবেন, তখন নবীর শহরের আদবের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখবেন! রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর মহান দরবারে সাহাবা(রা.)-গণ যেরূপ আদব বজায় রাখতেন, বর্তমানেও ঠিক সেরূপ আদব বজায় রাখতে হবে। হাজী সাহেবগণ মদীনায় অবস্থান কালে সময়গুলোও বিশষভাবে কাজে লাগাতে পারেন। যেমন-

১। **রওজা যিয়ারাত :** মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম কাজ হল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা শরীফ যিয়ারাত করা, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মহব্বতের সাথে সালাম পেশ করা এবং হযরত আবূ বকর ও হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে সালাম পেশ করা। এছাড়া প্রতি নামাজের জন্য মাসজিদে নববীতে প্রবেশ ও মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ও ঐভাবে সালাম পেশ করা উচিৎ যেভাবে তাঁরা জীবিত থাকলে পেশ করা হত।

২। **নামাজ আদায় :** মাসজিদুন্নবী-তে নামাজ আদায় দুনিয়ার অন্যত্র নামাজ আদায়ের তুলনায় পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি সাওয়াবের কাজ। অতএব হাজী সাহেব সেখানে জামাতের সাথে নিয়মিত নামাজ আদায় করবেন। এ ছাড়া সেখানে আপনার উমরী কাজা নামাজ এবং সম্ভাব্য নফল নামাজ আদায় করতে পারেন।

৩। **রিয়াজুল জান্নাহ :** রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর জামানার মিম্বর ও তাঁর মধ্যবর্তী স্থানকে রিয়াজুল জান্নাহ বলা হয়। হাদীস শরীফে সেখানে নামাজ আদায়ের বহু ফজিলত বর্ণিত আছে। তাই সম্ভব হলে সেখানে ফরজ বা নফল যেকোন নামাজ আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

৪। **অন্যান্য ইবাদাত :** মাসজিদুল হারামের ন্যায় এখানেও আপনার মূল্যবান সময় সেখানে গল্প-গুজবে না কাটিয়ে তিলাওয়াত, জিকির, দুরূদ পাঠ, নফল ইতিক্বাফ, ইস্তিগফার, দুয়া-মুনাজাত, নফল নামাজ ও অন্যান্য নফল ইবাদাতে অতিবাহিত করাই উত্তম।

৫। **মাসজিদে কুবা :** মদীনার উপকণ্ঠে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নির্মিত প্রথম মাসজিদ হল মাসজিদে কুবা। হাদীস শরীফে সেখানে নামাজ আদায়ের বহু ফজিলত বর্ণিত আছে। তাই সম্ভব হলে সেখানে ফরজ বা নফল যেকোন নামাজ আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

এ ছাড়া জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত উম্মাহাতুল মুমিনীন ও সাহাবা (রা.)-গণের কবর এবং উহুদের প্রান্তরে অবস্থিত শহীদগণের কবর যিয়ারত করার মধ্যে বহুত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মদীনা শরীফ থেকে কোনো সৌভাগ্যবান যদি কিছু বরকতময় হাদিয়া বাড়িতে আনতে তাহলো- মদীনার আজওয়াহ খেজুর।

৩.৬.৯. বাড়িতে প্রত্যাবর্তন

হজ্জ পালনের সুযোগ লাভের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। আল্লাহর মেহমানগণ নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। তাই তাদের বাকী জীবন আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনা করা উচিৎ। আর দ্বীনের খিদমতের জন্য বাকী জীবন নিয়োজিত করা উচিৎ।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে একজন হজ্জ যাত্রী কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবেন এবং কোন কোন বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা লাগবে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে। পবিত্র হজ্জ পালনে ইচ্ছা পোষণকারী একজন ব্যক্তি উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখলে আশা করা যায় যে, তিনি সুন্দরভাবে তার হজ্জ আদায় করতে পারবেন। এছাড়া জরুরী মাসআলা ও উদ্ভূত জটিল সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধান ফিকহী কিতাবগুলোতে বিস্তারিত বিবৃত রয়েছে। সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও মৌলিক ইবাদত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়ে আহলে যিক্‌র তথা দীন সম্পর্কে সঠিক বুঝ রাখেন এমন আলিমগণ আমাদের দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।[৩০৩]

৩.৭. ‘হারামাইন শরীফ’-এর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

‘হারামাইন’ আরবি অভিধানগতভাবে একটি দ্বি-বচন শব্দ। যার একবচন ‘হারাম’। এর শাব্দিক অর্থ- নিষিদ্ধ, সুরক্ষিত, সম্মানিত, এর সমর্থক শব্দ ‘মুহার্‌রাম’, হারাম করা হয়েছে অর্থে। ‘মাহারিম’ ঐ সমস্ত কিছু যাহা আল্লাহ নিষেধ করেছেন বা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। ইহা স্বাভাবিকভাবে হালালের বিপরীত। শরীআতে যা সুস্পষ্টভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ এবং যা করলে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে শাস্তির যোগ্য হয় তা হারাম। কারো মতে, য করলে শাস্তি দেওয়া হবে এই সংবাদ রাসূল (স.)-এর মারফত দেওয়া হয়েছে তা হারাম।[৩০৪]

শব্দগতভাবে এই অর্থ হলেও ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ‘হারাম শরীফ’ বিশেষ পবিত্র স্থান হিসেবে বিশেষ পরিচিত। ‘হারাম’ শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ ও পবিত্র উভয়টির ব্যবহারই রয়েছে। মক্কা ও মদীনার নির্দিষ্ট সীমাস্থিত পবিত্র স্থানের নাম হারাম। এটি প্রায়শই দ্বিত্ব আকারে ‘হারামান’ ও ‘হারামাইন’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উভয় স্থানে (হানাফী ফিক্‌হ মতে কেবল মক্কায়) কিছু কিছু কাজ নিষিদ্ধ, যথা- যুদ্ধ-বিগ্রহ, বৃক্ষ কর্তন, জীবজন্তু শিকার বা হত্যা ইত্যাদি।[৩০৫]

পরিভাষাগতভাবে ‘মাসজিদুল হারাম’ এবং ‘বায়তুল হারাম’ বলতে ‘আল-কা‘বাহ আল-মুশার্‌রাফাহ’ তথা পবিত্র কা‘বা ঘরকে বোঝানো হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন মাজীদে ও হাদীস শরীফে আমরা এর ব্যবহার পেয়ে

---

৩০৩. وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِمۡ فَسۡـَٔلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ۝٤٣ [তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ পুরুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর- (আল-কুরআন, ১৬ : ৪৩)]

৩০৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৪৯১

৩০৫. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২

থাকি।[৩০৬] ফিক্‌হবিদদের পরিভাষায় 'আল-হারামাইন আশ-শরীফাইন' বলতে পবিত্র মক্কা ও মদিনার পবিত্র স্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝানো হয়ে থাকে।[৩০৭]

একজন হাজী সাহেব তাঁর হজ্জের সফরে এবং ইবাদত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে এ দুই পবিত্র স্থানে অবশ্যম্ভাবীভাবে ভ্রমণ করে থাকেন। তাই প্রত্যেক হাজী সাহেবের উচিত এই দুই পবিত্র স্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া এবং মক্কা ও মদীনার হারামের আদব ও পবিত্রতা রক্ষা করা। নিম্নে এতদ্বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

৩.৭.১. মক্কা নগরীর মর্যাদা

আল-কুরআনে পবিত্র মক্কা নগরীর নাম মক্কা[৩০৮], বাক্কা[৩০৯], উম্মুল কুরা[৩১০], আল-বলাদুল আমীন[৩১১] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি নামই বিশেষত্ব সম্পন্ন। মক্কা নগরী পৃথিবীর সব শহর থেকে আলাদা হওয়ায় এর নামেরও বিশিষ্ট্য ও বৈচিত্র বিদ্যমান। কা'বাঘর নির্মাণের সূচনা থেকেই মক্কা নগরীর সীমারেখা সুনির্দিষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট সীমায় তা হারাম বা পবিত্র ঘোষণা এ নগরীর সম্মান ও উঁচু মর্যাদার বিষয়টি সুস্পষ্ট করে।

এ নগরীতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বহু নিদর্শন। তাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন হলো মাকামে ইবরাহীম।[৩১২] এ নগরীর মর্যাদা, ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট্যতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত ও হাদীসের ভাণ্ডার থেকে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর প্রভুর 'ইবাদত করতে, যিনি এটাকে করেছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।[৩১৩]

---

৩০৬. মহান আল্লাহ বলেন- جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - পবিত্র কা'বাগৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্যে কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্যে নির্ধারণ করেছেন। এটাএকারণে যে, তোমরা যেন জানতে পার- যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে আল্লাহ্তা জানেন এবং আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (আল-কুরআন, ৫ : ৯৭)
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِى غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ – হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মাসজিদুল হারাম ব্যাতীত আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার সালাতের চাইতে উত্তম। [*বুখারি শরীফ*, ইফাবা, খ. ২, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১১৭, পৃ. ৩২৭]

৩০৭. হাদীসে এসেছে- " عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ آمِنًا – হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- যে ব্যক্তি দুই হারামের (হারামাইন) যে কোনো এক হারামে ইন্তেকাল করবে, (কিয়ামতের দিন) নিরাপদে সে পুনরুত্থিত হবে। [ইমাম আবু বকর আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদি লিন-নাশরি ও ওয়াত তাওযী', ১৪২৩হি./ ২০০৩খ্রি., খ. ৬, পৃ. ৬২, হাদীস নং- ৩৮৮৩]

৩০৮. "তিনি মক্কা উপত্যকায় এদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত এদের হতে নিবারিত করেছেন"। (আল-কুরআন, ৪৮ : ২৪)

৩০৯. "নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলতা তো বাক্কায়, এটা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।" (আল-কুরআন, ৩ : ৯৬)

৩১০. "এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার উম্মুল কুরা (মক্কা) ও এর চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই।" (আল-কুরআন, ৪২ : ০৭)

৩১১. "এবং শপথ এই বালাদুল আমীন (নিরাপদ নগরী)-এর"। (আল-কুরআন, ৯৫ : ০৩)

৩১২. আল-কুরআন, ৩ : ৯৭

৩১৩. আল-কুরআন, ২৭ : ৯১

২. শপথ ‘তীন’ ও ‘যায়তূন’-এর, শপথ ‘সিনাই’ পর্বতের, এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর।[৩১৪]
৩. ‘আমি কসম করছি এ শহরের। আর আপনি এ শহরের অধিবাসী।’[৩১৫]
৪. ‘আর (স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তি পূঁজা হতে দূরে রাখুন।’[৩১৬]

৫. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) মক্কা বিজয়ের দিন বললেন, (মক্কা থেকে এখন আর) হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত রয়েছে আর যখন তোমাদের জিহাদে যাওয়ার জন্য ডাক দেওয়া হয় তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে আর তিনি মক্কা বিজয়ের দিন এও বলেন, এ নগরীকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই তা আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার আগে এখানে যুদ্ধ করা কারো জন্য হালাল ছিল না আর আমার জন্যও তা দিনের মাত্র কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। অতএব আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্মানের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্মানিত থাকবে। এখানকার কাঁটা কর্তন করা যাবে না; শিকারকে উত্যক্ত করা যাবে না আর পথে পড়ে থাকা বস্তু কেউ উঠাবে না। তবে সে ব্যক্তি উঠাতে পারবে, যে তা ঘোষণা করবে। এখানকার ঘাস কাঁটা যাবে না।’ তখন আব্বাস (রা.) বলেন, ’ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইযখির ব্যতীত। কেননা, তা কর্মকারের ও ঘরের কাজে লাগে।’ তখন রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, ’ইযখির ব্যতীত।’[৩১৭]
৬. আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন ও তার জন্য দু'আ করেছেন। আমি মদিনাকে হারাম ঘোষণা করেছি, যেমন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং আমি মদিনার এক মুদ ও সা' এর জন্য দুআ করেছি। যেমন ইবরাহীম (আ.) মক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন।[৩১৮]
৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, (হিজরতের সময়) রসূলুল্লাহ্ (স.) মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বলেন- ‘কতই না পবিত্র শহর তুমি! আমার কাছে কতই না প্রিয় তুমি! যদি তোমার কওম আমাকে তোমার থেকে বের করে না দিত তাহলে তুমি ছাড়া অন্য কোন শহরে আমি বসবাস করতাম না।’[৩১৯]
৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন, মক্কা ও মদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল পদচারণ করবে না। মক্কা এবং মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে তিনবার কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফির এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন।[৩২০]

---

৩১৪. আল-কুরআন, ৯৫ : ১-৩
৩১৫. আল-কুরআন, ৯০ : ১-২
৩১৬. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৫-৩৭
৩১৭. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, ২০০৩, খ. ৫, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯৬৩, পৃ. ৩৫০-৩৫১
৩১৮. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, ২০০৩, খ. ৪, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৯৯৬, পৃ. ৪৬
৩১৯. مَا أَطْيَبَكِ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ– সুলায়মান বিন আহমাদ আবুল কাসেম আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, মুলাফ্ফাতু ওয়া ওয়ারাদা আলা মুলতাকি আহলুল হাদীস, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং- ১০৪৭৭
৩২০. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ. ৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৬১, পৃ. ২২৯-২৩০

৯. ইবনু উমর (রা.) নবী (স.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইরশাদ করেনঃ অপরিচিতের বেশে ইসলাম শুরু হয়েছিল, অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে তার গর্তে প্রবেশ করে তদ্রূপ ইসলামও দুই মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।[৩২১]

১০. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেনঃ মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অপরাপর মসজিদের সালাত (নামায/নামাজ) অপেক্ষা আমার মসজিদের সালাত হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ (ফাযীলাতপূর্ণ)। অন্যান্য মসজিদের সালাতের তুলনায় মাসজিদুল হারামের সালাত এক লক্ষ গুণ উত্তম (ফাযীলাতপূর্ণ)।[৩২২]

মুসলিম উম্মাহর পিতা খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে হারাম হওয়ার ঘোষণা দেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি আল্লাহর ঘর কা'বা নির্মাণ করেন এবং একে পবিত্র করেন। অতপর আল্লাহর নির্দেশে মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি হজের ঘোষণা দেন এবং মক্কা নগরীর জন্য দো'আ করেন। মহান আল্লাহ মক্কা নগরীর কসম খেয়ে তাকে সম্মানিত করেছেন। মক্কা ও এর অধিবাসীর জন্য ইবরাহীম আ. দো'আ করেছেন আর এ নগরী ছিল রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রিয় শহর। শেষ জামানার ভয়াবহ ফিতনাহ দাজ্জাল এ নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না। হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী ঈমান ও ইসলাম পূনরায় মক্কা ও মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবে। মসজিদুল হারামে জামাতের নামাযের ফযীলতও পৃথিবীর সব মসজিদ থেকে বেশি।

৩.৭.২. মক্কা শরীফের আদব

মক্কা শরীফ ও কা'বা ঘরের সম্মান করা এবং এ ব্যাপারে সম্ভ্রমপূর্ণ আচার-আচরণ অবলম্বন করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য। তাই ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'মক্কা প্রবেশের পূর্বে গোসল' শিরোনামে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবন উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোসল না করে মক্কায় প্রবেশ করতেন না এবং বলতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) এমটিই করেছেন।[৩২৩]

'হরম' সীমানায় শিকার করা এমনকি শিকারীকে শিকারের ব্যাপারে পথপ্রদর্শন বা কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা করা যে হারাম, তা এই হরম শরীফের সম্মানের কারণেই। আবহমানকাল থেকেই 'হরম' নিরাপদ ও সম্মানিত বলেই গণ্য হয়ে আসছে। যুদ্ধরত আরব গোত্রসমূহ সেই জাহিলিয়্যাতের যুগেও শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও 'হরম' সীমায় বধ করতো না বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতো না। 'হরম' এর এই সম্মান কিয়ামতকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে।[৩২৪]

হাদীস শরীফে এসেছে-

> ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (স.) বলেছিলেন, এখন থেকে আর হিজরত নেই, রয়েছে কেবল জিহাদ এবং নিয়ত। সুতরাং যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, এ ডাকে তোমরা সাড়া দিবে। আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ তা'আলা

---

৩২১. إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا [*মুসলিম শরীফ*, ইফাবা, খ. ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৭১, পৃ. ১৭৯-১৮০

৩২২. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, ইফাবা, খ.১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪০৬, পৃ. ৫১৫

৩২৩. عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ لاَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَهُ নাফি (র.) থেকে বর্ণিত। ইবনু উমর (রা.) যু-তুওয়ায় ভোর পর্যন্ত রাত যাপন না করে মক্কায় উপনীত হতেন না। তিনি (সেখানে) গোসল করতেন, তারপর দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং নবী (স.)ও তাই করতেন বলে তিনি বলেছেন। [মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ২৯১৫; https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=12526]

৩২৪. লেখকমণ্ডলী, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ৩৪১

এ শহরকে মহাসম্মানিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারনেই কিয়ামত পর্যন্ত এ শহর থাকবে মহাসম্মানিত হিসেবে। এ শহর লড়াই করা আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্য ও কিছু অংশ ব্যতীত বৈধ হয়নি। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত মহাসম্মানিত হিসেবে। এর কাঁটা উপড়িয়ে ফেলা যাবে না, তাড়ান যাবে না এর শিকার জানোয়ারকে, ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ এ স্থানে পড়ে থাকা কোন বস্তুকে উঠিয়ে নিতে পারবে না এবং কর্তন করা যাবে না এখানকার কাচা ঘাস ও তরুলতাকে। আব্বাস (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির বাদ দিয়ে। কেননা এ তো তাঁদের কর্মকারদের জন্য এবং তাঁদের ঘরে ব্যবহারের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন। নবী (স.) বললেন- হ্যাঁ, ইযখির বাদ দিয়ে।[৩২৫]

৩.৭.৩. মক্কা নগরীর বিধি-নিষেধ

৩.৭.৩.১. পাপাচারের ইচ্ছা না করা

মক্কা নগরীতে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া কিংবা তার ইচ্ছা পোষণ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর এখানে যে সামান্যতম পাপাচারের ইচ্ছে পোষণ করবে তাকে আমি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করব।"[৩২৬]

হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত লোক হচ্ছে তিনজন। যে লোক হারাম শরীফে অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। যে লোক ইসলামী যুগে জাহিলী যুগের রেওয়াজ অন্বেষণ করে। যে লোক ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কারো রক্তপাত দাবি করে।[৩২৭]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে অন্যায় কর্মের নিছক ইচ্ছা পোষণ করার জন্য কঠিন শাস্তির হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে যদিও সে বাস্তবে সে ইচ্ছা পূরণ করেনি। তাহলে যে বাস্তবে অন্যায় করবে তার অবস্থা কেমন হবে? তাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, ইয়ামানে অবস্থিত এডেন শহরে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যদি হারামে কোন ধরনের অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।[৩২৮]

৩.৭.৩.২. মক্কাবাসিদের কষ্ট না দেওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর স্মরণ করুন, যখন আমি কা'বা ঘরকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং শান্তির আলয় করলাম"।[৩২৯] তিনি আরো বলেন, "তীন, যাইতুন, তূর পর্বত এবং এ নিরাপদ শহরের শপথ"।[৩৩০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "তারা কি দেখে না যে, আমি (মক্কাকে) নিরাপদ পবিত্র অঞ্চল বানিয়েছি,

---

৩২৫. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ. ৩, হাদীস নং- ১৭১৫, পৃ. ২১০-২১১

৩২৬. আল-কুরআন, ২২ : ২৫

৩২৭. "أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ" [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, ২০০৩, খ. ১০, হাদীস নং- ৬৪১৬, পৃ. ২৬৪

৩২৮. অনুরূপ বিবরণ দ্রষ্টব্য : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), *মুসনাদে আহমাদ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১২৯৮, পৃ. ৪২৮

৩২৯. আল-কুরআন, ০২ : ১২৫

৩৩০. আল-কুরআন, ৯৫ : ০১-০৪

অথচ তাদের আশপাশ থেকে মানুষদেরকে ছিনিয়ে নেয়া হয়? তাহলে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নিআমতকে অস্বীকার করবে?"[৩৩১]

এ কারণেই মক্কা নগরীতে বিনা প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মক্কা নগরীতে কারো জন্য অস্ত্র বহন করা বৈধ নয়"।[৩৩২]

অতএব হারাম শরীফে অবস্থানকারী ও আগমনকারী সকলকে সাবধান থাকতে হবে যে, হারাম শরীফের পবিত্রতা যেন নষ্ট না হয়, আর এখানকার কোন লোকের কষ্টও যেন না হয়। এমনকি কোন ধরনের ভীতি প্রদর্শনও অবৈধ। এগুলো জঘন্য অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

৩.৭.৩.৩. কাফের ও মুশরিকদের প্রবেশ নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় তাদের এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়"।[৩৩৩]

মহান আল্লাহর এ নির্দেশটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রসূলুল্লাহ্ (স.) নবম হিজরী সালে আবূ বকর (রা.) কে মক্কায় পাঠালেন এ ঘোষণা দেয়ার জন্যে যে, "এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কেউ উলঙ্গাবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না"।[৩৩৪]

৩.৭.৩.৪. শিকার করা, গাছ কাটা বা পড়ে থাকা জিনিস উঠানো নিষেধ

মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ্ (স.) জনতার সামনে বক্তব্য রাখলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা বর্ণনা করেন, অতঃপর বললেন,

> 'আল্লাহ হস্তির দল থেকে মক্কাকে রক্ষা করেছেন এবং সে মক্কার ওপর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের বিজয় দান করেছেন। এ মক্কা আমার আগে কারো জন্য কখনো হালাল (লড়াই করার অনুমতি) ছিল না, তবে আজ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে আমার জন্য হালাল করা হয়েছে (এতে লড়াই করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে) এবং আজকের পর আর কখনো এটাকে কারো জন্য হালাল করা হবে না। অতএব এখানকার কোন পশুকে তাড়ানো যাবে না, এখানকার কোন কাঁটা তোলা যাবে না। এখানকার পড়ে থাকা কোন জিনিস হালাল হবে না। তবে ঘোষণাকারী (সঠিক মালিকের কাছে পৌঁছাবার লক্ষ্যে) ঘোষণা দেয়ার জন্য সেটা উঠাতে পারে।[৩৩৫]

---

৩৩১. আল-কুরআন, ২৯ : ৬৭

৩৩২. لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ السِّلَاحَ بِمَكَّةَ [মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ আবু হাতেম আত-তামীমী, *সহীহ ইবনে হিববান*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৭, হাদীস : ৩৭১৪]

৩৩৩. আল-কুরআন, ০৯ : ২৮

৩৩৪. أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা আল-জু'ফী আল-বুখারী, *আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসার মিন উমুরি রসূলিল্লাহি স. ওয়া সুনানিহী ও আইয়্যামিহি [সহীহুল বুখারী]*, বৈরুত : দারু তুকিন্নাজাহ্, ১৪২২হি., খ. ৪, হাদীস নং- ১৬২২, পৃ. ১৫৮

335. إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ [*সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.৬, হাদীস নং- ২৪৩৪, পৃ. ২১১]

৩.৭.৩.৫. কষ্টদায়ক প্রাণী হত্যা বৈধ

হারাম এলাকায় হোক অথবা হারাম এলাকার বাইরে যে কোনো জায়গায় হোক কষ্টদায়ক জীব হত্যা করা বৈধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "পাঁচ ধরনের প্রাণীর সবগুলোই ক্ষতিকারক, যেগুলোকে হারামেও হত্যা করা যাবে : কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর"।[৩৩৬]

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন, "পাঁচটি প্রাণী ক্ষতিকারক। হিল্ল (মীকাত ও হারামের মধ্যবর্তী স্থান) অথবা হারামে যেখানেই পাওয়া যাবে সেগুলো হত্যা করা যাবে : সাপ, কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল"।[৩৩৭]

৩.৭.৪. হারামের সীমানা

সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আ.) হারামের সীমা নির্ধারণ করেন। তিনি জিবরীল (আ.) এর নির্দেশানুযায়ী হারামের সীমার স্তম্ভ স্থাপন করেন। তখন থেকে এটি অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এমন কি মক্কা বিজয়ের বছরে রাসূল (স.) তামীম বিন আসাদ আল খুযায়ীকে প্রেরণ করেন এবং তিনি তা নবায়ন করেন। অতপর তা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে, ওমর (রা.) তাঁর খেলাফত আমলে চারজন কুরাইশীকে পাঠান ও তা নবায়ন করেন। আল্লাহ 'বাইতুল আতীক' (পুরাতন ঘর) অর্থাৎ কা'বা ঘরের সম্মানের জন্য 'হারাম' (সম্মানের সীমা) নির্ধারণ করেছেন। হারামের সীমানার মধ্যে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। এমনকি গাছ-পালা, পাখি পর্যন্ত এই নিরাপত্তার আওতাভুক্ত। সেখানে কর্মের ফযীলত অন্য স্থানের চেয়ে উত্তম। হারামের সীমানা মক্কার চতুর দিকে বিস্তৃত, তবে দিক সমান নয় কোনো দিকে কম আবার কোনো দিকে বেশি। মক্কা যাওয়ার সদর পথে হারামের সীমা রেখার নিশানা লাগানো হয়েছে যা নিম্নরূপ :

১। পশ্চিম দিকে জেদ্দার পথে 'আলসুমাইসী' নামক স্থান পর্যন্ত। যাকে আল হুদাইবিয়াহ বলা হয়। এটি মক্কা থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে।

২। দক্ষিণে তাহমা হয়ে ইয়ামন যাওয়ার পথে 'ইযাহাত লিব্‌ন' নামক স্থান পর্যন্ত। যা মক্কা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে।

৩। পূর্বে 'ওয়াদীয়ে উয়ায়নাহ' নামক স্থানের পশ্চিম কিনারা পর্যন্ত। যা মক্কা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে।

৪। উত্তর-পূর্ব দিকে 'জে. রানাহর' পথে। শারায়ে মুজাহেদীনের গ্রামের নিকট পর্যন্ত। যা মক্কা থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে।

৫। উত্তরে 'তানঈম' নামক স্থান পর্যন্ত। যা মক্কা থেকে সাত কিলোমিটার দূরে।[৩৩৮]

---

৩৩৬. خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِى الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ [*সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৮২৯, পৃ. ৪৬৬]

৩৩৭. خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا [আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, বৈরুত : দারুল আফাকিল জাদীদাহ, তা.বি., খ. ৪, হাদীস নং- ২৯১৯, পৃ. ১৭]

৩৩৮. শায়েখ সফীউর রহমান মুবারকপুরী (সম্পা.), *পবিত্র মক্কার ইতিহাস*, ঢাকা: দারুস সালাম, ২০০৫, পৃ. ২০-২১

৩.৭.৫. মদীনা শরীফ

'মদীনা' শব্দের অর্থ শহর। মদীনা বলতে সাধারণত আমরা মদীনাতুন্নবি (স.)-কে বুঝে থাকি। এটি হলো প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর হিজরত স্থল। আর এ হিসেবেই এই শহরটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

> মদীনাবাসী ও এদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্যে সঙ্গত নয় আল্লাহর রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়া এবং তার জীবন অপেক্ষা তাদের নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা ; কারণ আল্লাহ্‌র পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া আর কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের নিকট হতে কিছু প্রাপ্ত হওয়া তাদের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।[৩৩৯]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, আর মদীনা হলো একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম যেখানে নবী (স.) হিজরত করেছিলেন এবং যেখানে তাঁর ওফাতের পরে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।[৩৪০] আল্লাহ বলেন- এরা বলে, 'আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান হতে অবশ্যই প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবে।'[৩৪১] রসূলুল্লাহ্ (স.) মদীনা শরীফকে আরো দুটি নামে নামকরণ করেছেন- যেমন- ' ত্বাবাহ'[৩৪২] এবং 'ত্বইবাহ'[৩৪৩]।

হাদীসে নববীতে মদীনার ফাযায়েল, পবিত্রতা, নিরাপত্তার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে এবং এর গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হাদীস ভাণ্ডারের প্রত্যেক সংকলকই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় কায়েম করেছেন। তন্মধ্য হতে কতিপয় হাদীস নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

৩.৭.৬. মদীনা শরীফের মর্যাদা

৩.৭.৬.১. মদিনা 'হারামাইন'-এর অন্তর্ভুক্ত

আল্লাহ তাআলা মদিনাকে মর্যাদা ও নিরাপত্তার বিধানে ভূষিত করেছেন। যেমন মর্যাদা ও নিরাপত্তার বিধান দিয়েছেন মক্কার ক্ষেত্রে। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন, নিশ্চয় ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মক্কার হারাম নির্ধারণ করেছেন, আর আমি মদিনাকে হারাম বলে ঘোষণা করছি- এর দুই প্রান্তের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে। অতএব এখানকার কোন কাটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না।[৩৪৪]

---

[৩৩৯]. আল-কুরআন, ৯ : ১২০

[৩৪০]. আহমাদ বিন আলী বিন হাজ্র আবুল ফযল আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯হি., খ. ৪, পৃ. ১১,

[৩৪১]. আল-কুরআন, ৬৩ : ৮

[৩৪২]. আবূ হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) -এর সঙ্গে আমরা তাবূক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে, তিনি বললেনঃ (মদীনা) হল ত্বাবাহ। [*সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৮৭২, পৃ. ৫৩০

[৩৪৩]. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, হাদীস নং-৭৫৭৪, পৃ. ২০৫

[৩৪৪]. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন, নিশ্চয় ইবরাহীম (আ.) মক্কার হারাম নির্ধারণ করেছেন, আর আমি মদিনাকে হারাম বলে ঘোষণা করছি- এর দুই প্রান্তের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে। অতএব এখানকার কোন কাটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না। [*মুসলিম শরীফ*, ইফাবা, খ.৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩১৮৭, পৃ. ৩০৩]

অত্র হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (স.) ও ইব্রাহীম (আ.)-এর 'হারাম' বা পবিত্র করার অর্থ হলো, তাদের মাধ্যমে এ নগর দু'টির 'হুরমত' বা পবিত্রতা প্রকাশ করা। অন্যথায় 'হারাম' বা পবিত্র করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে। একমাত্র তিনিই মক্কা এবং মদিনাকে 'হারাম' বা পবিত্র বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

৩.৭.৬.২. মদিনার হেরেম ও এর সীমানা

মদিনার নির্ধারিত সীমানা যে পরিমাণ ভূমি তার আওতাধীন করেছে, তা-ই হেরেম বা পবিত্রতম স্থান। কেবল মসজিদে নববীর দালান কেন্দ্রিক ভূমিই হেরেম নয়, বরং আইর হতে সউর পাহাড় ও উভয় লাবার মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ অংশ মদিনা হেরেম। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- 'আইর ও সউর পাহাড়-দ্বয়ের মধ্যবতী স্থান মদিনার অংশ হেরেম।'[৩৪৫]

রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আমি মদিনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে হারাম বলে ঘোষণা দিচ্ছি এখানকার কাটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না'।[৩৪৬]

মদিনার বর্তমান ভূমিগত প্রসার ও বিস্তৃতি ঘটার ফলে হেরেমের অংশ বেশ কিছুদূর ছড়িয়ে গেছে। এ জন্য মদিনার ভিতর বিদ্যমান সকল বাড়ি-ঘরকে হেরেমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে হেরেমের সীমানা চিহ্নিত রয়েছে।

রসূলুল্লাহ (স.) থেকে এই সীমানা সম্পর্কে বর্ণিত আছে-

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, আমি যদি মদিনাতে কোন হরিণকে বেড়াতে দেখি তাহলে তাঁকে আমি তাড়াবো না। কেননা রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ মদিনার কংকরময় দুই এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হল হারাম বা সম্মানিত স্থান।[৩৪৭]

মদীনার 'লাবাতাইহা' (لَابَتَيْهَا) বলতে মূলত কংকরময় দুই এলাকাকেই বোঝানো হয়েছে। যাকে আরবিতে 'হার্‌রাতাইন' (الْحَرَّتَيْنِ)ও বলা হয়ে থাকে।[৩৪৮] এছাড়া হাদীস 'উভয় পাহাড়' কিংবা 'আইর ও সউর' এর মধ্যবর্তী স্থান, যেটাই বলা হোক না কেন এই শব্দগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নাই।

---

৩৪৫. ইবরাহীম তামীমীর পিতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী (রা.) বলেছেন, কিতাবুল্লাহ্ ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন কিতাব নেই যা আমরা পাঠ করতে পারি। অবশ্য এ লিপিখানা আছে। রাবী বলেন, এরপর তিনি তা বের করলেন। দেখা গেল যে, তাতে যখম ও উটের বয়সের ব্যাপারে লেখা আছে। রাবী বলেন, তাতে আরও লিলিবদ্ধ ছিল যে, (মাদীনার) আইর থেকে নিয়ে অমুক স্থানের মধ্যবর্তী স্থান হারাম (বা সম্মানিত)। এখানে যে বিদআত করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশতা, মানুষ এবং সকলের লা'নাত। ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তার কোন ফরয 'আমল এবং কোন নফল কবূল করবেন না। যে ব্যক্তি মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন গোলামকে আশ্রয় প্রদান করে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্তা এবং সমস্ত মানুষের লা'নাত। তার কোন ফরয বা নফল ক্বিয়ামাতের দিন কবুল করা হবে না। সমস্ত মুসলিমের দায়িত্ব-কর্তব্য-অঙ্গীকার এক, একজন সাধারণ মুসলিমও তা মেনে চলবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের আশ্রয় প্রদানকে বানচাল করে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের লা'নাত। ক্বিয়ামাতের দিন তার কোন ফরয ও নফল কবুল করা হবে না। [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ. ১০, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬২৯৯, পৃ. ১৯৮]

৩৪৬. আমির ইবনু সা'দ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ আমি মদিনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে হারাম বলে ঘোষণা দিচ্ছি এখানকার কাটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, মদিনা তার অধিবাসীদের জন্য কল্যাণকর স্থান, যদি তারা বুঝে। যে ব্যক্তি অনাগ্রহবশত মদিনা ত্যাগ করে, আল্লাহ তার চাইতে উত্তম ব্যক্তিকে তার স্থালবর্তী করেন। আর যে ব্যক্তি এখানে ক্ষুধা ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে, আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আতকারী অথবা বলেছেন, সাক্ষী হব। [*মুসলিম শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩১৮৮, পৃ. ৩০৩]

৩৪৭. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৫২, পৃ. ২২৬

৩৪৮. যেমন নিম্নোক্ত হাদীস শরীফে 'লাবা' ও 'হাররা' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে :

৩.৭.৭. মদীনা শরীফের ফযীলত

৩.৭.৭.১. মদিনা অবাঞ্ছিত লোকদের বহিস্কার করে

মদিনা এমন একটি জনপদ যে অন্যান্য জনপদের ওপর বিজয়ী হয়েছে এবং এই শহরই নেতৃত্ব প্রদান করে বহু জনপদকে তার আওতাভুক্ত করে নিয়েছিল। এটি এমন একটি জনপদ যেখান থেকে অবাঞ্ছিত লোকদেরকে যুগে যুগে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

> আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- আমি এমন এক জনপদে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যে জনপদ অন্য সকল জনপদের উপর জয়ী হবে। লোকেরা তাঁকে ইয়াসরিব বলে থাকে। এ হল মদিনা। তা অবাঞ্ছিত লোকদেরকে এমনভাবে বহিষ্কার করে দেয়, যেমনভাবে কামারের অগ্নিচুলা লোহার মরিচা দূর করে দেয়।[৩৪৯]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মদীনা অন্যান্য জনপদকে তার আওতাভুক্ত করতে সক্ষম হবে। আর এ পথে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে মুমিনগণ বিজয়ী হবেন এবং প্রাপ্ত গনিমত এখানে নিয়ে আসা হবে এবং এখান থেকেই তা বণ্টিত হবে। ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর পথে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদগণ এ ভূখণ্ডকে ঘিরেই তাদের নেতৃত্ব পরিচালনা করেছেন এবং তাদের দাওয়াত ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবজাতির বিরাট অংশ হেদায়েতের পথ, আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে। মানবজাতির যেটুকু ভালো, কল্যাণময় এবং হেদায়েতের আলোকশিখায় প্রদীপ্ত, তা একদিন উৎসারিত হয়েছিল এ ভূমি থেকেই।

পৃথিবীর অন্যান্য জনপদের উপর এ শহরের নেতৃত্বে ইসলামের বিজয় নিশান উড়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের অগ্রপথিক রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাহাবা ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে আমরা এর বাস্তবায়ন দেখতে পাই।

৩.৭.৭.২. মদীনায় অবস্থান কল্যাণকর

রসূলুল্লাহ (স.) মদিনার প্রতিকূলতা ও কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'মদিনা তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা জানত!' সুতরাং কোন ব্যক্তিকে মদিনার প্রতিকূলতা, কষ্ট ও দঃখ-ক্লেশের শিকার হয়ে যেন ধৈর্য হারা হলে চলবে না। মদিনা ছেড়ে আরাম-আয়েশ বা পার্থিব সচ্ছলতার

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট বসাছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। রসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি সায়িম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। রসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেনঃ তুমি কি একাধারে দু'মাস সাওম (রোযা/রোজা/সিয়াম/ছিয়াম) পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেনঃ ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না।

রাবী বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এক 'আরাক পেশ করা হল যাতে খেজুর ছিল। 'আরাক হল ঝুড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। তিনি বললেনঃ এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চাইতেও বেশী অভাবগ্রস্থকে সাদকা করব? আল্লাহর শপথ, মদিনার উভয় লাবা অর্থাৎ উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চাইতে অভাবগ্রস্থ কেউ নেই। রসূলুল্লাহ (স.) হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত (আনইয়াব) দেখা গেল। এরপর তিনি বললেন এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও। [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮১২, পৃ. ২৫৮]

[৩৪৯]. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৫০, পৃ. ২২৫-২২৬

অন্বেষণে অন্য কোথাও যাওয়ার প্রলোভনে পড়া যাবে না। বরং ধৈর্যধারণ করে মদীনায় অবস্থানই তাঁর জন্য কল্যাণকর। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে-

> আমির ইবনু সা'দ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ আমি মদিনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে হারাম বলে ঘোষণা দিচ্ছি এখানকার কাটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, মদিনা তার অধিবাসীদের জন্য কল্যাণকর স্থান, যদি তারা বুঝে। যে ব্যক্তি অনাগ্রহবশত মদিনা ত্যাগ করে, আল্লাহ তার চাইতে উত্তম ব্যক্তিকে তার স্থলবর্তী করেন। আর যে ব্যক্তি এখানে ক্ষুধা ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে, আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আতকারী অথবা বলেছেন, সাক্ষী হব।[৩৫০]

৩.৭.৭.৩. মদীনায় অনাচারকারীর প্রতি লা'নত

রসূলুল্লাহ (স.) মদিনার পবিত্রতা ঘোষণা করার সাথে সাথে এর মর্যাদা ও এতে দুষ্কর্মের ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা দিয়েছেন। যে এখানে কোন দুষ্কর্ম করবে, অথবা কোন সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেবে তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা, এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তাআলা তার ফরজ, নফল কোন ইবাদত কবুল করবেন না।'[৩৫১]

৩.৭.৭.৪. মদীনার বরকত রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর দু'আর ফল

রসূলুল্লাহ (স.) মদিনার বরকতের জন্য দু'আ করেছেন। তিনি বলেছেন মদীনার প্রবেশ পথে নিরাপত্তার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। হাদীস শরীফে রয়েছে-

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন প্রথম (পাকা) ফল দেখতে পেত, তা নিয়ে নবী (স.) এর নিকট আসত এবং রসূলুল্লাহ্ (স.) যখন তা গ্রহণ করতেন তখন নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেনঃ "হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের ফলে (বা উৎপন্ন ফসলে) বরকত দান করুন, আমাদের মদিনায় বরকত দান করুন, আমাদের সা' এ বরকত দান করুন এবং আমাদের মুদ্দ এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) আপনার বান্দা, প্রিয় বন্ধু ও নবী। আর আমিও আপনার বান্দা ও নবী। তিনি মক্কার জন্য আপনার নিকট দু'আ করেছেন। আমিও আপনার নিকট মদিনার জন্য দু'আ করছি- যেমন তিনি

---

৩৫০. *মুসলিম শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩১৮৮, পৃ. ৩০৩

৩৫১. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এই সহীফা ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি আরো বলেন, 'আয়ির নামক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মদিনা হল হারাম। যদি কেউ এতে কুরআনুসুন্নাহর খেলাফ অসঙ্গত কোন কাজ করে অথবা কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ, আচরণকারী আশ্রয় দেয়, তাহলে তাঁর উপর আল্লাহর লা'নত এবং সকল ফেরেশতা এবং মানুষের। সে ব্যক্তির কোন নফল এবং ফরজ ইবাদাত কবুল করা হবে না।

তিনি আরো বলেন, মুসলিম কর্তৃক নিরাপত্তাদানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান। তাই যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দেওয়া নিরাপত্তাকে লঙ্ঘন করবে, তাঁর প্রতি আল্লাহর লা'নত এবং সকল মানুষের ও ফিরিশতাদের। আর কবুল করা হবে না তাঁদের কোন নফল এবং ফরজ ইবাদাত। যে ব্যক্তি তাঁর মাওলার (মিত্রের) অনুমতি ব্যতীত অন্য অন্য কাওমের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তাঁর প্রতিও আল্লাহর লা'নত এবং সকল ফেরেশতা ও মানুষের। সে ব্যক্তির কোন নফল এবং ফরজ ইবাদাত কবুল করা হবে না। আবূ আবদুল্লাহ (র.) বলেন, "আদলুন" অর্থ বিনিময়। [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা. খ.৩, হাদীস নং- ১৭৪৯, পৃ. ২২৫]

মক্কার জন্য আপনার নিকট দু'আ করেছিলেন এবং তার সাথে অনুরূপ আরও।" রাবী বলেন, অতঃপর তিনি সর্ব কনিষ্ঠ শিশুকে ডাকতেন এবং তাকে ফল দিয়ে দিতেন।[৩৫২]

৩.৭.৭.৫. মদিনাতে মহামারি ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না

রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- 'মদিনার প্রবেশ পথে ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তাতে মহামারি ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।'[৩৫৩]

৩.৭.৮. মসজিদে নববীর ফযীলত

পৃথিবীতে সালাত আদায়ের দ্বিতীয় ফযীলতপূর্ণ স্থান হলো মসজিদে নববী। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- মাসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মসজিদে সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার সালাতের চাইতে উত্তম।[৩৫৪]

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, এক ওয়াক্ত নামাজও ছুটবে না, তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি ও শাস্তি হতে নাজাতের সনদ প্রদান করা হবে এবং সে নেফাক হতে মুক্ত হয়ে যাবে।'[৩৫৫]

মসজিদে নববীর ভিতর কিছু জায়গা আছে, যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, এটি জান্নাতের একটি বাগান।[৩৫৬] গোটা মসজিদের ভিতর শুধু এ অংশকে এ নামে ভূষিত করার অর্থ হলো অত্র অংশটুকু বিশেষ ফজিলতপর্ণ ও আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নফল এবাদত ও জিকির এবং কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উক্ত ফজিলত অর্জন করা যাবে।

৩.৭.৮.১. মসজিদে নববীর আদব

মুমিন হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাস্থলের অন্যতম হলো মসজিদে নববী (স.)। এখাইে রয়েছে 'রওজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ'। রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর রওজা শরীফও রয়েছে এই মসজিদ সংলগ্ন। তাই এখানে অত্যন্ত আদবের সহিত অবস্থান করতে হবে। এখানে উচ্চস্বরে কথা বলা। একে অপরের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ। যেমনিভাবে নিষিদ্ধ ছিল মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশায়। মুমিনদেরকে মহান আল্লাহ আদব শিখিয়েছেন। তিনি বলেন-

> 'হে মোমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বল, তার সাথে সে-রূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমল বাতিল হয়ে যাবে। তোমরা বুঝতেও পারবে না। যারা আল্লাহ

---

৩৫২. *মুসলিম শরীফ, ইফাবা, খ.৩*, প্রাগুক্ত, *হাদীস নং- ৩২০৪, পৃ. ৩০৩-৩০৪*

৩৫৩. হাদিসটি প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। ইমাম বুখারী হাদিসটি স্বীয় গ্রন্থে সংকলন করেছেন। [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৫৯, পৃ. ২২৯]

৩৫৪. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.২, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১১৭, পৃ. ৩২৭

৩৫৫. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১২৬১১ (১২৫৮৩), পৃ. ১৫৫

৩৫৬. বুখারী, ইফা- ১১২১; আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ-মাযিনী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ আমার ঘর ও মিম্বর এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.২, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১২১, পৃ. ৩২৮-৩২৯]

তাআলার রাসূল (স.)-এর সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহকে তাকওয়ার জন্য যাচাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'[৩৫৭]

অতএব যিয়ারতকারী কিংবা মসজিদে নববীতে অবস্থানকারীকে এ আদব রক্ষা করতে হবে। কারণ রসূলুল্লাহ্ (স.) জীবিত অবস্থায় যেমন সম্মানের পাত্র, মৃত্যুর পরেও অনুরূপ সম্মানের পাত্র।

৩.৭.৯. মদিনায় অবস্থানের আদব

মদীনার মর্যাদা সম্পর্কীত উপর্যুক্ত হাদীস সমূহের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, পুণ্যময় এ মদিনায় অবস্থানের সুযোগ আল্লাহ তাআলা যাকে দিয়েছেন, তার কর্তব্য ও পালনীয় হল, এ সুমহান নেয়ামত ও দানের কথা অনুভূতিতে চির জাগরূক রেখে আল্লাহর প্রতি সদা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। তাই হাজী সাহেব এ ফজিলত ও এহসানের কথা স্বীকার করে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করবে।

দূর দূরান্তের অসংখ্য এলাকার লোকজন গভীর আগ্রহ ও প্রতীক্ষা নিয়ে মক্কা-মদিনায় পৌঁছার ও কিছুটা সময় তথায় যাপন করার জন্য ব্যাকুল-কাতর হয়ে আছে। কেউ কেউ আছেন, পরিমাণে সামান্য হলেও কিছু কিছু অর্থ জমিয়ে এই আকঙ্খা মেটানোর জন্য উম্মুখ হয়ে আছেন। তাই এখানে অবস্থানকালে-

- মদিনার বিশেষ ফজিলত এবং তার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ ভালোবাসার কারণে মদিনাকে মহব্বত করবে।
- এ মদিনাতে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের উপর অবিচল থাকবে। বেদআত ও গুনাহের কলঙ্ক হতে দূরে অবস্থান করবে। কারণ, মদিনাতে নেকি যেরূপ মর্যাদার, বেদআত ও গুনাহ অনুরূপ ভয়ংকর। কারণ যে ব্যক্তি হেরেমের ভিতর আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে, তার গুনাহ বড় ও কঠোর হয়- ঐ ব্যক্তির তুলনায়, যে হেরেমের বাইরে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে, সংখ্যার দিক দিয়ে গুনাহ বাড়ানো হয় না ঠিক। তবে হারামের সীমানায় সংঘটিত হওয়ার কারণে এর আকার বিরাট ও কঠোর করা হয়।
- মদিনা অবস্থানকালীন আপ্রাণ চেষ্টা করবে, যেন আখেরাতের ব্যবসার বড় একটি অংশ হাসিল হয়। যেখানে লাভ বহু গুণ। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত সওয়াবের প্রতি উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত হয়ে যত সম্ভব মসজিদে নববীতে বেশি বেশি নামাজ আদায় করতে হবে।
- বরকতময় এ মদিনাতে ভাল কথা, কাজ ও কর্মে আদর্শ ও সুন্দর নমুনা হতে চেষ্টা করবে। কারণ, সে এমন এক শহর, যেখান থেকে নূর বিকশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে, যেখান থেকে কুসংস্কার দূরকারী দ্বীনের দায়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছেছেন। অতএব যে ব্যক্তি মদিনাতে আসবে সে মদিনায় অবস্থানকারীদের উত্তম আদর্শ মহৎগুণ ও মহান চরিত্রে বিশিষ্ট দেখবে। অতঃপর সে উপকৃত ও প্রভাবান্বিত হয়ে নিজ দেশে ফিরে যাবে। কারণ, সে কল্যাণ, আল্লাহ তাআলার আনগুত্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। বস্তুত: বরকতময় শহর মদিনাতে আগমনকারীগণ উত্তম আদর্শ দেখে যেরূপ কল্যাণ ও সততা অর্জন করবে, অনুরূপ মদিনার ভিতর কাউকে এর বিপরীত দেখলে ফল পালটে যাবে। তখন সে উপকৃত ও প্রশংসাকারী হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত ও কুৎসা রটনাকারী হবে।

---

৩৫৭. আল-কুরআন, ৪৯ : ২-৩

- মদিনাতে অবস্থানকালীন স্মরণ রাখতে হবে যে, এ ভূ-খণ্ড একাধারে ওহির অবতরণস্থল, ঈমানের আশ্রয় কেন্দ্র রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর পদচারণায় বিধৌত-গৌরবময় ঐতিহ্যের ভূমি। সুতরাং এ ভূ-খণ্ডে কল্যাণ ও সততার সাথে, হক ও হেদায়াতকে আঁকড়ে ধরে পদচারণা করেছেন। সুতরাং, এতে এমন আচার-আচরণ ও ব্যবহার হতে বিরত থাকবে, যা তাদের নীতি ও আদর্শের বিপরীত। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয় আচার-ব্যবহার যা তার কাছে নিয়ে আসবে দুনিয়া-আখেরাতের ধ্বংস ও অশুভ পরিণতি।
- এখানে কোন অঘটন ঘটানো বা কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয়া থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় অভিশাপের সম্মুখীন হবে। পূর্বে বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা তা জানতে পারি।
- মদিনার কোন গাছ কাটতে অথবা তার কোন শিকারকে শিকার করতে উদ্বুদ্ধ হবে না। যেহেতু এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (স.) হতে অনেক হাদীসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
- মদিনার অভাব, মুসিবত ও কষ্টের উপর ধৈয ধারণ করতে হবে।
- মদিনা বাসীদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে। কারণ, যে কোন অবস্থাতে, যে কোন ভূমিতে মুসলমানদের কষ্ট দেয়া হারাম। কিন্তু তা পবিত্র শহরে আরো জঘন্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
- মদিনাতে অবস্থানকালীন এ উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে, সে এমন এক স্থানে অবস্থান করছে, যেখান থেকে নূর বিকশিত হয়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীময়, ইলমে নাফে যেখান থেকে (উপকারী ইলম) পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছেছে, আলো ফেলেছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার।[৩৫৮]

৩.৭.১০. রওজা শরীফ যিয়ারত

রসূলুল্লাহ (স.)-এর রওজা মুবারক যিয়ারত যে পরম সৌভাগ্য ও শ্রেষ্ঠ সাওয়াবের কাজ এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই কোনো কোনো আলিম সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর রওজা যিয়ারতে যাওয়াকে ওয়াজিবরূপে গণ্য করেছেন।[৩৫৯] স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার যিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার আশেপাশে থাকবে"।[৩৬০]

হাদীস শরীফে এসেছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- "যে ব্যক্তি হজ্জ করলো এবং আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করলো, যে যেন জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাত করলো"।[৩৬১] সুতরাং এ পরম সৌভাগ্য অর্জনের জন্য আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত। একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- "যে ব্যক্তি মক্কায় হজ্জ

---

৩৫৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি., পৃ. ৩৭৪-৩৭৬

৩৫৯. মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ, উদ্ধৃত- *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

৩৬০. من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল-খতীব, আত-তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, বৈরুত : আল-মাকতাবা আল-ইসলামী, ১৪০৫হি./ ১৯৮৫খ্রি., খ.২, পৃ. ১২২, হাদীস নং- ২৭৫৫

৩৬১. من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৭৫৬

সমাপন করে আমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে আমার মসজিদে আসে তার জন্য দুটি মকবুল হজ্জের সাওয়াব লিখিত হয়”।[৩৬২] হাদীসটি ইমাম দালায়লামী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩.৭.১০.১. যিয়ারতের আদব

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- “যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসে, তার অন্য কোনো প্রয়োজন না থাকে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী হবো”।[৩৬৩]

খালিস নিয়তে একান্তই যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দরবারে নববীতে হাজিরা দিতে হবে। রাসূলে কারীম (স.)-এর যিয়ারতের সাথে মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়ত থাকা মুস্তাহাব বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা, মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের ফযীলত মসজিদুল হারাম ব্যাতীত অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজারগুণ বেশী।[৩৬৪] ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, মসজিদে নববীতে এক নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের চাইতেও উত্তম।[৩৬৫]

এমতাবস্থায় রাসূলে কারীম (স.)-এর যিয়ারত সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে পৃথকভাবে মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়ত করে নেওয়া উত্তম এবং মসজিদের নিয়্যতকে যিয়ারতের নিয়াতের পরিপূরক বলা চলে।

যিয়ারতের নিয়ম-পদ্ধতি জেনে সঠিক নিয়মে ও আদবের সহিত পবিত্র রওজা মুবারক যিয়ারত করতে হবে। হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে মহব্বতের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। যাঁকে পৃথিবীর সবকিছু থেকে ভালো না বাসলে সর্বোত্তম দৌলত ঈমানের পূর্ণতা পায় না। এমনকি ‘ঈমানদারই হওয়া যায় না’[৩৬৬] সেই প্রিয় রাসূলের দেশে, রাসূলের শহরে, রাসূলের মসজিদে এবং রওজাকে নিজ চোখে দেখার ও প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্যকে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ অর্জনের প্রচেষ্টা করতে হবে।

---

[৩৬২]. من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان আলাউদ্দিন আলী বিন হুসাম উদ্দিন বুরহানপুরী, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফআল*, দামেশ্‌ক : মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪০১হি./ ১৯৮১খ্রি., খ. ৫, পৃ. ১৩৫, হাদীস নং- ১২৩৭০

[৩৬৩]. من جاءني زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة নূরুদ্দিন আলী বিন আবু বকর আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মাম্‌বাউল ফাওয়ায়িদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৪১২হি., খ.৩, পৃ. ৬৬৬, হাদীস নং- ৫৮৪২

[৩৬৪]. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ. ২, হাদীস নং- ১১১৭, পৃ. ৩২৭

[৩৬৫]. উদ্ধৃত- *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮

[৩৬৬]. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে। [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪, পৃ. ১৯]

৩.৮. বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সাল থেকে ইসলামের মৌলিক বিধান হজ্জ-এর ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs)[৩৬৭] বর্তমানে অত্যন্ত সুচারুরূপে এ হজ্জ ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব প্রদান করছে। এ ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ হজ্জ ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল' (Bangladesh Haj Management Portal) নামে একটি ডিজিটাল প্লাটফরম তৈরি করেছে। হজ্জে গমনে ইচ্ছুক একজন ব্যক্তি ঘরে বসেই হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানতে পারেন। হজ্জে গমনের জন্য নিবন্ধনসহ প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করার নির্দেশনা জানাসহ নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।

৩.৮.১. সরকারি নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা

হজ্জের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে "জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি" প্রণয়ন করেছে। ২০২১ সালে 'বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকদের জন্য নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালন নিশ্চিতকরণ এবং এজেন্সিসমূহের নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন' হিসেবে "হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১" পাশ করেছে। উক্ত আইনের আলোকে ০৪ জুলাই, ২০২২ খ্রি. তারিখে "হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২" প্রণয়ন করা হয়।

৩.৮.২. বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক

উপরে বর্ণিত তিনটি সরকারি নথি পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংশ্লিষ্ট ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তার নাগরিকদের সরকারি ও বেসরকারি ভাবে হজ্জ পরিপালনের অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থাপনা রেখেছে। এ ক্ষেত্রে সবধরনের অস্পষ্টতা ও অসাধুতা রোধকল্পে আইন ও বিধি জারি করেছে। বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভের জন্য হজ্জ নীতি ২০১৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো জানা জরুরী। নিম্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২/০২/২০১৯ তারিখে জারিকৃত "জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি ১৪৪০হিজরি/ ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ"-এর কিছু ধারা উল্লেখ করা হলো :

[৩৬৭]. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর এ মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তীতে ১৪ জানুয়ারি, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। (তথ্যসূত্র : http://www.mora.gov.bd/site/page/ইতিহাস-ও-পরিচিতি)

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৪০ হিজরি/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ[৩৬৮]

প্রথম অধ্যায়

১. ভূমিকা

ক. আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পবিত্র হজপালন ইসলাম ধর্মের অবশ্য পালনীয় অন্যতম স্তম্ভ। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরব গমন করেন। পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক প্রতিবছর প্রয়োজনীয়তার নিরিখে হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তিত নিত্য নতুন নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান প্রবর্তন করায় এবং বাংলাদেশ হতে পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনের লক্ষ্যে হজ্জ ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী ও তথ্য প্রযুক্তি (IT) নির্ভর করার লক্ষ্যে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৯ হিজরি/ ২০১৮খ্রিষ্টাব্দ এর কতিপয় অনুচ্ছেদ নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো :

খ. এ নীতিমালা 'জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৪০হিজরি/ ২০১৯খ্রিষ্টাব্দ' নামে অভিহিত হবে এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২. উদ্দেশ্য

২.১. যথাসময়ে হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

২.২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজযাত্রীদের বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ রুটের বিমান ভাড়া নির্ধারণ ও হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা।

২.৩. যথাসময়ে হজের প্রাক্-নিবন্ধন, নিবন্ধনের সময় ও তারিখ নির্ধারণ এবং ঘোষণা ।

২.৪. যথাসময়ে হজের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক রাজকীয় সৌদি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.৫. হজ ও ওমরাহ সম্পাদনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় সাধন ।

২.৬. হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ।

২.৭. হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

২.৮. সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরবে যথাসময়ে বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করে ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা।

২.৯. হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনমনে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান, হজযাত্রীদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

২.১০. বাংলাদেশের ই-হজ ব্যবস্থাপনাকে রাজকীয় সৌদি সরকারের ই-হজ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সমন্বয় করে হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ এবং প্রযোজ্য সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন।

---

[৩৬৮]. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিগত ১২/০২/২০১৯ তারিখে এই নীতিমালা প্রকাশ করে। যা সর্বমোট ৭টি অধ্যায়ে রচিত এবং ২৫টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩. হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, কর্মপরিকল্পনা এবং হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা

৩.১. প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন

৩.১.১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সিস্টেমসহ অবকাঠামো বিনির্মাণ ও পরিচালনা করবে। হজে যেতে আগ্রহী বাংলাদেশের নাগরিকগণকে প্রাক্-নিবন্ধন করতে হবে। প্রাক্-নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)/অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের ব্যক্তিদের জন্য জন্মনিবন্ধন সনদ থাকতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্য জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভাণ্ডার এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে যাচাই করা হবে। প্রবাসীরা পাসপোর্টের মাধ্যমে প্রাক্-নিবন্ধন করতে পারবেন। প্রাক্-নিবন্ধনের পর চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তির এমআরপি (MRP) পাসপোর্ট থাকতে হবে। এরূপ পাসপোর্টের মেয়াদ হজের তারিখ হতে কমপক্ষে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাস থাকতে হবে। বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশি পাসপোর্ট নিয়ে হজে যেতে পারবেন না; তবে তাঁরা বাংলাদেশি এমআরপি (MRP) পাসপোর্ট সংগ্রহপূর্বক হজে যেতে পারবেন।

৩.১.২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজের প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধনের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে হজের ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) প্রকাশ করবে। একইসঙ্গে বিজ্ঞপ্তি আকারে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশসহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মাধ্যমে বহুলপ্রচারের ব্যবস্থা করবে।

৩.১.৩. সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC), ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় ও হজ্জ অফিস, ঢাকা হতে হজের প্রাক্-নিবন্ধন করতে পারবেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ হজ্জ এজেন্সির কার্যালয় হতে হজের প্রাক্-নিবন্ধন করবেন। প্রয়োজনে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান/দপ্তরকে প্রাক্-নিবন্ধন কেন্দ্র ঘোষণা করতে পারবে।

৩.১.৪. সরকার নির্ধারিত প্রাক্-নিবন্ধন ফি ও জামানত নির্ধারিত ব্যাংকে জমা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রাক্-নিবন্ধন সার্ভার থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রাক্-নিবন্ধন ক্রমিক প্রদান করা হবে।

৩.১.৫. যে সকল হজযাত্রীর বয়স ১৮ বা তদূর্ধ্ব তাদের প্রাক্-নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) বাধ্যতামূলক এবং যাঁদের বয়স ১৮ বছরের নিচে তাঁরা অভিভাবকের সঙ্গে জন্মনিবন্ধন সনদের কপিসহ অনলাইনে প্রাক্-নিবন্ধন করবেন। প্রাক্- নিবন্ধনসম্পন্নকারী ব্যাংকসমূহ প্রবাসী ও ১৮ বছরের নিম্নবয়সীদের সনদের (NID/জন্ম নিবন্ধন) তথ্য অবশ্যই প্রাক্-নিবন্ধন ভাউচারের তথ্যের সঙ্গে যাচাই করবে।

৩.১.৬. হজযাত্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে সৌদি সরকার থেকে নির্ধারিত কোটা পাওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা এবং হজযাত্রী প্রেরণের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি বৈধ হজ্জ এজেন্সির তালিকা এবং হজে গমনেচ্ছু প্রাক্-নিবন্ধিত প্রার্থীর মধ্য হতে ক্রমানুযায়ী কোটার সমসংখ্যক হজযাত্রীর তালিকা নিবন্ধনের জন্য প্রকাশ করবে। প্রকাশিত তালিকার হজযাত্রীগণকে ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত ব্যাংক এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বৈধ হজ্জ এজেন্সির মধ্য থেকে পছন্দমতো এজেন্সি ও হজ্জ প্যাকেজ নির্বাচনপূর্বক হজ্জ প্যাকেজের অবশিষ্ট টাকা মন্ত্রণালয়

কর্তৃক নির্বাচিত ব্যাংকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধনকারী এজেন্সির নির্দিষ্ট একাউন্টে প্রদান করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশনা প্রদান করবে। বেসরকারি এজেন্সি কর্তৃক ঘোষিত প্যাকেজ এবং হজযাত্রীর সঙ্গে এজেন্সির নির্ধারিত ফরমে সম্পাদিত চুক্তির অনুলিপি হজ্জ অফিস, ঢাকায় দাখিল করবে। হজ্জ এজেন্সি অবশ্যই তাদের মহিলা হজযাত্রীদের প্রাক্-নিবন্ধনের সময়েই মাহরাম সঠিকভাবে উল্লেখ করে প্রাক্-নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে।

৩.১.৭. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ক্ষেত্রে হজ্জ অফিস, ঢাকা এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সি প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তির হজ্জ প্যাকেজে ঘোষিত টাকা পরিশোধ করে হজযাত্রী হিসেবে চূড়ান্ত নিবন্ধন সম্পন্ন হলে হজ্জ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর পিলগ্রিম আইডি (PID) পাওয়া যাবে।

৩.১.৮. প্রাক্-নিবন্ধিত তালিকা থেকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত কোনো হজযাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, অবশিষ্ট কোটা পূরণের জন্য প্রাক্-নিবন্ধনের ক্রমানুযায়ী প্রয়োজনীয়সংখ্যক হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৩.১.৬ ও ৩.১.৭ উপ-অনুচ্ছেদের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করার আহ্বান জানানো হবে।

৩.১.৯. ৩.১.৬ উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রকাশিত হজযাত্রীদের তালিকার মধ্যে যাঁরা ঘোষিত সময়ে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হবেন, তাঁদের প্রাক্-নিবন্ধন পরবর্তী ১ (এক) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, অর্থাৎ পর পর২ বছর নিবন্ধনের জন্য প্রকাশিত তালিকার কোনো হজযাত্রী নিবন্ধনের সুযোগ গ্রহণ না করলে তিনি হজ্জ গমনে ইচ্ছুক নন বিবেচনায় তাঁর প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল করা হবে।

৩.১.১০. যদি কোনো হজযাত্রী হজে যেতে আগ্রহী না হন, তাহলে প্রাক্-নিবন্ধনের জামানত (নির্ধারিত সার্ভিস ফি ব্যতীত) ফেরত নিতে পারবেন, তবে এক্ষেত্রে তাদের জামানত বাবদ জমাকৃত টাকার মধ্য হতে প্রসেসিং ফি (প্যাকেজে নির্ধারিত) কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা সরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হজযাত্রীর ব্যাংক হিসাবে এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অথবা হজযাত্রীকে সরাসরি ফেরত প্রদান করা হবে।

৩.১.১১. কোনো এজেন্সিতে কোটার কম হজযাত্রী প্রাক্-নিবন্ধিত হলে বা লাইসেন্স চালাতে অপারগ হলে বা লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত হলে বা শাস্তি হিসাবে আরোপিত জরিমানা পরিশোধ না করলে বা সৌদি সরকার কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত হলে, বা হজযাত্রী কোনো কারণে লিখিত আবেদন করলে সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে ঐ এজেন্সির হজযাত্রীদের অন্য বৈধ লাইসেন্সধারী এজেন্সির বরাবরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই স্থানান্তর (Transfer) করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি স্থানান্তর না করলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকা স্থানান্তর করবেন।

৩.১.১২. সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৪ (চুয়াল্লিশ) জন হজযাত্রীর জন্য ১ (এক) জন গাইড গমণ করবেন। প্রতিবছরের জন্য গাইডদের তথ্যফর্ম পূরণ করে সরকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে গাইডদের তথ্যাবলি সরাসরি হজ্জ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) এন্ট্রি করতে হবে। হজ্জ গাইড নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হজ্জ গাইড নির্বাচন ও কর্মপরিধিসংক্রান্ত নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩.১.১৩. প্রাক্-নিবন্ধন, নিবন্ধন ও হজযাত্রীর তথ্যভান্ডার ইত্যাদি প্রয়োজনীয়সংখ্যক আইটি বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠনপূর্বক সরকার সময়ে সময়ে মনিটরিং করবে।

৩.১.১৪. বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মোনাজ্জেমদের সৌদি আরবের হজসংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সৌদি সরকারের ভিসা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করে ভিসা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হবে।

৩.১.১৫. হজ ফ্লাইট শুরু হওয়ার অন্তত ১০ দিন পূর্বে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে হজ্জ এজেন্সিজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)-এর একজন প্রতিনিধিসহ ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি সৌদি আরবস্থ মোয়াচ্ছাসা, আদিল্লা ও ওজারাতুল হজের হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য সৌদি আরব গমন করবেন।

৩.১.১৬. প্রাক্-নিবন্ধনের সময় হজে গমনেচ্ছু প্রার্থীর নিকট হতে প্রাক্-নিবন্ধনের ফি ও জামানতের অর্থ ছাড়া হজ্জ এজেন্সি অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। শুধু নিবন্ধনযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে নির্ধারিত প্যাকেজ অনুযায়ী হজযাত্রীদের নিবন্ধন করতে হবে।

৩.১.১৭. নিবন্ধিত হজযাত্রীর নামের তালিকা হতে তাঁর সম্মতি ব্যতীত কোনো হজযাত্রীকে প্রতিস্থাপন করা যাবে না। তবে মৃত্যু/গুরুতর অসুস্থতা বা লিখিত আবদনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনায় কেবল প্রাক্-নিবন্ধিত হজযাত্রীর মধ্য হতে প্রতিস্থাপন করা যাবে। তবে কোনো অবস্থাতেই একটি এজেন্সির মোট হজযাত্রীর ৫% এর অধিক হজযাত্রী প্রতিস্থাপনযোগ্য হবে না। হিজরি সনের ১০ রমজানের মধ্যে হজযাত্রী প্রতিস্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রতিস্থাপনের কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। মৃত্যু এবং গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র অথবা কাউন্সিলর, সিভিল সার্জন অথবা সরকারি হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ/মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক অথবা বেসরকারি হাসপাতাল/বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ-এর প্রধান অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক কমিটি বিবেচনায় নিতে পারবে।

৩.২. হজ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ও হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা।

১.২.১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি হিজরি সনের রবিউস সানি মাসের মধ্যে ঐ বছরের হজের ক্যালেন্ডার/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১.২.২. রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের দ্বি-পাক্ষিক হজ্জ চুক্তি সম্পাদনের পর পরই হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। হজ্জ প্যাকেজে হজের যাবতীয় নির্দেশনা এবং ব্যয়ভার যেমন : বিমান ভাড়া, সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহণ ফি, বাড়ি ভাড়া, খাওয়া খরচ, জমজমের পানি, অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ, প্রযোজ্য কর ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ ছাড়া কুরবানির বিষয়ে প্রকাশিত হজ্জ প্যাকেজে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

৩.৩. হজে গমনের যোগ্যতা

১.৩.১. বাংলাদেশি মুসলিম নাগরিক এবং ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি হজে গমনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১.৩.২. মেডিক্যাল বোর্ডের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্বাচিত/মনোনীত ব্যক্তি হজে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১.৩.৩. সৌদি সরকারের বিধি-বিধান ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের মাধ্যমে হজে গমনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১.৩.৪. কোনা মহিলা হজে গমনের ক্ষেত্রে বিধান অনুযায়ী কেবল শরিয়ত সম্মত মাহরাম-এর সঙ্গে হজে যাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১.৩.৫. বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আরোপিত বিধি-বিধানের আলোকে যারা হজে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৪. হজ সংক্রান্ত চুক্তি

১.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিব রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক হজ্জ চুক্তি সম্পাদন করবেন। এ দলে হাব-এর একজন প্রতিনিধি নিজস্ব অর্থায়নে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

১.২ হজ চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে/নির্ধারিত সময়ে সৌদি আরবে নিয়োগপ্রাপ্ত কাউন্সিলর (হজ)/বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল-প্রধান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংস্থা যেমন, হাজী পরিবহনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, মোয়াল্লেমদের সংগঠন (মোয়াচ্ছাসা ও আদিল্লা অফিস), সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়ার চুক্তিসহ বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী মক্কা অথবা মদিনায় নিয়োগপ্রাপ্ত হজ্জ অফিসার চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন। কোনা কোনা এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রী পরিবহণ করবে তা হজ্জ চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

১.৩.১. হজ প্যাকেজ বাস্তবায়নসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শর্তাদি পালনের জন্য প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সিকে হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণার পর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকার সঙ্গে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

১.৩.২. যদি একাধিক এজেন্সি সমন্বিতভাবে হজ্জ কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায় তাহলে এজেন্সিসমূহ পরিচালক হজের উপস্থিতে পরস্পর লিখিত সম্মতির ভিত্তিতে একটি লিড এজেন্সি নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে লিড ও সমন্বয়কারী এজেন্সি/এজেন্সিসমূহের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি থাকতে হবে। নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির কপি হজ্জ অফিস, ঢাকায় দাখিলপূর্বক লিড এজেন্সিকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকার সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। তবে লিড এজেন্সির সঙ্গে সমন্বয়কারী এজেন্সি তার হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ লিড এজেন্সির একাউন্টে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বা অব্যবহিত পরে অবশ্যই জমা প্রদান করে সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিবরণী (Bank Statement) পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকার নিকট জমা প্রদান করতে হবে।

১.৩.৩. একাধিক হজ্জ এজেন্সি সমন্বিতভাবে হজ্জ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে লিড এজেন্সি হজযাত্রীদের সকল দায়-দায়িত্ব বহন করবে। হজযাত্রীর নিবন্ধন থেকে শুরু করে হজযাত্রী প্রেরণ ও দেশে প্রত্যাগমন এবং সৌদি আরবে হজযাত্রীদের প্রাপ্য সেবা প্রদানের সার্বিক দায়িত্ব লিড এজেন্সিকে বহন করতে হবে।

১.৪. প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক হজযাত্রী পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করবেন। এ চুক্তির মূলকপি হজযাত্রী এবং অপর দুই কপি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সি ও হজ্জ অফিস, ঢাকা সংরক্ষণ করবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী এবং এজেন্সির মধ্যে চুক্তি

সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত ছক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অফিস, ঢাকা থেকে সরবরাহ করা হবে। এ ছাড়া ওয়েবসাইট (www.hajj.gov.bd) থেকেও সংগ্রহ করা যাবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

১.৫. হজ এজেন্সিসমূহ রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কার সহায়তায় নিজ দায়িত্বে সৌদি আরবে মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়াসংক্রান্ত সৌদি সরকারের প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান ও প্রর্থারিহজযাত্রীদের জন্য বাড়ি/হোটেল ভাড়ার নিমিত্ত বাড়ি/হোটেল মালিকদের সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি সম্পাদন করবে এবং তার অনুলিপি মক্কা বাংলাদেশ হজ্জ অফিসে দাখিলপূর্বক অন-লাইন তারিখসহ অনুমোদন প্রক্রিয়া (ফরম-৭) দ্রুত সম্পন্ন করবে।

২. হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা : বাংলাদেশ পর্ব

১.১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের করণীয়

১.১.১. জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, হজ্জ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।

১.১.২. হজ্জ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগ/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে দুটি কমিটি থাকবে। [(১) জাতীয় কমিটি এবং (২) জাতীয় হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাহী কমিটি।] এ কমিটি বছরে অন্তত দুইবার বৈঠকে মিলিত হবে।

১.১.৩. জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি এবং হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণার্পূর্বক প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার এবং ওয়েবসাইট (www.hajj.gov.bd I www.mora.gov.bd) প্রকাশ।

১.১.৪. সরকারি ও বেসরকারি হজযাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ, প্রাক্-নিবন্ধন ফি ও জামানত সংগ্রহ এবং জামানতের অর্থ প্যাকের্জরসমন্বয়ের লক্ষ্যে রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সৌদি আরবে প্রেরণ।

১.১.৫. সৌদি আরবে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি ভাড়াসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রেরণ।

১.১.৬. সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন।

১.১.৭. হজের প্রথম ফ্লাইট শুরুর অন্তত: ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে প্রয়োজনীয় ঔষধ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সামগ্রী সৌদি আরবে প্রেরণ।

১.১.৮. সকল হজযাত্রীর জন্য হজের নিয়মাবলিসংবলিত পুস্তিকা ও সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য কব্জিবেল্ট সরবরাহকরণ। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের কব্জিবেল্ট সংশ্লিষ্ট এজেন্সি সরবরাহ করবে। বাংলাদেশের পতাকা খচিত ট্রলিব্যাগ (দি: ৬৫ সে.মি. × উচ্চতা : ২৫ সে.মি. × প্রস্থ : ৪৫ সে.মি.)ও কিট ব্যাগ সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণকে স্ব স্ব দায়িত্বে ক্রয় করার জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিতকরণ।

১.১.৯. হজ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে অন্যান্য হজ্জ সামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ।

১.১.১০. হজ এজেন্সিসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয়।

১.১.১১. হজ প্রতিনিধি দল, প্রশাসনিক দল, চিকিৎসক দল, হজ্জ সহায়ক দল এবং কারিগরি দল গঠন ও যথাসময়ে সৌদি আরব প্রেরণ।

১.১.১২. তথ্য প্রযুক্ত (IT) প্রয়োগের মাধ্যমে হজযাত্রীদের সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ। আইটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় (HAAB)-সহ অন্যান্য হজ্জ সংশ্লিষ্টদের (Stakeholder) সহযোগিতা গ্রহণ।

১.১.১৩. হজ প্রশিক্ষণ গাইডলাইর্নরহজযাত্রী, গাইড, মোনাজ্জেম, হজ্জ এজেন্সি, হজ্জ প্রশাসনিক দল, হজ্জ চিকিৎসক দল, হজ্জ চিকিৎসা সহায়তাকারী দল, হজ্জ কারিগরি দল এবং সৌদি পর্বে হজকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য হজসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গাইড লাইন, প্রশিক্ষণ মডিউল এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন।

১.১.১৪. সৌদি আরবে বাংলাদেশ হজ্জ অফিসে প্রেষণে প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হজ্জ ফ্লাইট শুরুর দুই মাস পূর্বে হজ্জ অফিস, ঢাকায় প্রেষণে অনুর্ধ ৬ষ্ঠ গ্রেডের দুইজন এবং ১৩-২০তম গ্রেডের পাঁচজন কর্মচারী সাময়িকভাবে নিয়োগ/সংযুক্ত করতে হবে।

১.১.১৫. সৌদি কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত স্টিকার বাংলাদেশি হজযাত্রীর সেবায় নিয়োজিত উপযুক্ত ও অনুমোদিত ব্যক্তিকে প্রদান। স্টিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, ভিসার প্রয়োজনীয় ফর্ম ও পাসপোর্টের ফটোকপি সংরক্ষণ এবং নাম ও পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখপূর্বক সরকারি আদেশ (GO) জারি অথবা

বাংলাদেশী হজযাত্রীর সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত সরকারি কর্মচারী/এজেন্সি মালিক/মোনাজ্জেম/ অনুমোদিত ব্যক্তিদের পাসপোর্ট, জীবনবৃত্তান্ত, ভিসা ফর্ম সংগ্রহপূর্বক সরকারি আদেশ (GO) জারি এবং তাঁদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ভিসার জন্য সৌদি আরবে তথ্য প্রেরণ।

১.১.১৬. হজ বিষয়ে কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব এবং পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা।

১.১.১৭. অনলাইন প্রাক্-নিবন্ধন/নিবন্ধন পদ্ধতি সম্পর্কে হজযাত্রীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও করণীয় জানাতে নির্ধারিত সময়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও ওয়েবসাইটে প্রচার এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.১.১৮. বছরব্যাপী অনলাইন প্রাক্-নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান থাকায় বিশেষ হেল্পলাইন চালু এবং সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে হজ্জ এজেন্সির আইটি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

১.১.১৯. ভিসার জন্য পাসপোর্ট গ্রহণ, ডিও প্রদান, ভিসাসহ পাসপোর্ট বিতরণ ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ।

১.১.২০. হজ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারী এজেন্সিসমূহের Performance মূল্যায়ন করে এজেন্সিসমূহকে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। মূল্যায়নের নিয়ামক (Criteria) নির্ধারণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে Performance মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১.২. হজ অফিস, ঢাকার করণীয়

১.২.১. হজক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ্জ মৌসুমে ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ এবং ক্যাম্পে অবস্থানরত হজযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান।

১.২.২. সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে হজক্যাম্পে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও হজক্যাম্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান।

১.২.৩. সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের কব্জিবেল্ট, হজবিষয়ক নির্দেশিকা ও অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ ও বিতরণ। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের হজবিষয়ক নির্দেশিকা, চুক্তিপত্র, বিভিন্ন ফর্ম, পরিচয়পত্রসহ হজ্জ প্যাকেজে উল্লিখিত অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ ও বিতরণ।

১.২.৪. হজযাত্রীর এমআরপি (MRP) পাসপোর্ট ও ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন সনদ গ্রহণ।

১.২.৫. ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.২.৬. হজযাত্রীর স্বাস্থ্যসনদ সংগ্রহ।

১.২.৭. হজ অফিস, ঢাকা হজ্জ বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জামসহ প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। প্রয়োজনে বেসরকারি এজেন্সির নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান করবে।

১.২.৮. হজ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও হজক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান।

১.২.৯. সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য ঘোষিত প্যাকেজের্রসৌদি আরবে বাড়ি/হোটেলের আবাসন সিট বণ্টন এবং আবাসন বরাদ্দ/বন্টন ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং এস এম এস-এর মাধ্যমে প্রত্যেক হজযাত্রীকে অবহিতকরণ। পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকা হজযাত্রীর অনুকূলে বাসা বরাদ্দ তালিকা প্রতিটি হজ্জ ফ্লাইট শুরুর অন্তত। সপ্তাহ পূর্বে বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরবে প্রেরণ করবে এবং এর অনুলিপি প্রত্যেক হজ্জ গাইডকে প্রদান করবে।

১.২.১০. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ। নিবন্ধন ভাউচার, চুক্তিপত্র, নির্দেশিকা, নির্বাচিত হজযাত্রীর তালিকা ও ব্যক্তিগত তথ্য, জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি, হজ্জ প্যাকেজ, হজ্জ বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিমান সিডিউল সংগ্রহ। এ ছাড়াও হজ্জ এজেন্সির নিকট থেকে প্রাপ্ত হজবিষয়ক তথ্য ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) প্রকাশ। হজ্জ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত অনলাইনে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান।

১.২.১১. হজযাত্রীদের টিকা প্রদানসহ হজক্যাম্পে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র (Health Centre) স্থাপন। সৌদি আরবে হজযাত্রীদের করণীয় ও বর্জনীয়, বিমান ভ্রমণ সম্পর্কে আরোহনকালে হজযাত্রীদের কর্তব্য, বিমানের টার্মিনালে আগমন-বহির্গমনকালে ধৈর্য-সহিষ্ণুতাসম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য হজক্যাম্পে সিটিজেন চার্টার স্থাপন, প্রয়োজনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে হজযাত্রীদের অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১.২.১২. সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ, টিকেট সংগ্রহ ও বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্ত কাজের সমন্বয় ।

১.২.১৩. হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।

১.২.১৪. হজ অফিসে হজযাত্রীদের সেবার নিমিত্ত স্কাউটসহ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের নিয়োজিতকরণ।

১.২.১৫. হজযাত্রীদের কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, চেক-ইন, বিমানবন্দরে হজযাত্রীদের পৌঁছানো ইত্যাদি কার্যক্রম হজ্জ অফিস হতে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করা।

১.২.১৬. ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ফ্লাইটওয়ারি হজযাত্রী গমন ও প্রত্যাগমনের নিশ্চিত সংখ্যা অবহিত হয়ে উক্ত তথ্য বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা সৌদি আরবে দৈনিক ভিত্তিতে প্রেরণ।

১.২.১৭. হজ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন।

১.২.১৮. সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৪ (চুয়াল্লিশ) জন হজযাত্রীর জন্য নিয়োজিত একজন হজগাইডের ভিসা/টিকেট এবং আবাসন বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা নির্ধারণের জন্য নির্বাচিত হজগাইডের বিপরীতে হজযাত্রীর তালিকা অনুমোদন এবং স্ব স্ব দলের সঙ্গে হজগাইডের অবস্থান নিশ্চিতকরণ।

১.২.১৯. মক্কা/মদিনা থেকে নিয়োগকৃত হজকর্মীদের নাম/ঠিকানা ও দায়িত্ব বণ্টন আদেশ সংগ্রহ করে তা আইটি ফার্মের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হজগাইডদের প্রদান। হজগাইডদের দায়িত্ব বণ্টন আদেশ মক্কা/মদিনা মিশনে জানানো যাতে হজকর্মীগণের সঙ্গে গাইডদের কাজের সমন্বয় থাকে।

১.২.২০. হজ ফ্লাইট উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন এবং প্রথম ফ্লাইটের হজযাত্রীদের বিমান বন্দরে বিদায় জানানো ও সৌদি আরব থেকে ফিরতি ফ্লাইটের হজযাত্রীদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন।

১.২.২১. ফ্লাইট যাত্রার ৭২ ঘণ্টা পূর্বে সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটের হজযাত্রীদের তথ্য হজ্জ অফিস জেদ্দা এবং সৌদি ই-হজ ব্যবস্থাপনাকে অবহিতকরণ। সৌদি আরবে মৃত হজযাত্রীদের তথ্য সংরক্ষণ এবং তাদের পাসপোর্ট ও মৃত্যুসনদ প্রকৃত ওয়ারিশদের হস্তান্তর।

১.২.২২. হজ চলাকালীন সার্বক্ষণিক হেল্প ডেস্ক স্থাপন ও পরিচালনা।

২. হজ ব্যবস্থাপনা : সৌদি আরব পর্ব

২.১. বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেদ্দা এবং বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার করণীয় :

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শর অনুযায়ী সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত/জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, সৌদি আরব সম্পন্ন করবেন। কাউন্সেলর (হজ) এর দায়িত্ব নিম্নরূপ হবে :

২.১.১. জেদ্দা কিং আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এবং মদিনা প্রিন্স মোহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হজযাত্রীদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.১.২. রাজকীয় সৌদি হজ্জ ও ওমরা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং চুক্তি সম্পাদন কাজে প্রতিনিধি দলকে সহায়তা প্রদান।

২.১.৩. জেদ্দা-মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-মদিনায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের বিধি মোতাবেক প্রাপ্য সুবিধার ভিত্তিতে অবস্থান ও যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্যাকেজ মোতাবেক হজযাত্রীদের প্রাপ্য সুবিধাদির বিষয়ে তদারকি করা।

২.১.৪. হজ প্রশাসনিক দল, চিকিৎসক দল, কারিগরি বা অন্যান্য দলের প্রয়োজনীয়সংখ্যক সদস্য নির্ধারণ এবং চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী, সকল হজযাত্রীর ১% এবং বিভিন্ন টিমের সদস্যদের জন্য সৌদি আরবে বাড়ি/হোটেল ভাড়ার জন্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

২.১.৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে হজ্জ মৌসুমে মক্কা ও মদিনা হজ্জ অফিসে এবং মিনা ও আরাফাতে প্রশাসনিক তাবুতে অবস্থানকারী ও প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.১.৬. হজ চিকিৎসক ও প্রশাসনিক দলের সার্বিক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক চিকিৎসা ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।

২.১.৭. সৌদি আরবে হজযাত্রীদের চিকিৎসাসহ সার্বিক সেবা ও নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

২.১.৮. সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের নিরাপদ অবস্থান ও চলাচল এবং সকল হজযাত্রীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন তদারকিকরণ।

২.১.৯. হজ প্রতিনিধি দল ও হজ্জ প্রশাসনিক দলের প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনের নিরিখে জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বণ্টনকৃত বিভিন্ন দলের সদস্যদের দায়িত্ব পুনঃবণ্টন।

২.১.১০. হজ এজেন্সিসমূহের বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। হজ্জ এজেন্সির বাড়ি ভাড়া ছাড়পত্রের অনুমোদন হজ্জ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) প্রদান করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে সব এজেন্সি বাড়ি ভাড়ার ছাড়পত্রের আবেদন করেনি তাদের তালিকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ্জ অফিস, ঢাকাতে প্রেরণ করা।

২.১.১১. মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রী/হাজীর সকল মালামাল প্রেরণ, মৃত্যুসনদ গ্রহণ ও প্রেরণসহ আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালন।

২.১.১২. হজ শেষে সামগ্রিক হজ্জ ব্যবস্থাপনাসহ প্রশাসনিক দল ও চিকিৎসক দলের ব্যক্তির পারফরমেন্স বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন (গোপনীয়) প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

২.১.১৩. মোয়াল্লেমগণের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে হজযাত্রীদের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডেটাবেজ আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ। মোয়াচ্ছাসা হতে মিনা ও আরাফাতের ম্যাপের সফটকপি সংগ্রহ করে তা বাংলায় রূপান্তরে সহযোগিতা করা।

২.১.১৪. হজযাত্রীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.১.১৫. হজযাত্রী/হাজীদের আপৎকালীন জরুরি প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.১.১৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ্জ চিকিৎসক দলের জন্য জারিকৃত অফিস আদেশ মোতাবেক তাঁদের সৌদি আরব অবস্থানকালে কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রশাসনিক দলের দলনেতার সঙ্গে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবণ্টন ।

২.১.১৭. হজ এজেন্সি, হজযাত্রী/হাজি এবং এতৎসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.১.১৮. সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী হজযাত্রী যাতে মিনা-আরাফা মুজদালিফা-আল মাশায়ারে একটি গুচ্ছে (Cluster) অবস্থান করতে পারেন সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ। যথাসময়ে মোয়াল্লেমের একটি তালিকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ যাতে উক্ত তালিকা অনুযায়ী হজ্জ এজেন্সিসমূহ মোয়াল্লেম নির্বাচন করতে পারে। হজযাত্রী সংখ্যা অনুপাতে মোয়াল্লেমের সংখ্যা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে।

২.১.১৯. হজ ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান হিসাবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন। হজ্জ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম ও যানবাহন ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা, স্থাপনা ভাড়া ও ব্যবস্থাপনা, জনবল ব্যবস্থাপনা এবং এগুলোরে সংরক্ষক (Custodian) হিসাবে দায়িত্ব পালন।

২.১.২০. সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন। সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২.১.২১. সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জন্য মক্কা ও মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়ির Measurement Sheet ও বাড়ি ভাড়াসম্পর্কিত ই-হজের চুক্তিপত্র রমজান মাসের পূর্বে তারিখের মধ্যে পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ।

২.১.২২. সৌদি ই-হজ সিস্টেমে হজ্জ অফিস, ঢাকা বা সকল হজ্জ এজেন্সির কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করতে, সৌদি ই-হজ সিস্টেমের সঙ্গে যাবতীয় সমন্বয় সাধন এবং এ ব্যাপারে পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকা বা সকল হজ্জ এজেন্সিকে সহায়তা প্রদান।

২.১.২৩. ফিরতি হজ্জ ফ্লাইট শুরুর পূর্বে ই-হজ সিস্টেম বা সৌদি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সিস্টেমে ফ্লাইটসংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।

২.১.২৪. সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের মক্কা-মদিনা-জেদ্দা যাতায়ত (মুভমেন্ট) পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ এবং তার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.২. হজ এজেন্সির বাড়ি পরিদর্শন

২.২.১. বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে মক্কা ও মদিনায় বাংলাদেশ সরকার ও হাব কর্তৃক নির্ধারিত এলাকাসমূহে গুচ্ছ (Cluster) ভিত্তিক বাড়ি/হোটেল ভাড়া নিশ্চিতকরণে হজ্জ এজেন্সিসমূহকে সহায়তা প্রদান ।

২.২.২. হজ এজেন্সি কর্তৃক যথাসময়ে এবং যথাযথ মানসম্পন্ন বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সৌদি আরবে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, জেদ্দাস্থ কনস্যুলেট জেনারেল অফিস ও হজ্জ অফিস, জেদ্দার সমন্বয়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ভাড়াকৃত বাড়ি দৈবচয়ন (Random Sampling) এর ভিত্তিতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাড়ি পরিদর্শনে হাব প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

২.৩. হজকর্মী নিয়োগ

২.৩.১. সৌদি আরবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়সংখ্যক হজকর্মী নিয়োগ করা হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশে বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দা, মৌসুমি হজকর্মী নিয়োগ করবে। বিশেষ প্রয়োজনে উপযুক্ত সময় হজ্জ প্রস্তুতিমূলক এবং সমাপনী কাজের জন্য বাংলাদেশ কনস্যুলেট-এর সহায়তা নেবে। হজকর্মীদের মধ্যে সাধারণ হজকর্মী ছাড়াও মক্কা এবং মদিনায় বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগের জন্য আরবি ভাষায় দক্ষ প্রয়োজনীয়সংখ্যক সমন্বয়কারী, সাধারণ অনুবাদক, কম্পিউটার অপারেটর, ড্রাইভার ও ক্লিনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। হজকর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর আরবি ভাষায় দক্ষতা, চরিত্র, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং মক্কা, মিনা, আরাফা, মুজদালিফা, মদিনা ও জেদ্দার রাস্তাঘাটের সঙ্গে পরিচয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হবে। প্রতিবছর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তুতিমূলক, মৌসুমি ও সমাপনীমূলক হজকর্মীদের সংখ্যা, মেয়াদ, পারিশ্রমিক ইত্যাদি সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করবে। নিয়োজিত হজকর্মীদের স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে রাজকীয় সৌদি সরকারের নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে এবং সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২.৩.২. সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সি বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি ১০০ জন হজযাত্রী বা তার অংশবিশেষের বিপরীতে বাংলাদেশ অথবা সৌদি আরব হতে ১ জন

হজকর্মী নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করবে। হজ্জ অফিস/সৌদি আরব প্রয়োজনে এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে। হজযাত্রী সৌদি আরব গমনের পূর্বেই হজ্জ এজেন্সি নিয়োগপ্রাপ্ত হজকর্মীর পূর্ণ পরিচিতি ও ফোন নম্বরসহ যোগাযোগের ঠিকানা লিখিতভাবে ঢাকাস্থ হজ্জ অফিস ও সৌদি আরবস্থ হজ্জ অফিসগুলোকে জানাবে।

২.৩.৩. বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সমন্বয় রক্ষা করবে এবং করণীয় বিষয়ে সরাসরি যোগাযোগ করত পরামর্শ/নির্দেশনা গ্রহণ করবে।

২.৩.৪. জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে আরবি জানা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত হজকর্মী নিয়োগ করতে হবে।

২.৩.৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সৌদি আরবে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, জেদ্দাস্থ কনস্যুলেট জেনারেল অফিস ও হজ্জ অফিস, জেদ্দার সহায়তায় মিনা-আরফা-মুজদালেফায় কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিককে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে পারবে। এ ধরনের কোনো অবৈতনিক স্বেচ্ছাশ্রমে কর্মী নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তাদের জন্য শুধু আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। সৌদি আরবে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, জেদ্দাস্থ কনস্যুলেট জেনারেলের সহায়তায় হজ্জ অফিস, জেদ্দা স্বেচ্ছাশ্রমে কর্মী নিয়োগের কার্যপরিধি নির্ধারণ করবে।

৩. বেসরকারি ব্যবস্থাপনা

৩.১. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিবছর হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণার পরপরই হজ্জ এজেন্সিসমূহ পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা করবে। ঘোষিত প্যাকেজে আবশ্যিকভাবে বিভিন্ন খাতের অর্থের বিভাজন এবং হজযাত্রীদের প্রদেয় সেবার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এজেন্সি হজ্জ প্যাকেজ, হজযাত্রীর তালিকা ও তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি, হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল, সরকার ও হজ্জ এজেন্সি এবং হজ্জ এজেন্সি ও হজযাত্রীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চক্তিপত্র, মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির/আবাসনের ঠিকানা, বাংলাদেশের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নিজ নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং প্রকাশিত তথ্যের সফট্‌কপি পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করবে। হজ্জ প্যাকেজে উল্লিখিত সেবা, সেবামূল্য, সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংবলিত প্রচারপত্র/লিফলেট প্রকাশ করবে। পাশাপাশি এর একটি কপি স্বাক্ষরসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। হজ্জ এজেন্সিসমূহ সর্বোচ্চ দুটি প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে। তবে হজ্জ প্যাকেজের সর্বনিম্ন খরচ কোনো অবস্থাতেই সরকার কর্তৃক ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্যের কম হবে না। হজযাত্রী যে এজেন্সির মাধ্যমে হজে যাবেন সে এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক নিজ স্বাক্ষরে রসিদমূলে হজযাত্রীর নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করবেন অথবা প্যাকেজ অনুযায়ী প্রদেয় অর্থসংশ্লিষ্ট হজযাত্রী হজ্জ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে নিবন্ধন ভাউচারের মাধ্যমে জমা করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত হজযাত্রীর টাকা জমাদানসংক্রান্ত ব্যাংক সনদ/স্থিতির হিসাব ও হজযাত্রীদের তালিকা পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকায় জমাদান নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট এজেন্সির উপর বর্তাবে। রাজকীয় সৌদি সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সি রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিতে উল্লিখিত ও নির্ধারিতসংখ্যক হজযাত্রী সৌদি আরবে প্রেরণ করতে পারবে এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ ৩০০ জন হজযাত্রীকে হজ্জ এজেন্সি হজে পাঠাতে পারবে। তবে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ হজযাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে রাজকীয় সৌদি সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সময়ে সময়ে পরিবর্তন হতে পারে। ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার মধ্যে হজ্জ প্যাকেজে

ঘোষিত বিমান ভাড়া কেবল বিমান টিকেট ক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে। হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া, সার্ভিস চার্জ এবং ক্যাটারিং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট খাতে IBAN এ প্রেরণ করতে হবে। হজ্জ এজেন্সি টিকিট, বাড়ি ভাড়া, সার্ভিস চার্জ এবং ক্যাটারিং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বাবদ জমাকৃত অর্থ অন্য কোনো কাজে ব্যয় করতে পারবে না। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এজেন্সিসমূহকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণের পাসপোর্টসহ ভিসার আবেদন পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকায় জমা প্রদান করতে হবে।

৩.২. হজ এজেন্সি ঘোষিত হজ্জ প্যাকেজ অনুযায়ী যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা ও দায়িত্ব পালন করবে।

৩.৩. হজ এজেন্সি বেসরকারি হজযাত্রীর নিবন্ধন ভাউচার পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকায় জমা করবে। সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ভিসা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি হজযাত্রীগণের পাসপোর্টসহ ভিসার আবেদন জমা প্রদান করবে।

৩.৪. প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সি ৩.১.৪ অনুযায়ী হজযাত্রী নির্বাচনপূর্বক জামানতের টাকা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বহনকৃত খরচের (জম জম পানি, ১% হারে অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া, স্থানীয় সার্ভিস চার্জ, হজযাত্রী কল্যাণ ফান্ড, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য) সঙ্গে সমন্বয় করবে। হজযাত্রী কর্তৃক জমাকৃত অর্থ সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি/ব্যাংক গ্যারান্টি সৌদি আরবে প্রেরণের পরে কোনো অবস্থাতেই ফেরৎযোগ্য হবে না। তবে রাজকীয় সৌদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফেরত পাওয়া গেলে তা সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে ফেরত প্রদান করা হবে।

৩.৫. হজ এজেন্সিসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীর পূরণকৃত অনলাইন ফরম ও চুক্তিপত্র সংগ্রহ করবে। ব্যাংক গ্যারান্টি, আপৎকালীন ফান্ড, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদিসহ অন্যান্য ফি এর অর্থ জমাদানের রসিদ এবং হজযাত্রীর পূর্ণ নাম-ঠিকানাসংবলিত তালিকা ও সকল চুক্তিপত্রের কপি পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকায় জমা দিবে। নিবন্ধিত হজযাত্রীর তালিকার একটি কপি সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর দাখিল করবে।

৩.৬. হজ এজেন্সি সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী মোয়াল্লেমের মাধ্যমে হজযাত্রীদের মক্কা, মদিনা, মিনা ও আরাফায় আবাসন ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশ ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত হজযাত্রী/হাজীদের সঙ্গে এজেন্সির পক্ষে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। অনিবার্য কারণে কোনো হজ্জ এজেন্সির সকল হজযাত্রী সৌদি আরব ত্যাগের পূর্বে উক্ত এজেন্সির মালিক/প্রতিনিধির সৌদি আরব ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিলে সৌদি আরবস্থ হজ্জ অফিসের জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে তা করবে।

৩.৭. মক্কা ও মদিনায় নির্বিঘ্নে গমনাগমন এবং প্রদেয় অন্যান্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার স্বার্থে মোয়াচ্ছাসা এবং আদিল্লা (মক্তব বাংলাদেশ) কার্যালয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৮. হজ্জ এজেন্সিসমূহ হজযাত্রীদের হজের আহকাম-আরকান, সৌদি আইন-কানুন, ভ্রমণের নিয়ম-কানুন, নাগরিক জ্ঞান (Civic Sense), লাগেজ রুলস্ ইত্যাদি বিষয়ে নিজ নিজ উদ্যোগে বা ঢাকা হজ্জ অফিসের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৩.৯. হজ্জ মৌসুমে সৌদি আরবে হজ্জ এজেন্সির নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে যাতে সহজে চেনা যায় সে বিষয়ে হজ্জ এজেন্সিসমূহ সরকার নির্ধারিত বিশেষ ধরনের ইউনিফর্ম/পোশাক/চিহ্ন পরিধান/ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে হজযাত্রীদের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.১০. এজেন্সির বাড়ি ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ এবং তার অধীন হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউলের তারিখ পরস্পর সংগতিপূর্ণভাবে নির্ধারণের বিষয়ে হজ্জ এজেন্সিসমূহ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.১১. সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সি নির্ধারিত মোয়াল্লেমের সাথে চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.১২. প্রতি হজ্জ মৌসুমে প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সি হজ্জ প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর একটি প্রস্তুতি প্রতিবেদন এবং হজ্জ শেষে হজযাত্রী গমন ও প্রত্যাগমনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর একটি সমাপনী প্রতিবেদন ঢাকা হজ্জ অফিস ও জেদ্দা হজ্জ অফিসে দাখিল করবে।

৩.১৩. সরকারি হজযাত্রীদের ন্যায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে ঢাকাস্থ হজক্যাম্পে অবস্থান করতে পারবেন।

৩.১৪. হজ এজেন্সিসমূহ হজযাত্রী প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত ফ্লাইট সিডিউল প্রণয়ন, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালন করবে।

৩.১৫. হজ এজেন্সিসমূহ হজযাত্রীদের জেদ্দা/মদিনা বিমান বন্দর হতে গ্রহণপূর্বক মক্কা/মদিনায় হাজীদের/হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেলে পৌঁছানো নিশ্চিত করবে। হজযাত্রীদেরকে মক্কা/মদিনায় তাসনিফ/তাসরিয়াযুক্ত এক/একাধিক বাড়ি/হোটেলে রাখা যাবে। তবে বিমান বন্দর থেকে সহজে হোটেলে প্রেরণের সুবিধার্থে পাসপোর্টের পিছনে বাড়ির ঠিকানাসংবলিত স্টিকার এবং বিভিন্ন বাড়ির হজযাত্রী সহজে শনাক্ত করার জন্য লাল/সবুজ/হলুদ/নীল/গোলাপি রঙের কাগজ লাগাতে হবে।

৩.১৬. হজ এজেন্সিসমূহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ অফিস কর্তৃক নির্দেশিত/চাহিত যে-কোনো নির্দেশনা প্রতিপালন, তথ্য সরবরাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩.১৭. হজ এজেন্সিসমূহ বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ্জ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালন করবে।

৩.১৮. হজ এজেন্সি উক্ত এজেন্সির ব্যবস্থাপনায় কতজন হজযাত্রী কোনো মোয়াল্লেমের অধীনে, কোনো এয়ারলাইন্সে জেদ্দা/মদিনা গমন করবেন এবং হজ্জ শেষে জেদ্দা/মদিনা হতে প্রত্যাবর্তন করবেন তার তথ্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ্জ অফিস, ঢাকা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ণিত সময় অনুযায়ী লিখিতভাবে অবহিত করবেন। হাব বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৩.১৯. ভিসাযুক্ত পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিট ছাড়া কোনো হজযাত্রীকে হজ্জ ক্যাম্পে আনা যাবে না। এজেন্সির প্যাডে হজযাত্রীদের তালিকা, পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিটসহ এজেন্সির মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হজযাত্রীদের হজ্জ অফিসে নিয়ে আসবেন।

৩.২০. হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্স কর্তৃক হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার জন্য ফ্লাইট নম্বর, তারিখ ও সময় অনলাইনে হালনাগাদ ব্যতিরেকে হজযাত্রীদের ভিসার জন্য হজ্জ অফিস, ঢাকা হতে পাসপোর্ট সৌদি দূতাবাসে প্রেরণ করা হবে না। হজ্জ এজেন্সি হজ্জ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার হালনাগাদ তথ্য, এয়ারলাইন্স হতে প্রত্যয়নপত্র এবং হাবের প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে তা হজ্জ অফিস, ঢাকায় যাচাইয়ের জন্য জমা দিবে।

৩.২১. হজ ব্যবস্থাপনায় গ্রুপলিডার/কাফেলা স্বীকৃত নয়। অতএব কথিত গ্রুপলিডার/কাফেলা লিডারের সঙ্গে এজেন্সির কোনো প্রকার লেনদেনের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে হজ্জ এজেন্সিকে বহন করতে

হবে। হজ্জ এজেন্সি এবং কথিত গ্রুপলিডার/কাফেলা লিডারের সঙ্গে লেনদেনসংক্রান্ত কারণে কোনো হজযাত্রী প্রতারিত হলে, হজে যেতে না পারলে তার সম্পূর্ণ দায় সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সির উপর বর্তাবে এবং এ জন্য হজ্জ এজেন্সিকে জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতিতে উল্লিখিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হবে।

৩.২২. মৃত্যু ও গুরুতর অসুস্থতা/দুর্ঘটনার কারণে সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহণ ফি জমাদানকারী হজযাত্রী পবিত্র হজব্রত পালনের লক্ষ্যে সৌদি আরব গমনে ব্যর্থ হলে কেবল অব্যয়িত অর্থ (বিমান ভাড়া এবং খাওয়া খরচ) ফেরত পাবেন।

৩.২৩. সরকার প্রত্যেক হজযাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রশিক্ষণের নির্ধারিত স্থানে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি তার হজযাত্রীগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

৩.২৪. প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সিকে সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজের ন্যায় খাতভিত্তিক হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ এজেন্সির নিজস্ব প্যাডে অগ্রায়ণ পত্রের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, হজ্জ অফিস ঢাকাতে প্রেরণ এবং নিবন্ধন সিস্টেমে প্রদান করতে হবে। প্যাকেজে ঘোষিত বিষয়াদি অর্থাৎ হজযাত্রীকে প্রদেয় সার্ভিসসমূহ চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ ও চুক্তিপত্রের মধ্যে গড়মিল পরিলক্ষিত হলে এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে। নিবন্ধন ভাউচারে হজ্জ প্যাকেজের সুবিধাদি প্রিন্ট করা হবে।

৩.২৫. প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সিকে সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজের ন্যায় খাতভিত্তিক হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ এজেন্সির নিজস্ব প্যাডে অগ্রয়াণ পত্রের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, হজ্জ অফিস ঢাকাতে প্রেরণ এবং নিবন্ধন সিস্টেমে প্রদান করতে হবে। প্যাকেজে ঘোষিত বিষয়াদি অর্থাৎ হজযাত্রীকে প্রদেয় সার্ভিসসমূহ চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ঘোষিত প্যাকেজ ও চুক্তিপত্রের মধ্যে গড়মিল পরিলক্ষিত হলে এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে। নিবন্ধন ভাউচারে হজ্জ প্যাকেজের সুবিধাদি প্রিন্ট করা হবে।

৩.২৬. প্রত্যেক হজযাত্রীর পাসপোর্টের পিছনে বাড়ির ঠিকানাসংবলিত স্টিকার সংযোজনের নিমিত্ত রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সকল এজেন্সি সৌদি আরবস্থ ভাড়াকৃত বাড়ির তথ্য, ফ্লাইটের তথ্য এবং মোয়াল্লেমের নাম ও ঠিকানা Online-এ Submit করবে এবং এতৎসংক্রান্ত সৌদি সরকার প্রদত্ত স্টিকারসংশ্লিষ্ট হজযাত্রীর পাসপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ্জ অফিস, ঢাকা, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দা কর্তৃক সময়ে সময়ে এজেন্সির নিকট চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। হাব এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৩.২৭. মন্ত্রণালয় ও হজ্জ অফিসের MIS Report নেওয়ার স্বার্থে হজ্জ এজেন্সি আইটি কর্তৃক সরবরাহকৃত চধংংড়িৎফ-এর মাধ্যমে চাহিত হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েবসাইটে (www.haj.gov.bd) সরবরাহ করবে এবং তাদের তথ্য Online-এ সরাসরি Update করার জন্য আইটি ফার্মকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। প্রাক্-নিবন্ধন, নিবন্ধন ও HMIS সিস্টেমে প্রদানকৃত তথ্যাদির সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সির বিধায় হজ্জ এজেন্সির মালিক/অংশীদার বা প্রতিনিধি অবশ্যই এ সিস্টেমসমূহের ইউজার ও পাসওয়ার্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং পরিচালনা করবে। User ID I Passward গোপনীয় তথ্য। এটি কোনো অবস্থাতেই অন্য কাউকে জানানো/হস্তান্তর করা যাবে না অন্যথায় সংশ্লিষ্ট এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.২৮. প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সির নিয়োগকৃত হজকর্মী/প্রতিনিধি তাঁদের জন্য মক্কা/মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়িতে অবস্থান করবেন।

৪. বাড়ি ভাড়া

হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বাড়ি বলতে সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত (তাসনিফ/তাসরিয়া প্রদত্ত) আবাসিক বাড়ি/হোটেল/বোর্ডিং/মুসাফিরখানা ইত্যাদি বুঝাবে।

৪.১. সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত নিম্নবর্ণিত বাড়ি ভাড়া কমিটি হজযাত্রীদের আবাসনসংক্রান্ত সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, প্রথা, আইন-কানুন অনুসরণ করে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য বাড়ি ভাড়া করবে :

ক। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ২ জন;
খ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি ১ জন;
গ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি ১ জন;
ঘ। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি ১ জন;
ঙ। রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধি ১ জন;
চ। কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দার প্রতিনিধি ২ জন;
ছ। কাউন্সেলর (হজ), হজ্জ অফিস, জেদ্দা;
জ। পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকা এবং
ঝ। কনসাল (হজ), হজ্জ অফিস, জেদ্দা।

১. বাড়ি ভাড়া কমিটিতে মন্ত্রণালয়, দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ন্যূনতম উপসচিব পদমর্যাদার হতে হবে;
২. কমিটি সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবছর বাড়ি ভাড়ার কার্যক্রম সম্পন্ন করবে;
৩. সরকারি ব্যবস্থাপনায় ঘোষিত এক বা একাধিক হজ্জ প্যাকেজের জন্য সাধারণভাবে প্রত্যেক বাড়িতে ৪-৬ জনের জন্য একটি টয়লেট, গোসল ও ওজুর জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা, কক্ষসমূহে এসি, সার্বক্ষণিক টেলিফোন, ফ্রিজ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে;
৪. বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে তাসরিয়াযুক্ত যথাসম্ভব বৃহৎ আকারের বাড়ি এবং মদিনায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বৃহৎ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; এবং
৫. পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য সরকারি ব্যবস্থাপনার ৫০% হজযাত্রীর জন্য হজ্জ প্রশাসনিক দলের সুপারিশের ভিত্তিতে কাউন্সেলর (হজ), হজ্জ শেষ হওয়ার পর পর সে বছর ভাড়াকৃত কোনো বাড়ির সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনসাপেক্ষে পরবর্তী বছরের হজের জন্য চুক্তি করতে পারবেন।

৮.১.২. সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জন্য ভাড়াকৃত সকল বাড়ির Measurement Sheet রমজান মাসের পূর্বে কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা, সৌদি আরব, পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করবে।

৮.২. বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া

৮.২.১. রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য হজ্জ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত প্রতিনিধি সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, প্রথা, আইন-কানুন অনুসরণপূর্বক সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহণ ফি জমাদানকারী হজযাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ও হাব কর্তৃক মক্কা ও মদিনায় নির্ধারিত এলাকাসমূহে গুচ্ছভিত্তিক বাড়ি ভাড়া কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। ভাড়াকৃত বাড়ির প্রদেয় সুবিধা ও মান সরকারি ব্যবস্থাপনায় ভাড়াকৃত বাড়ির মান ও প্রদেয় সুবিধার চেয়ে নিম্নতর হবে না। মক্কা ও মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়ির

Measurement Sheet ও বাড়ি ভাড়াসম্পর্কিত ই-হজের চুক্তিপত্র রমজান মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করবে।

৮.২.২. সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতবেক হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী ১ অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়ার অর্থ সরকার নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা নিশ্চিত করতে হবে। জমাকৃত উক্ত অর্থ দ্বারা হাব এর পরামর্শক্রমে সরকার সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করবে।

৮.২.৩. হজ অফিস, ঢাকা সংশ্লিষ্ট এজেন্সি কর্তৃক সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহণ ফিসহ অন্যান্য ফি জমাদানের প্রমাণপত্র এবং উক্ত এজেন্সির মাধ্যমে গমনেচ্ছু হজযাত্রীদের আবেদনপত্র যাচাই করে প্রতিটি এজেন্সির হজযাত্রীর সংখ্যা প্রত্যয়ন করবে। এই প্রত্যয়ন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির উপর ভিত্তি করে মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ্জ অফিস এজেন্সির অনুকূলে বাড়ি ভাড়ার অনাপত্তিপত্র প্রদান করবে।

৮.২.৪. হজ এজেন্সি কর্তৃক ভাড়াকৃত বাড়ির তাসরিয়া, ত্রিপক্ষীয় (সৌদি কর্তৃপক্ষ, বাড়ির মালিক/কোম্পানি ও হজ্জ এজেন্সি) ভাড়াচুক্তির অনুমোদিত মূল কপি/অনূদিত কপি এবং উক্ত চুক্তি ওয়েবসাইটে আপলোড করার পর প্রাপ্ত প্রিন্ট-কপির অনুলিপিসহ বাড়ির ঠিকানা বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, সৌদি আরবে দাখিল করবে। এসব তথ্য পরীক্ষাসহ ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শন/নিশ্চিত হয়ে বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, সৌদি আরব ছাড়পত্র প্রদান করবে।

৮.২.৫. বাড়ি ভাড়ার তথ্যসহ বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, সৌদি আরবের ছাড়পত্র ঢাকা হজ্জ অফিসে জমা প্রদানের পর পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকা সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সির হজযাত্রীদের জন্য ভিসার ব্যবস্থা করবেন।

৮.২.৬. এজেন্সি কর্তৃক প্রতিটি বাড়িতে এবং মিনার তাঁবুতে বাংলাদেশের পতাকার পাশাপাশি সহজে সনাক্তযোগ্য উপকরণ যথা: প্লাকার্ড/ স্টিকার/ব্যানার ইত্যাদি লাগাতে হবে। বাংলাদেশি হজযাত্রী চলাচলের প্রতিটি বাসে বাংলাদেশি পতাকার চিহ্নসংবলিত স্টিকার লাগাতে হবে। এ ছাড়া প্রতিবাড়ির ভিতরে সহজে দৃশ্যমান জায়গায় বাংলাদেশ হজ্জ অফিসের ঠিকানা ও অবস্থান, চিকিৎসক দলের অবস্থান, লাগেজ রুলস্ ও অন্যান্য জরুরি তথ্যাবলিসংবলিত লিফলেট/স্টিকার লাগাতে হবে।

৮.২.৭. ভাড়াকৃত বাড়িসমূহের হারেস বা কেয়ারটেকার যথাসম্ভব বাংলাদেশি হতে হবে।

৮.২.৮. প্রতিটি বাড়িতে সুপেয় এবং নিরাপদ পানির ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২.৯. হজযাত্রীদের তাসরিয়াযুক্ত ভাড়াকৃত বাড়ি ছাড়া অন্য কোনো বাড়িতে রাখা যাবে না।

৮.২.১০. ভাড়াকৃত বাড়ির ঠিকানা, মোট কক্ষ, মোট ভাড়াকৃত স্পেস, প্রতিকক্ষে কতজন হজযাত্রী থাকবেন এবং প্রতিকক্ষে সিট বিন্যাস করে হজযাত্রীর নামসংবলিত কক্ষ বরাদ্দের তালিকা ঢাকাস্থ হজ্জ অফিসে এবং মক্কা/মদিনা অফিসে জমা দিতে হবে, যাতে এসব তথ্য নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়।

৮.২.১১. মক্কা ও মদিনায় হজ্জ এজেন্সি কর্তৃক হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির তাসরিয়া ও ক্রুকির (সিটপ্ল্যান) বাংলায় অনূদিত কপি ভিসার জন্য ডিও এর আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং মক্কা/মদিনার বাড়ির প্রবেশ পথে টানিয়ে রাখতে হবে।

৮.২.১২. মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত আবাসনের তথ্য হজযাত্রীরা মক্কা ও মদিনায় যাওয়ার পূর্বেই ওয়েবসাইটে আপডেট করবে।

৮.২.১৩. রমজানের পূর্বে বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন করে ফর্ম-৯ পূরণ করে অনুমোদনের জন্য কাউন্সেলর হজ্জ বরাবর তালিকা দাখিল করতে হবে এবং উভয় রুটের প্রতিটি হজ্জ ফ্লাইটের কমপক্ষে ৭২ ঘণ্টা পূর্বে হজযাত্রীদের বাড়িভিত্তিক তালিকা আবশ্যিকভাবে ই-হজ সিস্টেম আপলোড করতে হবে।

৯. সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল প্রেরণ

বাংলাদেশের হজযাত্রীর সৌদি আরবে সেবাদানের নিমিত্ত এবং সৌদি আরব পর্বের হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করত সরকার নিম্নরূপ বিভিন্ন দল প্রেরণ করবে।

৯.১. হজ প্রতিনিধি দল :

সৌদি আরবে সামগ্রিক হজ্জ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান ও রাজকীয় সৌদি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় করার উদ্দেশ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের প্রখ্যাত আলেমসহ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কমপক্ষে ৩ (তিন) ও সর্বোচ্চ ১০ (দশ) সদস্যের একটি হজ্জ প্রতিনিধি দল সৌদি আরব প্রেরণ করা হবে।

৯.২. হজ প্রশাসনিক দল :

৯.২.১. সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম দেখাশুনা, অভিযোগ তদন্ত, সমন্বয় এবং হজযাত্রীর সেবা নিশ্চিত করার জন্য সৌদি আরবে দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণকে সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং হজ্জ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে প্রতি ২৫০০-৩০০০ হজযাত্রীর জন্য একজন অনুপাতে প্রশাসনিক দল প্রেরণ করা হবে।

৯.২.২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্য কোনো মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপসচিবের উর্ধ্বে হবে না। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করবে। প্রশাসনিক দলে অর্ন্তভুক্তির জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ ব্যতীত কোনো মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত সরাসরি আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। হজ্জ প্রশাসনিক দলের সদস্যদের দায়িত্ব এবং কর্মকাল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরূপণ করবে। তাঁরা জেদ্দা, মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত প্রশাসনিক দলের বহিঃসদস্যদের চাকরি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে। তাঁরা সৌদি আরবে গমনপূর্বক কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, সৌদি আরবের নিকট যোগদানপত্র জমা দিবেন এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনকালে ছাড়পত্র সংগ্রহ করত বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্ব-স্ব কর্মস্থলে যোগদান করবেন। হজ্জ প্রশাসনিক দলের দল নেতা এবং কাউন্সেলর (হজ) প্রশাসনিক দলের সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান করবেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত কোনো বিরুপ মন্তব্যের ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুপারিশ করবে।

৯.২.৩. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক দলের সদস্যদের বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বেই তাঁদের দায়িত্বস্থল উল্লেখ করে দায়িত্ব বণ্টনের অফিস আদেশ জারি করবে। তাঁদের সৌদি আরব অবস্থানকালে কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রশাসনিক দলের দলনেতার সঙ্গে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবণ্টন করতে পারবেন। হজ্জ প্রশাসনিক দলের কোনো সদস্য তাঁর দায়িত্ব পালনকালে কোনোভাবেই স্বামী/স্ত্রী/সন্তান/আত্মীয়কে সঙ্গে নিতে ও রাখতে পারবেন না। হজ্জ প্রশাসনিক দলের কাজ সম্পাদনে হাব প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে।

৯.২.৪. হজ প্রশাসনিক দলের সদস্যদের দায়িত্ব পালন এবং তাদের প্রাপ্য সুবিধার বিষয় উল্লেখ করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পৃথক গাইড লাইন জারি করবে।

৯.৩. সমন্বিত হজ্জ চিকিৎসক দল

৯.৩.১. হজের সময় সৌদি আরবে

বাংলাদেশী হজযাত্রী/হাজীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রতি ১ (এক) হাজার হজ্জ পালনকারীর জন্য ১ (এক) জন চিকিৎসক অনুপাতের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত চিকিৎসক দল প্রেরণ করা হবে। হজ্জ চিকিৎসক দলের গঠন (Composition) ও সদস্যদের নির্বাচন চূড়ান্তকরণের এখতিয়ার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের থাকবে।

৯.৩.২. চিকিৎসক, সেবিকা, ফার্মাসিস্ট ও নার্স এবং প্যারামেডিকস্ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ০৪ (চার) জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কমিটির সভাপতি হবেন। চিকিৎসক দলের সদস্যদের Job Description এবং বাংলাদেশী হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে মর্মেও মুচলেকা নিতে হবে।

৯.৩.৩. হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.৩.৪. সমন্বিত হজ্জ সহায়ক দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কমিটির সভাপতি হবেন।

৯.৩.৫. হজ চিকিৎসক দল ও হজ্জ সহায়ক দলের গঠন ও কর্মপরিধি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে। দলের তালিকা এবং হজ্জ ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্য ফর্ম ও পাসপোর্ট, ফ্লাইট শুরুর অন্তত ১ (এক) মাস পূর্বে পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকায় জমা করতে হবে।

৯.৩.৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ চিকিৎসক দলের সদস্যদের বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বেই তাঁদের দায়িত্ব বন্টনের অফিস আদেশ জারি করবে। তাঁদের সৌদি আরব অবস্থানকালে কাউন্সেলর (হজ) প্রয়োজনের নিরিখে প্রশাসনিক দলের দলনেতার সঙ্গে পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পুনঃবন্টন করবেন। হজ্জ চিকিৎসক দল ও হজ্জ সহায়ক দলের কোনো সদস্য তাঁর দায়িত্ব পালনকালে কোনোভাবেই স্বামী/স্ত্রী/ সন্তান/আত্মীয়কে সঙ্গে নিতে ও রাখতে পারবেন না।

৯.৩.৭. সমন্বিত হজ্জ চিকিৎসক দল ও সমন্বিত হজ্জ সহায়ক দলের সদস্যদের চাকরি সৌদি আরব অবস্থানকালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে। তাঁরা সৌদি আরবে কাউন্সেলর (হজ) ও মৌসুমি হজ্জ অফিসার মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা সৌদি আরবে গমনপূর্বক কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, সৌদি আরবের নিকট যোগদানপত্র দাখিল করবেন এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনকালে কাউন্সেলর (হজ)-এর নিকট হতে ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করবেন। হজ্জ চিকিৎসক দলের দল নেতা এবং কাউন্সেলর (হজ) চিকিৎসক দলের সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান করবেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত কোনো বিরূপ মন্তব্যের ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুপারিশ করবে

৯.৩.৮. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত কোনো চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট এবং কর্মচারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া সমন্বিত হজ্জ চিকিৎসক দল ও সমন্বিত হজ্জ সহায়ক দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

৯.৪. হজ গাইড নির্বাচন :

সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৪ জন (আনুমানিক) হজযাত্রীর জন্য একজন দক্ষ হজ্জ গাইড (যিনি কোনোক্রমেই হজ্জ এজেন্সির স্বত্ত্বাধিকারী/অংশীদার/এজেন্ট/মোনাজ্জেম হতে পারবেন না) থাকবে। ইতোপূর্বে হজ্জ করেননি এবং শরিয়াহ মোতাবেক জীবন যাপন করেন না এ ধরনের কোনো ব্যক্তিকে কোনো অবস্থাতেই হজ্জ গাইড নিয়োগ করা যাবে না। হজ্জ গাইডের ৫০% সৌদি আরব থেকে নিয়োগ করা যাবে। হজ্জ গাইড নিয়োগের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৌদি আরবের জন্য একটি এবং বাংলাদেশের জন্য একটি 'হজ গাইড নিয়োগ কমিটি' গঠন করবে। বাংলাদেশের জন্য গঠিত কমিটি জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই করে হজ্জ গাইড নিয়োগ করবে এবং সৌদি আরবের জন্য গঠিত কমিটি পূর্বে হজ্জ করেছেন ও আরবি ভাষায় দক্ষ এ ধরনের ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক হজগাইড নিয়োগ করবে। নিয়োগকৃত গাইডগণ কাউন্সেলর (হজ) এর তত্ত্বাবধানে সৌদি আরবে দায়িত্ব পালন করবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজগাইড নিয়োগসংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করবে। হজগাইড নির্বাচন হজ্জ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে সম্পন্ন করে তাদের জন্য দুই দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.৫. রাষ্ট্রীয় খরচে হজ্জ পালন

৯.৫.১. জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতিতে যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি নির্দিষ্টসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে সরকার ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজমূল্যে সরকারি অর্থে পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব প্রেরণ করা যাবে। এ দলের সদস্যগণ সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী হিসাবে সরকারের সর্বনিম্ন প্যাকেজমূল্যে উল্লিখিত সেবাসমূহ প্রাপ্য হবেন। তারা দৈনিক ভাতা বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না। সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে এ দলের সদস্যদের সরকারি হজযাত্রী কোটায় তথ্যফর্ম পূরণ করে হজ্জ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) সরাসরি এন্ট্রি করা হবে। এ দলের তালিকা এবং হজ্জ ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্যফর্ম ও পাসপোর্ট হজ্জ ফ্লাইট শুরুর অন্তত ২ (দুই) মাস পূর্বে পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করতে হবে।

৯.৫.২. অনূর্ধ্ব ২০ বছর বয়সের স্কাউট ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হতে যারা হজযাত্রীর সেবা প্রদানের উদ্দেশে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁদের প্রদত্ত সেবাসমূহের বিবরণ বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, জেদ্দায় জমা দিবে। আরবি ভাষায় পারদর্শীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং নির্বাচিতরা মিনার ম্যাপসহ সৌদি আরবের কাজ সম্পর্কে হজ্জ অফিস, ঢাকা হতে ধারণা গ্রহণ করবে।

৯.৬. মৌসুমি হজ্জ অফিসার নিয়োগ

শুধু হজ্জ মৌসুমের জন্য সরকার কর্তৃক সৃষ্ট পদে বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় ৩ (তিন) মাসের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অথবা ইতোপূর্বে হজ্জ পালন করেছেন এ ধরনের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে প্রেষণে মৌসুমি হজ্জ অফিসার নিয়োগ করা হবে। তাঁরা কাউন্সেলর (হজ) সৌদি আরবের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় মৌসুমি হজ্জ অফিসারদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব উল্লেখ করে পরিপত্র জারি করবে।

৯.৭. কারিগরি দল

বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় হজ্জ মৌসুমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজে সহায়তা করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তরে কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক সমন্বয়ে সর্বোচ্চ ১২ (বার) সদস্যের একটি কারিগরি দল প্রেরণ করা হবে। হজ্জ কারিগরি দলের কোনো সদস্য তাঁর দায়িত্ব পালনকালে কোনোভাবেই স্বামী/স্ত্রী/সন্তান/আত্মীয়কে সঙ্গে নিতে ও রাখতে পারবেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

১০. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

১০.১. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হজযাত্রী এবং হজযাত্রীদের সেবায় নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের পরিবহণ এবং এতৎসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে।

১০.১.১. হজযাত্রী পরিবহণের প্রয়োজনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স ছাড়াও ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট-জেদ্দা/মদিনা পথে সরাসরি হজযাত্রী পরিবহণে ইচ্ছুক মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সুনামের অধিকারী প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য এয়ারলাইন্সযোগে হজযাত্রী পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। হজযাত্রী পরিবহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সসমূহকে তাদের করণীয় সম্পর্কে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি Terms of Reference প্রস্তুত করবে। এয়ারলাইন্সসমূহ উক্ত Terms of Reference মেনে হজযাত্রী পরিবহণ করবে।

১০.১.২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হিজরি সনের সফর মাসের ৩০ (ত্রিশ) তারিখের মধ্যে হজযাত্রীর ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট-জেদ্দা/মদিনা পথের সরাসরি বিমান ভাড়া নির্ধারণ করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর বিমান ভাড়া একই হবে। প্রস্তাবিত ভাড়া সংশিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত করা হবে।

১০.১.৩. হজযাত্রী পরিবহণসংক্রান্ত বিষয়াদি সমন্বয়ের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড মক্কা ও মদিনায় অফিস স্থাপন করবে।

১০.১.৪. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড হজ্জ মৌসুমে হজযাত্রীর ফ্লাইট সিডিউলসহ এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় সমন্বয়মূলক দায়িত্ব পালন করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বেসরকারি হজযাত্রীর অগ্রিম বিমান ভাড়া গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হজযাত্রী পরিবহণসংক্রান্ত একটি গাইডলাইন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

১০.১.৫. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং General Authority of Civil Aviation (GACA), সৌদি আরবের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সমঝোতার ভিত্তিতে Flight Schedule নির্ধারণ করতে হবে। এ ব্যাপারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বাংলাদেশ বিমান ও সৌদিয়া এয়ারলাইন্স অবশ্যই অনুসরণ করবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, হজ্জ অফিস, ঢাকা ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের প্রতিনিধি ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার

হজযাত্রীর ফ্লাইট বরাদ্দ করবে। হজ্জ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দল ব্যতীত হজযাত্রীর সৌদি আরব অবস্থানকাল অবশ্যই সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

১০.১.৬. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জেদ্দা, মক্কা-আল-মোকাররমা ও মদিনা-আল-মুনাওয়ারাস্থ অফিস যথাসময়ে হজযাত্রীদের ফ্লাইটসংক্রান্ত তথ্যাদি বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দাকে অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সৌদি আরবের কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্যসমূহ হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.১.৭. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও বাংলাদেশ হজ্জ অফিসের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ্জ মৌসুমে সৌদি আরব পর্বে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের হজযাত্রী পরিবহণসংক্রান্ত কার্যক্রম কনসাল জেনারেল, জেদ্দার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১০.১.৮. যে সকল এয়ারলাইন্স হজযাত্রী পরিবহণ করবে তারা তাদের ফ্লাইট সিডিউল হজ্জ ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) সরাসরি প্রকাশ করবে। এজন্য মন্ত্রণালয়ের আইটি ফার্মের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করবে। এয়ারলাইন্সসমূহ তাদের ফ্লাইটে হজযাত্রীর বুকিং এর Electronic Data (PNL-Passenger Name List) (Pre & Post Hajj) মন্ত্রণালয়ের আইটি ফার্মকে প্রদান করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এ মর্মে সকল এয়ারলাইন্সকে নির্দেশনা প্রদান করবে এবং এয়ারলাইন্সসমূহ প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করলো কি না তা নিয়মিতভাবে তদারকি করবে।

১০.১.৯. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সৌদি আরবে জেদ্দা ও মদিনায় বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ ও GACA-এর সঙ্গে আলোচনাক্রমে হজ্জ পূর্ব ও হজ্জ উত্তর ফ্লাইট সিডিউলসংক্রান্ত যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনা এয়ারলাইন্সগুলো বাস্তবায়ন করবে।

১০.২. হজ ফ্লাইটের যাত্রীদের ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, চেক-ইন ইত্যাদি কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে হজ্জ মৌসুমে হজ্জ ফ্লাইটে সৌদি আরব গমনের নিমিত্ত সকল হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, চেক-ইন ইত্যাদি বিমানে আরোহণ-পূর্ব যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সঙ্গে বিষয়টি সমন্বয় করে হজক্যাম্প হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত হজযাত্রী পৌঁছানোর বিষয়ে হজ্জ অফিস, ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১০.৩. হজ শেষে হাজীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় জেদ্দা/মদিনা হজ্জ টার্মিনালে এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। জেদ্দা/মদিনা হজ্জ টার্মিনালে ৬ ঘণ্টার বেশি Detained /যাত্রা বিলম্ব হলে সম্মানিত হাজীদের হোটেলে আনা- নেওয়া ও খাবার পরিবেশনের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষকে হজসংক্রান্ত বিষয়ের উপরে In flight video তৈরি ও তা flight চলাকালে প্রদর্শন করতে হবে। হজযাত্রীর সুবিধার্থে এয়ারলাইন্সসমূহ যাবতীয় নির্দেশিকা বাংলায় প্রকাশ করবে।

১০.৪. হজক্যাম্প, আশকোনা হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স সম্মানিত হজযাত্রীদের জন্য উন্নতমানের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাস সার্ভিস প্রদান করবে এবং হজযাত্রী পরিবহণে সম্মানিত হজযাত্রীদের আরও উন্নততর সেবা প্রদান করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হজ্জ শেষে এয়ারলাইন্সসমূহ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিকট

প্রতিবছর হজ্জ সেবা কার্যক্রমের উন্নয়নে যে সকল নতুন সেবা প্রচলন বা পরিবর্তন করেছে তার প্রতিবেদন দাখিল করবে।

১০.৫. সম্মানিত হজযাত্রীর ব্যাগ/মালামাল যাতে না হারায় এবং Mishandle হলে দ্রুত খুঁজে বের করার জন্য এয়ারলাইন্সসমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া Luggage Tracking System (LTS) চালু করতে হবে যাতে দ্রুততার সঙ্গে যে-কোনো সময়ে Luggage সংক্রান্ত তথ্য হজযাত্রীকে প্রদান করা যায়। লাগেজের বিষয়ে সকল হজযাত্রীকে অবশ্যই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সসহ বাংলাদেশ ও সৌদি কর্তৃপক্ষের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।

১০.৬. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ঢাকা হতে মদিনায় সরাসরি হজযাত্রী পরিবহণের জন্য হজ্জ ফ্লাইট পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে নির্ধারিতসংখ্যক ফ্লাইট মদিনা হতে অপারেট করবে।

১০.৭. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড হজ্জ ব্যবস্থাপনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দল ব্যতীত হজযাত্রীর ফিরতি ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস বাংলাদেশেই প্রদান করবে এবং সম্মানিত হজযাত্রী বোর্ডিং পাস হারিয়ে ফেললে বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা/মদিনা/জেদ্দার প্রত্যয়নসাপেক্ষে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ফিরতি ফ্লাইটের ডুপ্লিকেট বোর্ডিং পাস ইস্যু করবে।

১০.৮. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক প্রণীত হজ্জ সিডিউল অনুমোদনের জন্য যথাসময়ে সৌদি GACA বরাবর দাখিল করা এবং বিমানের ফ্লাইট সিডিউল অনুমোদনের জন্য GACA-এর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সৌদি GACA-এর এক্তিয়ারাধীন বিধায় বিমানের পক্ষে অনুমোদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সময়মত GACA কর্তৃক ৩০-৩৫ দিনে ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণের বিষয়টি অনুমোদনের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে।

১০.৯. বিমান ভাড়া নির্ধারণ ও টিকিট বিক্রয়ের বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। প্রতি হজযাত্রীর জন্য নিবন্ধনের সময় আদায়কৃত বিমান ভাড়া ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষকে প্রদানের ভিত্তিতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির শর্ত মোতাবেক হজ্জ এজেন্সিভিত্তিক ফ্লাইট নির্ধারণপূর্বক টিকিট বরাদ্দ করবে। সুষ্ঠু হজ্জ ফ্লাইট পরিচালনার লক্ষ্যে এয়ারলাইন্সসমূহ সকল টিকিট বিক্রি/বুকিং সরাসরি সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সির সমসংখ্যক হজযাত্রীর নামের অনুকূলে বরাদ্দ ও ইস্যু করবে এবং দৈনিক ভিত্তিতে অনলাইনে প্রদর্শন করবে।

১০.১০. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এজেন্সি/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরোক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা :

হজ কার্যক্রম বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক বিষয়। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দূতাবাস/কনস্যুলেটের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীয় দায়িত্ব পালন করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চুক্তি সম্পাদন ও হজসংক্রান্ত ভিসা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও সৌদি আরবে কূটনৈতিক যোগাযোগ, প্রটোকল, ঊর্ধ্বতন সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বাড়ি ভাড়া, এয়ারলাইন্সসমূহের চেক-ইন, মিনার তাঁবুতে মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন, জেদ্দা ও মদিনায় হজযাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে স্লট প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সৌদি আরবে কর্মরত হজ্জ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সহযোগিতা প্রদান করবে। তা ছাড়াও হজ্জ ও ওমরাহসংক্রান্ত বিষয়ে

বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্বি-পাক্ষিক বিষয়সমূহে সার্বিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে।

১২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

১২.১. রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক হজযাত্রীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত মেডিক্যাল প্রোফাইল ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মেডিক্যাল প্রোফাইল তৈরির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২.২. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নির্ধারিত ফর্মে স্বাস্থ্য সনদ প্রদানকালে হজযাত্রীর স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক যোগ্যতার বিষয়টি হজযাত্রার পূর্বেই নিশ্চিত করবে এবং তা অনলাইনে হালনাগাদ করবে।

১২.৩. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেনিনজাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি প্রতিষেধক সংগ্রহ ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২.৪. সৌদি আরবে হজযাত্রীর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে চিকিৎসক দলের সদস্য তথা চিকিৎসক, নার্স, ও ফার্মাসিস্ট মনোনয়ন প্রদান করবে। চিকিৎসক দলের সদস্য হিসাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন উভয় বিভাগের চিকিৎসক অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

১২.৫. সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অতিশয় বৃদ্ধ, ঝুঁকিপূর্ণ রোগে আক্রান্ত, ক্ষীণ দৃষ্টি, সংক্রামক চর্মরোগসহ শারিরীকভাবে অযোগ্যতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের যাতে হজে গমনের স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততার সার্টিফিকেট দেওয়া না হয় তার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করবে।

১২.৬. হজ চিকিৎসক দল এবং চিকিৎসা সহায়ক দলে অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের বয়স ৩৫-৫৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তাঁদের সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।

১২.৭. হজ চিকিৎসক দল এবং চিকিৎসা সহায়ক দলে একবার যারা মনোনয়ন পেয়েছেন, অনিবার্য না হলে ২য় বারের জন্য তারা আবেদন করতে পারবেন না। সরকার প্রয়োজনে পূর্বে হজ্জ করেছেন এ ধরনের অনুন্য পাচঁজন চিকিৎসককে পুনরায় হজ্জ করবেন না এ শর্তে দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। যে-কোনো ধরনের জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং জরুরি অবস্থায় প্রয়োজনে হজ্জ চিকিৎসক দলনেতা কর্তৃক নির্দেশিত দায়িত্ব/অতিরিক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। কোনক্রমে স্বামী-স্ত্রী একত্রে দলভুক্ত করা যাবে না।

১২.৮. স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক মনোনীতব্য হজ্জ চিকিৎসক দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবেদন আহ্বান করতে হবে।

১২.৯. আবেদনকারীগণের মধ্যে মেডিসিন ও জেনারেল প্র্যাকটিশনারকে বিশেষ করে বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ, ক্লিনিশিয়ান, ডেন্টাল, নাক- কান-গলা, ইউরোলজিস্ট, এন্ডোক্রাইনোলজিস্টস, অর্থোপেডিকস, মনরোগ বিশেষজ্ঞদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্যান্য যেমন : সার্জারি, গাইনি, শিশু বিশেষজ্ঞদের নিরুৎসাহিত করতে হবে।

১২.১০. হজ চিকিৎসক দলে চিকিৎসক ও নার্সদের কার্যক্রম মনিটরিং/তদারকি করার জন্য ০২(দুই) জন করে ০৪ (চার) জন বয়োজ্যেষ্ঠ্য দলনেতা মনোনয়ন করতে হবে (মক্কার জন্য ০২ জন এবং মদিনার জন্য ০২ জন)।

১২.১১. বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেক হজ্জ চিকিৎসক দলের দলনেতাকে চিকিৎসা প্রদান এবং নার্সিং সেবাসংক্রান্ত কার্যক্রমের উপর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। হজ্জ চিকিৎসক দলে সরকারিভাবে মনোনীত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমতি/ছাড়পত্র ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করা যাবে না।

১২.১২. অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে দেশে ফেরত পাঠানো এবং তার অনুকূলে ব্যয়িত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকারনামা/মুচলেকা নেওয়া যেতে পারে।

১৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

১৩.১. জননিরাপত্তা বিভাগ, হজ্জ ও ওমরাহযাত্রীর পাসপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য যথাসময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুলিশ ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং হজ্জ মৌসুমে হজক্যাম্পে হজযাত্রীর নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ, এন টি এম সির মাধ্যমে হজযাত্রীদের পাসপোর্টের সঠিকতা যাচাই এবং ইমিগ্রেশনসংক্রান্ত কার্যক্রম যথাসম্ভব সহজতর করাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ হজ্জ ও ওমরাহ ভিসায় গমন ও প্রত্যাগমনকারীর নাম, ঠিকানাসহ প্রকৃত তালিকা (সফট কপি) ও সংখ্যা দৈনিক ভিত্তিতে পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করবে।

১৩.২. ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট হতে হজে গমনকৃত ও প্রত্যাগত হাজির নির্দিষ্ট তথ্যসহ ফ্লাইটওয়ারি তালিকা (সফ্‌ট কপি) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ্জ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) ই-মেইলের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ইমিগ্রেশনকে নির্দেশনা প্রদান করবে। প্রতিদিন একাধিকবার এই তথ্য দিতে হবে যাতে তা সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারে আপডেট করা যায় এবং সকল স্টেকহোল্ডার তা থেকে সরাসরি রিপোর্ট পেতে পারেন। যে সকল হাজি হজ্জ শেষে বাংলাদেশে ফেরত আসবেন না, তাঁদের তালিকা প্রস্তুত করে হজ্জ শেষ হওয়ার ০১ (এক) মাসের মধ্যে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। এ বিষয়টি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।

১৩.৩. কাঁচা খাবার/খাবার প্রস্তুতের দ্রব্য সামগ্রী ও রেজিস্টার্ড ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রবিহীন ঔষধ পত্র যাতে হজ্জ ও ওমরাহযাত্রীরা বহন করতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।

১৩.৪. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ্জ ব্যবস্থাপনা ইনফরমেশন সিস্টেম (HMIS) হতে অনলাইনে হজযাত্রীদের তথ্য সংগ্রহ করে ইমিগ্রেশন কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে।

১৩.৫. হজযাত্রীর ভিসা জটিলতা নিরসনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য অনুযায়ী মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করবে।

১৩.৬. যেহেতু সৌদি ই-হজ সিস্টেমের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কারণে বাংলাদেশ হতে গমনকারী হজযাত্রীর পাসপোর্টসংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য প্রয়োজন সেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন সিস্টেমের সাথে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ডেটাবেজের সংযোগ (Integration) স্থাপন করতে হবে। যাতে প্রাক্-নিবন্ধিত হজযাত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে সর্বশেষ পাসপোর্টসংক্রান্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে

নিবন্ধন সার্ভারে হালনাগাদ করা সম্ভব হয়। এ ছাড়াও রাজকীয় সৌদি সরকারের প্রয়োজনে হজযাত্রীর আঙুলের ছাপ নির্ধারিত ফরম্যাটে প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকায় বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর তা যথাসময়ে প্রদান নিশ্চিত করবে।

১৪. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা :

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হজক্যাম্পের বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণসহ হজ্জ মৌসুমে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করে হজ্জ অফিস ও হজ্জ ক্যাম্প প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় হজ্জ অফিস এর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাসহ হজ্জ মৌসুমে বিশেষ নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ, হজক্যাম্প সজ্জিতকরণ, নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থানসহ প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি সার্ভিস প্রদান, বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এ ছাড়াও হজসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কাজে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

১৫. তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

হজ কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘোষণা ও বিবৃতিমূলক বিজ্ঞপ্তিসহ হজের নিয়ম-কানুন এবং সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা/বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও হজ্জ মৌসুমে সম্প্রচারমূলক ও প্রচারণামূলক কর্মকান্ডে হজ্জ অফিস, ঢাকাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণমূলক কর্মকান্ডে এবং হজ্জ ও ওমরাহসংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে হজ্জ ও ওমরাহসংক্রান্ত স্লাইড, স্থির চিত্র, বিজ্ঞাপন চিত্র, তথ্য চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। তথ্য মন্ত্রণালয় হজ্জ ও ওমরাহসংক্রান্ত প্রচার তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেসরকারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, রেডিও ও প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে। এ ছাড়া প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সিস্টেমের উপর বিস্তারিত পদ্ধতি অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

১৬. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হজ্জ অফিস, মক্কা, মদিনা, জেদ্দার জন্য একজন করে প্রেষণে মৌসুমি হজ্জ অফিসার এবং হজ্জ অফিস, ঢাকায় হজ্জ ফ্লাইট শুরুর দুই মাস পূর্বে প্রেষণে দুইজন কর্মকর্তা এবং পাঁচজন কর্মচারী নিয়োগ করবে।

১৭. বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের ভূমিকা

১৭.১. বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা

সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া, সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফিসহ বিভিন্ন ফি, হজযাত্রীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য হজ্জ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়টি জড়িত। হজ্জ অগ্রাধিকার বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক যথাসময়ে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় এবং এতদ্‌বিষয়ে

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য তপশিলভুক্ত ব্যাংক থেকে। বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তরের ব্যবস্থা করবে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭.২. সোনালী ব্যাংক ও অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

১। প্রাক্-নিবন্ধনের অর্থ গ্রহণের পূর্বে প্রবাসী ও ১৮ বছরের নিম্নবয়সীর জন্ম নিবন্ধন সনদের (মূলকপি) তথ্য প্রাক্-নিবন্ধন ভাউচারের সঙ্গে যাচাই করবে। ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্কদের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের (মূলকপি) সঙ্গে যাচাই করবে;

২। হজযাত্রীর লিখিত সম্মতি ব্যতীত কোনো হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল করা যাবে না;

৩। প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধনের পদ্ধতি প্রতিটি শাখায় বিস্তারিত আকারে হজযাত্রীর সুবিধার্থে প্রদর্শন করবে;

৪। যে সব শাখার মাধ্যমে প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সম্পন্ন করবে তা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করবে;

৫। নিবন্ধন কার্যক্রমে নির্বাচিত ব্যাংকসমূহ সরকার নির্ধারিত অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে হজযাত্রীর নিবন্ধন সম্পন্ন করবে। নিবন্ধনের অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিশোধ করবে;

৬। অনুমোদিত ব্যাংকসমূহ যথাসময়ে গৃহীত অর্থ লিড ব্যাংক বরাবর স্থানান্তর করবে;

৭। হজ এজেন্সি/হজযাত্রীকে হজ্জ বাবদ কোন প্রকার ঋণ প্রদান করা যাবে না;

৮। সোনালী ব্যাংক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করবে; এবং

৯। বিমান ভাড়া বাবদ জমাকৃত অর্থ সরাসরি এয়ারলাইন্স বরাবর পে অর্ডার ব্যতীত অন্যভাবে প্রদান করা যাবে না।

১৮. জেলা প্রশাসকের ভূমিকা

জেলা প্রশাসক, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী হজ্জ ব্যবস্থাপনার কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। তাঁর জেলার হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন, মাহরামসহ একইসঙ্গে হজে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধন সনদ গ্রহণ এবং হজ্জ অফিস, ঢাকায় প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণসহ হজযাত্রীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। হজসংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং হজসংক্রান্ত কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সমন্বয় করবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে হজযাত্রীর অভিযোগ তদন্ত ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাঁর জেলার দক্ষ (যিনি কোনাক্রমেই হজ্জ এজেন্সির স্বত্ত্বাধিকারী/অংশীদার/এজেন্ট/মোনাজেম হতে পারবেন না) হজ্জ গাইডের তালিকা প্রণয়ন করে (হজ গাইড বাছাই ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক) পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করবেন। জেলা প্রশাসক তাঁর জেলার অন্তর্গত সকল ইউডিসি ইউজার এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিকে প্রাক্-নিবন্ধন সিস্টেমের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। তা ছাড়াও তিনি হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে সম্পৃক্ত করত হজযাত্রীকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভূমিকা

১৯.১. সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রী সংগ্রহ ও তাদের প্রদেয় সুযোগ-সুবিধাসহ যাবতীয় বিষয় জনগণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ (Motivate) করবে। জেলা পর্যায়ে হজ্জ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। হজের তথ্যাবলির জন্য ওয়েবসাইটের (www.hajj.gov.bd) ঠিকানা প্রচার করবে। প্রাক্-নিবন্ধন ফর্ম এবং মাহরামসহ একইসঙ্গে হজে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধন ভাউচার পূরণের ব্যবহার বিধি হজযাত্রীকে অবহিত করবে।

১৯.২. জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে হজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ToT টি ও টি এর মাধ্যমে হজের আরকান-আহকাম সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় হজে গমনেচ্ছুদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে। প্রশিক্ষণ শেষে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থের বিল ভাউচার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

১৯.৩. হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন এবং মাহরামসহ একইসঙ্গে হজে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধন ভাউচার পূরণ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পাসপোর্ট জমাদানে সহযোগিতা, হজ্জ অফিস, ঢাকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে।

১৯.৪. সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য নিয়োজিতব্য হজগাইড নির্বাচনে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সহায়তা করবে।

১৯.৫. সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৪ জন (আনুমানিক) হজযাত্রী নিয়ে গ্রুপ গঠন করবে এবং হজ্জ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ৭৫ (পঁচাত্তর) দিন পূর্বে দক্ষ (যিনি কেনোক্রমেই হজ্জ এজেন্সির স্বত্ত্বাধিকারী/অংশীদার/এজেন্ট/মোনাজেম হতে পারবেন না) হজগাইডের তালিকা (হজ গাইড বাছাই ও কর্মপরিধিসংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে পরিচালক, হজ্জ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করবে।

১৯.৬. প্রয়োজনে হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীন উপজেলা পর্যায়ের মসজিদভিত্তিক পাঠাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারী, ইসলামিক মিশনসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক ও মাস্টার ট্রেইনারগণকে সম্পৃক্ত করবেন।

বর্ণিত বাংলাদেশের জাতীয় হজ্জ নীতি-তে আরো ৪টি অধ্যায় রয়েছে। যেখানে আপৎকালীন ফান্ড, ওমরাহ্ এজেন্সী সংক্রান্ত, হজ্জ ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ, পরিদর্শন ও নবায়ন এবং জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা বিষয়ে বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে।[৩৬৯]

উক্ত নীতির আলোকে বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের ২৪ জুন বাংলাদেশ গেজেটের মাধ্যমে 'হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১' জারি করে।[৩৭০] উক্ত আইনের কয়েকটি ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

৩। হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা–

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পবিত্র হজ্জ ওমরাহ ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) সরকার, সুষ্ঠুভাবে হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে, এক বা একাধিক বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান বা স্বীয় ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

---

৩৬৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি ১৪৪০হিজরি/ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ'-এর চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৭০. ২০২১ সালের ০৯ নং আইন।

(৩) কোনো এজেন্সি এই আইনের বিধান মোতাবেক পবিত্র হজ্জ বা ওমরাহ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, হজ্জ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তির প্রাক-নিবন্ধন এবং অতঃপর নিবন্ধন করিতে পারিবে।

(৫) পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। **হজ পালনের যোগ্যতা ও শর্তাদি–** হজ্জ পালনে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে –

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী হইতে হইবে;

(খ) নির্ধারিত মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে যোগ্য ঘোষিত হইতে হইবে;

(গ) আর্থিক সচ্ছলতা থাকিতে হইবে;

(ঘ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন করিতে হইবে;

(ঙ) নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে;

(চ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা ও নির্ধারিত শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবে;

(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো যোগ্যতা অর্জন ও শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবে।

১২। **অনিয়ম ও অসদাচরণ–** কর্তৃপক্ষ, কোনো এজেন্সির নিম্নবর্ণিত কোনো অনিয়ম বা অসদাচরণের জন্য ধারা ১৩ এর অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা: –

(ক) অসত্য তথ্য বা প্রতারণার মাধ্যমে নিবন্ধন গ্রহণ;

(খ) নিবন্ধন সনদের কোনো শর্ত লঙ্ঘন;

(গ) নিবন্ধন সনদপ্রাপ্তির পর কোনো ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হওয়া;

(ঘ) রাষ্ট্রীয় ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ কোনো প্রচার ও প্রচারণা;

(ঙ) কোম্পানি, সংস্থা, অংশীদারি কারবার বা আইনগত সত্তার ক্ষেত্রে উহার অবসায়ন;

(চ) যথোপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে একাদিক্রমে ৩ (তিন) বৎসর কোনো হজ্জ বা ক্ষেত্রমত, ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে ব্যর্থতা;

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়নে ব্যর্থতা;

(জ) আইন, তদধীন প্রণীত বিধি ও সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা লঙ্ঘন

(ঝ) কোনো হজ্জ বা ওমরাহযাত্রীর শারীরিক ক্ষতি;

(ঞ) এজেন্সির জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির লঙ্ঘন;

(ট) কোনো হজ্জ বা ওমরাহযাত্রীকে চুক্তিবদ্ধ প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করিতে ব্যর্থতা;

(ঠ) কোনো হজ্জ বা ওমরাহযাত্রীকে হয়রানি বা ভোগান্তি;

(ড) কোনো এজেন্সির স্বত্বাধিকারী, পরিচালক বা অংশীদার কর্তৃক একাধিক এজেন্সির মালিক হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(ঢ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো অনিয়ম, অসদাচরণ বা কার্য।

উক্ত আইনের শুরুতে বলা হয়েছে যে, "বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকদের জন্য নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালন নিশ্চিতকরণ এবং এজেন্সিসমূহের নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন"। উক্ত আইনকে সুচারুরূপে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০২২ সালের ০৪ জুলাই 'হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করে।[৩৭১]

উক্ত বিধিমালার কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিম্নে পেশ করা হলো :

৩। **হজ পালনের যোগ্যতা ও শর্তাদি।–** আইনের ধারা ৬ এর দফা (ছ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, হজ্জ পালনে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা ও শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা :-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৈধ পাসপোর্ট থাকিতে হইবে;

(খ) প্রযোজ্যক্ষেত্রে মুসলিম মহিলা মাহরামের সহিত হজ্জে গমনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে; এবং

(গ) রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক, সময় সময় হজ্জ বিষয়ে জারীকৃত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪। **ই-হজ ব্যবস্থাপনা–**

(১) হল ও ওমরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম যথাস্তব ই-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পবিত্র হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির বৎসরব্যাপী প্রাক-নিবন্ধন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অনলাইন কারিগরি অবকাঠামো প্রস্তুতসহ অনলাইন প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন ও হল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম পরিচালনা করিবে।

(৩) হজ্জ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি নিবন্ধন বাতিল করিতে চাহিলে অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে উহা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) হজ্জ ব্যবস্থাপনার উত্তরোত্তর উন্নয়ন, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক জারীকৃত নিয়ম ও পদ্ধতি প্রতিপালনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যুগোপযোগী আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও ব্যবহার করিতে পারিবে।

৫। **প্রাক-নিবন্ধনের শর্তাদি–**

(১) হজ্জ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ফরম-১ অনুযায়ী প্রাক-নিবন্ধনের জন্য বিধি ৬ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক আবেদন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্র বা অনুর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়সী ব্যক্তি জন্ম নিবন্ধন সনদ দাখিল করিতে হইবে,

(খ) প্রবাসী বাংলাদেশিগণকে বাংলাদেশের বৈধ পাসপোর্টের মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করিতে হইবে; এবং

---

[৩৭১]. এ বিধিমালাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হজ্জ অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-এর ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের প্রজ্ঞাপনের আলোকে ০৪ জুলাই, ২০২২ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

(গ) হজ্জ পালনে ইচ্ছুক কোনো মহিলার প্রাক-নিবন্ধনের জন্য ফরম-২ অনুযায়ী মাহরাম সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোনো এজেন্সি প্রাক-নিবন্ধনের সময় হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক-নিবন্ধন ফি ও জামানতের অর্থ ব্যতীত অন্য কোনোরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৩) হজ এজেন্সি প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীদের পাসপোর্ট সংরক্ষণ ও বহন করিতে পারিবে।

৬। প্রাক-নিবন্ধন পদ্ধতি –

(১) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ্জ অফিস, ঢাকা, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) বা সরকার ঘোষিত অন্য যে কোনো কেন্দ্র হইতে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(২) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিবন্ধিত হজ্জ এজেন্সির মাধ্যমে প্রাক- নিবন্ধন সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(৩) গ্রাক-নিবন্ধনের জন্য হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্দিষ্টকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন হইবার পর হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করা হইবে।

৭। নিবন্ধনের শর্তাদি– হজ্জ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তিকে নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির হজ্জ অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে অন্যূন ৬ (ছয়) মাস মেয়াদযুক্ত বৈধ পাসপোর্ট থাকিতে হইবে;

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পাসপোর্টের সহিত জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদের আক্ষরিক বা শাব্দিক গরমিলের কারণে নিবন্ধনের কোনো ব্যত্যয় ঘটিবে না এবং উক্ত ক্ষেত্রে পাসপোর্ট অগ্রাধিকার পাইবে।

৮। নিবন্ধন পদ্ধতি–

(১) নিবন্ধনের জন্য হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ঘোষিত হজ্জ প্যাকেজে উল্লিখিত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সরকার কর্তৃক চালুকৃত কল সেন্টার অথবা শর্ট মেসেজ সার্ভিস (এসএমএস) এর মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, টিকা, ফ্লাইট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবহিত হইবেন।

(৩) উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ হইতে হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ হজ্জে গমন করিতে না পারিলে সরকার প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৩। হজযাত্রী প্রতিস্থাপন–

(১) নিবন্ধিত হজ্জ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন বা উপজেলা খাদ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মৃত্যু অফিস, ঢাকায় দাখিলপূর্বক শূন্য কোটায় প্রাক-নিবন্ধিত হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রতিস্থাপন করা যাইবে, তবে উক্ত ক্ষেত্রে মৃত হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির পরিবারের সদস্য অগ্রাধিকার পাইবে।

(২) নিবন্ধিত হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থতার কারণে হজ্জে গমনে অক্ষম হইলে সিভিল সার্জনের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট হল এদেশি ফরম-৩ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সরকারের নিকট প্রদান করিবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে হন নিবন্ধন বাতিল করিয়া উক্ত হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি শূন্য কোটায় প্রাক-নিবন্ধনের ক্রম অনুসরণ করিয়া হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রতিস্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) পবিত্র হচ্ছে গমনে আগারণ হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ইতোমধ্যে ব্যয়িত অর্থ ব্যতীত অবশিষ্ট অর্থ হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি যা তাঁহার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

২৭। হজযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান–

(১) হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির মৃত্যু, গুরুতর অসুস্থতা বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে সৌদি আরব গমনে ব্যর্থ হইলে উক্ত হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির বিমান ভাড়া, খাবার, আবাসনসহ অন্যান্য খাতের অব্যয়িত অর্থ সঠিকভাবে হিসাব নিকাশ ও সমন্বয়ের পর চেকের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে ব্যয়িত হইয়াছে বা পরিশোধিত হইয়াছে এইরূপ অর্থ ফেরতযোগ্য হইবে না।

(২) সরকারি ব্যবস্থাপনায় সৌদি আরবে কোনো খাতের অর্থ অব্যয়িত থাকিলে উহা হজযাত্রীকে সৌদি আরব ত্যাগ করার পূর্বেই নগদে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) প্রাক-নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রী প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করিলে প্রাক-নিবন্ধন বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে সরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রসেসিং ফি বাবদ ১০০০ (এক হাজার) টাকা এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এজেন্সির সার্ভিস ফি বাবদ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা কর্তনের পর অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ হজযাত্রীকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) প্রাক-নিবন্ধিত হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে কোনো প্রকার কর্তন ব্যতিরেকে তাহার প্রাক-নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ যোগ্য উত্তরাধিকারীকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

২৮। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের এজেন্সি স্থানান্তর–

(১) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের কেহ স্বেচ্ছায় হজ্জ এজেন্সি পরিবর্তন করিতে চাহিলে উক্ত ক্ষেত্রে মূল এজেন্সি স্থানান্তরে ইচ্ছুক হজযাত্রীর নিকট হইতে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা সার্ভিস চার্জ হিসেবে আদায় করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, বিশেষ ক্ষেত্রে, যে কোনো হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বা অন্য এজেন্সিতে স্থানান্তর করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে স্থানান্তর চার্জ প্রযোজ্য হইবে না।

৩৭। অনিয়ম বা অসদাচরণ –

(১) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ অনিয়ম বা অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:

(ক) প্যাকেজ ঘোষণা না করা বা ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থতা;

(খ) হজ বা ওমরাহযাত্রীর সহিত চুক্তি স্বাক্ষর না করা;

(গ) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে অসহযোগিতা;

(ঘ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাহযাত্রী প্রত্যাবর্তন না করা;

(ঙ) হজ বা ওমরাহযাত্রীর সহিত প্রতারণা;

(চ) হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন; (ছ) প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধনবিহীন কোনো ব্যক্তির নামে সৌদি আরবের ই-হজ সিস্টেমে হজ্জ ভিসা লজমেন্ট করা;

(জ) প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী বা আগ্রহী চুক্তিবদ্ধ ওমরাহযাত্রী ব্যতীত অন্য কাহারো পাসপোর্ট সংরক্ষণ এবং বহন; এবং

(ঝ) সৌদি আরবে যে সমস্ত সেবা নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব সৌদি আরব কর্তৃপক্ষের, সেই সমস্ত বিষয় ব্যতীত অন্য সকল চুক্তিবদ্ধ সেবা প্রদানে ব্যর্থতা।

(২) হজ এজেন্সি কর্তৃক নিয়োগকৃত হজ্জ গাইড দ্বারা সংঘটিত অনিয়ম বা অসদাচারণ এজেন্সি কর্তৃক কৃত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

বর্ণিত নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করে আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, বাংলাদেশ সরকার তার নাগরিকদিগের সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের ব্যাপারে অত্যন্ত দায়িত্বশীল। এবং এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কল্পে এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিম নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৩.৮.৩. বাংলাদেশ থেকে হজ্জ পালনকারীর সংখ্যা

বাংলাদেশ থেকে বিগত বছরগুলোতে ইসলামের এ বিধান পালনে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারবো যে, কত সংখ্যক মানুষ পবিত্র হজ্জ পালনে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার এবং মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

১৯৭৩ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ আদায়কারীর সংখ্যা[৩৭২]

সাল	হজ্জযাত্রী		সর্বমোট হাজী
	বিমানযাত্রী	জাহাজের যাত্রী	
১৯৭৩	৩৫৮৬	২৯২৬	৬৫১২
১৯৭৪(১৩৯৩ হি.)	৫০০০	-	৫০০০
১৯৭৪(১৩৯৪ হি.)	২৫০০	-	২৫০০
১৯৭৫	৩০০০	-	৩০০০
১৯৭৬	৩০০০	-	৩০০০
১৯৭৭	৩১৯০	১৮১৪	৫০০৪
১৯৭৮	৩৩৬৬	৩৫২৮	৬৮৯৪
১৯৭৯	৩৩৬৮	৩৬৩২	৭০০০
১৯৮০	৩৩৭১	৩৬৩২	৭০০৩
১৯৮১	৭০০০	-	৭০০০
১৯৮২	২৩১২	৩৫৭৬	৫৮৮৮
১৯৮৩	৩০২৮	৩৬০০	৬৬২৮
১৯৮৪	৩৫৯১	৩৬০০	৭১৯১
১৯৮৫	৬৮১৭	-	৬৮১৭
১৯৮৬	৫৮৯৮	-	৫৮৯৮
১৯৮৭	৫৩০২	-	৫৩০২
১৯৮৮	৫০১৮	-	৫০১৮
১৯৮৯	৫৮৪০	-	৫৮৪০
১৯৯০	৬১৫৭	-	৬১৫৭
১৯৯১	১২৭৭	-	১২৭৭
১৯৯২	৪৫৬২	-	৪৫৬২
১৯৯৩	৮০০৬	-	৮০০৬
১৯৯৪	৬১৫৬	-	৬১৫৬
১৯৯৫	৩৭৯৬	-	৩৭৯৬
১৯৯৬	৭৭২১	-	৭৭২১
১৯৯৭	৮৯৪৫	-	৮৯৪৫
১৯৯৮	৮০৪১	-	৮০৪১
১৯৯৯	৭১৮৭	-	৭১৮৭
২০০০	৭৬৮৪	-	৭৬৮৪
২০০১	৪৪৮৬	-	৪৪৮৬
২০০২	৩৫১৫	-	৩৫১৫

[৩৭২]. ০৩ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হজ্জ অফিস ঢাকা থেকে সংগৃহীত। সংশ্লিষ্ট আরো তথ্যের জন্য লিংক : https://hajj.gov.bd/statistics/ (সংগ্রহের তারিখ : ২৬/০১/২০২৩)

২০০৩	৭৯৪৫	-	৭৯৪৫
২০০৪	৫৭৮৯	-	৫৭৮৯
২০০৫	৩৮১৭	-	৩৮১৭
২০০৬ (১৪২৬হি.)	২৬৩০	-	২৬৩০
২০০৬ (১৪২৭ হি.)	২৫৪০	-	২৫৪০
২০০৭	৫৫৭২	-	৫৫৭২
২০০৮	৭৬০৫	-	৭৬০৫
২০০৯	৮০৩০	-	৮০৩০
২০১০	৬৭২৭	-	৬৭২৭
২০১১	৩৭৯৮	-	৩৭৯৮
২০১২	২৯৮০	-	২৯৮০
২০১৩	১৫৯৯	-	১৫৯৯
২০১৪	১৫০৬	-	১৫০৬
২০১৫	২৭৪২	-	২৭৪২
২০১৬	৫১৮৩	-	৫১৮৩
২০১৭	৪১৯৮	-	৪১৯৮
২০১৮	৬৭৮৩	-	৬৭৮৩
২০১৯	৬৯০৯	-	৬৯০৯
২০২০	-	-	০
২০২১	-	-	০
২০২২	৪১৩২	-	৪১৩২
মোট হাজী	**২৪৩২০৫**	**২৬৩০৮**	**২৬৯৫১৩**

উপর্যুক্ত তথ্য স্মরণী মোতাবেক দেখা যায় যে, সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৩ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ধারাবাহিকভাবে হজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ২০২০ ও ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী 'কোভিড-১৯'-এর অতিমারির কারণে 'রাজকীয় সৌদি সরকার' বহিঃবিশ্ব থেকে হজ্জযাত্রী অনুমোদন করেনি। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ০৫ বার (১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮১) ছাড়া বাংলাদেশ সরকার হজ্জে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিবর্গকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাহাজযোগেও হজ্জে প্রেরণ করেছে। কিন্তু ১৯৮৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বছরগুলোতে জাহাজ বা সমুদ্রপথে হজ্জ যাত্রী প্রেরণ করেনি।

বাংলাদেশ সরকারের সরকারি ব্যবস্থাপনায় এ যাবত সর্বমোট হজ্জ সম্পন্নকারীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫১৩ জন। এঁদের মধ্যে বিমানযোগে এ বিশ্বসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ২০৫ জন এবং সমুদ্রপথে গিয়েছেন ২৬ হাজার ৩০৮ জন।

এ পর্যায়ে আমরা বিগত ২৩ বছরে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লিঙ্গভিত্তিক (নারী ও পুরুষ) হজ্জ সম্পন্নকারী সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের তথ্য জানবো। বাংলাদেশ সরকারের 'হজ অফিস ঢাকা' থেকে সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক সেই তালিকা নিম্নরূপ[৩৭৩] :

৩৭৩. প্রাগুক্ত।

২০০১ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জযাত্রীর সংখ্যা

ক্রমিক নং	সাল	সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজ্জযাত্রী				বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজ্জযাত্রী			সর্বমোট হজ্জযাত্রী
		পুরুষ	মহিলা	হজ্জ গাইড	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২০০১ (১৪২১ হি.)	৩৮৮৫	৬০১	-	৪৪৮৬	২৭২১১	১১৬৬১	৩৮৮৭২	৪৩৩৫৮
২	২০০২ (১৪২২ হি.)	২৯৭২	৫৪৩	-	৩৫১৫	২৪২৩৯	১১১১৮	৩৫৩৫৭	৩৮৮৭২
৩	২০০৩ (১৪২৩ হি.)	৬৩৭৮	১৫৬৭	-	৭৯৪৫	২২৩৩৬	১০৭৩৯	৩৩০৭৫	৪১০২০
৪	২০০৪ (১৪২৪ হি.)	৪৭৬২	১০২৭	-	৫৭৮৯	২২৯৮৭	১০৮৬৬	৩৩৮৫৩	৩৯৬৪২
৫	২০০৫ (১৪২৫ হি.)	৩১৮৭	৬৩০	-	৩৮১৭	৩০২৩১	১০০৭৭	৪০৩০৮	৪৪১২৫
৬	২০০৬ (১৪২৬ হি.)	২১৮০	৪৫০	-	২৬৩০	৩৪৯০৭	১৪৯৬০	৪৯৮৬৭	৫২৪৯৭
৭	২০০৬ (১৪২৭ হি.)	২১৫০	৩৯০	-	২৫৪০	৩১৮১০	১৩৬১৩	৪৫৪২৩	৪৭৯৬৩
৮	২০০৭ (১৪২৮ হি.)	৪৪৪৩	১১২৯	-	৫৫৭২	২৭২৫৯	১২৯৭০	৪০২২৯	৪৫৮০১
৯	২০০৮ (১৪২৯ হি.)	৬১০০	১৫০৫	-	৭৬০৫	২৭৯৫৭	১৩২০১	৪১১৫৮	৪৮৭৩৬
১০	২০০৯ (১৪২৯ হি.)	৬২১০	১৬৪১	১৭৯	৮০৩০	৩৫১৩৩	১৫০৫৭	৫০১৯০	৫৮২২০
১১	২০১০ (১৪২৯ হি.)	৫২৫৪	১৩২৩	১৫০	৬৭২৭	৫৯০০৭	২৫২৮৮	৮৪২৯৫	৯১০২২
১২	২০১১ (১৪২৯ হি.)	২৯৫৪	৭৬০	৮৪	৩৭৯৮	৭১৪৩৪	৩০৬১৪	১০২০৪৮	১০৫৮৪৬
১৩	২০১২ (১৪২৯ হি.)	২৩১৯	৫৯৬	৬৫	২০৮০	৭৪৬৭৬	৩২০০৪	১০৬৬৮০	১০৯৬৬০
১৪	২০১৩ (১৪২৯ হি.)	১১৬৪	৩৯৯	৩৬	১৫৯৯	৫৯৩০৫	২৬৯৫০	৮৬২৫৫	৮৭৮৫৪
১৫	২০১৪ (১৪২৯ হি.)	১১৫৭	৩০১	৪৮	১৫০৬	৬৪৮২৮	৩০৮৪৮	৯৫৬৭৬	৯৭১৮২
১৬	২০১৫ (১৪২৯ হি.)	১৮৫৬	৮২২	৬১	২৭৩৯	৭২২৮৩	৩০৯৭৮	১০৩২৬১	১০৬০০০
১৭	২০১৬ (১৪২৯ হি.)	৩৫১৭	১৫৫৪	১১২	৫১৮৩	৬৭৬৫২	২৮৯৯৪	৯৬৬৪৬	১০১৮২৯
১৮	২০১৭ (১৪২৯ হি.)	২৮৪৬	১২৫৯	৯৩	৪৩৯৮	৮৫৪৯০	৩৬৬৩৮	১২২১২৮	১২৬৩২৬
১৯	২০১৮	৪৬০০	২০৩৫	১৪৮	৬৭৮৩	৮৪২৯০	৩৬১২৫	১২০৪১৫	১২৭১৯৮

	(১৪২৯ হি.)								
২০	২০১৯ (১৪২৯ হি.)	৪৭৬১	২০৪০	১০৮	৬৯০৯	৮৩৫৭২	৩৫৮১৬	১১৯৩৮৮	১২৬২৯৭
২১	২০২০ (১৪২৯ হি.)	কোভিড-১৯ এর কারণে বহির্বিশ্ব হতে কোনো হজ্জযাত্রী সৌদি আরব গমন করেনি							
২২	২০২১ (১৪২৯ হি.)	কোভিড-১৯ এর কারণে বহির্বিশ্ব হতে কোনো হজ্জযাত্রী সৌদি আরব গমন করেনি							
২৩	২০২২ (১৪২৯ হি.)	২৭১৩	১৪১৯	৯৫	৪১৩২	৩৬২৬৮	১৯৫১৬	৫৫৭৮৪	৫৯৯১৬
সর্বমোট		**পুরুষ**	**মহিলা**	**হজ্জ গাইড**	**মোট**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**মোট**	**সর্বমোট**
		৭৫৪০৮	**২১৯৯১**	**১১৭৯**	**৯৭৭৮৩**	**১০৪২৮৭৫**	**৪৫৮০৩৩**	**১৫০০৯০৮**	**১৫৯৯৩৬৪**

২০০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ যাবত বাংলাদেশ থেকে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় **মোট হজ্জ সম্পন্নকারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩৬৪ জন**। যার মধ্যে ১১ লক্ষ ১৮ হাজার ২৮৩ জন পুরুষ এবং ০৪ লক্ষ ৮০ হাজার ২৪ জন মহিলা। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ গাইড হিসেবে এ যাবত হজ্জ সম্পন্নকারীর সংখ্যা রয়েছে ১ হাজার ১৭৯ জন। এ ব্যবস্থাপনাও প্রমাণ করে যে, একটি নির্দিষ্ট নেতৃত্ব কেন্দ্রীক উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে শিক্ষা ইসলামে রয়েছে, তার সুস্পষ্ট ও বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও এই হজ্জের সফরে রয়েছে।

হজ্জ-এর শিক্ষা বিষয়ের আলোচনায় আমরা এ সুনির্দিষ্ট সংখ্যক হজ্জ আদায়কারীদের ইসলামের এ বিধান পালনের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাবো। এ বিধান যে মৌলিকভাবে ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্মেলন, বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী হাজী সাহেবদের পরিসংখ্যান তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। সাথে সাথে এ বিষয়টিও জ্ঞানবান মাত্র উপলব্ধি করতে পারবেন যে, দূর দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট একটি রাষ্ট্র থেকে বছরের পর বছর এত এত সংখ্যক মানুষ ইসলামের আন্তর্জাতিক ও ধর্মীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে কী পরিমাণ মানুষ, আল্লাহর বান্দাহ, তাঁর প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে খোদায়ী নির্দেশনা মোতাবেক মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্লাটফর্মে একত্রিত হতে পেরেছেন।

৩.৮.৪. হজ্জ ও ওমরাহ আইন, বিধিমালা ও নীতিতে বর্ণিত পরিভাষাসমূহ

বাংলাদেশী হাজীদের ইসলামের এ বিধান পালনের জন্য জন্মভূমি ছেড়ে সুদূর সৌদি আরবের মক্কা ও মদীনায় সফর করতে হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সফর ও ইবাদত সুচারুরূপে প্রতিপালনের জন্য বাংলাদেশ সরকার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। উক্ত সরকারি নথিতে উল্লেখিত কিছু পরিভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে একজন হাজী সাহেবের এ সফর সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং নিজেই তিনি আত্মতৃপ্তি সহকারে তাঁর ইবাদত সমাপ্ত করতে পারবেন। উক্ত পরিভাষাগুলো হলো :

৩.৮.৫. হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১-এর পরিভাষাসমূহ

১. এজেন্সি : বেসরকারিভাবে পবিত্র হজ্জ বা ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো হজ্জ বা ওমরাহ এজেন্সি।

২. ওমরাহ	:	হজের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ ব্যতীত শরিয়তের বিধান মোতাবেক নির্ধারিত পন্থায় পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করা।
৩. ওমরাহ এজেন্সি	:	কেবল ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো এজেন্সি।
৪. ওমরাহযাত্রী	:	কোনো মুসলিম যিনি ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হইতে সৌদি আরবে গমন করেন এবং ওমরাহ পালন শেষে প্রত্যাবর্তন করেন।
৫. হজ	:	হিজরি সনের জিলহজ মাসের ৯ (নয়) তারিখে আরাফায় অবস্থানসহ ৮ (আট) হইতে ১৩ (তেরো) তারিখ পর্যন্ত পবিত্র কাবা শরীফ মীনা, মুযদালিফা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানসমূহে শরিয়ত মোতাবেক নির্ধারিত ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন।
৬. হজ এজেন্সি	:	কেবল পবিত্র হজ্জ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য এই 'হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১-এর অধীন নিবন্ধিত কোনো এজেন্সি।
৭. হজ চুক্তি	:	রাজকীয় সৌদি সরকারের সহিত বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত পবিত্র হজ্জ পালন সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি।
৮. হজ প্যাকেজ	:	সরকার কর্তৃক, সময় সময়, ঘোষিত হজ্জ সংক্রান্ত ব্যয় বিবরণী।
৯. হজযাত্রী	:	বাংলাদেশের কোনো মুসলিম নাগরিক যিনি পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন নিবন্ধন করেন, যিনি পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য বাংলাদেশ হইতে সৌদি আরবে গমন করেন এবং পবিত্র হজ্জ পালন শেষে প্রত্যাবর্তন করেন।[৩৭৪]

৩.৮.৬. হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২-এর পরিভাষাসমূহ

অংশীদার	:	নিবন্ধিত হজ্জ এজেন্সি অথবা ওমরাহ এজেন্সির নির্দিষ্ট অংশের মালিক।
ই-হজ ব্যবস্থাপনা	:	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালিত হজ্জ ব্যবস্থাপনা।
উদ্ভূত পরিস্থিতি	:	দৈব-দুর্বিপাক, মহামারি, ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে;
কেন্দ্রীয় সার্ভার	:	হজ সংক্রান্ত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রি-রেজিস্ট্রেশন বা রেজিস্ট্রেশন প্লাটফর্ম (পিআরপি) সার্ভার।
তাসরিয়াহ	:	মক্কা ও মদিনায় অবস্থিত বাড়ি ভাড়ার বিনিময়ে হজযাত্রীদের ব্যবহারের লক্ষ্যে রাজকীয় সৌদি সরকারের অনুমতিপত্র।
তাসনিফ	:	মক্কা ও মদিনায় অবস্থিত হোটেল/বাড়ি ভাড়ার বিনিময়ে হজযাত্রীদের ব্যবহারের লক্ষ্যে রাজকীয় সৌদি সরকারের অনুমতিপত্র।
বাড়ি	:	রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত, তাসরিয়াহ বা তাসনিফযুক্ত, আবাসিক বাড়ি, হোটেল, বোর্ডিং বা মুসাফিরখানা, ইত্যাদি।

[৩৭৪]. হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ [২৪ জুন, ২০২১ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট], পৃ. ১-২ (৯৫৮৯-৯০)

মোয়াল্লেম	:	রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ্জ ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা সংগঠন।
মোয়াচ্ছাছা	:	মক্কাস্থ দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা যাহা বর্তমানে দক্ষিণ এশীয় মোতাওয়েফ কোম্পানি নামে অভিহিত।
মাহরাম	:	ইসলামী পরিভাষায় বর্ণিত পুরুষ যাহার সহিত কোনো মহিলা হজযাত্রীর হজে গমন বৈধ।
মোনাজ্জেম	:	পবিত্র হজের সময় নিবন্ধিত হজ্জ এজেন্সির মালিকের পক্ষে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি।
লিড এজেন্সি	:	একাধিক এজেন্সির মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে হজ্জ পালনে নেতৃত্বদানকারী এজেন্সি।
সনদ	:	হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন বা নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পর ইস্যুকৃত সনদ।
স্বত্বাধিকারী	:	নিবন্ধিত হজ্জ অথবা ওমরাহ এজেন্সির মালিক।
হজ গাইড	:	হজযাত্রীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার বা এজেন্সি কর্তৃক নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি।
হজ মৌসুম	:	হিজরি সনের শাওয়াল মাসের ১ (এক) তারিখ হইতে মহররম মাসের ১৫ (পনেরো) তারিখ পর্যন্ত সময়।[৩৭৫]

এ অনুচ্ছেদের আলোচনা শেষে একথা প্রতীয়মাণ যে, বাংলাদেশের নাগরিকদের মুসলিম জনগোষ্ঠীর হজের মত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইবাদত ও বিশ্বমুসলিম সম্মেলনে অংশগ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত সোচ্চার। বাংলাদেশ সরকার ধর্মীয় এ বিধান পালনের ক্ষেত্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকারের প্রতি সম্মান রেখে ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে সম্ভব সবরকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

[৩৭৫]. হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ (০৪ জুলাই, ২০২২ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট), পৃ. ১-২ (১১৩৮৭-৮৮)

চতুর্থ অধ্যায়

হজ্জ-এর কার্যক্রম

চতুর্থ অধ্যায়

হজ্জ-এর কার্যক্রম

৪. রসূলুল্লাহ (স.) কীভাবে হজ্জ করেছেন

৪.১. রাসূলের অনুস্মরণে কুরআনের নির্দেশনা

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمۡ عَنۡهُ فَانۡتَهُوۡا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۷﴾

অর্থ : রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তাহতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।[৩৭৬]

সাথে সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের জন্য তাদের অনুস্মরণীয় আদর্শ হিসেবে রসূল (স.) কে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِىۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنۡ كَانَ يَرۡجُوا اللّٰهَ وَالۡيَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا ؕ ﴿۲۱﴾

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে তো রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[৩৭৭]

সাথে সাথে মহান আল্লাহ তাঁর মহব্বত ও ভালোবাসা অর্জনের নিমিত্তে তাঁর প্রিয় রাসূলের অনুস্মরণ করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

قُلۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِىۡ يُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۳۱﴾

অর্থ : বল, 'তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসিবেন আর তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৩৭৮]

উক্ত আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। সেখান মহান আল্লাহ বলেছেন রসূলের অনুসরণই আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ। তিনি বলেন-

مَنۡ يُّطِعِ الرَّسُوۡلَ فَقَدۡ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنۡ تَوَلّٰى فَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيۡظًا ؕ ﴿۸۰﴾

---

৩৭৬. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

৩৭৭. আল-কুরআন, ৩৩ : ২১

৩৭৮. আল-কুরআন, ৩ : ৩১

অর্থ : কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করি নাই।[৩৭৯]

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের অনুস্মরণকারীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَ

الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾

অর্থ : আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ-যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন-তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী![৩৮০]

৪.২. রসূলুল্লাহ (স.)-এর হজ্জ পালন সংক্রান্ত হাদীস

রসূলুল্লাহ (স.)-এর হজ্জের বিবরণ সম্পর্কিত বহু হাদীস বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত *মুসলিম শরীফে* বর্ণিত একটি হাদীস আমরা এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করছি। অত্র হাদীসটিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ :[৩৮১]

> আবূ বকর ইবনু শায়বা ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (র.) ... হাতিম ইবন ইসমাইল জাফর ইবনু মুহাম্মাদ (র.) থেকে, তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু হুসায়ন। অতএব তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার মাথার উপর রাখলেন। তিনি আমার জামার উপরদিকের বোতাম খুললেন তারপর নীচের বোতাম খুললেন। তারপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন। আমি তখন ছিলাম যুবক। বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে স্বাগত জানাই, তুমি যা জানতে চাও, জিজ্ঞাসা কর। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ইতিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তিনি নিজেকে একটি চাঁদর আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাঁদরের প্রান্ত নিজ কাঁধের উপর রাখতেন- তা (আকারে) ছোট হওয়ার কারণে নীচে পড়ে যেত। তার আরেকটি বড় চাঁদর তার পাশেই আলনায় রাখা ছিলো। তিনি আমাদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করলেন।
>
> অতঃপর আমি বললাম- আপনি আমাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা.) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেনঃ রসূলুল্লাহ্ (স.) নয় বছর (মদিনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়কালের মধ্যে হজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হল যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) এ বছর হজ্জে যাবেন। এবং মদিনায় বহুলোকের আগমণ

[৩৭৯]. আল-কুরআন, ৪ : ৮০

[৩৮০]. আল-কুরআন, ৪ : ৬৯

[৩৮১]. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, তৃতীয় খণ্ড, অধ্যায় : হজ্জ, অনুচ্ছেদ : নবী স. এর হজ্জের বিবরণ, হাদীস নং- ২৮২১, পৃ. ১৬৮-১৭৫

হল। তাদের প্রত্যেকে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর অনুসরণ করতে এবং তার অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী ছিল।

আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছলাম- আসমা বিনত উমায়স (রা.) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বকরকে প্রসব করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন এখন আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি গোসল কর, একখণ্ড কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নাও এবং ইহরামের পোশাক পরিধান কর।

রসূলুল্লাহ (স.) মসজিদে (ইহরামের দু'রাকআত) সালাত আদায় করলেন। অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অতঃপর বায়দা নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, আমি সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে দেখলাম লোকে লোকারন্য কতক সওয়ারীতে, কতক পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডানদিকে, বাঁদিকে এবং পেছনেও একই দৃশ্য। রসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তার উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন, আমরাও তাই করতাম। তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পাঠ করলেন-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা না শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।

অর্থ : আমি তোমার নিকটে হাযির আছি হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকটে হাযির, আমি তোমার নিকটে হাযির, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার নিকটে উপস্থিত। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, নি'আমু তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোন শরীক নেই।

লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করল যা (আজকাল) পাঠ করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর থেকে বেশি কিছু বলেন নাই! আর রসূলুল্লাহ্ (স.) উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।

জাবির (রা.) বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়্যত করিনি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সঙ্গে বায়তুল্লাহ শরীফে পৌছলাম তিনি রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, তারপর সাতবার কা'বা ঘর তাওয়াফ করলেন- তিনবার দ্রুতগতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌছে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন-

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

অর্থঃ তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরুপে গ্রহণ কর।[382]

তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তূল্লাহর মাঝখানে রেখে (দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন)। (জাফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মদ) বলতেন, আমি যতদুর জানি, তিনি (জাবির) রসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দু-রাক'আত সালাতে সূরা 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' ও 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' পাঠ করেন।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (স.) হাজারে আসওয়াদের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাতে চুমো খেলেন। তারপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

অর্থঃ নিশ্চয়ই সাফা-মারওইয়া আল্লাহর দুটি নিদর্শনসমূহের অন্যতম।[383]

---

৩৮২. আল-কুরআন, ০২ : ১২৫

৩৮৩. আল-কুরআন, ০২ : ১৫৮

এবং আরো বললেন আল্লাহ তা'আলা যে পাহাড়ের উল্লেখ করে আরম্ভ করেছেন, আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করব। রসূলুল্লাহ্ (স.) সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন এবং তারপর এণটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন। তিনি কিবলামুখী হলেন, আল্লাহর একত্ব ও মাহাত্ম ঘোষণা করলেন এবং বললেন-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়াহদাহু ওয়া নাসারা আবদাহ ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।"

অর্থ- "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন ও শত্রুবাহিনীকে একাই পরাস্ত করেছেন"

তিনি এ দু'আ পড়লেন এবং তিনি অনুরূপ তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন- যাবত না তাঁর পা উপত্যকার সমুল ভূমিতে গিয়ে ঠেকল। তিনি দ্রুত চললেন- যাবত না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। সর্বশেষ তাওয়াফে যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌছলেন, তখন (লোকদের সম্মোধন করে) বললেনঃ যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে। এ সময় সুরাকা ইবনু মালিক ইবনু জু'শুম (স.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রসূলুল্লাহ্ (স.) হাতের আংগুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন এবং দু'বার বললেন, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আরও বললেন- না, বরং সর্বকালের জন্য, সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রা.) ইয়েমেন থেকে নবী (স.) এর জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহরাম খুলে ফেলেছে, ফাতিমা (রা.) কে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙ্গীণ কাপড় পরিহিতা ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী (রা.) তা অপছন্দ করলেন। ফাতিমা (রা.) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাবী বলেন, আলী (রা.) ইরাকে থাকতেন, অতএব ফাতিমা (রা.) যা করেছেন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে জানালাম যে আমি তার এ কাজ অপছন্দ করেছি। তিনি যা উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে জানার জন্য আমি রসূলুল্লাহ্ (স.) এর কাছে গেলাম। রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, ফাতিমা সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় কি বলেছিলে? আলী (রা.) বললেন আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম, যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল। রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন- তোমার সঙ্গে হাদী (কুরবানীর পশু) আছে অতএব তুমি ইহরাম খুলবে না।

জাবির (রা.) বলেন, আলী (রা.) ইয়েমেন থেকে যে পশুপাল নিয়ে এসেছেন এবং নবী (স.) নিজের সঙ্গে করে যে সব পশু নিয়ে এসেছিলেন, সর্বসাকুল্যে এর সংখ্যা দাঁড়াল একশত। অতএব নবী (স.) এবং যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহরাম খুলে ফেললেন এবং চুল কাটলেন। তারপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) আসল, লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধল এবং মিনার দিকে রওনা হল। আর রসূলুল্লাহ্ (স.) তার বাহনে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নামিরা নামক স্থানে গিয়ে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও রওনা হয়ে গেলেন।

কুরায়শগণ নিঃসন্দেহ ছিল যে, নবী (স.) মাশ'আরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহিলী যুগে কুরায়শগণ করত। কিন্তু তিনি সামনে অগ্রসর হলেন, তারপরে আরাফাতে পৌছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন। তারপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর কাসওয়া (নামক উষ্ঠী) কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগান হল। তখন তিনি বাতনে ওয়াদীতে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেনঃ

"তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) যেমন তা হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে।

সাবধান! জাহিলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নীচে। জাহেলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হল। আমি সর্ব প্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হল আমাদের বংশের রবীআ ইবনু হারিসের পূত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানূ সা'দ এ দূগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

জাহেলী যুগের সুদও বাতিল হল। আমি প্রথমে যে সুদ বাতিল করছি তা হল আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আবদূল মুত্তালিরের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হল।

তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ- পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছেদের হুকুম রয়েছে।

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।"

"আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তখন তোমরা কি বলবে?" তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বানী) পৌছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, "ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক"। তিনি তিনবার এরূপ বললেন।

তারপর (মুআযযিন) আযান দিলেন ও ইকামু দিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (স.) যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইকামু দিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (স.) আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি এই দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

তারপর রসূলুল্লাহ্ (স.) সওয়ার হয়ে মাওকিফ (অবস্থানস্থল) এলেন, তাঁর কাসওয়া উষ্ট্রীর পেট পাথরের স্তুপের দিকে করে দিলেন এবং লোকদের একত্র হওয়ার জায়গা সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবে উকুফ করলেন। হলদে আভা কিছু দূরীভূত হল, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামা (স.) কে তাঁর বাহনের পেছনদিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাকের দড়ি সজোরে টান দিলেন, ফলে তার মাথা মাওরিক (সওয়ারী ক্লান্তি অবসাদর জন্য যাতে পা রাখে) স্পর্শ করল। তিনি ডান হাতের ইশারায় বলেন, হে জনমণ্ডলী! ধীরে সুস্থে, ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও। যখনই তিনি বালুর স্তুপের নিকট পৌছতেন, কাসওয়ার নাকের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন যাতে সে উপরদিকে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌছলেন এবং এখানে একই আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশার সালাম আদায় করলেন। এই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন নফল সালাত আদায় করেননি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (স.) শুয়ে পড়লেন যাবত না ফজরের ওয়াক্ত হল। অতঃপর ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামু সহ ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে মাশ'আরুল হারাম নামক স্থানে আসলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর

নিকট দু'আ করলেন, তার মহাত্ব বর্ণনা করলেন, কালেমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন।

সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওনা করছিলেন এবং ফযল ইবনু আব্বাস (স.) সওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসলেন।

তিনি ছিলেন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রসূলুল্লাহ্ (স.) যখন অগ্রসর হলেন- পাশাপাশি একদল মহিলাও যাচ্ছিলো। ফযল (রা.) তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) নিজের হাত ফযলের চেহারার উপর রাখলেন এবং তিনি তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং ফযল (রা.) অপরদিক হতে দেখতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) পুনরায় অন্যদিক হতে ফযল (রা.) এর মুখমণ্ডলে হাত রাখলেন। তিনি আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। 'বাতনে মুহাসসাব' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথে অগ্রসর হলেন যা জামরাতুল কুবরার দিকে বেরিয়ে গেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নীচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেকবার আল্লাহু আকবার- বললেন।

অতঃপর সেখানে থেকে কুরবানীর স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে ৬৩ পশু যবেহ করলেন। তিনি কুরবানীর পশুতে আলী (স.) কেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর গোশতের কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হল। তারা উভয়ে এই গোশত থেকে খেলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (স.) সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর দিকে রওনা হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে যোহরের সালাত আদায় করলেন। অতএব বনু আবদিল মুত্তালিব এর লোকদের কাছে আসলেন, তারা লোকদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন- হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! পানি তোল। আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দেবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিল এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।[৩৮৪]

---

৩৮৪. বর্ণিত হাদীসটির হুবহু আরবি টেক্সট নিম্নরূপ :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ. فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ. فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ « اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي ».

فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَىْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ

« لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ».

وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِى يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَلْبِيَتَهُ

قَالَ جَابِرٌ رضى الله عنه لَسْنَا نَنْوِى إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَرَأَ

(وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلاَ أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

«أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ».

فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِى بَطْنِ الْوَادِى سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ «لَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِى الأُخْرَى وَقَالَ «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ».

وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضى الله عنها مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِى أَمَرَنِى بِهَذَا.

قَالَ فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِى صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّى أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ «صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ». قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّى أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ «فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلاَ تَحِلُّ».

قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِى قَدِمَ بِهِ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِى أَتَى بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِى فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ

«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا

৪.৩. রসূলুল্লাহ (স.)-এর হজ্জ সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উক্ত হাদিসটিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হজ্জ পালনের বিস্তারিত বিবরণ বিধৃত হয়েছে। এছাড়াও হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারসমূহে এ সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর হজ্জের সফরের যাবতীয়

أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِى بَنِى سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ.

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ». قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ « اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى « أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ». كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً

حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِى تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِى عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِى هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِى قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ « انْزِعُوا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ». فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

[ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, তৃতীয় খণ্ড, অধ্যায় : হজ্জ, অনুচ্ছেদ : নবী স. এর হজ্জের বিবরণ, হাদীস নং- ২৮২১, পৃ. ১৬৮-১৭৫ (আন্তর্জাতিক : ৩০০৯)]

কর্মকাণ্ডের একটি সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। এ আলোচনায় নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিছু কিতাব ও প্রকাশিত হজ্জ সম্পর্কীয় কিছু গ্রন্থের[৩৮৫] সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

৪.৩.১. হজ্জের সাধারণ ঘোষণা

রসূলুল্লাহ (স.) দশম হিজরীতে হজ্জ করার নিয়ত করেন এবং সাধারণ ঘোষণা দেন।[৩৮৬] মদীনায় ও মদীনার আশেপাশের সক্ষম প্রত্যেক সাহাবীই তাঁর ঘোষণা শুনে তাঁর সাথে হজ্জে যাওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছিল।

৪.৩.২. দায়িত্বে স্থলাভিষিক্ত করণ

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মদীনার রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালনার জন্য রসূলুল্লাহ্ (স.) বিশিষ্ট বদরী সাহাবী হযরত আবু-দুজানা (রা.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত সিবা ইবনে উরফুত্ব'র কথাও পাওয়া যায়।[৩৮৭]

৪.৩.৩. মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা

দশম হিজরীর পঁচিশে জিলকাদায় রসূলুল্লাহ্ (স.) পবিত্র মদিনা শরীফ থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন জিলক্বদ মাস পাঁচ দিন বাকি ছিল। নবীজী যোহরের চার রাকাত মদীনা তাইয়্যিবায় আদায় করেন। অতঃপর চুল পরিপাটি করে তেল দিলেন। যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে রসূলুল্লাহ্ (স.) মদীনা তায়্যিবা থেকে বের হলেন।[৩৮৮]

---

৩৮৫. উম্মে আব্দুর রহমান (অনু.), *নবীজীর স. হজ্জ*, [মূল : শায়খ আব্দুল্লাহ আল-বারনী আল-মাদানী, রসূলুল্লাহ্ *সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ক্যায়সে হজ্জ কিয়া*], ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১৮খ্রি., পৃ. ১৯-৪৪

৩৮৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুল হাকম (র.) ... জাবির ইবন আবদুল্লআহ (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) (মদীনায়) নয় বছর অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি হজ্জ করেন নি। তারপর তিনি লোকদেরকে হজ্জের ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন। ফলে যে সওয়ার হয়ে অথবা পদব্রজে আসার ক্ষমতা রাখতো, এমন কেউ আসতে বাকী রইলো না। তারা মিলিত হলো রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে হজ্জে শরীক হওয়ার জন্য। ... (সংক্ষেপিত)। (ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ, *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ৩, কিতাব : মানাসিকিল হাজ্জি, বাব : ইহলালিন-নিফাস, হাদীস নং- ২৭৬২, পৃ. ১৬০-১৬১)

৩৮৭. উম্মে আব্দুর রহমান (অনু.), *নবীজীর স. হজ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৩৮৮. মুহাম্মদ ইবনু আবূ বকর মুকাদ্দামী (র.) ... 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) ও তাঁর সাহাবীগণ চুল আঁচড়িয়ে, তেল মেখে, লুঙ্গি ও চাঁদর পরে হজ্জের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে রওয়ানা হন। তিনি কোন প্রকার চাঁদর বা লুঙ্গি পরতে নিষেধ করেন নি, তবে শরীরের চামড়া রঞ্জিত হয়ে যেতে পারে এরূপ জাফরানী রঙের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। যুল-হুলাইফা থেকে সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ও তাঁর সাহাবীগন তালবিয়া পাঠ করেন এবং কুরবানীর উটের গলায় মালা ঝুলিয়ে দেন, তখন যুলকা'দা মাসের পাঁচদিন অবশিষ্ট ছিল।

যিলহাজ্জ মাসের চতুর্থ দিনে মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম কাবা ঘরের তাওয়াফ করে সাফা মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করেন। তাঁর কুরবানীর উটের গলায় মালা পরিয়েছেন বলে তিনি ইহরাম খুলেন নি। তারপর মক্কার উঁচু ভূমিতে হাজূন নামক স্থানের নিকটে অবস্থান করেন, তখন তিনি হজ্জের ইহরামের অবস্থায় ছিলেন। (প্রথমবার) তাওয়াফ করার পর 'আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে আর কাবার নিকটবর্তী হন নি। অবশ্য তিনি সাহাবাগণকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী সম্পাদনা করে মাথার চুল ছেটে হালাল হতে নির্দেশ দেন। কেননা যাদের সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই, এ বিধানটি কেবল তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যার সাথে তার স্ত্রী রয়েছে তার জন্য স্ত্রী-সহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার ও যে কোন ধরনের কাপড় পরা বৈধ। (আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আল-জু'ফী (র), *বুখারী*

৪.৩.৪. যুলহুলাইফায় অবস্থান

মদীনা শরীফ থেকে যুলহুলাইফায় পৌঁছে আসরের নামায কসর অর্থাৎ দুই রাকাত আদায় করলেন। রাতে এখানেই অবস্থান করলেন। মাগরিব ও ইশা এবং পরের দিনের ফজর ও যোহর পর্যন্ত যুলহুলাইফায়ই অবস্থান করলেন। এ সফরে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের সকলেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন।[৩৮৯]

৪.৩.৫. ইহরামের গোসল

রসূলুল্লাহ (স.) ইহরামের কাপড় পরার পূর্বে গোসল করেন। গোসল শেষ হলে হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর শরীর ও মাথা মুবারকে সুগন্ধি লাগিয়ে দেন।[৩৯০] যার চিহ্ন নবীজীর দাড়ি ও মাথা মুবারকে চকচক করছিল।[৩৯১]

৪.৩.৬. কুরবানীর পশুতে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া

এরপর রসূলুল্লাহ্ (স.) কুরবানীর পশুর গলায় 'ক্বিলাদা' তথা চামড়ার মালা পরিয়ে দিলেন। উটগুলোর কুঁজের ডান পাশে সামান্য কেটে যে রক্ত বের হলো তা তার গায়ে মেখে দিলেন। পরিভাষায় একে 'ইশআর' বলা হয়। ইশ'আর করার উদ্দেশ্য হলো, যাতে একে কুরবানীর পশু বলে চেনা যায়।[৩৯২]

৪.৩.৭. ইহরাম ও তালবিয়া

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (স.) ইহরামের দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন।[৩৯৩] অতঃপর নিজ বাহনে কেবলামুখী হয়ে বসলেন এবং ইহরামের নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করলেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে লাগলেন এবং সাহাবাদেরও উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়তে বললেন। ইহরামের নফল নামায আদায় করার পর প্রথমে তিনি তালবিয়া পড়লেন। তারপর বাহনে চড়ে আবারও তালবিয়া পড়লেন। অতঃপর যাত্রা শুরু করলেন এবং 'বায়দা' নামক পাহাড়ে চড়ে তৃতীয়বার তালবিয়া পড়লেন। প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবায়ে কেরামের যে যখনই নবীজীর পবিত্র যবান থেকে প্রথম তালবিয়া পড়তে শুনেছেন তিনি সেটাকেই নবীজীর প্রথম তালবিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উলামায়ে কেরাম সেগুলোর ধারাবাহিকতাকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

শরীফ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ.৩, মানাসিক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ৯৮৩, হাদীস নং- ১৪৫২, পৃ. ৭৯-৮০)

[৩৮৯]. উম্মে আব্দুর রহমান (অনু.), *নবীজীর স. হজ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৩৯০]. আহমদ ইবনু মানী' (র.) ..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)- কে ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং ইয়াওমুন্ নাহরে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে মিশকে আম্বর মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়েছি। [ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র), *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, খ.৩, অধ্যায় : হজ্জ, অনুচ্ছেদ : তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে হালাল হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা, হাদীস নং- ৯১৯, পৃ. ২৩৭-২৩৮]

[৩৯১]. মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ (র.) ... সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু 'উমর (রা.) (ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায়) যায়তুন তেল ব্যবহার করতেন। (রাবী মানসূর বলেন) এ বিষয় আমি ইব্‌রাহীম (র.) এর নিকট পেশ করলে তিনি বললেন, তাঁর কথায় তোমার কি দরকার! আমাকে তো আস্‌ওয়াদ (র.) 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সিঁথিতে যে সুগন্ধি তেল চকচক করছিল তা যেন আজও আমি দেখতে পাচ্ছি। (*বুখারী শরীফ*, মানাসিক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ৯৭৮, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৪৬, পৃ. ৭৬-৭৭)

[৩৯২]. উম্মে আব্দুর রহমান (অনু.), *নবীজীর স. হজ্জ*, প্রাগুক্ত।

[৩৯৩]. শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খ.৮, পৃ. ১৪৫ উদ্ধৃত- নবীজীর হজ্জ, প্রাগুক্ত।

৪.৩.৮. মক্কা মু'আযযামায় প্রবেশ

রসূলুল্লাহ (স.) ও সঙ্গী সাহাবা আজমাঈন (রা.) এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) সবাই আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও নিজেদের দাসত্বের ঘোষণা সহ কা'বার পানে এগিয়ে চললেন। জিলহজ্জ মাসের চার তারিখে 'যু-তুয়া' নামক উপত্যকায় পৌঁছলেন। এটি মক্কার খুবই নিকটে অবস্থিত। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (স.) ফজরের নামায আদায় করলেন। হারামে মক্কায় (মক্কার হারাম অঞ্চলে) প্রবেশ করার জন্য গোসল করলেন এবং 'ছানিয়্যাতুল উলইয়া' এর দিক দিয়ে মক্কা মুআযযামায় প্রবেশ করলেন। ছানিয়্যাতুল উলইয়াকে বর্তমানে 'মআবিদা' বলা হয়।

৪.৩.৯. মসজিদুল হারামে প্রবেশ

দিনের প্রথম প্রহরে নবী কারীম (স.) বাবুস্-সালাম দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। বাইতুল্লাহর উপর দৃষ্টি পড়া মাত্রই তিনি আল্লাহু আকবার বলে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করলেন :

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا

"হে আল্লাহ! আপনিই কেবল শান্তিদাতা। আপনার পক্ষ থেকেই কেবল শান্তি বর্ষিত হয়। তাই পরওয়ারদেগার! আপনি আমাদেরকে শান্তিময় জীবন দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি এই ঘরের সম্মান, মর্যাদা, মহত্ত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করে দিন এবং যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ বা উমরাহ করবে তারও সম্মান, মর্যাদা, মহত্ত্ব ও কল্যাণ বাড়িয়ে দিন।"[৩৯৪]

৪.৩.১০. কাবা শরীফের তাওয়াফ

রসূলুল্লাহ (স.) মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার পর তাওয়াফ করলেন। তিনি তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুরাকাত পড়ে ননি। কেননা তাওয়াফই হলো মসজিদুল হারামের 'তাহিয়্যাহ্। রসূলুল্লাহ্ (স.) হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে তাতে চুমু খেলেন। অতঃপর তাওয়াফ শুরু করলেন। 'রুকনে ইয়ামানী' এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নোক্ত আয়াতাংশটি দু'আ হিসেবে পাঠ করলেন।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"[৩৯৫]

---

[৩৯৪]. আবু বকর আহমাদ বিন আল-হুসাইন ইবন আলি আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, মিশর : মাজলিসু দা-ইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৪৪হি. বাবুল কওলু 'ইনদা রু'ইয়াতিল বাইতি, খ.৫, পৃ. ৭৩, হাদীস নং- ৯৪৮১

[৩৯৫]. আল-কুরআন, ২ : ২০১

তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে 'রামল'[৩৯৬] করলেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) 'ইয্‌তিবা'[৩৯৭]ও করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) রুকনে ইয়ামানীতে চুম্বন করেননি; বরং এতে শুধু হাত লাগানোই সুন্নাত। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (স.) পুনরায় হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌঁছলে ভিড়ের কারণে সেদিকে শুধু হাত দিয়ে ইশারা করতেন অথবা লাঠি বা হাতকে হাজরে আসওয়াদে লাগিয়ে তাতেই চুমু খেতেন। এভাবেই রসূলুল্লাহ্ (স.) তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করলেন।

৪.৩.১১. তাওয়াফের দু'রাকাত

তাওয়াফ সমাপ্ত করে রসূলুল্লাহ্ (স.) 'মাকামে ইবরাহীমে' আসলেন এবং তার সামনে কেবলাভিমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ কাবা এবং মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে আসলেন। এখানে তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

অর্থ : তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানিয়ে নাও।[৩৯৮]

রসূলুল্লাহ (স.) এখানে দু'রাকাত 'তাহিয়্যাতুত-তাওয়াফ আদায় করলেন। প্রত্যেক তাওয়াফের পর এ দু'রাকাত আদায় করা ওয়াজিব।[৩৯৯]

৪.৩.১২. সাফা-মারওয়ায় সাঈ

তাওয়াফের সালাতের পর রসূলুল্লাহ্ (স.) সাফা পাহাড়ের দিকে গেলেন। সাফা পাহাড়ের নিকটে পৌঁছে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

অর্থ: "নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।"[৪০০]

অতঃপর বললেন, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে যেটি দিয়ে শুরু করেছেন আমরাও তা থেকেই সাঈ শুরু করব।[৪০১] কুরআনের বাণীর বর্ণনার ধারাবাহিকতায় প্রথমে সাফার কথা এসেছে তারপর মারওয়ার কথা এসেছে। এ কারণে রসূলুল্লাহ্ (স.) সাফা থেকে সাঈ শুরু করলেন। অতঃপর নবীজী (স.) সাফা পাহাড়ে ততটুকু উঠলেন, যেখান থেকে কাবা শরীফ দৃষ্টিগোচর হয়। কাবা অভিমুখী হয়ে আল্লাহ রাব্বল আলামীনের হাম্‌দ-সানা পাঠ করলেন এবং আল্লাহু আকবার বলে এ কালিমাগুলো পড়লেন-

---

৩৯৬. রামল হলো ছোট ছোট পা ফেলে দৌড়ানেরা মত চলা এবং কাঁধকে বীরের মত নাড়াতে থাকা।

৩৯৭. ইযতিবা হলো ডান কাঁধ খোলা রেখে চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখা।

৩৯৮. আল-কুরআন, ২ : ১২৫

৩৯৯. মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আইয়ূব বিন সা'দ শামসুদ্দিন ইবন কায়্যিম আজ-জাওয়ী (মৃ. ৭৫১হি.), *যাদুল মা'আদ ফী হাদিয়্যি খয়রুল ইবাদ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫হি./ ১৯৯৪খ্রি., খ.২, পৃ. ২২৫-২২৭

৪০০. আল-কুরআন, ২ : ১৫৮

৪০১. ইমাম আবুহুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০, অধ্যায় : হজ্জ, বাব : নবী স.-এর হজ্জের বিবরণ, হাদীস নং- ২৮২১, পৃ. ১৭২-১৭৩

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আধিপত্য কেবল তাঁরই। সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র তিনিই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং (কাফেরদের) সব দলকে তিনিই পরাজিত করেছেন।"

এরপর তিনি দু'আ করলেন। তিনবার তিনি অনুরূপ করলেন। অতঃপর সাঈ শুরু করলেন এবং সাফা থেকে মারওয়ার দিকে চললেন। মধ্যবর্তী স্থান খুব দ্রুত অতিক্রম করলেন, বাকি জায়গাটুকু স্বাভাবিকভাবেই চললেন। যখন মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলেন তখন কাবা অভিমুখী হয়ে তাকবীর বললেন এবং আল্লাহ তা'আলার আযমত ও বড়ত্ব ঘোষণা করলেন। সাফার মত মারওয়াতেও দু'আগুলো পড়লেন। অতঃপর পুনরায় সাফার দিকে চললেন। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করলেন। অথাৎ সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফায় এক চক্কর। এভাবে মারওয়ায় সপ্তম চক্কর শেষ হলো।

৪.৩.১৩. মক্কা মু'আয্যামায় অবস্থান

সাঈ শেষ করার পর হুজুরে পাক (স.) ইহরাম খুলেননি। কেননা তার হজ্জ ছিল 'কিরান'। তবে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে মাথার চুল মুণ্ডিয়ে বা খাটো করে কেটে ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং (নিজে না খুলতে পারার কারণ) বললেন, "যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে।"[৪০২] (অর্থাৎ যদি ক্বিরান হজ্জের নিয়ত না করতাম তাহলে আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম।) চার যিলহজ্জ থেকে আট যিলহজ্জ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (স.) মক্কা মুআযযামায় অবস্থান করলেন। এখানে অবস্থানকালে কাবা শরীফের দরজায় খুতবাও দিলেন।[৪০৩]

৪.৩.১৪. মক্কা মু'আয্যামা থেকে মিনা যাত্রা

০৮ই যিলহজ্জ সকালে সূর্য উপরে উঠার পর নবীজী (স.) সাহাবায়ে কেরামসহ মিনার দিকে যাত্রা করলেন। মিনায় রসূলুল্লাহ্ (স.) যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করলেন এবং রাতে সেখানেই অবস্থান করলেন।[৪০৪] বর্ণনা থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ (স.) 'ইয়াউমুত তারবিয়াহ্' অর্থাৎ আট যিলহজ্জ একটি খুতবা দেন। এ খুতবায় তিনি লোকদেরকে হজ্জের বিধিবিধান শিক্ষা দেন।[৪০৫]

---

৪০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

৪০৩. *নবীজীর স. হজ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৪০৪. *যাদুল মা'আদ ফী হাদিয়্যি খয়রুল ইবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

৪০৫. উয়ূনুল আ-সার, খ.২, পৃ. ৩৬২, উদ্ধৃত- নবীজীর স. হজ্জ, প্রাগুক্ত।

৪.৩.১৫. ৯ই যিলহজ্জ আরাফায় অবস্থান

৯ই যিলহজ্জ ফজরের নামায আদায় করার পর যখন সূর্য উপরে উঠে গেল তখন রসূলুল্লাহ্ (স.) মিনা থেকে আরাফার দিকে যাত্রা করলেন। সাহাবায়ে কেরাম তালবিয়া ও তাকবীর বলতে বলতে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে আরাফার ময়দানে পৌঁছলেন। আরাফার পূর্ব দিকের একটি স্থানের নাম 'নামিরা'। নবীজী তাঁর তাবু সেখানে স্থাপনের নির্দেশ দিলেন।[৪০৬]

সূর্য ঢলে যাওয়ার পর অর্থাৎ যোহরের নামাযের সময় হওয়া পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (স.) এখানে অবস্থান করলেন।

৪.৩.১৬. আরাফার ময়দানে হজ্জের ভাষণ

অতঃপর নিজের উষ্ট্রীতে আরোহন করে 'বাতনে-ওয়াদি'তে আসেন এবং সেই ঐতিহাসিক খুতবা প্রদান করেন যা ইতিহাসে 'খুতবায়ে হজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রসূলুল্লাহ্ (স.) প্রথমে হামদ-সানা পাঠ করলেন। নিজের নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব আদায়ের সাক্ষ্য নিলেন। অতঃপর তাকওয়া অবলম্বন করার অসীয়ত করলেন এবং দুনিয়া থেকে তাঁর শীঘ্রই বিদায় নেওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন। অতঃপর দীর্ঘ নসীহত ও দিক-নির্দেশনামূলক এবং অনাগত উম্মতের পথ-নির্দেশমূলক সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক বক্তব্য প্রদান করেন।

সম্পূর্ণ হজ্জের সফরে রসূলুল্লাহ্ (স.) বেশ কয়েকটি ভাষণ প্রদান করেন। বিদায় হজ্জের ভাষণটি তাঁর প্রদত্ত ভাষণসমূহের মধ্যে সেই মর্যাদা রাখে, যে মর্যাদা রাখে মোতির মালায় মধ্যবর্তী মোতিটি (যা লকৈট হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। মুহাদ্দিসগণ এ ভাষণটি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।[৪০৭] অত্র অভিসন্দর্ভের 'হজ্জে খুতবা' অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়াস পাবো।

৪.৩.১৭. যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায়

রসূলুল্লাহ (স.) খুতবা দেওয়ার পর হযরত বেলাল (রা.)-কে আযান দিতে বললেন। হযরত বিলাল আযান ও ইকামত দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) মুসাফির হওয়ার কারণে যোহরের নামায দু'রাকাত কসর হিসেবে পড়লেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার ইকামত দেওয়া হলো এবং তিনি আসরেরও দু'রাকাত কসর আদায় করলেন। অর্থাৎ যোহর ও আসরের নামায এক আযান ও দুই ইকামতে আদায় করলেন।[৪০৮]

---

[৪০৬]. বর্তমানে সেখানে সুপ্রশস্ত ও সুবিশাল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, যাকে 'মসজিদে নামিরা' বলা হয়। এখান থেকেই হজ্জের ইমাম খুতবা দিয়ে থাকেন।

[৪০৭]. প্রফেসর ড. মো. আব্দুল্লাহেল বাকী, *হজ্জ সহায়িকা*, ঢাকা : কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২০১৯, পৃ. ১৮৮

[৪০৮]. প্রকাশ থাকে যে, সেদিন ছিল জুমার দিন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.) জুমা পড়েননি। এ থেকে বুঝা যায় যে, যদি আরাফা-দিবস জুমার দিনে হয় তাহলে হাজীগণ আরাফার ময়দানে জুমার নামায পড়বেন না। রসূলুল্লাহ (স.) তখন হজ্জের ইমাম ছিলেন। তাই তিনি এবং তাঁর সাথে যারা নামায পড়েছিলেন তারা যোহর ও আসর একত্র করে পড়েছিলেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. এখান থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, আরাফার দিন যোহর ও আসরের নামায একই ওয়াক্তে একত্রে পড়ার জন্য শর্ত হলো, হাজীগণ হজ্জের ইমামের ইকতিদায় নামায আদায় করা। উল্লেখ্য, হজ্জের ইমাম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। তিনিই 'মসজিদে নামিরা'য় খুতবা দেন এবং যোহর ও আসরের নামাযে ইমামতি করেন। উক্ত জামাতে অংশ নেওয়া সম্ভব না হলে হাজী সাহেবগণ নিজ তাবুতে যোহরের সময় যোহর এবং আসরের সময় আসরে নামায আদায় করবেন। একত্রে পড়লে সময়ের আগে পড়া নামায আদায় হবে না। (আদ-দুররুল মুখতার, খ.২, পৃ. ৫০৫, উদ্ধৃত- *নবীজীর হজ্জ*, মুফতী মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, "উমরাহ ও হজ্জের মাসায়েল", প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩)

৪.৩.১৮. সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ ও ফরিয়াদ

নামাযের পর রসূলুল্লাহ্ (স.) 'জাবালে রহমতে'র নিচে প্রস্তরময় ভূমিতে আসলেন। এবং উষ্ট্রীর পিঠে বসে কেবলার অভিমুখী হলেন। এ অবস্থায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিনয়ের সাথে কাকুতিমিনতি করে কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে থাকলেন। প্রায় ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত দু'আয় রত থাকলেন।

৪.৩.১৯. মুযদালিফার পথে

সূর্যাস্তের পর যখন পশ্চিমাকাশের লালিমা দূর হয়ে গেল তখন রসূলুল্লাহ্ (স.) হযরত উসামা ইবনে যায়েদকে তাঁর সাথে উষ্ট্রীতে বসালেন। সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে তিনি মুযদালিফার দিকে যাত্রা করলেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। সাহাবীদেরকেও দ্রুত চলতে নিষেধ করলেন। স্বাভাবিক গতিতে চলতে চলতে রসূলুল্লাহ্ (স.) মুযদালিফায় পৌঁছলেন। পুরো পথেই তিনি তালবিয়া পাঠে রত থাকেন।[৪০৯]

৪.৩.২০. মাগরিব ও ইশার নামায

রসূলুল্লাহ (স.) মুযদালিফায় পৌঁছেই অযু করলেন এবং আযান দিতে বললেন। আযানের পর প্রথম ইকামত হলো। তিনি মাগরিবের নামায আদায় করলেন। তারপর দ্বিতীয় ইকামত হলো। রসূলুল্লাহ্ (স.) ইশার নামায দু'রাকাত কসর আদায় করলেন।[৪১০] ইশার নামায শেষে রসূলুল্লাহ্ (স.) শুয়ে পড়লেন। সেদিন আর তাহাজ্জুদের জন্য জাগেননি, যা ছিল তাঁর সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম। বরং একেবারে ফজর নামাযের জন্য জাগ্রত হন।[৪১১]

৪.৩.২১. ফজরের নামায আদায় ও আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ

মুযদালিফায় সুবহে সাদিকের পর ফজরের আউয়াল ওয়াক্তে আযান হলো। অতঃপর ইকামত হলো। রসূলুল্লাহ্ (স.) ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে উটে চড়ে 'মাশআরে হারাম'-এর নিকট আসলেন এবং সেখানে দু'আ-মুনাজাত ও ফরিয়াদে মশগুল হয়ে গেলেন। আপন প্রতিপালকের সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে স্বীয় দাসত্ব প্রকাশ করতে থাকলেন। দু'আ করতে থাকলেন। তাকবীর ও তাহলীলে রত থাকলেন। তিনি এও ঘোষণা দিলেন যে, "পুরো মুযদালিফার যে কোনো স্থানে অবস্থান করা যায়।"[৪১২]

---

৪০৯. 'আবদুল্লাাহ ইবনু মুহাম্মদ (র.) ... ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, 'আরাফা থেকে মুয্দালিফা পর্যন্ত একই বাহনে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে উসামা ইবনু যায়দ (রা.) উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফযল [ইবনু 'আব্বাস (রা.)]-কে তাঁর পিছনে আরোহণ করান। ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, তাঁরা উভয়েই বলেছেন, নবী (স.) জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন। (ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র.), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ.৩, অধ্যায় : হজ্জ, পরিচ্ছেদ : ৯৮২, হাদীস নং- ১৪৫১, পৃ. ৭৮-৭৯)

৪১০. মুযদালিফায় মাগরিব-ইশা একত্রে পড়া বিষয়ে সকল উলামায়ে কেরাম একমত। এই একত্রকরণের জন্য হজ্জের ইমামের ইকতিদা করা শর্ত নয়। (*নবীজীর স. হজ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১)

৪১১. মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আইয়ূব বিন সা'দ শামসুদ্দিন ইবন কায়্যিম আজ-জাওয়ী (মৃ. ৭৫১হি.), *যাদুল মা'আদ ফী হাদিয়্যি খয়রুল ইবাদ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫হি./ ১৯৯৪খ্রি., খ.২, পৃ. ২৪৭

৪১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২-২৫৪, উদ্ধৃত- *নবীজীর স. হজ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৪.৩.২২. মুযদালিফা থেকে মিনার পথে

পূর্বাকাশ আলোকিত হলো। কিন্তু তখনও সূর্য উদিত হয়নি, এমন সময়েই রসূলুল্লাহ্ (স.) মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। উষ্ট্রীতে হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন তাঁর পশ্চাদারোহী। তিনি ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই। হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা.) পায়ে হেঁটেই তাঁর সাথে সাথে চললেন। পুরো পথেই রসূলুল্লাহ্ (স.) তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখেন।[৪১৩]

৪.৩.২৩. 'ওয়াদিয়ে মুহাসির' হস্তীবাহিনীর ধ্বংসস্থল

যখন রসূলুল্লাহ্ (স.) 'ওয়াদিয়ে মুহাসির'-এর নিকট পৌঁছলেন। এটি মুযদালিফা ও মিনার মাঝামাঝি অবস্থিত। তখন তিনি বাহনের গতি বাড়িয়ে দিলেন। যাতে ওই স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করা যায়। এখানে আবরাহার হস্তিবাহিনীর ওপর আযাব নাযিল হয়েছিল।[৪১৪]

৪.৩.২৪. জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ

রসূলুল্লাহ (স.) মিনার ওই পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকলেন, যা 'জামরাতুল আকাবায়' গিয়ে পৌঁছেছে। সেখানে পৌঁছে রসূলুল্লাহ্ (স.) বাহনে বসেই 'জামরাতুল আকাবায়' সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিলেন। সে সময় হযরত বিলাল (রা.) ও হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সঙ্গে ছিলেন। একজন তাঁর বাহনের লাগাম ধরে রেখেছিলেন।[৪১৫] অপরজন তাঁকে রোদের তাপ থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর উপর কাপড়ের ছায়া বিস্তার করে রেখেছিলেন।[৪১৬]

৪.৩.২৫. ১০ই জিলহজ্জ মিনায় প্রথম খুতবা

'জামরাতুল আকাবায়' কঙ্গর নিক্ষেপ সমাপ্ত করে রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর বিশ্রামস্থলে চলে গেলেন। তাঁর বিশ্রামের তাঁবুর স্থলে বর্তমানে 'মসজিদে খাইফ' নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে পৌঁছে তিনি একটি খুতবা দিলেন। মুহাজির ও আনসারকে একত্রিত করে হজ্জের বিধিবিধান শিক্ষা দিলেন। আরাফার ভাষণের কিছু কিছু বিষয় আরো গুরুত্বের সাথে পুনরায় উল্লেখ করলেন। হজ্জের খুতবা অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আসবে ইনশাআল্লাহ।

---

৪১৩. প্রাগুক্ত, *বুখারী শরীফ*, হাদীস নং- ১৪৫১, পৃ. ৭৮-৭৯

৪১৪. *যাদুল মা'আদ ফী হাদিয়্যি খয়রুল ইবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৪১৫. রসূলুল্লাহ (স.) হজ্জের কাজগুলোর অধিকাংশই উটে চড়ে আদায় করেছেন। এতে বিশেষ হিকমত ছিল। তাহলো, তাঁর সঙ্গী-সাহাবীগণ যাতে হজ্জের কর্মবিধি আদায়কালে তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পান এবং হজ্জের বিধিবিধান শিখে নিতে পারেন। (*নবীজীর স. হজ্জ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩)

৪১৬. আহমাদ ইব্ন হাম্বল ... উম্মুল হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (স.)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি উসামা ইব্ন যায়িদ ও বিলাল (রা.)-এর মধ্যে একজনকে নবী (স.)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরতে এবং অন্যজনকে 'জামরাতুল আকাবায়' কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত স্বীয় বস্ত্র দ্বারা নবী (স.)-কে রোদের তাপ থেকে ছায়া দিতে রয়েছেন। (ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (র), *আবূ দাউদ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, খ.৩, অধ্যায় : হজ্জ, অনুচ্ছেদ : ৩৩, হাদীস নং- ১৮৩৪, পৃ. ৪৩-৪৪)

৪.৩.২৬. কুরবানী

১০ই জিলহজ্জ সাধারণত বিশ্বের মুসলিমগণ ঈদুল আযহা পালন করে থাকে। হজ্জ পালনকারীগণ এ দিনকে 'ইয়াউমুন নাহার' বা পশু জবাইয়ের দিন হিসেবে পালন করে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (স.) কুরবানীস্থলে আসলেন এবং একশ' উট কুরবানী করলেন। তেষট্টিটি তিনি নিজ হাতে জবাই করেন। বাকি সাঁইত্রিশটি জবাই করতে হযরত আলীকে বললেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, "মিনার পুরো এলাকাই জবাইস্থল।" অর্থাৎ মিনার যেখানেই পশু জবাই করা ঘোক তাতে হুকুম পালন হয়ে যাবে।[৪১৭]

৪.৩.২৭. হলক ও মাথা মুড়ানো

কুরবানীর পর রসূলুল্লাহ্ (স.) মাথা মুণ্ডন করলেন। আদেশ অনুযায়ী তিনি প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর মাথার ডান দিকের চুল মুণ্ডন এবং চুলগুলো সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বণ্টন করে দেন। তারপর বাম দিক হলক করেন এবং চুলগুলো হযরত আবূ তালহা (রা.)-এর হাতে অর্পণ করেন।[৪১৮]

৪.৩.২৮. তাওয়াফে যিয়ারত

তাওয়াফে যিয়ারতকে 'তাওয়াফে ইফাযাহ' ও 'তাওয়াফে সদর'ও বলা হয়। এটি হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ রুকন। কুরবানী ও মাথা মুড়ানো থেকে ফারেগ হয়ে নবী কারীম (স.) মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে বের হন এবং যোহরের নামাযের আগেই 'তাওয়াফে যিয়ারত' আদায় করেন।

৪.৩.২৯. তাওয়াফের পর যমযম পান

তাওয়াফে যিয়ারত শেষে রসূলুল্লাহ্ (স.) যমযম কূপের নিকট আসলেন। রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদেশে এক বালতি যমযমের পানি তোলা হলো। তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।[৪১৯] কোনো বর্ণনায় আছে তা থেকে তিনি ওযুও করেছেন এবং বালতিতে কুলিও করেছেন।

---

৪১৭. নবী স.-এর হজ্জের বিবরণ সংক্রান্ত পূর্বোক্ত হাদীস।

৪১৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) জামারাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর কুরবানীর উটের নিকট ফিরে এসে তা যবেহ করলেন। ক্ষৌরকার নিকটেই বসা ছিল। তিনি মাথার দিকে হাত ইশারা করলেন এবং সে তাঁর মাথার ডানপার্শ্বের চুল কামিয়ে দিল। তিনি তা নিকটস্থ লোকদের মধ্যে বণ্টন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন- মাথার অপরাংশ কামাও। তিনি বললেন- আবূ তালহা কোথায়? তখন তিনি সেগুলো তাকে দান করলেন। (*মুসলিম শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০২৪, পৃ. ২৪৬-২৪৭)

৪১৯. ইসহাক ইবনু শাহীন (র.) ... ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) পানি পান করার স্থানে এসে পানি চাইলেন, 'আব্বাস (রা.) বললেন, হে ফাযল! তোমর মার নিকট যাও। রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর জন্য তাঁর নিকট থেকে পানীয় নিয়ে এস। নবী (স.) বললেন- এখান থেকেই পান করান। 'আব্বাস (রা.) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (স.)! লোকেরা এই পানিতে হাত রাখে। রাসূল (স.) বললেন- এখান থেকেই দিন এবং এই পানি থেকেই পান করলেন। এরপর যমযম কূপের নিকট এলেন। লোকরা পানি তুলে (হাজীদের) পান করাচ্ছিল, তখন তিনি বললেন- তোমরা কাজ করে যাও। তোমরা নেক কাজে রত আছ। এরপর তিনি বললেন, তোমরা পরাভূত হয়ে যাবে এ আশঙ্কা না থাকলে আমি নিজেই নেমে (বালতির) রজ্জু এখানে নিতাম; এ বলে তিনি আপন কাঁধের প্রতি ইশারা করেন। [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৫৩৫, পৃ. ১১৯)

৪.৩.৩০. তাওয়াফে যিয়ারত পরবর্তী সাঈ

রসূলুল্লাহ (স.) এর হজ্জ ছিল ‘কিরান। আর হজ্জে-ক্বিরান পালনকারীদের দু’বার ‘সাঈ করতে হয়। একবার উমরার সাঈ, যা আরাফায় অবস্থানের পূর্বে হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়বার হজ্জের সাঈ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তাওয়াফে ইফাযা’ (তাওয়াফে যিয়ারত) থেকে ফারেগ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (স.) যমযম পান করেন। অতঃপর সাফায় আগমন করেন এবং সাঈ করেন।[৪২০]

৪.৩.৩১. মিনায় প্রত্যাবর্তন

তাওয়াফ ও সাঈ সমাপ্ত করে রসূলুল্লাহ্ (স.) পুনর্বার মিনায় ফিরে আসেন এবং এখানেই অবস্থান করেন।

৪.৩.৩২. ১১ই যিলহজ্জের কংকর নিক্ষেপ

পরদিন ১১ই যিলহজ্জ সূর্য হেলে পড়ার পর রসূলুল্লাহ্ (স.) রামী করেছেন। তিনি পায়ে হেঁটেই ‘জামরায়ে ঊলা’য় আসলেন এবং একটি একটি করে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তিনি ‘আল্লাহু আকবার’ বললেন। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ হলে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত উঠিয়ে দীর্ঘ সময় দু‘আ করলেন। অতঃপর ‘জামরায়ে উস্তায়’ একইভাবে ‘রামী’ করলেন ও দু’আ করলেন এবং সবশেষে ‘জামরাতুল আক্বাবা’র নিকট পৌছে তাতেও সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন।কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কোনো দু’আ করেননি। বরং ‘রামী’ শেষ করেই ফিরে গেলেন।

৪.৩.৩৩. মিনায় রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর দ্বিতীয় খুতবা

১১ই যিলহজ্জ রোববার রসূলুল্লাহ্ (স.) মিনায় আরেকটি খুতবা প্রদান করেন। যাতে তিনি আল্লাহ তাআলার মহত্ব, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ হীনতা, তাক্বওয়া অবলম্বন এবং ইসলামের বাণী প্রচার করা ইত্যাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

৪.৩.৩৪. বিদায়ী তাওয়াফ

অতঃপর রাতের কোনো এক সময়ে হুজুর (স.) মক্কা শরীফে আগমন করেন এবং বিদায়ী তাওয়াফ করেন। এ তাওয়াফে তিনি ‘রমল’ করেননি।

৪.৩.৩৫. মদীনা পথে রওয়ানা

এরপর রসূলুল্লাহ্ (স.) মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হলেন। ফেরার পথে তিনি ‘গাদীরে খুম’ নামক স্থানে ‘আহলে বায়ত’ এর মর্যাদা সম্পর্কিত একটি খুতবা প্রদান করেন। যেটি ছিল একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে। সহীহ মুসলিম শরীফের ফাযায়েল অধ্যায়ে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি ফেরার পথে যুলহুলায়ফাতে রাত্রি যাপন করেন।

---

[৪২০]. সীরাতে ইবনে কাছীর, খ. ৪, পৃ. ৩২১; উদ্ধৃত- নবীজীর স. হজ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৪.৩.৩৬. মদীনা তায়্যিবা দেখামাত্র আনন্দ প্রকাশ

পরদিন রসূলুল্লাহ্ (স.) মদীনা তায়্যিবার উদ্দেশ্যে যুলহুলাইফা থেকে যাত্রা করলেন। যখন মদীনার লোকালয় দৃষ্টিগোচর হলো তখন তিনি খুব আনন্দিত হলেন। মদীনা দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই তার বাহনের গতি বাড়িয়ে দেন এবং যখন মদীনার উপর দৃষ্টি পড়ল তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো বললেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ

سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক; তাঁর কোনো শরীক নেই। আধিপত্য কেবল তাঁরই। সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র তিনিই। তিনিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা আমাদের রবের দিকেই প্রত্যাগমনকারী। আমরা তার কাছেই ফিরে আসি (তাঁরই ইবাদত করি।) তাঁকেই সিজদা করি। তাঁরই স্তুতি ও বন্দনা গাই। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং (কাফেরদের) সব দলকে তিনিই পরাজিত করেছেন।"[৪২১]

আর এভাবেই 'হাজ্জাতুল বিদা' তথা বিদায় হজ্জের সফর পূর্ণ হলো। রসূলুল্লাহ্ (স.) মদীনা শরীফে ফিরে এলেন।

---

[৪২১]. *বুখারী শরীফ*, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬৮০, পৃ. ১৯১

৪.৪. কুরআন সুন্নাহর আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটিকে মৌলিক বিবেচনা করে এ সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীসের মর্ম অনুযায়ী সুন্নাহর আলোকে পরিপূর্ণ একটি নির্দেশনা এ অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। যেখানে হজ্জ সফরে একজন হজ্জ যাত্রী সম্পূর্ণ গাইড লাইন ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪২২]

৪.৪.১. কোন ধরনের হজ্জ করবেন

হজ্জ যাত্রীর প্রথমেই ঠিক করে নেওয়া উচিত তিনি কোন ধরনের হজ্জ করবেন। হজ্জ-এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনায় প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জেনেছি যে, হজ্জ তিন প্রকার। যেমন-

(১) **হজ্জে ইফরাদ :** শুধু হজ্জের নিয়াত করে হজ্জ সম্পাদন করা।
(২) **হজ্জে তামাত্তু :** একই সফরে ভিন্ন ভিন্ন নিয়াতে প্রথমে উমরাহ এবং পরে হজ্জ সম্পাদন করা।
(৩) **হজ্জে কিরান :** একই সফরে একই নিয়াতে প্রথমে উমরা ও পরে হজ্জ সম্পাদন করা।

সবচেয়ে উত্তম হল কিরান হজ্জ, তারপর তামাত্তু তারপর ইফরাদ। কিরানের তুলনায় তামাত্তু হজ্জ সহজ হওয়ায় বাংলাদেশী হজ্জ যাত্রীগণ সাধারণত তামাত্তু হজ্জ সম্পাদন করেন। কিরান ও তামাত্তু হজ্জ পালনকারীদের জন্য হাদী, অর্থাৎ কুরবানীর অনুরূপ পশু জবেহ করা, ওয়াজিব। ইফরাদ হজ্জ পালনকারীদের জন্য হাদী ওয়াজিব নয়। আর বিশেষ ত্রুটি বিচ্যুতির কাফ্ফারা স্বরূপ দম, অর্থাৎ কুরবানীর অনুরূপ পশু জবেহ করা, সকল প্রকার হজ্জ পালনকারীদের জন্য ওয়াজিব।

৪.৪.২. হজ্জের প্যাকেজ নির্ধারণ

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্যাকেজেই হজ্জ পালনের সুবিধা রয়েছে। হজ্জের জন্য ব্যক্তির আগেই পাসপোর্ট থাকা প্রয়োজন। সরকারি ঘোষণা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাঁকে পছন্দনীয় এজেন্সীর কাছে বাসা-ভাড়ার টাকাসহ পাসপোর্ট জমা দিয়ে হজ্জ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। পাসপোর্ট জমা দেয়ার আগে অবশ্যই হজ্জ যাত্রী তার পাসপোর্টের অনুলিপি করে রাখবেন। জমা দেয়ার আগে বা অন্য কোন সুযোগে তিনি প্রয়োজনীয় ডলার-রিয়াল পাসপোর্টে ইনডোর্স করে রাখবেন। হজ্জে তিন ধরনের প্যাকেজ পদ্ধতি রয়েছে। বহিঃবাংলাদেশে ভ্রমণের জটিলতা এড়াতে হজ্জ যাত্রীকে পাসপোর্টসহ হজ্জের সকল ডকুমেন্ট হাতে পাওয়ার সাথে একাধিক কপি করে বিভিন্ন ব্যাগে আলাদা ফাইল সংরক্ষণ করে রাখা ভালো।

ক) যারা প্রথমে মদিনা শরীফে প্রবেশ করবেন তাদের নিজ বাড়ি বা দেশের বিমান বন্দর বা সমুদ্র বন্দর থেকে বা মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধার এবং পথে পথে 'তালবিয়াহ'পড়ার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ জেদ্দা বিমান বন্দর ও মদিনার পথ হরম এলাকার বাইরে অবস্থিত। তারা মক্কায় যাত্রাকালীন মদিনা থেকে বা ৭-৮ মাইল দুরে অবস্থিত যুল-হুলাইফা নামক মীকাত সীমন্তে অবতরণ করবেন এবং সেখান থেকে ইহরাম ধারণ করে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন। যারা তারবিয়ার দিন (হজ্জ শুরুর দিন অর্থাৎ ৮ই জিলহজ্জ) এর কাছাকাছি অর্থাৎ ২/১ দিন আগে মক্কায় পৌঁছবেন তাদের জন্য হজ্জে কিরান উত্তম। আর যারা বেশ কয়েক দিন আগে মক্কায় পৌঁছবেন তাদের জন্য হজ্জে তামাত্তু সুবিধাজনক। হজ্জ সমাপ্ত করার পর দেশে ফেরার পর্যন্ত তারা হারাম এলাকায় অবস্থান করে বহু তাওয়াফ ও উমরাহ করতে পারেন। হজ্জ ও উমরাহর জন্য এই প্যাকেজটি সর্বোত্তম প্যাকেজ।

---

৪২২. প্রফেসর ডা. গাজী নজরুল ইসলাম, "বায়তুল্লাহ (কাবা ঘর) ও হজ্জ পালনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ", অনলাইন : ফেইসবুক, আগস্ট ২০১৯, ১৩ পর্বের ধারাবাহিক পোস্ট, লিংক : https://www.facebook.com/gazinazrul.islam.9

(খ) যারা প্রথমে মক্কা শরীফে প্রবেশ করবেন তারা প্রথমে শুধু উমরাহ পালনের নিয়াত করে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবেন। আর যদি ইহরাম বাঁধার জন্য যাত্রা পথে মীকাতে অবতরণের সুযোগ না থাকে, তখন দেশের বিমান বন্দর বা সমুদ্র বন্দর থেকে ইহরাম বেঁধে নেয়া উচিত। ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন। মনে রাখবেন! মীকাতের সীমানার বাইরের লোকদের জন্য হজ্জ ও উমরাহ পালনের লক্ষ্যে ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে হরম এলাকায় প্রবেশ করা নিষেধ। এদের জন্য হজ্জে তামাত্তু সুবিধাজনক। উমরাহ সম্পাদনের পর এরা মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করে ইহরাম মুক্ত হবেন। অতঃপর হারাম এলাকায় অবস্থান করবেন। অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ই জিলহজ্জ) হারাম এলাকার অন্তভূক্ত আবাস স্থল থেকে পুনরায় হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাপ্ত করবেন। হজ্জ সমাপ্ত হওয়ার পর তারা ইহরাম মুক্ত হালাল অবস্থায় মদীনা শরীফ যাবেন। হজ্জ ও উমরাহর জন্য এই প্যাকেজটিও উত্তম।

(গ) যারা প্রথম দিকের হজ্জযাত্রী, তারা প্রথমে মক্কায় প্রবেশ করেন, অতঃপর মদিনায় যান, অতঃপর হজ্জের পূর্বে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। এই প্যাকেজটি বিতর্কিত। তারা প্রথমে শুধু উমরাহ-এর নিয়াতে নিজ বাড়ি থেকে বা দেশের বিমান বন্দর বা সমুদ্র বন্দর থেকে বা মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছেন। অতঃপর উমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে যান। অতঃপর মক্কা থেকে মদিনায় যান। অতঃপর মদিনার আবাস স্থান থেকে অথবা মদিনাবাসীদের জন্য নির্ধারিত মীকাত যুল-হুলাইফা নামক মীকাত সীমান্তে অবতরণ করে সেখান থেকে হজ্জের নিয়াতে ইহরাম ধারণ করে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে হারাম এলাকায় প্রবেশ করে মিনার কাছাকাছি অবস্থান করেন। অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ই জিলহজ্জ) সবার সাথে মিনায় যান। এ ক্ষেত্রে হজ্জে তামাত্তু আদায় হবে কিনা-এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। ইমাম আবূ হানিফার মতে হজ্জের মাসসমূহে একই সফরে হজ্জ ও উমরাহ পালন করার কারণে তার হজ্জে তামাত্তু আদায় হবে। সাহেবাইনের (ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ) মতে তার হজ্জ হজ্জে তামাত্তু হবে না, বরং হজ্জে ইফরাদ হবে- কারণ সে ইহরাম বিহীন অবস্থান মীকাতের বাইরে গিয়ে সফরের বিঘ্ন ঘটিয়েছে। তবে সে হজ্জে কিরান সম্পাদনকারী হয়, উমরাহ সম্পাদনের পর হালাল না হয়ে হজ্জ সম্পাদন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ইহরামের হালতে থাকে, তাহলে ইহরামের হালতে মীকাত অতিক্রম করলেও তার হজ্জে কিরান বহাল থাকবে। এমতাবস্থায় কতিপয় উলামা তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারীকে মদীনা থেকে মক্কায় পত্যাবর্তন করে হজ্জের পূর্বে পূনরায় একটি উমরাহ করা উত্তম মনে করেন, যদিও হজ্জের মাসসমূহে হজ্জের পূর্বে শুধুমাত্র একটি উমরাহ করার বিধান রয়েছে।

৪.৪.৩. উমরাহ ও হজ্জ যাত্রার মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি

মনে রাখবেন! যারা হজ্জে যাচ্ছেন তারা আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন-এর মেহমান, তাই বৈধ শুধু মাত্র উপার্জনের টাকায়ই হজ্জ সম্পন্ন করতে হবে। অবৈধ অর্থে হজ্জ সম্পাদন করা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান নিয়ে প্রতারণার সামীল। যাত্রা করার আগেই আল্লাহর সম্মানিত মেহমান হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মিক, মানসিক, শারীরিক ও বৈষয়িক প্রস্তুতি নিতে হবে। যথাঃ- (১) জীবনের সকল গোনাহ থেকে আল্লাহর দরবারে খাঁটি তওবা করা, (২) কারো কোন প্রকার হক নষ্ট হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপুরণ করা এবং তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, (৩) পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, অধস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারী, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক দ্বীনের উপর মজবুতভাবে কায়েম থাকার জন্য জীবনের শেষ নসিহতের ন্যায় বিশেষ নসিহত করা, (৪) ফিরে আসার সম্ভাব্য সময় পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণসহ প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশন প্রদান করা এবং (৫) কোন প্রকার শারীয়াত সম্মত অসিয়াত থাকলে শারীয়াত মোতাবেক স্বাক্ষীসহ লিপিবদ্ধ করে রেখে যাওয়া।

৪.৪.৪. মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি

হজ্জ ও উমরাহ পালনের মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতির বিষয়াদি সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করছি। হজ্জযাত্রীগণ সফরসংগী হক্কানী ওলামা ও পুরানো হাজীগণের সাথে আলোচন করে বিস্তারিত ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। মনে রাখবেন! হজ্জ বায়তুল্লাহ কে কেন্দ্র করে সারা জীবনে মাত্র একবার আমলের জন্য একটি বিশেষ ফরজ ইবাদাত। অনেকের জীবনে পূনরায় হজ্জ করার সুযোগ আসে না। তাই ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থান এবং সে সব স্থানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় তথা হরম এলাকার মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে অনেক ভুল-ত্রুটি হওয়ার আশংকা থাকে। আর একবার ভুল হয়ে গেলে শোধরানোর সুযোগ অনেকের জীবনে দ্বিতীয়বার নাও আসতে পারে। শুধু কিতাব পড়েই এ ব্যাপারে বাস্তব জ্ঞান লাভ করা যায় না। সুতরাং সর্বদা সফরসংগী হক্কানী ওলামা ও পুরানো হাজীগণের সাথে থেকে সতর্কভাবে হজ্জ পালন করতে হবে।

৪.৪.৫. যাত্রা পথের ব্যবহারিক ও মানসিক প্রস্তুতি

বাড়ি থেকে রওনা দেয়ার পূর্বে হজ্জ যাত্রী তাঁর ব্যাগ গুছিয়ে মালামাল চেক করে একটি তালিকা তৈরী করবেন। ইহরামের কাপড়, পা-খোলা সেন্ডেল, প্রয়োজনীয়-সম্ভাব্য ঔষধ-পত্র নিতে হবে। তিনি পাসপোর্ট, ডলার, রিয়াল ও টাকা-পয়সা শরীরের সাথে রাখবেন। প্রত্যেক মনজিলে তিনি তাঁর মালামাল লিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখবেন। কখনো সহযাত্রী অন্যান্য ভাইদের উপর নির্ভর করবেন না। অন্যের কোন মালামাল বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করবেন না। একটি কাফেলায় অনেক মহিলা হজ্জ যাত্রীও থাকেন। সুতরাং হজ্জ যাত্রীকে অবশ্যই চোখের দৃষ্টির হেফাযত করতে হবে এবং যাবতীয় অশ্লীল ও অনৈতিক কথা-ইংগিত-আচরণ এমনকি কামনা-বাসনা থেকেও অন্তঃকরণকে পবিত্র রাখতে হবে। অনেকেই নিজ স্ত্রীকে সাথে নিয়ে হজ্জ করেন- এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ইহরাম অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সাথেও ঐ সব কথা-ইংগিত-আচরণ অবৈধ হয়ে যায়, যা ইহরাম মুক্ত অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সাথে সম্পূর্ণ বৈধ ও সওয়াবের কাজ হিসাবে গণ্য। মনে রাখবেন! একজন হজ্জ যাত্রী আল্লাহ তা'য়ালার মেহমান। পথে কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবেন না এবং কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না। দেশের বিমান বন্দর থেকে মক্কা বা মদীনায় নির্ধারিত কক্ষে পৌঁছার পথে হাজী সাহেব প্রায় ২৪-৩০ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। যদিও বিমানে হজ্জ যাত্রীগণ হালকা মেহমানদারী পাবেন, তা তার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। তাই কিছু খেজুর, শুকনা খাবার ও পানি তাঁর সাথে থাকা সাইড ব্যাগে রাখা উত্তম।

৪.৪.৬. বাড়ি থেকে হারাম শরীফ সফরে করণীয় বিষয়সমূহ

৪.৪.৬.১. বাড়ি থেকে হারাম শরীফ সফরের বিবরণ

বাড়ি থেকে বের হওয়ার পূর্বেই হাজী সাহেব গোসল সেরে নিলে ভালো হয়। বিমান বা সমুদ্র বন্দরে ইহরামের সময় তাঁর গোসল করার সুযোগ নাও হতে পারে। অতঃপর ঘর থেকে বের হওয়ার সময় থেকে সুন্নহ সম্মত নিম্নোক্ত ক্রমধারা অবলম্বন করত হবে।

৪.৪.৬.২. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পাঠ করার দু'আ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

(আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ছাড়া অকল্যাণ রোধ বা কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারো নাই)- তাকে বলা হয় তোমাকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, যথেষ্ট দেয়া হয়েছে এবং হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে আর শয়তান তার থেকে দুরে চলে যায়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাই) আবূ দাউদ পরে আরও বৃদ্ধি করেছেন- শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, তুমি এর উপর কেমন করে নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে যাকে হেদায়াত দান করা হয়েছে, যথেষ্ট দেয়া হয়েছে এবং হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৪২৩]

৪.৪.৬.৩. সফরের শুরুতে পড়ার দু'আ

আপনি যখন বিমান বন্দর পৌঁছার জন্য গাড়িতে উঠবেন তখন সুন্নাহ মোতাবেক নিম্নোক্ত আমলটি করুন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রওনা হয়ে **বাহনে আরোহন করে তিনবার তাকবীর** বলতেন। অতঃপর বলতেন :

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

(অতীব পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি একে আমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন করেছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব) অতঃপর তিনি বলতেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِيْ هٰذَا مِنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا الْمَسِيْرَ وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَ الْأَرْضِ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا فِيْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِيْ أَهْلِنَا

হে আল্লাহ! আমার এ সফরে আমি তোমার কাছে পূন্য, তাকওয়া এবং তোমার পছন্দনীয় কাজ করার তৌফিক প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! সফরটি আমাদের জন্য সহজতর করে দাও এবং পথের দূরত্ব আমাদের জন্য সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ! সফরে তুমিই আমাদের সাথী এবং পরিবার-পরিজনে আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! এ সফরে তুমি আমাদের বন্ধু ও আমাদের পরিবার-পরিজনের তদারককারী হয়ে যাও।[৪২৪]

৪.৪.৬.৪. বিমান বন্দরে করণীয়

বিমান বন্দরে পৌঁছে হজ্জ যাত্রী তাঁর ইমিগ্রেশনের কাজ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা করবেন। বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ সাধারণত হজ্জ যাত্রীদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেন। ইমিগ্রেশন পার হয়ে ভেতরে প্রবেশের পর তিনি বিমানের জন্য অপেক্ষা করবেন। তাঁর লাগেজ বিমানের কার্গোতে চলে যাবে। বিমান টিকেট, বোর্ডিং কার্ড, লাগেজ কার্ড, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট, দু'আর কিতাব, ঔষধপত্র ও হাল্কা খাবার-পানীয় তাঁর সাথে বহনকারী সাইড ব্যাগে রাখবেন। এ সময় তিনি হাল্কা নাস্তা করতে পারেন। অতঃপর জরুরী প্রয়োজন (অযু এস্তেঞ্জা) সেরে নিবেন। তাঁর শরীরে সুগন্ধী ব্যবহার করতে পারেন, তবে তা যেন ইহরামের কাপড়ে না লাগে। ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধী লাগানো যাবে না। সাবধান! মহিলাদের জন্য ঘরের বাইরে সুগন্ধি ব্যবহার করা সর্ববস্থায় হারাম। অতঃপর এখানে তিনি ইহরামের কাপড় পড়ে দুই রাকাআত নামাজ পড়ে নিবেন। মহিলাগণের ইহরামের জন্য বিশেষ কোন কাপড় নাই। তারা সাধারণ পোষাকেই থাকবেন। তবে ইহরাম অবস্থায় হাত ও মুখ খোলা রাখতে হয়। আবার পর্দার বিধানও মেনে চলতে হয়।

---

[৪২৩]. *আবূ দাউদ শরীফ*, ৫ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, হাদীস নং- ৫০০৭, পৃ. ৫৯২

[৪২৪]. *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, খ.৬, হাদীস নং- ৩৪৪৭, পৃ. ১৩৯

বিমানে উঠার আহ্বান পেলে তিনি ধীর-স্থিরভাবে যাত্রা করবেন। খেয়াল রাখতে হবে যেন বিমান বন্দরে হজ্জ যাত্রী কোনো কিছু ফেলে না যান। তাঁর লাগেজ আগেই বিমানে পৌঁছে গেছে। লাগেজের ট্যাগ বা কার্ড সাথে সংরক্ষণ করবেন। সাইড ব্যাগ, খাবারের পাকেট ও পানির বোতল তাঁর সাথেই রাখবেন। একটি বাস হজ্জ যাত্রীকে বিমানের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। বাসে চড়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি আবার পড়ুন।[৪২৫]

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অর্থাৎ- 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করেদিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে'।

৪.৪.৬.৫. বিমানে করণীয়

বিমানে চড়ার পর হজ্জ যাত্রী তাঁর সীটে আসন গ্রহণ করবেন। বিমান ছাড়ার সময় ঝাকুনি থেকে বাঁচার জন্য সীট-বেল্ট বাঁধতে হয়। নির্দশনা মোতাবেক তিনি সীটবেল্ট বেঁধে নিবেন। এবার তিনি নিম্নোক্ত দু'আটি একবার পাঠ করবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ- আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি, নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[৪২৬]

৪.৪.৬.৬. উঁচুতে উঠতে ও নীচে নামতে দু'আ

বিমান ছাড়ার সময় উপরের দিকে উঠে, আবার অবতরণের সময় নীচের দিকে নামে। হজ্জ যাত্রী যাত্রাপথে যে কোন সময় উচুতে ওঠার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আক্‌বার) ও নীচের দিকে নামার সময় سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করবেন।[৪২৭]

৪.৪.৬.৭. বিমান আকাশে স্থিতিশীল হলে

বিমান আকাশে সম্পূর্ণরূপে উড্ডায়মান হলে পাইলটের নির্দেশনা মোতাবেক যাত্রীগণ সীট বেল্ট খুলে ফেলবেন। এবারে তিনি তামাত্তু হজ্জ পালনের জন্য উমরাহ-এর নিয়াত করবেন। মনে মনে প্রার্থনা করবেন- "ইয়া আল্লাহ! আমি তামাত্তু হজ্জের জন্য উমরাহ পালনের ইরাদা করেছি, আপনি কবুল করে নিন এবং আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন। অতঃপর মুখে উচ্চারণ করে বলবেন-

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً অথবা, لَبَّيْكَ عُمْرَةً

---

৪২৫. যাতে তোমরা এদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসিতে পার. তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা এর ওপর স্থির হয়ে বস ; এবং বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করেদিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। [আল-কুরআন, ৪৩ : ১৩]

৪২৬. আল-কুরআন, ১১ : ৪১

৪২৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার বাহিনী যখন উচুঁ ভূমিতে উঠতেন তখন **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** বলতেন এবং নীচের দিকে নামতেন তখন **سُبْحَانَ اللّٰهِ** বলতেন। (বুখারী, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি উমরাহ পালনের জন্য আপনার কাছে হাজির হয়েছি।[৪২৮]

৪.৪.৬.৮. তালবিয়াহ পাঠ

অতঃপর হজ্জ যাত্রীগণ তালবিয়াহ পাঠ করবেন। তালবিয়া হলো-

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

অর্থ- আমি হজির, হে আল্লাহ" আমি হাজির। আমি হাজির। আপনার কোনো শরীক নাই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত কেবল আপনারই। আর সকল রাজত্ব শুধুই আপনার। আপনার কোনো শরিক নাই।

নিয়াত ও তালবিয়াহ পাঠের মাধ্যমে হজ্জ যাত্রীর উমরাহ-এর ইহরাম সমপন্ন হল।

অতঃপর সম্পূর্ণ যাত্রা পথে এটাই হজ্জ যাত্রীর জন্য এ সময়ের সবচেয়ে মূল্যবান দু'আ ও সর্বোত্তম জিকির। কাবাঘর দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত তাঁর জন্য এ দু'আই চলতে থাকবে। পুরুষগণ উচ্চস্বরে এবং মহিলা নিম্নস্বরে এ দুয়া পাঠ করবেন। মাঝে মাঝে অন্য কোন মাসনুন দু'আ পাঠ করতে পারেন।

৪.৪.৬.৯. বিমানে আরোহনরত অবস্থায় নামায

বিমানের মধ্যে হজ্জ যাত্রীর ২/১ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের প্রয়োজন হবে। এজন্য বিমানে উঠার সময় তিনি যে অযু করেছেন সে অযু ধরে রাখার চেষ্টা করবেন। অজু টুটে গেলে বিমানে তাইয়াম্মুম করে নামাজ পড়তে হবে। এজন্য বিমানের মধ্যে মাটির চাকা সরবরাহ করা হয়। সাহস থাকলে দাড়িয়ে নামাজ পড়া যায়। অক্ষম হলে তিনি বসে নামাজ আদায় করতে পারেন। বিমানের মধ্যে এবং সফরের অন্যান্য সময়ে শুধু ফরজ নামাজ কছর আদায় করতে হয়। অর্থাৎ- ফজরে ২ রাকাআত, জোহরে ২ রাকাআত, আসরে ২ রাকাআত, মাগরিবে ৩ রাকাআত, ইশার নামায ২ রাকাআত এবং বিতর ৩ রাকাআত। সুন্নাত ও নফল নামাজ ছেড়ে দেয়ায় কোন দোষ নাই। যে ওয়াক্তের নামায জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছার পর শেষ ওয়াক্তেও পড়া সম্ভব, তা বিমানের মধ্যে পড়ার প্রয়োজন নাই। তবে নামাজ যেন কাজা হয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪.৪.৬.১০. জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ

বিমান জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করবে। অবতরণের পর যাত্রীদেরকে বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। এখানে ইমিগ্রেশনের কাজ সমাপ্ত হতে প্রায় ৬-৮ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। বিমানের কার্গো থেকে প্রত্যেকের লাগেজ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। যাত্রীগণ লাগেজ সংগ্রহ করে ধীর-স্থির ভাবে ইমিগ্রেশনের সকল কাজ সমাধা করবেন। অজু, ইস্তিঞ্জা সেরে নামাযের সময় হলে ফরজ নামাজের প্রয়োজন এখানে সেরে ফেলুন। হালকা খাবার ও পানির মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ করুন। এখানে সাধারণত হজ্জ যাত্রীগণের পাসপোর্ট সৌদি কর্তৃপক্ষ নিয়ে নেয় এবং এবং প্রত্যেক হাজী সাহেবের হাতে একটি বেল্ট দেয়া হবে। হজ্জের 'মূল মুয়াল্লিম'-এর কয়েকটি কার্ড দেয়া হবে। বেল্ট ও কার্ডগুলো যত্ন করে সংরক্ষণ করতে হবে এগুলোর মাঝেই এখন প্রত্যেকের পরিচিতি নিহিত। এখান থেকে হাজী সহেবগণ হজ্জের সফরে ব্যবহারের জন্য সেখানকার মোবইলের সীম কিনে নিবেন। উক্ত মোবাইল নম্বর হজ্জ যাত্রীগণ সফরসঙ্গি ও গাইডকে রেকর্ড করে দিবেন এবং তাদের যাথে যোগাযোগের নম্বর নিজ মোবাইলে সংরক্ষণ করবেন। এখানে হারিয়ে যওয়ার

[৪২৮]. আলী ইবনু হুজর (র.) ... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি উমরা ও হাজ্জ (হজ্জ) উভয়ের ইহরাম বাঁধছি। [*মুসলিম শরীফ*, ইফাবা, ২০০৪, খ. ৩, হাদীস নং- ২৮৯৯, পৃ. ২০৬]

আশংকা থাকে। তাই কখনো কাফেলা ত্যাগ করবেন না। দলছুট হয়ে ঘুরতে যাবেন না। কখনো হারিয়ে গেলে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন।

জেদ্দায় অবতরণের পর সর্বাবস্থায় আপনার তালবিয়াহ পাঠ চলতে থাকবে। তবে অবতরণকালীন প্রথমেই সফরকালীন কোন স্থানে যাত্রা বিরতিকালের নিম্নোক্ত মাসনুন দু'আটি[৪২৯] একবার পাঠ করুন।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ- আমি আল্লাহর কাছে তার পরিপূর্ণ বাক্যের উসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করি, তার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে।

পরবর্তী সময়ে যে কোন স্থানে যাত্রা বিরতিকালে এই একই মাসনুন দু'আ পাঠ করবেন।

৪.৪.৬.১১. হাজী সাহেবগণ এবার মূল মুয়াল্লিমের তত্ত্বাবধানে

জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে এখন হাজী সাহেবদেরকে হজ্জের মূল মুয়াল্লিমের তত্ত্বাবধানে হারাম শরীফের কাছাকাছি বাসস্ট্যান্ডে বাসে করে নিয়ে যওয়া হবে। বাসে চড়ার সময় হজ্জ যাত্রী বাসে চড়ার দু'আটি একবার পাঠ করবেন। সমস্ত যাত্রাপথে হাজী সাহেব যতক্ষণ সজাগ থাকবেন ততক্ষণ অবিরত তালবিয়াহ পাঠ করবেন। সহযাত্রীর সাথে গল্প করে সময় নষ্ট করবেন না। তবে জরুরী আলাপ থাকলে বা দ্বীনি বিষয়ে কোন জরুরী আলোচনা দোষণীয় নয়। পথে হারামের কাছাকাছি একটি স্থানে যাত্রা বিরতি হবে। তিনি এই স্থানে প্রয়োজনীয় হাজত সেরে অযু করে নিতে পারবেন। ইহরাম অবস্থায় সব সময়ে অজুর সাথে থাকা উত্তম, তবে জরুরী নয়। এখানে নেমে তিনি যাত্রাবিরতীর দু'আটি একবার পড়ে নিবেন। তাঁর তালবিয়া পাঠ কিন্তু চলতে থাকবে। এখানে হজ্জের মূল মুয়াল্লিমের পক্ষ থেকে এক বোতল জমজমের পানি ও কিছু হালকা খাবার প্রদান করা হতে পারে। অতঃপর পুনরায় যাত্রা করে হাজী সাহেবগণ হারাম শরীফের কাছাকাছি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছবেন। সেখান তাঁরা থেকে পদব্রজে বাংলাদেশী গাইডের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত হোটেলে উঠবেন। হোটেলে উঠে বিশ্রাম নিয়ে অযু-গোসল সেরে, খাওয়া-দাওয়া করে, উমরাহ-এর তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পাদনের জন্য বের হবেন।

৪.৪.৭. উমরাহ এর জন্য তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পাদন

৪.৪.৭.১. তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পাদনের জন্য সময় নির্বাচন

তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পাদনের জন্য কমপক্ষে ২ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। এমনভাবে সময় নির্বাচন করা উচিত যাতে এর মধ্যে নামাজের জামাতের সময় না হয় এবং ভীড় তুলনামূলকভাবে কম হয়। অবশ্য নামাজের জামাত শুরু হলে তাওয়াফ বা সা'ঈ ছেড়ে দিয়ে জামাতে সামীল হওয়া এবং জামাত শেষ হলে যেখান থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, সেখান থেকে পূনরায় শুরু করে তাওয়াফ বা সা'ঈ সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাওয়াফ ও সা'ঈ সহজে সম্পন্ন করার জন্য একজন হাজী সাহেব নিম্নোক্ত ক্রমধারা অবলম্বন করতে পারেন।

---

[৪২৯]. হযরত খাওলা বিনতে হাকিম আস-সুলামিয়্যা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি যখন কোন স্থানে অবতরণ করে বলে- أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (আমি আল্লাহর কাছে তার পরিপূর্ণ বাক্যের উসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করি, তার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে)- সে উক্ত স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারে না। [*সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.৮, হাদীস নং- ৭০৫৩, পৃ. ৭৬]

৪.৪.৭.২. কা'বা ঘরের আদব

হাজী সাহেব হোটেল থেকে অযু-গোসল সেরে তালবিয়া পড়তে পড়তে মাসজিদুল হারমের দিকে এগিয়ে যাবেন। মাসজিদে প্রবেশের সময় বলবেন-

بِسْمِ اللهِ وَ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ

(আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দুরূদ ও সালাম)

অতঃপর বলুন-

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ،
اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অথবা শুধু বলুন-

اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অতঃপর ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন। মনে মনে খেয়াল করুন- "হে আল্লাহ! যতক্ষণ আমি মাসজিদে থাকব, ততক্ষণের জন্য ইতিকাফের নিয়াত করছি।" অতঃপর ধীরে ধীরে আপনি কা'বা ঘরের দিকে এগিয়ে যান। যে মূহুর্তে কা'বা ঘরের উপর হাজী সাহেবের দৃষ্টি পড়বে, সেখানেই তিনি কাবার দিকে মুখ করে দাড়িয়ে যাবেন। তাকবির-তাহলিল পাঠ করবেন এবং দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে প্রাণ খুলে দু'আ করবেন।

৪.৪.৭.৩. তাকবির-তাহলিল পাঠ করার নিয়ম

তাকবির ও তাহলিলের সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হলো- ০৩ (তিন) বার বলা-

اللهُ أَكْبَرُ ، لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ

তিনবার পাঠ করবেন অথবা নিম্নোক্ত তাকবিরও পাঠ করতে পারেন-

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

কা'বা শরীফ প্রথম দর্শনে যে দু'আ করা হয় সে দু'আই কবুল। তাই পলক না ফেলে প্রথমেই দু'আ করুন- *"ইয়া আল্লাহ! যতদিন আমি আপনার ঘরের পাশে থাকব ততদিনের আমার সমস্ত প্রার্থনা আপনি কবুল করে নিন।"*

৪.৪.৭.৪. তাওয়াফ

মাসজিদুল হারামে ঢুকে প্রথম কাজই হল কা'বা ঘর তাওয়াফ করা। এখানে কোন 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ'[৪৩০] বা 'দুখুলুল মাসজিদ' নামাজ নাই। তাওাফের শুরুতেই হজ্জ যাত্রী হাজরে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হবেন এবং আল্লাহর কাছে মনে মনে প্রার্থনা করবেন- ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার ঘর তাওয়াফ করতে এসেছি, আপনি আমার পক্ষ থেকে এই তাওয়াফকে কবুল করে নিন এবং আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন।

---

৪৩০. মসজিদের প্রবেশকারীদের জন্য দুই রাকা'আত বা আরো অধিক নামায পড়া সুন্নাত। এ নামাযকেই বলা হয় 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'-এর নামায। নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে, দুই রাকা'আত নামায পড়ার আগে বসবে না"। [*বুখারী ও মুসলিম*; উদ্বৃত- *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, পৃ. ২৭৮]

আলোর নির্দেশিকা মোতাবেক হাজরে আসওয়াদের বরাবর এসে হাজী সাহেব হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাড়িয়ে নামাজের (তাকবির তাহরিমার ন্যায়) কাঁধ বরাবর হাত তুলে বলবেন-

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ অথবা, শুধু بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

অতঃপর হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন বা স্পর্শ বা ইস্তিলাম (স্পর্শ করার মত হাত বাড়িয়ে দেয়া ও হাতে চুম্বন করা) করবেন। ইস্তিলাম করে তাওয়াফের দিকে ঘুরে যান এবং তাওয়াফ শুরু করুন। কতিপয় উলামা বলেন, ইস্তলামের জন্য শুধু হাত দিয়ে ইশারা করাই যথেষ্ট, হাতে চুম্বনের কোন প্রয়োজন নাই।

কা'বা ঘর একবার প্রদক্ষিণ করে আবার হাজরে আসওয়াদের নিকট আসলে এক চক্কর হবে। পরবর্তী চক্করসমূহে হাজরে আসওয়াদের দিকে ঘুরে দাড়ানো যাবে না। শুধু মুখ ঘুরিয়ে উল্লেখিত তাকবির বলে ও হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করে সাত চক্কর পূর্ণ করতে হবে। সপ্তম চক্কর হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে শেষ হবে। এ সময় অষ্টমবারের মত হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করতে হবে, তবে তখন তাকবির বলতে হবে না। শুধু প্রথম শুরু ব্যতীত সাত চক্করের মধ্যে কখনোই কা'বা ঘরের দিকে ঘুরে দাড়ানো বা বুক ফেরানো যাবে না, তাহলে ঐ চক্করটি বাতিল হবে এবং অতিরিক্ত চক্কর দ্বারা ক্ষতিপূরণ করতে হবে। হাজরে আসওয়াদ কা'বা ঘরের যে কোনে অবস্থিত তার আগের কোনকে বলা হয় 'রুকনে ইয়ামানী'। প্রতি চক্করের মাঝে রুকনে ইয়ামানীর নিকট থেকে অতিক্রম কালে রুকনে ইয়ামানী ইস্তিলাম করতে হবে, তবে কোন তাকবির বলতে হবে না। কেহ কেহ বলেন- প্রথম বারের পরে প্রতি চক্করেই শুধু আল্লাহু আকবার বললেই চলবে। উমরাহ-এর তাওয়াফে ও হজ্জের তাওয়াফে একবার পুরুষদের জন্য রমল-ইজতিবা করতে হয়। হজ্জের মাঝে 'তাওয়াফে কুদুম'-এ রমল ও ইজতিবা করা হলে 'তাওয়াফে যিয়ারত' ও তাওয়াফে বিদায় কোন রমল-ইজতিবা নাই। মহিলাদের জন্য কোন তাওয়াফেই রমল-ইজতিবা নাই। এ ছাড়া নফল তাওয়াফেও কোন রমল-ইজতিবা নাই।

তাওয়াফ কালীন যে কোন মাসনুন দু'আ করা যায়। তবে দু'টি দু'আ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাওয়াফ শুরু করে হাজী সাহেব পাঠ করতে পারেন-

سُبحَانَ اللهِ وَالحَمدُ لِلهِ وَلَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

আর রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পথ অতিক্রম কালে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবেন-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

৪.৪.৭.৫. ওয়াজিবুত্তাওয়াফ নামাজ

সাত চক্কর শেষ করে হাজরে আসওয়াদ অষ্টমবারের মত ইস্তিলাম করে হাজী সাহেব মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে ২ রাকাত ওয়াজিবুত্তাওয়াফ নামাজ আদায়ের জন্য অগ্রসর হবেন। আর এ সময় তিনি পাঠ করবেন সেই কুআনের বাণী-

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبرَاهِيمَ مُصَلًّى

অর্থ- 'তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।'[৪৩১]

যদি মাকামে ইব্রাহীমের কাছে নামাজ আদায় করার সুযোগ না হয়, তাহলে মাসজিদের যে কোন জায়গায় আদায় করা যায়। **মনে রাখতে হবে! এক তাওয়াফ = সাত চক্কর + ২ রাকাত নামাজ।**

---

৪৩১. আল-কুরআন, ০২ : ১২৫

৪.৪.৭.৬. জমজমের পানি পান

তাওয়াফ শেষে হাজী সাহেব জমজমের কাছে যাবেন এবং পানি পান করবেন। তিনি মাথায়ও কিছু পানি দিতে পারেন। জমজমের পানি আদবের সাথে কিবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে পান করতে হয় এবং পান করার সময় একটি মাসনুন দু'আ আছে। মুখস্থ থাকলে তিনি বিসমিল্লাহ সহ দু'আটি পাঠ করবেন আর মুখস্থ না থাকলে শুধু বিসমিল্লাহ বলে পান করবেন।[৪৩২]

৪.৪.৭.৭. সা'ঈ সম্পাদন

জমজমের পানি পান করে হজ্জ যাত্রীগণ সা'ঈ সম্পাদনের জন্য হাজরে আসওয়াদের কাছে ফিরে আসবেন। মনে মনে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন- ইয়া আল্লাহ! আমি সাফা-মারওয়া সা'ঈ করতে যাচ্ছি, ইহা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন। অতঃপর নবমবারের মত হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করে বলুন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর অথবা শুধু আল্লাহু আকবর এবং সা'ঈ-এর দিকে অগ্রসর হোন এবং নিম্নোক্ত ধারাবাহিকতা অনুসরণ করুন :

(১) সাফা-মারওয়া মূল মাসজিদুল হারামের বাইরে অবস্থিত, যদিও মাসজিদ বড় করার কারণে বর্তমানে তা মাসজিদুল হারামের কাঠামোর অন্তর্গত একটি বারান্দার মত। তবে সাফা-মারওয়া সা'ঈ এলাকায় প্রবেশকালে মূল মাসজিদুল হারামের বাইরে বের হতে হয়। বিধায় এ সময়ে মাসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ পাঠ করা হয়। অতএব সাফা-মারওয়ার সীমায় প্রবেশকালে হাজী সাহেব পাঠ করবেন-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অথবা

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

(২) অতঃপর সাফা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হোন। অগ্রসর হতে হতে হাজী সাহেব মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি একবার পাঠ করবেন-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

(৩) যখন তিনি সা'ঈ এর জন্য সাফায় গিয়ে পৌঁছবেন, তখন একবার পাঠ করবেন-

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

(৪) এখন হাজী সাহেব সাফা পাহাড়ে কিছুদূর আরোহণ করবেন, যাতে কা'বা ঘর নজরে পড়ে। সাবধান! কখনোই চূড়া পর্যন্ত উঠবেন না। চূড়া পর্যন্ত ওঠা মাকরূহ।[৪৩৩] এবার কাবার দিকে

---

[৪৩২]. মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবু বকর (মাকবুল) থেকে বর্ণিত। আমি ইবনু আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলে তিনি জিজ্ঞেস করনে, তুমি কোথা থেকে এসেছো? সে বললো যমযমের নিকট থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তা থেকে প্রয়োজনমত পান করেছ? সে বললো, তা কিরূপে? তিনি বললেন, তুমি তা থেকে পান করার সময় কিবলামুখী হবে, আল্লাহর নাম স্মরণ করবে, তিনবার নিঃশ্বাস নিবে এবং তৃপ্তি সহকারে পান করবে। পানি পান শেষে তুমি মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা করবে। কারণ, রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বলেছেন, আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে নিদর্শন এই যে, তারা তৃপ্তি সহকারে যমযমের পানি পান করে না। [*সুনানে ইবনে মাজাহ্*, ইফাবা, ২০০২, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৩০৬১, পৃ. ১৬০-১৬১]

[৪৩৩]. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

ফিরবেন এবং নিম্নোক্ত দু'আসমূহ একবার করে পাঠ করবেন। এভাবে মোট তিন দফা পাঠ করবেন এবং একদফা পাঠ করার পর আর এক দফা পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে নিজের ব্যক্তিগত দু'আ মাতৃভাষায় আল্লাহর দরবারে পেশ করবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ (*আল-হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার*)

অথবা, اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার)।

অথবা, اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।)

অতঃপর

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল-হামদু, ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর)

অতঃপর

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু আংজাযা ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্দাহু)

অতঃপর দুরুদে ইব্রাহীম[৪৩৪]-

---

৪৩৪. 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব ইবনু উজরা (রা.) আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন একটি হাদিয়া দেব না যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শুনেছি? আমি বললাম, হাঁ, আপনি আমাকে সে হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বাইতের উপর কিভাবে দরুদ পাঠ করতে হবে? কেননা, আল্লাহ তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাম করব। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বল, "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (স.)-এর উপর এবং মুহাম্মাদ (স.)-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম ('আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (স.) ও মুহাম্মাদ (স.)-এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (আ.) এবং ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী। [*বুখারী শরীফ*, খ. ৬, ইফাবা, ২০০৩, হাদীস নং- ৩১৩১ (আন্তর্জাতিক : ৩৩৭০), পৃ. ৬৬-৬৭]

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ছল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা ছল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

(৫) অতঃপর ধীরে-সুস্থে মারওয়ার দিকে আল্লাহর নামে- (بِسْمِ اللهِ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ) যাত্রা শুরু করবেন। পথে সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত অংশে একটু দ্রুতগামী হোন। মহিলাগণের জন্য দ্রুতগামী হওয়ার প্রয়োজন নাই।[৪৩৫] সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত অংশ অতিক্রমের পর আবার ধীরে-সুস্থে মারওয়ার দিকে হাটুন, যাতে হাজী সাহেবের সাথী মাহরাম মহিলা যেন তাঁকে অনুসরণ করতে পারে আর হারিয়ে না ফেলে। মারওয়াতে পৌঁছে তাঁর এক সাঈ সম্পন্ন হল। সাফা পাহাড়ের কিছুটা উপরে উঠে কা'বা ঘরের দিকে ফিরে উল্লেখিত দু'আগুলো পূর্বের ন্যায় তিন দফা পাঠ করবেন। একদফা পাঠ করার পর আর এক দফা পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে নিজের ব্যক্তিগত দু'আ মাতৃভাষায় আল্লাহর দরবারে পেশ করবেন। এরপর একই নিয়মে মারওয়া থেকে সাফার দিকে যাত্রা শুরু করুন। সাফায় পৌঁছে তাঁর দুই সা'ঈ সম্পন্ন হবে। এভাবে সাত সা'ঈ সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেকবার সাফা ও মারওয়ায় পৌঁছে উল্লেখিত দু'আসমূহ বর্ণিত নিয়মে তিনবার পাঠ করতে হবে। সপ্তম সা'ঈ মারওয়ায় শেষ হবে অতঃপর যথানিয়মে উল্লেখিত দু'আসমূহ পাঠ করে সা'ঈ শেষ করতে হবে।

(৬) সা'ঈ শেষ করার পর হাজী সহেব যদি সাফা-মারওয়া করিডোরের বাহিরের গেট দিয়ে বের হয়ে আসেন, তবে আর কোন দু'আ পড়তে হবে না। আর যদি মাসজিদুল হারামের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেন, তবে যথানিয়মে মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ পাঠ করতে হবে।

(৭) অতঃপর ইহরামমুক্ত হওয়ার জন্য পুরুষদের মাথা মুণ্ডাতে বা চুল খাটো করতে হবে, তবে মুণ্ডানোই উত্তম।[৪৩৬] মহিলাগণের সাথী কোন মহিলা বা মাহরাম পুরুষ চুল মুঠি করে ধরে অগ্রভাগ থেকে এক ইঞ্চি পরিমান ছেঁটে দিলেই হবে। হজ্জে তামাত্তু এর উমরাহ এভাবেই সম্পন্ন হবে। আর যারা হজ্জে কিরান করবেন তারা ইহরাম থেকে মুক্ত হবেন না বরং ইহরামের হালতেই থেকে যাবেন এবং হজ্জের শেষের দিকে কুববানী করার পর একই নিয়মে হালাল হবেন।

৪.৪.৭.৮. তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারীগণের ইহরামমুক্ত অবস্থা

উমরাহ পালনের পর ইহরাম মুক্ত অবস্থায় তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারীগণ হারাম এলাকায় অবস্থান করবেন। মীকাতের বাইরে যাবেন না। অনেকে তায়েফ গমন করেন, যা মীকাতের বাইরে অবস্থিত। এ অবস্থায় নতুন করে মিকাত থেকে ইহরাম বেঁধে মিকাতের মধ্যে প্রবেশ করত পূনরায় উমরাহ সম্পাদন করতে হবে। অনেক

---

[৪৩৫]. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

[৪৩৬]. *মুসলিম শরীফ*, *খ.৩*, *ইফাবা*, ২০০৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০২৪, পৃ. ২৪৬-২৪৭

তামাত্তু হজ্জ যাত্রী উমরা সম্পাদনের ইহরামমুক্ত অবস্থায় মদীনায় যান এবং হজ্জের পূর্বে মদীনাবাসীর মীকাত জুল-হুলাইফা থেকে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হারামে ফিরে আসেন, তাদের বিষয়ে হজ্জ প্যাকেজে আলোচনায় ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৪.৮. হজ্জের জন্য ইহরাম ও হজ্জের কার্যক্রম শুরু

হজ্জের কার্যক্রম মূলত ৭ই যিলহজ্জ শুরু হবে। **তামাত্তু হজ্জ** সম্পাদনকারীগণ ৭ই যিলহজ্জ-এর দুই/ তিনদিন পূর্বে বা আরও আগে যারা মক্কায় প্রবেশ করলে তাদের জন্য তামাত্তু হজ্জ (পৃথক নিয়াতে আলাদাভাবে উমরাহ ও হজ্জ) সম্পাদন করা সহজতর হবে। তারা মীকাত থেকে শুধু উমরাহ-এর ইহরাম বেঁধে হারামে প্রবেশ করবেন। উমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে যাবেন। হালাল অবস্থায় তারা হারাম এলাকায় অবস্থান করবেন। এ সময় তারা নফল তাওয়াফ করতে পারেন। এক নফল তাওয়াফ = সাত চক্কর + ২ রাকায়াত নামাজ। নফল তাওয়াফে কোন রমল, ইজতিবা বা সাঈ নাই। মাসজিদুল হারামের জামাতের সাথে তারা ফরজ নামাজ আদায় করে (নিজ হোটেল বা বাসস্থানে আদায় করার তুলনায়) এক লক্ষ গুণ বেশী সওয়াব অর্জন করতে পারেন। অতঃপর ৮ই যিলহজ্জ হারাম শরীফে তাঁর বাসস্থান থেকে পূনরায় হজ্জের ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে পড়তে সবার সাথে মিনায় যাত্রা করবেন। তামাত্তুর জন্য কোন তাওয়াফে কুদুম বা এতদ-সংশ্লিষ্ট সা'ঈ নাই।

আর যারা ৭ই যিলহজ্জ বা তার খুবই কাছাকাছি (২/১ দিন আগে) মক্কায় প্রবেশ করবেন তাদের জন্য **কিরান হজ্জ** (একই নিয়াতে উমরাহ ও হজ্জ) সম্পাদন করাই উত্তম। তারা মীকাত থেকে উমরাহ ও হজ্জ উভয়ের ইহরাম একত্রে বেঁধে হারামে প্রবেশ করবেন। উমরাহ শেষ করে তারা হালাল হবেন না, বরং ইহরামের হালতে অবস্থান করবেন। তামাত্তুর ন্যায় হজ্জের জন্য তাদের আলাদা ইহরাম বাধার প্রয়োজন নাই। ৭ই যিলহজ্জ হজ্জের জন্য তারা (কিরান হজ্জ সম্পাদনকারীগণ) রমল ও ইস্তিবাসহ তাওয়াফে কুদুম ও সা'ঈ সম্পন্ন করতে পারেন। এছাড়া তামাত্তুর ন্যায় যত খুশী নফল তাওয়াফ ও মাসজিদুল হারামে জামাতে নামাজ আদায়ের বরকত লাভ করতে পারেন। অতঃপর ৮ই যিলহজ্জ তালবিয়া পড়তে পড়তে সবার সাথে মিনায় যাত্রা করবেন।

বদলী হজ্জ, বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল মহিলাদের জন্য **ইফরাদ হজ্জ** (শুধু হজ্জের নিয়াতে ইহরাম বাঁধা) সহজসাধ্য হবে। মীকাত থেকে তারা শুধু হজ্জ-এর ইহরাম বেঁধে হারাম এলায় প্রবেশ করবেন। হারামে প্রবেশ করে প্রথমেই তারা রমল ও ইস্তিবাসহ তাওয়াফে কুদুম ও সা'ঈ সম্পন্ন করবেন। অতঃপর ৮ই যিলহজ্জ তালবিয়া পড়তে পড়তে সবার সাথে মিনার অভিমুখে যাত্রা করবেন।

হজ্জ-এর ইহরাম বাঁধার নিয়ম উমরাহ-এর ইহরাম বাঁধার নিয়মের অনুরূপ। শুধু উমরাহ-এর স্থানে হজ্জ শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তাওয়াফে কুদুম, রমল, ইস্তিবা ও সা'ঈ-এর নিয়ম উমরাহ পালনের অনুরূপ- যা উমরাহ পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ৮ই জিলহজ্জ তারবিয়াহ দিন প্রথমেই হজ্জ পালনকারী মনে মনে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবেন- হে আল্লাহ! আমি হজ্জ পালনের উদ্দেশ্য মিনা অভিমূখে যাত্রা শুরু করছি, আপনি আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন। অতঃপর আল্লাহর নামে তালবিয়া পড়তে পড়তে যাত্রা শুরু করে দুপুরের পূর্বেই তাঁর জন্য নির্ধারিত তাবুতে পৌঁছে যাবেন। মক্কা থেকে মিনার তাবুতে তাঁর হজ্জ এজেন্সির গাইডের তত্ত্বাধানে বাসে করে যাওয়াই উত্তম।

৪.৪.৮.১. ৮ই যিলহজ্জ

৮ই যিলহজ্জ হল তারবিয়াহ-এর দিন বা হজ্জ শুরুর দিন। ঐ দিন সবাই ইহরামের হালতে তালবিয়াহ পড়তে পড়তে মিনায় পৌঁছবেন। অতঃপর মিনায় অবস্থান করবেন এবং সেখানে ঐ দিন জোহর থেকে পরের দিন ফজর পর্যন্ত মোট পাঁচ ওয়াক্ত নিজ নিজ তাবুতে আলাদা আলাদা জামাতের সাথে কছর আদায় করবেন। জোহর = ২ রাকাআত, আসর = ২ রাকাআত, মাগরিব = ৩ রাকাআত, ইশা = ২ রাকাআত (ফরজ)ও ৩

রাকাআত বিতর এবং ফজর = ২ রাকাআত। তাবুতে মহিলা হজ্জ পালনকারীদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে। তাবু কর্তৃপক্ষের পর্দার ব্যবস্থা আছে কিনা, তা আগেই জেনে নিতে হবে আর না থাকলে মিনায় পৌঁছার পূর্বেই পর্দা ও রশি সংগ্রহ করে নিতে হবে। সাবধান! কোন অবস্থাতেই মিনার সীমানা থেকে বাইরে যাওয়া যাবে না।[৪৩৭]

৪.৪.৮.২. ৯ই যিলহজ্জ : সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান

৯ই যিলহজ্জ হল ইয়াওমুল আরাফাহ বা আরাফার দিন। উকুফে আরাফাহ এর দিন। হজ্জের ২য় ফরজ আদায়ের দিন। এই দিন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। হজ্জ পালনকারী মনে মনে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবেন- "ইয়া আল্লাহ! আমি উকূফে আরাফার জন্য আরাফাহ ময়দানের দিকে যাত্রা শুরু করছি, আপনি আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন।" অতঃপর আল্লাহর নামে যাত্রা শুরু করুন এবং নিম্নোক্ত ক্রমধারা অনুসরণ করুন। মিনা থেকে আরাফাহ-এর তাবুতে হজ্জ এজেন্সির গাইডের তত্ত্বাধানে বাসে করে যাওয়াই উত্তম।

(১) ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর ধীরস্থিরভাবে তালবিয়া পড়তে পড়তে বলতে হজ্জ পালনকারী মিনা থেকে আরাফাহ আরাফার ময়দানের দিকে যাত্রা করবেন। অতঃপর সেখানে গিয়ে অবস্থান করবেন। আরাফাতের যে কোন অংশেই অবস্থান করা যায়। তবে সর্বদা তাঁর কাফেলার সাথে নির্ধারিত তাবুতে অবস্থান করা ভালো, কখনো দলছুট হলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেউ যদি কেউ যদি মাসজিদে নামিরায় যেতে চান, তাহলে মনে রাখতে হবে যে, মাসজিদে নামিরার কিছু অংশ আরাফাতের বাইরে অবস্থিত- সেখানে অবস্থান করা হলে উকুফে আরাফার ফরজ আদায় হবে না।[৪৩৮]

---

[৪৩৭]. 'মিনা' শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া। হাজিগণ এখানে কুরবানি করেন, এতে রক্ত প্রবাহিত হয়। এ হিসেবে এর নামকরণ করা হয়েছে মিনা। এক মতে আরবগণ লোক সমবেত হওয়ার স্থঅনকে মিনা বলে থাকে। সে হিসেবে এখানে হজের সময় লোক সমবেত হয় বিধায় এ স্থঅনকে মিনা বলা হয়। মিনা মক্কা থেকে পূর্ব দিকে একটা পাহাড় ঘেরা ময়দানের নাম, যেখানে হজের সময় হাজিগণ ৮, ১১ ও ১২ যিলহজ এবং কেউ কেউ ১৩ যিলহজও অবস্থান করেন বর্তমানে এটাকে ময়দান মনে হয় না। গোটা ময়দান অষংখ্য ফায়রপ্রুফ তাঁবু দিয়ে ঘেরা। ময়দানের চতুর্দিকে সীমানা নির্দেশক বোর্ড লাগানো আছে। মসজিদে হারাম থেকে মিনার দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। পায়ে হাঁটা পথ (সুড়ঙ্গ পথ) দিয়ে ৪ কিলোমিটার। ময়দান পূর্ব-পশ্চিমে সোয়া তিন কিলোমিটার দৈর্ঘ্য। এ ময়দানের পূর্ব পাশেই মুযদালিফা। এ মিনাতেই রয়েছে মসজিদে বাইআ, যার সঙ্গে রসূলুল্লাহ (স.) -এর বিশেষ ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এই মিনাতেই আরও রয়েছে জামারাত ও মসজিদে খায়ফ, যার রয়েছে আকর্ষণীয় ইতিহাস ঐতিহ্য। *[ইসলামে হজ্জ ওমরা, পৃ. ২৬১]*

[৪৩৮]. আরাফার মসজিদের নাম হলো মসজিদে নামিরা। আরাফার ময়দানের পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে এ মসজিদ। মসজিদের পশ্চিম পাশে ছোট্ট একটি পাহাড় রয়েছে, যার নাম নামিরা। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ মসজিদের নাম হয়েছে মসজিদে নামিরা। আরাফার দিন রসূলুল্লাহ (স.)-এর তাঁবু এখানেই স্থাপন করা হয়েছিল। সূর্য ঢলার পর তিনি এর নিকটবর্তী ওয়াদী উরানা (উরানা উপত্যকায়) হজের খুতবা (ভাষণ) প্রদান করেন এবং নামাযের ইমামতি করেন। এটিই হলো বিদায় হজের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভাষণ ।

যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা প্রদান করেন এবং ইমামতি করেন, সেখানে দ্বিতীয় হিজরি শতকে এই মসজিদ (মসজিদে নামিরা) নির্মাণ করা হয়। এই উপত্যকাটি (ওয়াদী উরানা) আরাফার সীমানার বাইরে, ফলে এখানে নির্মিত মসজিদও আরাফার সীমানার বাইরে ছিল। পরবর্তীকালে মসজিদ প্রশস্ত হতে থাকে। এভাবে মসজিদের পিছনের অংশ আরাফার সীমানার মধ্যে বিস্তৃত হয়। এ কারণেই মসজিদে নামিরার পুরাতন কিছু অংশ আরাফার সীমানার বাইরে আর কিছু অংশ আরাফার সীমানার মধ্যে পড়েছে। মসজিদের ভেতরে দুই সীমানার মাঝে বোর্ড ঝুলানো রয়েছে, যাতে লেখা আছে, ***"এখান থেকে আরাফার সীমানার বাইরে।"*** যাতে জোহর ও আসরের নামায একসঙ্গে আদায় করার পর আরাফার বাইরের অংশে নামায আদায়কারী হাজিগণ পিছে সরে আরাফার সীমানার মধ্যে এসে উকূফে আরাফা করতে পারেন। বর্তমানে মসজিদের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে দৈর্ঘ্য ৩৪০ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থ ২৪০ মিটার । প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক এতে নামায আদায় করতে পারেন। *[ইসলামে হজ্জ ওমরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮-২৫৯]

(২) আরাফার ময়দানে হাজী সাহেব ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ ও যিকর-আযকারসহ অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করবেন। আজ আল্লাহর মহান দরবারে তাঁর চাওয়া-পাওয়ার দিন। তাঁর জীবনে এমন দিন আর নাও আসতে পারে। তাই প্রাণ খুলে আল্লাহকে স্মরণ করুন আর রহমের আশা নিয়ে দো'য়া করুন। আরাফাতে নিম্নোক্ত দো'য়াটি বেশি বেশি পাঠ করুন-

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৩) হজ্জের খুৎবা শ্রবণ শেষে সূর্য পশ্চিমে ঢলার পরে যোহর ও আছরের ছালাত যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে ক্বছর সহ একত্রে 'জমা তাক্বদীম' করে পড়বেন। হাজী সাহেব যখন আরাফার মূল জামাতের সাথে নামাজ আদায় করবেন তখন এই নিয়ম অনুসরণ করবেন।

(৪) হজ্জ পালনকারী যদি হানাফি মাযহাবের অনুসারী হন আর ইমাম শরয়ী মুকিম হওয়া সত্ত্বেও কছর পড়েন, তাহলে হানাফী মাযহাব অনুসারে ঐ ইমামের পিছনে তাঁর নামাজ সহীহ হবে না। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর তাবুতে আলাদা জামাত কায়েম করতে পারেন। তখন তিনি জমা তাক্বদীম করে পড়বেন না, বরং জোহরের ওয়াক্তে জোহর এবং আসরের ওয়াক্তে আছর কসর করে পড়বেন। মহিলাগণ সাধারণত একাকী নামাজ পড়েন, বিধায় তারা আরাফাতে জোহরের ওয়াক্তে জোহর এবং আসরের ওয়াক্তে আছর কসর করে পড়বেন।

(৫) সূর্য পশ্চিমে ঢলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকুফে আরাফার মূল সময়। দু'আ কবুলের আসল সময়। এ সময় সম্ভব হলে হজ্জ পালনকারী গোসল করতে পারেন। এটি সুন্নত আমল। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে (বা অক্ষমতা বশতঃ বসে) সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকুন। সাবধান! সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে কখনোই আরাফাত ময়দান ত্যাগ করবেন না, তাহলে উকুফে আরাফাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং তাহলে হজ্জের ফরজ নষ্ট হওয়ায় হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাজ না পড়েই ধীরে-সুস্থে হাজী সাহেব তাঁর কাফেলার সাফে মুজদালিফার দিকে রওনা হবেন। যাত্রাপথে মাগরিবের নামাজ কাজা হওয়ার আশংকায় কোনরূপ তাড়াহুড়া করবেন না বা কোনরূপ দলছুট হবেন না। কারণ ঐ দিনের মাগরিবের নামাজ ইশার ওয়াক্তে ইশার নামাজের সাথেই আদায় করতে হবে।

৪.৪.৮.৩. ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত এবং ১০ জিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত মুযদালেফায় অবস্থান

মুযদালেফায় অবস্থান হজ্জের মধ্যে একটি ওয়াজিব। মুযদালিফা হল আরাফা থেকে মিনায় ফেরার পথে মিনার কাছাকাছি একটি রাত যাপন কেন্দ্র। এখানে অবস্থান কিছুটা কষ্টকর, তার যথেষ্ট ধৈর্য্য অবলম্বন করতে হবে। এখানে অযু-ইসতিঞ্জার ব্যবস্থাও অপ্রতুল, তাই আরাফাহ থেকে রওনা দেয়ার আগেই ইসতিঞ্জা সেরে অজু করে রওনা দিলে ভাল হয় এবং ঐ অজুতেই মুজদালিফায় এসে মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করতে পারলে ভাল হয়। এখানে খাদ্য-পানীয় এর সুব্যবস্থা নাই বললেই চলে। তাই রাতে খাবারের জন্য আরাফাহ থেকেই কিছু হালকা খাবার ও পানি সাথে নিয়ে রওনা হবেন। সূর্যাস্তের পর হাজী সহেব আল্লাহর কাছে মনে মনে প্রার্থনা করবেন- "ইয়া আল্লাহ! আমি মুযদালেফায় অবস্থানের জন্য মুযদালিফার দিকে যাত্রা শুরু করছি, আপনি আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন।"

অতঃপর আল্লাহর নামে তালবিয়াহ পড়তে পড়তে যাত্রা শুরু করে নিম্নোক্ত ক্রমধারা অবলম্বন করুন। আরাফাহ থেকে মুযদালিফাহ স্বীয় হজ্জ এজেন্সির গাইডের তত্ত্বাধানে হেটে যাওয়াই উত্তম। তবে বাসেও যেতে পারেন।

(১) সূর্যাস্তের পর আরাফা হ'তে মুযদালেফার দিকে রওয়ানা হবেন । যাত্রা পথে ধীরে-সুস্থে যাবেন। মনে রাখবেন! প্রত্যেক কাফেলার মাঝে মহিলা, বৃদ্ধ ও অসুস্থ হাজীগণও রয়েছেন। তাই হজ্জ পালনকারী

প্রত্যেককেই তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাড়াহুড়া পরিহার করা বিধেয়। তাঁরা কাফেলার মহিলা, বৃদ্ধ ও অসুস্থ হাজীগণের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখবেন।

(২) মুযদালিফায় পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ছালাত ক্বছরসহ এশার আউয়াল ওয়াক্তে 'জমা তাখীর' করে আদায় করবেন। তিন রাকাআত বিতর আদায় করবেন। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ কাফেলার সাথে ঘুমিয়ে যাবেন। এখানে আর কোন নফল নামাজ নাই।

(৩) অতঃপর ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করে হাজী সহেবগণ ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ-দরূদ ও যিকর-আযকারে লিপ্ত হবেন। অতঃপর ফর্সা হলে সূর্যোদয়ের আগেই মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। এ সময় মুযদালিফা হতে ০৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিবেন।

(৪) মনে রাখবেন! ফজরের নামাজের পর ফর্সা হওয়ার আগ পর্যন্ত সময় হল গুণাহ মাফ ও দু'আ কবুলের মূল সময়। এই সময় কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ করতে থাকুন। কোনক্রমেই এই সময়টুকু নষ্ট করবেন না বা মিনায় যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করবেন না।

(৫) আপনি ইচ্ছা করলে সমস্ত কংকর এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। সম্ভাব্য কংকর সংখ্যা = (৭ + ২১ + ২১ + ২১) = ৭০ টি। কংকর নিক্ষেপের স্থান থেকে কংকর সংগ্রহ করা উচিত নয়। প্রত্যেকটি কংকর আকারে ছোলা-বুটের চেয়ে ছোট হবে না আর খেজুরের আটির চেয়ে বড় হবে না, বরং এই সীমার মধ্যে থাকতে হবে। কংকর রাখার ব্যাগে কংকর সংরক্ষণ করুন।

৪.৪.৮.৪. ১০ই যিলহজ্জ এর প্রথম কার্যক্রম : কঙ্কর নিক্ষেপ ও তালবিয়া পাঠ বন্ধ

১০ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময় মুযদালিফা থেকে মিনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করবেন। মুযদালিফাহ এর পাশেই মিনা এর অবস্থান। মনে রাখবেন! কাফেলায় বৃদ্ধ, অসুস্থ ও মহিলাগণ রয়েছেন-তাই হজ্জ পালনকারী পথে কোনরূপ তাড়াহুড়া করবেন না। তাড়াহুড়ার ফলে এখানে প্রায় বছরই দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক হজ্জ সম্পাদনকারী পদপিষ্ট হয়ে এখানে মারা যান। তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। তাড়াহুড়াকারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে হাজী সাহেব ধীরে-সুস্থে নিম্নোক্ত ক্রমধারা অবলম্বন করা তুলনামূলক উত্তম।

(১) মিনায় পৌঁছে প্রথমেই 'জামরাতুল আক্বাবা'য় গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এখানে প্রথম দিকে কংকর নিক্ষেপের সময় প্রচণ্ড ভীড় হয়। ফলে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে এবং পদপিষ্ট হয়ে অনেকেই মারা যায়। তাই হজ্জ পালনকারী প্রথমে তাবুতে চলে যাবেন এবং সেখানে ইস্তিঞ্জা ও অজুসহ প্রয়োজনীয় হাজত সেরে নিবেন এবং নাস্তাও করে নিবেন। এরপর ভিড় কমলে ধীরে সুস্থে কংকর নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিবেন। সাধারনত ২/৩ ঘণ্টার মধ্যে ভিড়ের প্রচণ্ডতা কমে যায়। দুপুরের আগেই কংকর নিক্ষেপ উত্তম। তবে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করা যায়। তাই হাজী সাহেবের সাথে থাকা মহিলা, বৃদ্ধ কিংবা অসুস্থ হজ্জ যাত্রী থাকলে তিনি জোহরের নামাজ আদায় করে তাদেরকে সাথে নিয়ে কংকর নিক্ষেপ করতে যাওয়া তাঁর জন্য উত্তম হবে।

(২) আজ শুধু 'জামরাতুল আক্বাবা'য় অর্থাৎ বড় জামরায় গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রথমে হজ্জ যাত্রী মনে মনে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবেন- "ইয়া আল্লাহ! আমি জামারাতে রমী করতে যাচ্ছি, আপনি আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন।" অতঃপর তাঁর সাথীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করবেন। মিনার দিক থেকে রওনা হয়ে ছোট ও মধ্যম জামারাত অতিক্রম করে হাজী সাহেবকে সর্বশেষে বড় জামারাত-এর কাছে পৌঁছতে হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় অপেক্ষাকৃত কম ভিড় হবে। তাঁর সাথে মহিলা বা বৃদ্ধ লোক থাকলে প্রথম ও দ্বিতীয় তলা এড়িয়ে তৃতীয় বা চতুর্থ তলা বেছে নেয়াই উত্তম হবে।

(৩) সাথীদের নিয়ে হাজী সাহেব জামারাতের কাছাকাছি কিছুটা কম ভিড়ের স্থান খুজে নিন এবং সেখান থেকে পর পর সাতটি কংকর জামারাতে নিক্ষেপ করুন। প্রতিবার নিক্ষেপের সময় بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ অথবা শুধু اَللهُ أَكْبَرُ বলবেন। মনে রাখবেন! প্রতিটি কংকর পিলারে লাগতে হবে অথবা পিলার বেষ্টিত বেসিনের মধ্যে পড়তে হবে। যদি কোন কংকর বেসিনের বাইরে চলে যায় তাহলে সেটি গণনায় আসবে না। উক্ত বাইরে যাওয়া কংকরটি বাদে ০৭ (সাত)টি কংকর নিক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে। তাকবির তথা 'আল্লাহু আকবার' বলে প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতে হবে। এরপর থেকে বেশি বেশি তাকবির পাঠ করতে হবে।

(৪) অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে অনেক সময় জনস্রোতের সাথে চলতে চলতেই কংকর নিক্ষেপ শেষ করতে হয়। তাই কংকর নিক্ষেপ শেষ হলে হাজী সাহেব যে পথে সেখানে গিয়েছেন সে পথে পেছনে না ফিরে সামনে এগিয়ে যাবেন এবং সামনের গেট দিয়ে নীচে নেমে মূল রাস্তায় চলে যাবেন এবং রাস্তা ধরে তাবুতে ফিরে আসবেন। তাঁর সাথীদের কেহ অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং কংকর নিক্ষেপ করতে যেতে অক্ষম হলে তিনি তার পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে প্রথমে তাঁর সাতটি কংকর নিক্ষেপ শেষ করতে হবে। অতঃপর তার অসুস্থ সাথীর পক্ষ থেকে তিনি আরও সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন।[৪৩৯]

৪.৪.৮.৫. ১০ জিলহজ্জ এর দ্বিতীয় কার্যক্রম : হাদী জবেহ করা

কংকর নিক্ষেপ শেষ হলে কিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায় কারীগণকে হাদী জবেহ করতে হবে। হাদী শুধু কিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায় কারীদের উপরই ওয়াজিব। ইফরাদ হজ্জ পালনকারীদের জন্য হাদী ওয়াজিব নয়। মক্কাবাসীগণের জন্য কিরান বা তামাত্তু হজ্জ না থাকায়, তাদের জন্য শুধু ইফরাদ হজ্জ আদায়ের বিধান। তাই তাদের জন্য কোন হাদী জবাইয়ের প্রয়োজন নাই। হাদী জবেহ করার জন্য হাজী সাহেবগণ নিম্নরূপ ক্রমধারা অনুসরণ করতে পারেন।

(১) তামাত্তু এবং কিরান হাজীদের জন্য হাদী ওয়াজিব। মনে রাখবেন হাদী কুবানীর অনুরূপ, কিন্তু কুরবানী নয়। জবাইয়ের সময় হাজী সাহেব কুরবানীর নিয়াত করবেন না; বরং হজ্জের জন্য নির্ধারিত হাদী-এর নিয়াত করবেন। সাবধান! কুরবানীর নিয়াত করলে হাদী আদায় হবে না। এ ছাড়া হজ্জের কোন ওয়াজিব ক্ষতিগ্রস্থ হলে (কুরবানীর ন্যায়) আর একটি দম আদায় করতে হবে। জবাইয়ের সময় তখন দম আদায়ের নিয়াত করবেন। ইফরাদ হাজীদের জন্য হাদী ওয়াজিব নয়, তবে হজ্জের কোন ওয়াজিব ক্ষতিগ্রস্থ হলে দম আদায় করতে হবে।[৪৪০]

(২) নামাজে যেমন অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ওয়াজিব ক্ষতিগ্রস্ত হলে সুহূ-সিজদাহ দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হয়, তেমনি বাস্তবভাবে হজ্জের কোন ওয়াজিব অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেই দম আদায় করে ক্ষতিপূরণ করতে হয়। যদি কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে-এরূপ ধারণায় যেমন নামাজে সুহূ-সিজদাহ করা হয় না, তেমনি যদি কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে-এরূপ ধারণায় হজ্জের মাঝেও দম আদায়ের নিয়ম নাই। বরং সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য সদাকাহ্‌র বিধান রয়েছে, যা হজ্জ-গাইড কিংবা মুয়াল্লিমের সাথে আলাপ করে আদায় করবেন।

(৩) অধিকাংশ হাজীগণ শরয়ী মুসাফির হওয়ার কারণে তাদের উপর ঈদুল আযহার নামাজ ও কুরবানী ওয়াজিব থাকে না। তবে কোন হাজী যদি ঈদুল আযহার কুরবানী করতে চান তাহলে তাকে কুরবানীর

---

[৪৩৯]. বিস্তরিত দ্রষ্টব্য : *ইসলামে হজ্জ ওমরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৭

[৪৪০]. বিস্তরিত দ্রষ্টব্য : *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭-২০৮

নিয়তে আর একটি পশু জবাই করতে হবে। মনে রাখবেন! হাদী ও দম ঈদুল আযহার কুরবানী বা এর বিকল্প নয়, বরং তামাত্তু এবং কিরান হাজীদের জন্য হজ্জের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

(৪) হাদী ও দম আদায়ের জন্য হজ্জ যাত্রী নিজে অথবা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। মিনায় হাদী বা কুরবানীর পশুর হাট হল মিনার উপকণ্ঠে 'মুআইসম' এলাকায়, যা মিনারই এলাকাভুক্ত। তিনি নিজে তাঁর সংগীদেরসহ একটি ধারালো ছুরি নিয়ে কুরবানীর হাটে চলে যান। পছন্দমত ভেড়া বা বকরী কিনে হাদী ও প্রয়োজন অনুসারে দম সম্পন্ন করুন। তাঁর সাথী স্ত্রী বা মাহরাম মহিলার পশুর হাটে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। তাদের পক্ষ থেকে তিনিইই সম্পন্ন করবেন।

(৫) হাদী বা দম জবাই করার সময় হজ্জ যাত্রী মনে মনে মনে নিয়াত করবেন- "ইয়া আল্লাহ! আমি (নিজের হলে) আমার পক্ষ থেকে/ (অন্যের হলে) অমুকের পক্ষ থেকে হাদী/দম জবাই করছি। আপনি কবুল করুন।" জবাই করার সময় পশুটি কেবলামুখী করে শোয়াতে হবে এবং কিবলামুখী হয়ে ছুরি চালাতে হবে। জবাই করার সময় মুখে বলতে হবে- بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার)। জবেহের পরে তিনি বলবেন- "ইয়া আল্লাহ! এই প্রাণী আপনার পক্ষ থেকে আর এর মালিকও আপনি! আপনি আমার/অমুকের পক্ষ থেকে কবুল করে নিন।"

(৬) ইতিপূর্বে মক্কায় থাকাকালীন ব্যাংকের বুথ থেকেও হজ্জ যাত্রী আনুমানিক ৪৫০-৫০০ রিয়াল জমা দিয়ে হাদী/দম টিকেট ক্রয় করতে পারেন। এটাও হাদী/দম সম্পন্ন করার নির্ভরযোগ্য পন্থা। তাদেরকে তাঁর মক্কার মোবাইল নম্বর দিলে তারা এসএমএস এর মাধ্যমে হাজী সাহেবের হাদী/দম সম্পন্ন হওয়ার খবর জানাবেন। এই দুটি পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন দালালের খপ্পড়ে ধরা দিবেন না। এ ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।

৪.৪.৮.৬. ১০ জিলহজ্জ এর তৃতীয় কার্যক্রম : মাথা মুণ্ডন ও হালাল হওয়া

ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়া হজ্জের একটি ওয়াজিব। ইহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য হজ্জ যাত্রীগণ মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা ছোট করে সমস্ত মাথার চুল ছাঁটবেন। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের ১/৩ অংশ পরিমাণ (এক ইঞ্চি বা এক কর) সামান্য চুল কাটবেন। মহিলার সাথী মাহরাম পুরুষ বা অন্য কোন মহিলা সাথীর মাধ্যমে এই চুল কাটবেন। যিনি চুল কাটবেন বা মাথা মুণ্ডনের কাজ করবেন, চুল কাটার বা মাথা মুণ্ডন করার জন্য তার আগেই হালাল হওয়া জরুরী নয়। এ ব্যাপারে একে অপরকে সহায়তা করতে পারেন। এরপর ইহরাম খুলে 'প্রাথমিক হালাল' হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী মিলন ব্যতীত বাকী সব কাজ হালাল হয়ে যাবে।

৪.৪.৮.৭. ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ কার্যক্রম : ইহরাম মুক্ত হওয়ার পর মিনায় পরবর্তী কার্যক্রম

ইহরাম মুক্ত হওয়ার পর আপনাকে মিনার তাবুতেই অবস্থান করে হজ্জের বাকী কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এর মধ্যে মূল কাজ হল-

(১) ১১ ও ১২ তারিখ দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে তিনটি জামারার প্রত্যেকটিতে ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ। এবং

(২) ১২ তারিখ সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময় মক্কায় গিয়ে 'তাওয়াফে ইফাযাহ' বা 'তাওয়াফে যিয়ারাহ' সম্পন্ন করে মিনায় ফিরে এসে অবস্থান করা। এ সময় বেশি বেশি তাকবির পড়তে হবে; যে আমলটি ১০ তারিখ কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে।

৪.৪.৮.৮. তাওয়াফে ইফাযাহ বা তাওয়াফে যিয়ারাহ

১০ জিলহজ্জ বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর তামাত্তু ও কিরান হজ্জ সম্পাদনকারীগণ হাদী জবেহ করবেন। এটি তাদের জন্য ওয়াজিব। এরপর তাঁরা মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যাবেন। প্রত্যেক প্রকার হজ্জ যাত্রী (কিরান, তামাত্তু ও ইফরাদ) ইহরাম মুক্ত হয়ে মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' বা 'তাওয়াফে যিয়ারাহ' সেরে নিবেন। 'তাওয়াফে যিয়ারাহ' এর সময়সীমা ১২ জিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। 'তাওয়াফে যিয়ারত'-এর পর তামাত্তু হাজীগণ ছাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। কিন্তু ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় পৌঁছে সাঈ সহ 'ত্বাওয়াফে কুদূম' করে থাকলে 'ত্বাওয়াফে যিয়ারাহ'-এর পর সাঈ করবেন না। এই তাওয়াফ হজ্জের তৃতীয় রোকন ও ফরজ। কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে এসে রাতে অবস্থান নিবেন। তাওয়াফ ও সা'ঈ এর পদ্ধতি উমরাহ-এর তাওয়াফ ও সাঈ-এর অনুরূপ। পার্থক্য হল-(১) এই তাওয়াফ হবে স্বাভাবিক পোষাকে এবং (২) এই তাওয়াফে কোন রমল ও ইজতিবা নাই।

৪.৪.৮.৯. তাওয়াফে যিয়ারাহ-এর সময়সীমা

'তাওয়াফে যিয়ারাহ' ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সম্পন্ন করা যায়। হাজীগণ সাধারণত ১০ তারিখই ত্বাওয়াফে যিয়ারাহ সম্পন্ন করেন। ঐ দিন চলার পথে ও তাওয়াফের সময় পচণ্ড ভিড় হয়। সুতরাং যারা ভিড়ের চাপ এড়াতে চান বা যারা দুর্বল, বৃদ্ধ বা মহিলাগণ ১১ তারিখ বা ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে দিনে-রাতে যে কোন সময় ভিড় এড়িয়ে সহজে ত্বাওয়াফে যিয়ারাহ সম্পন্ন করতে পারেন। যারা হজ্জের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তারা হুইল চেয়ারের সাহায্য নিয়ে হলেও উক্ত সময়ের মধ্যে অবশ্যই ত্বাওয়াফে যিয়ারাহ সম্পন্ন করবেন, অন্যথায় ফরজ তরক করায় হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে।[৪৪১]

৪.৪.৮.১০. তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপের ১ম দিন

হাজী সাহেব এখন স্বাভাবিক পোষাকে আছেন। অতঃপর ১১ তারিখ দুপুরের সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর অপরাহ্নে প্রতিটি জামরায় ৭টি করে তিন জামরায় মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে প্রথমে ছোট জামরায় ৭টি, তারপর মধ্য জামরায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামরায় (জামরাতুল আক্বাবাহ) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে একটু দূরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে প্রাণ খুলে আল্লাহর নিকটে দু'আ করবেন।

৪.৪.৮.১১. তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপের ২য় দিন

অতঃপর ১২ তারিখ একই নিয়মে অপরাহ্নে প্রতিটি জামরায় ৭টি করে তিন জামরায় মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে প্রথমে ছোট জামরায় ৭টি, তারপর মধ্য জামরায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামরায় (জামরাতুল আক্বাবাহ) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে একটু দূরে নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে প্রাণ খুলে আল্লাহর নিকটে দো'আ-মুনাজাত করবেন।

৪.৪.৮.১২. তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপের ৩য় দিন

১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান, তবে ফিরতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁর ১৩ই জিলহজ্জ তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে না। কিন্তু যদি ১২ তারিখে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্য অস্ত যায়, তাহলে হজ্জ আদায়কারীকে মিনাতেই অবস্থান করতে হবে এবং ১৩

[৪৪১]. বিস্তরিত দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০

তারিখেও পূর্বের দুই দিনের ন্যায় একই নিয়মে দুপুরের পরে তিন জামারায় কংকর মেরে আসতে হবে। মিনার কাজ এখানেই সমাপ্ত হবে। হজ্জের বাকী কাজ যেমন- বিদায়ী তাওয়াফ হজ্জ আদায়কারী মক্কার হোটেলে অবস্থান করে সমাপ্ত করতে পারবেন।

৪.৪.৮.১৩. বিদায়ী তাওয়াফ

মক্কা ত্যাগের পূর্বে হাজী সাহেব বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করে নেবেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করেছেন এবং বলেছেন, বাইতুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাৎ, তবে তিনি হায়েযগ্রস্ত নারীদের জন্য ছাড় দিয়েছেন। হজ্জ আদায়কারী যখন হজ্জ শেষে মক্কা শরিফ থেকে যখন বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নেবেন, তখন বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করে নেবেন। সহিহ বুখারীতে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ

অর্থ : কাবাঘরের বিদায়ী তাওয়াফ করা ছাড়া যেন কেউ দেশে ফিরে না যায়। তবে তিনি হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের এ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।[৪৪২]

এ তাওয়াফে রমল নেই এবং এরপর সা'ঈও করতে হয় না। এই বিদায়ী তাওয়াফ হলো হজের সর্বশেষ কাজ। হানাফি মাযহাবে 'বিদায়ী তাওয়াফ' হজের অন্তর্ভুক্ত একটি কাজ এবং এটি ওয়াজিব। এটি ছুটে গেলে দম দিতে হবে।[৪৪৩]

এ তাওয়াফটি শুধু তাদের জন্য যারা মিকাতের বাইরে থেকে আসবেন। এবং আবার নিজ দেশে চলে যাবেন। এ বিষয়ে সর্বসম্মত রায় হলো, যারা মক্কার স্থায়ী নিবাসী অথবা অন্য দেশের মানুষ চাকরি বা অন্য কারণে।

---

৪৪২. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, ২০০৩, খ. ৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬৪৪, পৃ. ১৭২

৪৪৩. হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এ বলা হয়েছে :

যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফ তরক করলো কিংবা তার চার চক্কর তরক করলো, তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা সে ওয়াজিব তরক করেছে কিংবা ওয়াজিবের অধিকাংশ তরক করেছে। আর যতক্ষণ সে মক্কায় থাকবে, ততক্ষণ সে পুনরায় তাওয়াফ করার জন্য আদিষ্ট। যাতে ওয়াজিব তার সময় মত আদায় করা হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফের তিন চকর তরক করলো, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি হাতীমের ভিতর দিয়ে ওয়াজিব তাওয়াফ আদায় করলো, সে যদি মক্কায় অবস্থানরত থাকে, তাহলে পুনঃ তাওয়াফ করে নেবে। কেননা আগেই আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, হাতীমের বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

হাতীমের ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করার অর্থ হলো কা'বা শরীফের পার্শ্ব দিয়ে তাওয়াফ করার সময় কা'বা শরীফ ও হাতীমের মধ্যবর্তী উভয় করিডোরে দিয়ে প্রবেশ করে। এরূপ করলে সে তার তাওয়াফে ক্রটি সৃষ্টি করলো। সুতরাং সে যতক্ষণ মক্কায় থাকবে ততক্ষণ সম্পূর্ণ তাওয়াফ পুনরায় করে নেবে, যাতে তার তাওয়াফ শরীআত সম্মতভাবে আদায় হয়ে যায়।

যদি শুধু হাতীমের অংশটিতে পুনঃ তাওয়াফ করে তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা সে বর্জিত অংশটি আদায় করে ফেলেছে। এর সুরত এই যে, হাতীমের বাইরে ডান থেকে আরম্ভ করে হাতীমের শেষ মাথায় যাবে। অতঃপর করিডোর দিয়ে হাতীমের ভিতরে প্রবেশ করে, অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। এভাবে সাতবার করবে।

যদি পুনঃ তাওয়াফ না করে বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা প্রায় চতুর্থাংশ আমল তরক করার কারণে তার তাওয়াফ ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গেছে। সুতরাং সাদাকা তার জন্য যথেষ্ট হবে না।

[শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন, আবুল হাসান আলী ইবন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র) (অনু. মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ), *আল-হিদায়া*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, প্রথম খণ্ড, অধ্যায় : হজ্জ, পরিচ্ছেদ : তাহারাত ব্যতীত তাওয়াফ সংশ্লিষ্ট বিষয়, পৃ. ৩৩২]

মক্কায় বসবাস করেন তাদের বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না। তবে নিম্নোক্ত কারণে বিদায়ী তাওয়াফ হতে রুখসত দেওয়া হয়েছে :

(ক) সফরের সময় মেয়েদের হায়েয বা নেফাস শুরু হয়ে গেলে।

(খ) কেউ যদি ফরয তাওয়াফ পিছিয়ে একেবারে বিদায়ের দিন এ তাওয়াফ করে তাহলে সে ব্যক্তিরও বিদায়ী তাওয়াফ করা লাগবে না। কারণ, বিদায়ী তাওয়াফের উদ্দেশ্য হলো তার শেষ সাক্ষাৎ যেন কাবার সাথে হয়। আর ফরয তাওয়াফের মধ্য দিয়ে তার এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়।

৪.৪.৮.১৪. বিদায়ী তাওয়াফের নিয়ম

তাওয়াফের নিয়ত করে হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফের নিয়মে। বাইতুল্লাহ সাতবার প্রদক্ষিণ করবেন। তাওয়াফ শেষে ইচ্ছে হলে মুলতাযামে চেহারা, বুক ও দুই বাহু ও দুই হাত রেখে আল্লাহর কাছে যা খুশি চাইতে পারেন। এরপর দুরাকাত তাওয়াফের নামায আদায় করবেন। নামায শেষে যমযমের পানি পান করবেন।[৪৪৪]

তাওয়াফে বিদা বহিরাগততের জন্য ওয়াজিব। বিদায়ী তাওয়াফের পরও যদি কোন কারণে মক্কা শরীফে অবস্থান করতে হয়, তাহলে বিদায়কালে পুনরায় তাওয়াফ করা মুস্তাহাব। বিদায়ী তাওয়াফকালে কোন মহিলা ঋতুমতী বা নিফাসগ্রস্ত হলে তার ওপর এ তাওয়াফ ওয়াজিব নয়। তার উচিত মসজিদে প্রবেশ না করে দরজার নিকট দাঁড়িয়ে দু'আ করে রওয়ানা হয়ে যাওয়া।[৪৪৫]

৪.৪.৯. হজ্জ পরবর্তী মক্কায়/মদীনায় অবস্থান ও বাড়িতে প্রত্যাবর্তন

মহান আল্লাহ বলেন-

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

"যখন তোমরা হজ্জের সকল কাজ পূর্ণ কর তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ করে থাক। বরং আল্লাহর স্মরণ তার চেয়ে অধিক হওয়া উচিৎ। সুতরাং কেউ কেউ এরূপ আছে, যারা বলে- হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে (যা কিছু দেবার) দুনিয়াতেই দিয়ে দিন, আর এরূপ লোক আখেরাতে কোন অংশ পাবে না। আর কিছু লোক এমন আছে যারা বলে হে আমাদের রব! আমদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন! এমন লোকেরা তাদের এই আমলের দ্বারা বড় অংশ পাবে এবং আল্লাহ্ তাআলা সত্বরই তাদের হিসাব নিবেন।"[৪৪৬]

---

[৪৪৪]. *ইসলামে হজ্জ ও ওমরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২২৩

[৪৪৫]. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

[৪৪৬]. আল-কুরআন, ০২ : ২০০-২০২

৪.৪.৯.১. মক্কায় অবস্থান

হজ্জ সমাপ্তির পর দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত যদি হজ্জ আদায়কারীকে মক্কায় অবস্থান করতে হয় তাহলে এ সময়গুলো আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে কাজে লাগাতে পারেন। যথাঃ-

নফল উমরাহ

একজন সামর্থ্যবান ব্যক্তি ইচ্ছা করলে রোজ ২/৩ টি নফল উমরাহ সম্পাদন করতে পারেন। তবে অসুস্থ ব্যাক্তির জন্য নফল উমরাহ সম্পাদনের ঝুকি নেয়া উচিৎ নয়।

নফল ত্বাওয়াফ

ত্বাওয়াফ বায়তুল্লাহ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ইবাদাত। দুনিয়ার অন্য কোথাও এই ইবাদাতের সুযোগ নাই। তাই যত খুশী নফল ত্বাওয়াফ করা যায়। যারা শারীরিকভাবে কিছুটা দুর্বল, নফল উমরাহ সম্পাদনের সামর্থ্য নাই, তারা নফল ত্বাওয়াফ করে অফুরন্ত সাওয়াব পেতে পারেন।

বায়তুল্লাহ দর্শন

মহব্বতের সাথে বায়তুল্লাহ দর্শনও অতীব সাওয়াবের কাজ। যারা শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল, নফল উমরাহ বা নফল ত্বাওয়াফ সম্পাদনের সামর্থ্য নাই, তারা মহব্বতের সাথে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে শুধু চোখ দিয়ে মহব্বতের সাথে দৃষ্টিপাত করেও সাওয়াব অর্জন করতে পারেন।

নামাজ আদায়

মাসজিদুল হারামে নামাজ আদায় দুনিয়ার অন্যত্র নামাজ আদায়ের তুলনায় একলক্ষ গুণ বেশি মর্যাদা রাখে। যারা বায়তুল্লাহ শরীফের কাছে থেকেও সেখানে জামাতে শরীক হতে পারে না, তারা বড়ই হতভাগ্য। অতএব হাজী সাহেব সেখানে জামাতের সাথে নিয়মিত নামাজ আদায় করবেন। অনেকে বলেন, তারা যখন আসরের নামাজ পড়েন হানাফী মতে তখন আসরের ওয়াক্ত হয় না। এমন ধারণায় জামাত ত্যাগ করা ঠিক হবে না। শরয়ী মুসাফির হিসেবে হজ্জ আদায়কারী সেখানে তাদের মাযহাব অনুসারে তাদের সাথে জামাতে নামাজ আদায় করা বিধেয়। অবশ্য কোন কারণে জামাত না পেলে তিনি তাঁর মাযহাব অনুসারে নামাজ আদায় করতে পারেন। এ ছাড়া সেখানে হজ্জ আদায়কারী উমরী কাজা[৪৪৭] নামাজ এবং নফল নামাজ আদায় করতে পারেন।

অন্যান্য ইবাদাত

মূল্যবান সময় সেখানে গল্প-গুজবে না কাটিয়ে হাজী সাহেবগণের তিলাওয়াত, জিকির, দুরূদ পাঠ, নফল ইতিক্বাফ, ইস্তিগফার, দুয়া-মুনাজাত ও অন্যান্য নফল ইবাদাতে অতিবাহিত করাই উত্তম। এ জন্য সম্ভাব্য আমল হতে পারে- (ক) ফজরের নামজ জামাতের সাথে আদায় করা, (খ) ফজর থেকে চাশত পর্যন্ত বিশ্রাম ভোরের নাস্তা, (গ) চাশত থেকে দুপুর পর্যন্ত অন্যান্য হাজী ভাইদের সাথে মত-বিনিময়, দাওয়াত-তা'লীম-তাযকিয়ার কাজ করা, (ঘ) দুপুর থেকে জোহর পর্যন্ত দুপুরের খাবার ও নামাজের প্রস্তুতি এবং (ঙ) জোহর থেকে ঈশা পর্যন্ত মাসজিদুল হারামে নফল ইতিক্বাফের নিয়াতে অবস্থান করে নামাজ ও অন্যান্য নফল ইবাদাতে

---

[৪৪৭]. কোনো ওযর বা অক্ষমতাজনিত কারণে নামায কাযা হলে আদায়ে বিলম্ব করা ঠিক নয়। অবিলম্বে কাযা আদায় করতে হবে। কোনো কারণ ব্যতীত বিলম্ব করা গুনাহের কাজ। কেউ জীবনের একটা অংশ অবহেলায় কাটিয়েছে। তার অসংখ্য নামায কাযা হয়েছে। এ পর্যায়ে তাওবা করার তাওফীক হলো। এমতাবস্থায় পিছনের নামাযগুলো আদায়ের সহজ পন্থা হচ্ছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার সাথে সাথেই যেসব সুন্নাত ও নফল নামায পড়া হয়, সেসব নামাযের নিয়্যত ও নফলের স্থলে ছুটে যাওয়া ফরয নামাযের কাযার নিয়্যত পড়তে হবে। যতদিন পর্যন্ত অতীত জীবনের সব নামায পূর্ণ হয়েছে, এ বিষয়ে প্রবল ধারণা না জন্মে, ততদিন এভাবে নামায আদায় করতে হবে। ছুটে যাওয়া নামায ঋণের ন্যায়। ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, ছুটে যাওয়া নামায আদায় করাও তেমনি অপরিহার্য। [বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : বেহেশতি জেওর, পৃ. ১৭২-১৭৫; উদ্ধৃত- *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-২৮৫]

অতিবহিত করা। এছাড়া সম্ভব হলে তাহাজ্জুদে শামীল হতে পারেন। মক্কা শরীফ থেকে হজ্জ আদায়কারী যদি কিছু বরকতময় হাদিয়া বাড়িতে আনতে চান তা হল জমজমের পানি।

৪.৪.৯.২. মদীনায় অবস্থান

হাজীগণ হজ্জের আগে বা পরে যখনই মদীনায় অবস্থান করবেন, তখন সেখানের আদবের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখবেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর মহান দরবারে সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-গণ যেরূপ আদব বজায় রাখতেন, বর্তমানেও ঠিক সেরূপ আদব বজায় রাখতে হবে। হাজীগন মদীনায় অবস্থান কালীন সময়গুলোও বিশষভাবে কাজে লাগাতে পারেন। যথা-

রওজা যিয়ারাত

মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম কাজ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা শরীফ যিয়ারাত করা, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মহব্বতের সাথে সালাম পেশ করা এবং হযরত আবূ বকর ও হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-দ্বয়কে সালাম পেশ করা। এ ছাড়া প্রত্যেক নামাজের প্রত্যক নামাজের জন্য মাসজিদে প্রবেশ ও মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ও ঐভাবে সালাম পেশ করা উচিৎ যেভাবে তাঁরা জীবিত থাকলে পেশ করা হত।

নামাজ আদায়

মাসজিদুন্নবী-তে নামাজ আদায় দুনিয়ার অন্যত্র নামাজ আদায়ের তুলনায় পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশী মর্তবা রাখে। তাই হাজী সাহেব সেখানে জামাতের সাথে নিয়মিত নামাজ আদায় করবেন। এ ছাড়া সেখানে তাঁর উমরী কাজা নামাজ এবং সম্ভাব্য নফল নামাজ আদায় করতে পারেন।

রিয়াযুল জান্নাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামানার মিম্বর ও তাঁর মধ্যবর্তী স্থানকে রিয়াজুল জান্নাহ বলা হয়। হাদীস শরীফে সেখানে নামাজ আদায়ের বহু ফজিলত বর্ণিত আছে। তাই সম্ভব হলে সেখানে ফরজ বা নফল যে কোন নামাজ আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

অন্যান্য ইবাদাত

মাসজিদুল হারামের ন্যায় এখানেও হজ্জ আদায়কারী তাঁর মূল্যবান সময় সেখানে গল্প-গুজবে না কাটিয়ে তিলাওয়াত, জিকির, দুরূদ পাঠ, নফল ইতিক্বাফ, ইস্তিগফার, দুয়া-মুনাজাত, নফল নামাজ ও অন্যান্য নফল ইবাদাতে অতিবাহিত করাই উত্তম।

মাসজিদে কুবা

মদীনার উপকণ্ঠে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্মিত প্রথম মাসজিদ হল মাসজিদে কুবা। হাদীস শরীফে সেখানে নামাজ আদায়ের বহু ফজিলত বর্ণিত আছে। তাই সম্ভব হলে সেখানে ফরজ বা নফল যে কোন নামাজ আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

এ ছাড়া জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত উম্মুল মুমিনীন ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কবর এবং উহুদের প্রান্তরে অবস্থিত শহীদগণের কবর যিয়ারত করার মধ্যে বহুত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মদীনা শরীফ থেকে হাজী সাহেব যদি কিছু বরকতময় হাদিয়া বাড়িতে আনতে তা হল মদীনা আজওয়াহ খেজুর।

৪.৪.৯.৩. বাড়িতে পত্যাবর্তন : সর্বদা কৃতজ্ঞ ও আল্লাহ্‌র সন্তোষের প্রত্যাশী

হাজী সাহেব যদি মদীনা শরীফ থেকে বাড়িতে ফেরার অবস্থায় থাকেন তাহলে রওয়ানা দেওয়ার পূর্বে মসজিদে নববীতে হাযির হয়ে মিহরাবে নববীতে বা নিকটবর্তী স্থানে দুরাকা'আত নামায আদায় করে রওযা মুবারকে হাযির হয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে যিয়ারত সম্পন্ন করে দু'আ করবেন।

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ بِنَبِيِّكَ وَمَسْجِدِهٖ وَحَرَمِهٖ وَيَسِّرْ لِيَ الْعَوْدَ اِلَيْهِ وَالْعُكُوْفَ لَدَيْهِ وَارْزُقْنِي الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرُدَّنَا اِلٰى اَهْلِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ اٰتِنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

বিরহ বিধুর মনে কান্নাকাটি করবেন। দেশে ফিরে বাড়িঘর বা গ্রাম দৃষ্টিগোচর হলে নিম্নের দু'আ পড়বেন:[৪৪৮]

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

সম্ভব হলে দিনের বেলা বাড়ি ফেরা উত্তম। নিজ গ্রামে বা জনপদে প্রবেশ করে ঘরে প্রবেশের পূর্বেই সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু' রাকা'আত নামায আদায় করবেন। ঘরে প্রবেশ করেও সর্বপ্রথম দু'রাকা'আত নামায আদায় করে দু'আ করবেন:[৪৪৯]

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوْبًا

হাজীদের বাড়ি প্রত্যাবর্তনের পর তাদের সাথে মুসাফাহা ও মুআনাকা দ্বারা গুনাহ মাফ হয় বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই যথাসম্ভব সকলের সাথে মুসাফাহা ও মুআনাকা করবেন। হাজী সাহেব হজ্জের পবিত্র স্মৃতি বুকে ধারণ করে অবশিষ্ট জীবন একজন পরিশুদ্ধ মুসলমানের গুণাবলীসহ কাটাবার চেষ্টা করবেন।[৪৫০]

হজ্জ পালনের সুযোগ লাভের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। আল্লাহর মেহমানগণ নিস্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। তাই আল্লাহর শোকরগুজারী বান্দা হিসাবে তাদের বাকী জীবন আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনা করা উচিৎ। তাদের পরিবারসমূহ

---

৪৪৮. আবদুল্লাহ ইবনু 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন জিহাদ বা হাজ্জ অথবা 'উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তিনি প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে তিনবার তাকবীর বলতেন এবং পর বলতেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় ক্ষমতা এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী ও তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন। [ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র.), *বুখারী শরীফ*, খ.৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬৮০, পৃ. ১৯১]

৪৪৯. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي السَّفَرِ قَالَ اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّيْعَةِ فِي السَّفَرِ وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ اللّٰهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ فَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَ **تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوبًا** [আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযিদ আত্ব-ত্ববারী, *তাহযীবুল আছারি ওয়া তাফসীলুছ ছাবিতু 'আন রসূলিল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাল আখবারি (মুসনাদু 'আলী ইবনে আবি ত্বলিব)*, কায়রো : মাকতাবাতুল খানেজি, তা.বি. , খ.১, হাদিস নং- ১৫৫, পৃ. ৯৩]

৪৫০. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২-৩৮৪

তাকওয়া ভিত্তিক পরিবার হিসাবে গড়ে তোলা বাঞ্চ্ছনীয়। সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে তিনি হবেন দ্বীনের মডেল। আর দ্বীনের খিদমতের জন্য তাঁর বাকী জীবন নিয়োজিত করা উচিৎ।

পঞ্চম অধ্যায়

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এবং আত্মোন্নয়নে হজ্জ-এর প্রভাব

পঞ্চম অধ্যায়

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এবং আত্মোন্নয়নে হজ্জ-এর প্রভাব

৫. আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এবং আত্মোন্নয়নে হজ্জ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য বান্দাকে তাঁর প্রেরিত রাসূলের অনুসরণ করতে হবে।[৪৫১] যারা মহান আল্লাহর রেজামন্দী চায়, তাঁর সন্তোষ অর্জন করে তাঁর প্রিয়ভাজন হতে চায়, তাদের জন্য তিনি তাঁর রাসূলের জীবনাদর্শের মধ্যেই উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রেখেছেন।[৪৫২]

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার সমস্ত দিকনির্দেশনা সম্বলিত কুরআন দিয়েছেন, দিয়েছেন কুরআনের বাস্তব নমুনা।[৪৫৩]

৫.১. হজ্জ-এর সময় প্রতিপালকের একান্ত সান্নিধ্য লাভ

মাত্র দুই মাস আগেই হাজী সাহেব আল্লাহ তা'আলার অবারিত রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের ফল্গুধারায় নিজেকে সিক্ত করেছেন। মুত্তাকী তথা সর্বান্তকরণে আল্লাহভীরুতা অর্জনে সুযোগ গ্রহণ করেছেন। রমজানের দীর্ঘ এক মাস সিয়াম পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাঙ্ক্ষিত প্রিয় বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন[৪৫৪]। হাজী সাহেব তখনই পবিত্র কা'বা যিয়ারতের নিয়্যত করছেন। মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও

---

[৪৫১]. মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ ﴿٧﴾

(রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর। –আল-কুরআন, ৫৯ : ৭)

[৪৫২]. তিনি আরো বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

(তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে তো রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। –আল-কুরআন, ৩৩ : ২১)

[৪৫৩]. ইয়াযীদ ইবনে বাবানূস (র.) বলেন, আমরা আয়শো (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে মুমিন জননী! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কি ছিল? তিনি বলেন, কুরআনই ছিল তার চরিত্র। আপনার সূরা মুমিনূন পড়ে থাকেন। তিনি বলেন, পড়ুন- "কাদ আফলাহাল মুমিনূন"। ইয়াযীদ (র.) বলেন, আমি পড়লাম, "কাদ আফলাহাল মুমিনুন.... লিফুরূজিহিম হাফিযুন" পর্যন্ত (১-৫)। তিনি বলেন, এটাই ছিল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য (নাসাঈ, হাকিম)। ইমাম বুখারী (র), [অনু. আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, বদান্যতা, কৃপণতা ও চারিত্রিক দোষক্রটি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ১৪৪, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০১৪, হাদীস নং-৩০৯, পৃ. ১২৯]

[৪৫৪]. মহান আল্লাহ বলেন- "হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্যে সিয়ামের বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার "। (আল-কুরআন, ২ : ১৮৩)

সম্পর্কের গভীরতার জন্য তার হৃদয় ছিল আকূল। পবিত্র হজ্জ পালনের মাধ্যমে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে যেন নিজেকে সপে দিলেন। তাঁর দাসত্বের শৃঙ্খলে নিজেকে সমর্পিত করার এক অবারিত সুযোগ তিনি পেলেন এই হজ্জ পালনের মাধ্যমে। এর মাধ্যমেই হাজী সাহেব মহান আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কের সর্বোচ্চ দাবি যথার্থভাবে পূরণ করার সুযোগ লাভ করেন। এ অনুচ্ছেদে আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হজ্জ পালনের আদর্শকে সামনে রেখে একজন হাজী সাহেব কীভাবে এবং কী কী আমালের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও তাঁর আত্মোন্নয়ন করতে পারেন সে বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

৫.১.১. আল্লাহ্‌র একত্ববাদের অনুশীলন

মুমিন জীবনে তাওহীদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হজ্জ পালনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত একজন হাজী সাহেব বিষয়টি হৃদয়ে লালন করেন। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন- "তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ আল্লাহর জন্য সম্পন্ন করো।"[৪৫৫] আল্লাহর এ-নির্দেশ বান্দাকে হজ্জ পালনে ঐকান্তিকতার তাগিদ করছে। তাওহীদ বা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে সামনে রেখেই মু'মিন জীবনের গতিধারা আবর্তিত হয়। হজ্জের সময়ে কৃত রসূলুল্লাহ্ (স.) এর আমলসমূহ মনোযোগ দিয়ে দেখলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে তাওহীদের প্রতি গুরুত্বই অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৫.১.১.১. তালবিয়া পাঠ

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" সমস্বরে এই ধ্বনি শোনা মাত্রই মানুষের মনোস্পটে হজ্জের একটি চিত্র ফুটে ওঠে। পৃথিবীতে একমাত্র আন্তর্জাতিক সমাবেশ যেখানে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। একজন হাজী সাহেব, দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দেওয়ার নিয়ত থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এই ঘোষণা করতে থাকেন। এই তালবিয়াকে তাই হজ্জের হজের স্লোগান হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৪৫৬] মুমিনের ইবাদত-বন্দেগী, জীবন-মরণ সবকিছ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশেই নিবেদিত তালবিয়ার শব্দমালা এ কথারই ঘোষণা। হজরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-"তাওহীদ অবলম্বনে তিনি (রা.) তালবিয়া শুরু করলেন ও বললেন : "আমি হাজির, হে আল্লাহ ! আমি হাজির। তোমার কোনো শরিক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নেয়ামত তোমার এবং রাজত্বও, তোমার কোনো শরিক নেই।"[৪৫৭]

হযরত ইবনে ওমর বলেন, "রসূলুল্লাহ (স.) এ শব্দমালায় আর কিছু বাড়াতেন না"।[৪৫৮] হজরত আবূ হুরায়রার (র) বর্ণনা মতে তালবিয়ায় রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- "আমি হাজির, সত্য ইলাহ! আমি হাজির"।[৪৫৯]

তালবিয়ার শব্দমালায় এক আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়া, তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদার না থাকার ঘোষণা বার বার অনুরণিত হয়, আলোড়িত হয় একত্ববাদ অবিচল দৃঢ়তায়। তালবিয়া যেন সকল পৌত্তলিকতা, প্রতিমা-পূজা, অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার সমীপে হীনতা দীনতা প্রকাশের বিরুদ্ধে এক অমোঘ ঘোষণা। যে ঘোষণার সার্থক রূপায়ণ ঘটতে দেখা যায় রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর শিরক ও মুশরিকদের সকল কর্মকাণ্ড থেকে দায়-মুক্তি ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা পড়ে শোনানোর মাধ্যমে।[৪৬০]

---

[৪৫৫]. আল-কুরআন, ২ : ১৯৬

[৪৫৬]. মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযায়মাহ আবু বকর আস-সালেমী, *সহীহ ইবনে খুযাইমা*, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৩৯০হি./ ১৯৭০খ্রি., খ. ৪, হাদীস : ২৬২৮, পৃ. ১৭৪

[৪৫৭]. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, বৈরুত : দারুল আফাকিল জাদীদাহ, তা.বি., খ. ৪, হাদীস নং- ৩০০৯, পৃ. ৩৯

[৪৫৮]. *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৪, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৮৭১, পৃ. ৮

[৪৫৯]. মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ আবু আব্দুল্লাহ আল-কাযবীনী, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ২, হাদীস নং- ২৯২০, পৃ. ৯৭৪

[৪৬০]. আল-কুরআন, ৯ : ১-৪০

৫.১.১.২. কেবল আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই উদ্দেশ্য

ধর্মকর্ম পালনে ইখলাস-ঐকান্তিকতা যেন অর্জিত হয়, রিয়া ও লোক-দেখানো থেকে যেন দূরে থাকা যায় সে জন্য প্রতিপালকের কাছে আকুতি প্রকাশও তাওহীদ কেন্দ্রিকতার একটি আলামত। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- "হে আল্লাহ! এমন হজ্জ চাই যা হবে লোক-দেখানো ও রিয়া থেকে মুক্ত।"[৪৬১]

হাজী সাহেব তাই রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ পূর্বক তাঁর হজ্জ এবং পরবর্তী জীবনের সমস্ত কাজকর্ম কেবল আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও সন্তোষ অর্জনের নিমিত্তে পরিচালিত করবেন এবং কোনো ভাবেই দুনিয়ার কোনো শক্তির ভালো বা মন্দ বলার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো কাজ করবেন না। এটা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথে অত্যন্ত সহায়ক ও ফলোপ্রসু।

৫.১.১.৩. সূরা ইখলাস ও কাফিরুন পাঠের আমল

রসূলুল্লাহ (স.) পবিত্র কা'বা ঘর তাওয়াফ শেষে দু'রাকাত নামায আদায় করেছেন। এটি তাই প্রত্যেক হাজীর জন্য বিধিবদ্ধ। উক্ত দুই রাকাতে তিনি (স.) 'সূরা ইখলাস' ও 'সূরা আল-কাফিরুন' পাঠ করেছেন।[৪৬২] এ আমলও যেন মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রকাশ ও কাফির মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণার বহিঃপ্রকাশ। হজরত জাবের (রা.) বলেন : "তিনি (রা.) এ-দু' রাকাতে তিনি তাওহিদভিত্তিক দুটি সূরা 'কুল য়্যা আইয়ুহাল কাফিরুন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' তিলাওয়াত করলেন।"[৪৬৩] হাজী সাহেব হজ্জের সময় এই আমলের পাশাপাশি তার জীবনে এ সূরা দুটির অর্থ, তাফসীর ও শিক্ষার প্রতিও আমলের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। নিজ জীবনের পাশাপাশি অধিনস্তদেরও এ বিষয়ে তা'লিম প্রদান করবেন। আশা করা যায় যে, জীবনে এ আমালের মাধ্যমে তিনি তাঁর আত্মোন্নয়নে অগ্রগামী হবেন।

৫.১.১.৪. সাফা ও মারওয়া-র দু'আয় আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা

মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও বান্দার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের আরেকটি সুযোগ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে আরোহনের সময়। হাজী সাহেব যেমন উম্মাহর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে স্মরণ করবেন, তেমনি বিবি হাজেরা ও হযরত ইসমাইল (আ.) এর স্মৃতির রোমন্থন করবেন সাথে সাথে মহান আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করবেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর আমল থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি এখানে আরোহন করে মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা করেছেন।

হজরত জাবেরের (র) এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন: "অতঃপর তিনি (রা.) সাফায় আরোহণ করলেন, কাবা দৃষ্টিগ্রাহ্য হলো, তিনি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্বের কথা বললেন, তাঁর বড়ত্বের ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক , তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।" মারওয়াতে গিয়েও তিনি অনুরূপ করলেন।[৪৬৪]

৫.১.১.৫. আরাফার দু'আ ও যিকির-এ একত্ববাদ

রসূলুল্লাহ (স.) এর আরাফার ময়দানের দু'আ ও জিকিরসমূহেও আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে। তাই হাজী সাহেব তাঁর অনুস্মরণে এখানেও তাওহীদের ঘোষণা দিবেন। হাদীসে এসেছে,

---

[৪৬১]. *সুনানে ইবনে মাজাহ* (দারুল ফিকর), প্রাগুক্ত, খ.২, হাদীস নং- ২৮৯০, পৃ. ৯৬৫

[৪৬২]. সুলায়মান ইবনুল আশআস আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবু দাউদ*, দামেশক : দারুল ফিক্র, তা.বি., হাদীস : ১৯০৯, খ. ১, পৃ. ৫৯০

[৪৬৩]. মুহাম্মাদ বিন ঈসা আবু ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামেউস সহীহ সুনানুত তিরমিযী*, বৈরুত : দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., খ.৩, হাদীস নং- ৮৬৯, পৃ. ২২১

[৪৬৪]. *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৪, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০০৯, পৃ. ৩৯

'উত্তম দু'আ আরাফা দিবসের দু'আ, আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের সর্বোত্তম কথাটি হলো- "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।"[৪৬৫]

আমর ইবনে শুয়াইবের বর্ণনা মতে : আরাফার দিন রসূলুল্লাহ্ যে দু'আটি পড়েছেন তা ছিল : "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ... "। অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি "তাঁরই হাতে কল্যাণ" অংশটি বাড়িয়ে দেন।[৪৬৬]

রসূলুল্লাহ (স.)-এর উক্ত আমলগুলো তাঁর আগত ও অনাগত সমস্ত উম্মতের জন্যই একথার বার্তা যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। তাঁরই বড়ত্বকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতে হবে। তাঁর একত্ববাদ এবং অংশীদারহীন সত্ত্বাই পুরোবিশ্বের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন। কেবল তারই হাতে সমস্ত কল্যাণের চাপিকাঠি। এ বোধ ও বিশ্বাসে দুনিয়ার তাবত মানুষ জাগ্রত হবে এটাই হজ্জের অন্যতম প্রধান শিক্ষা।

৫.১.২. আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান

আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহকে সম্মান-শ্রদ্ধা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যেসব বিষয়ের সম্মানের নির্দেশ দিয়েছেন যথার্থভাবে সেগুলোর সম্মান দাসত্বের শর্ত ও কল্যাণার্জনের পথ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে- "এটাই আল্লাহ্‌র বিধান এবং কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে তাঁদের হৃদয়ের তাকওয়ার কারণেই তা করবে।"[৪৬৭]

আরো এরশাদ হয়েছে : "এটাই বিধান এবং কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্যে এটাই উত্তম।"[৪৬৮]

রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তুমি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বন করো (কিংবা আল্লাহর নির্ধারিত হারাম সমূহ থেকে বেঁচে থাকো), মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর দাসত্বকারী (আবেদ) বলে গণ্য হবে।"[৪৬৯]

অন্যদিকে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি তাচ্ছিল্য-অনীহা-অবজ্ঞা-অবহেলা ও আল্লাহর হুরমত লঙ্ঘন থেকে কঠিনভাবে বারণ করেছেন। আল্লাহ পাক বাইতুল হারাম সম্পর্কে বলেন, "আর যে ব্যক্তি সেখানে– ইচ্ছাপূর্বক সীমা লঙ্ঘন করে – পাপ কাজ করতে যাবে, আমি তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবো।"[৪৭০]

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন, "এইসব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা উহা লঙ্ঘন করো না। যারা এইসব সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই জালিম।"[৪৭১]

তিনি আরো বলেন, "আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর সীমা লঙ্ঘন করলে আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।"[৪৭২]

---

[৪৬৫]. *আল-জামেউস সহীহ সুনানুত তিরমিযী* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ৩৫৮৫, পৃ. ৫৭২

[৪৬৬]. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, বৈরুত : মুওয়াস্সাতুর রিসালাহ্, ১৪২০ হি./ ১৯৯৯খ্রি., খ. ১১, হাদীস নং- ৬৯৬১, পৃ. ৫৪৮

[৪৬৭]. আল-কুরআন, ২২ : ৩২

[৪৬৮]. আল-কুরআন, ২২ : ৩০

[৪৬৯]. *আল-জামেউস সহীহ সুনানুত তিরমিযী* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২৩০৫, পৃ. ৫৫১

[৪৭০]. আল-কুরআন, ২২ : ২৫

[৪৭১]. আল-কুরআন, ০২ : ২২৯

[৪৭২]. আল-কুরআন, ০৪ : ১৪

আল্লাহ তাআলার এ সাবধানবাণী তাঁর নির্বাচিত বান্দাগণ বুঝে নিলেন। ইলমুল মা'আরিফাতের অধিকারী নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানীরা বুঝে নিল। আর আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদের মধ্যে শীর্ষে হলেন ইমামুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (স.)। হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ্ কর্তৃক আল্লাহর নিদর্শন সমূহের সম্মান প্রদর্শন বিচিত্র ধারায় প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদশন করাও হজ্জের কর্মধারা সমূহের অন্তর্ভুক্ত।[৪৭৩] যিনি আদর্শ রেখে গেছেন কিয়ামত অবধি আগত উম্মাহ্র জন্য। আল্লাহ্র এ নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে প্রচলন তিনি আমলের মাধ্যমে জারি করে গেছেন তা হলো-

৫.১.২.১. এহরামের জন্য গোসল করা, চুল পরিপাটি করা ও খুশবু ব্যবহার করা

হাজী সাহেব যখন হজ্জের জন্য এহরামের নিয়্যত করবেন। সহজ ভাষায় তিনি যখন ইহরামের কাপড় পরিধান করে হজ্জের নিয়ত করবেন, তার পূর্বে তার গোসল করে নেওয়া, নিজেকে পরিপাটি করে নেওয়া এবং খুশবু ব্যবহার করা উত্তম। এটি পবিত্র স্থানে পবিত্র কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য করবেন। হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) বলেন, "তিনি দেখেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) এহরামের জন্য বস্ত্র ছেড়েছেন ও গোসল করেছেন।"[৪৭৪]

হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে- "আমি রসূলুল্লাহ্ (স.) কে চুল সুস্থিরকৃত (মুলাব্বাদ) অবস্থায় হজ্জ শুরু করতে দেখেছি।"[৪৭৫] এক বর্ণনায়, হজরত আয়েশা বলেন, "আমি এহরামের পূর্বে রাসূলুল্লাহর (রা.) গায়ে উত্তম খুশবু লাগাতাম।"[৪৭৬] অন্য এক বর্ণনায়- "সর্বোত্তম খুশবু যা রসূলুল্লাহ্ (স.) সংগ্রহ করতে পেতেন তা দিয়ে আমি তাঁকে সুগন্ধযুক্ত করতাম।"[৪৭৭]

৫.১.২.২. হাদী সংঙ্গে করে নিয়ে আসা

হাদী অর্থ কোরবানির জন্তু। একজন হাজী সাহেব হাদী সংঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। কেননা, এটা আল্লাহ তাআলার নির্দশনের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন- "উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য করেছি আল্লাহর নিদর্শন।"[৪৭৮] রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর হজ্জের সময় যুল হুলায়ফাহ থেকে কুরবানির জন্য উট সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। কোরবানির কিছু জন্তুকে চিহ্নিত করলেন এবং প্রথা অনুসারে এগুলোর গলায় বা কুঁজে মালা ঝুলালেন। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক বর্ণনায় বলেন, "রসূলুল্লাহ (স.) যুলহুলাইফায় যোহরের নামাজ আদায় করলেন, তিনি উষ্ট্রী নিয়ে আসতে বললেন ও তার কুঁজের ডানপার্শে ক্ষত করে চিহ্নিত করলেন, রক্ত বেয়ে পড়ল, অতঃপর তিনি দু'টি জুতো দয়ে মালা ঝুলালেন।"[৪৭৯]

৫.১.২.৩. নির্ধারিত অনুষ্ঠানাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখা

হজে প্রবেশ থেকে শুরু করে ১০ জিলহজ জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ পর্যন্ত হাজী সাহেবের তালবিয়া পড়তে থাকা আল্লাহর নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই উদাহরণ। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ (স.) আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকেন"।[৪৮০] হজরত ইবনে মাসঊদ এক বর্ণনায় বলেন, " যিনি সত্যসহ মোহাম্মদ (স.)-কে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আমি মিনা থেকে আরাফায় রাসূলুল্লাহর (স.)-এর সাথে গিয়েছি, তিনি কখনো তালবিয়া পড়া থেকে বিরত হননি

---

[৪৭৩]. আল্লামা শফিউর রহমান মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযি*, *খ. ৩*, *পৃ. ৫০৯*

[৪৭৪]. *আল-জামেউস সহীহ সুনানুত তিরমিযী* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৮৩০, পৃ. ১৯২

[৪৭৫]. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, হাদীস নং- ৫৯১৫, পৃ. ৩৯

[৪৭৬]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম*, বৈরুত : দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., খ. ২, হাদীস নং- ১১৮৯, পৃ. ৮৪৬

[৪৭৭]. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, হাদীস নং- ৫৯২৩, পৃ. ৫২

[৪৭৮]. আল-কুরআন, ২২ : ৩২

[৪৭৯]. *সহীহ মুসলিম* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ১২৪৩, পৃ. ৯১২

[৪৮০]. *সুনানে ইবনে মাজাহ* (দারুল ফিকর), প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ৩০৪০, পৃ. ১০১১

জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত, হাঁ যদি মাঝখানে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অথবা 'আল্লাহু আকবার' মিশ্রিত করতে চাইতেন তাহলে।"[৪৮১]

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায়, "রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "জিব্রিল আমার কাছে এসেছেন, ঘোষিত আকারে তালবিয়া পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন"।[৪৮২] হজরত আবূ সাইদ (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, "আমরা রসূলুল্লাহ্ (স.) সাথে গিয়েছি হজের তালবিয়া চিৎকার করে বলে বলে।"[৪৮৩]

৫.১.২.৪. মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা

মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করাও আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান করার শামিল। হাজী সাহেবের আত্মিক উন্নয়নে এ সম্মান প্রদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রসূলুল্লাহ্ (স.) মক্কায় প্রবেশের পূর্বে সফরের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করার জন্য গোসল করে নিয়েছিলেন। আর মসজিদুল হারামে প্রবেশের সাথে সাথেই তিনি তাওয়াফ আরম্ভ করেন, এটাও আল্লাহর নির্ধারিত হজের পবিত্র অনুষ্ঠানাদি ও নিদর্শনের সম্মান-শ্রদ্ধার উদাহরণ। হজরত নাফে' (র.) বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে ওমর মক্কায় এলে 'যু তা-ওয়া' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করতেন, সেখানেই তিনি প্রভাত করতেন এবং গোসল সেরে নিতেন। অতঃপর তিনি দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) এরূপই করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করতেন।"[৪৮৪]।

৫.১.২.৫. হাজরে আসওয়াদের প্রতি সম্মানবোধ

হাজরে আসওয়াদ আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন। হাজী সাহেব নিজের আত্মোন্নয়ন অর্জনে সদা সচেষ্ট থাকে তাই, মহান আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন, হাজরে আসওয়াদের প্রতি তিনি সম্মান প্রদর্শন করবেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) এ কালো পাথরের প্রতি যত্ন নিয়েছেন এবং সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান দেখানোর একটি অংশ। রসূলুল্লাহ্ (স.) এ হাজরে আসওয়াদকে আঁকড়ে ধরেছেন, চুমু খেয়েছেন, এর ওপর সিজদা করেছেন এর পাশে কেঁদেছেন। তিনি রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করেছেন, হজরত ছাওয়ীদ ইবনে গাফালা (র.) বলেন, "আমি হজরত ওমরকে দেখেছি, তিনি হাজরে আসওয়াদ চুমু খেয়েছেন, আঁকড়ে ধরেছেন ও বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে দেখেছি তোমাকে সম্মান দেখাতে।"[৪৮৫]

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক বর্ণনায় বলেন, "আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে দেখেছি হাজরে আসওয়াদ এর ওপর ঝুঁকে পড়তে এবং এ কথা বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আমি জানি যে, তুমি কেবল একটি পাথর, আমি আমার প্রিয় নবীকে তোমাকে চুমু খেতে ও স্পর্শ করতে না দেখলে তোমাকে চুমু খেতাম না, স্পর্শও করতাম না।"[৪৮৬]

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে দেখেছি- তিনি হজরে আসওয়াদ চুমু খেয়েছেন, এর ওপর সিজদা করেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহকে (রা.) এরূপ করতে দেখেছি তাই করেছি।"[৪৮৭]

হজরত জাবের থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, "তিনি হাজরে আসওয়াদ দিয়ে শুরু করলেন, তিনি তা চুমু খেলেন এবং কান্নায় দুই চোখ আপ্লুত করলেন।"[৪৮৮]

---

৪৮১. *সহীহ ইবনে খুযাইমা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস : ২৮০৬, পৃ. ২৫০

৪৮২. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ২৯৫০, পৃ. ১০৮

৪৮৩. *সহীহ মুসলিম* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ১২৪৭, পৃ. ৯১৪

৪৮৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১২৫৯, পৃ. ৯১৯

৪৮৫. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১২৭১, পৃ. ৯২৬

৪৮৬. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ১৩১, পৃ. ২৮১

৪৮৭. সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, খ. ৫, পৃ. ৭৪ [رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت]

৪৮৮. প্রাগুক্ত

হজরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) রুকনে য়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ প্রতি তাওয়াফেই স্পর্শ করতেন।"[৪৮৯]

৫.১.২.৬. মাকামে ইব্রাহীম, সাফা ও মারওয়া-র প্রতি সম্মান প্রদর্শন

হাজী সাহেব হজ্জের নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে 'মাকামে ইব্রাহীম', 'সাফা ও মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেন। মাকাকে ইব্রাহীমে সলাত আদায় করেন এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে প্রদক্ষিণ এবং সেখানে স্থির হয়ে দু'আ ও জিকির করেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে আমরা এ এরকম আমলের উদাহরণ পাই। হজরত জাবের (রা.) বলেন, "অতঃপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমে গেলেন এবং পড়লেন- 'তোমারা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের স্থল রূপে গ্রহণ করো।'[৪৯০] তিনি মাকামে ইব্রাহীমকে তাঁর ও কাবার মাঝে রাখলেন। তিনি দরজা দিয়ে সাফার দিকে বের হয়ে গেলেন। সাফার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের একটি।'[৪৯১] আমি শুরু করছি যেটা দিয়ে শুরু করেছেন আল্লাহ। তিনি সাফা থেকে শুরু করলেন। সাফায় তিনি এতটুকু আরোহণ করলেন যে, কাবা দৃষ্টিগ্রাহ্য হলো। তিনি কেবলামুখী হলেন, আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করলেন, তকবির পড়লেন এবং বললেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তারই, প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, ও একাই তাঁর শত্রুদেরকে পরাজিত করেছেন। এর মাঝে তিনি দু'আ করলেন, পূর্বের ন্যায় তিনবার বললেন, অতঃপর মারওয়া অভিমুখে রওনা হলেন... মারওয়াতেও তিনি অনুরূপ করলেন।"[৪৯২]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "অতঃপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমে এলেন এবং পবিত্র কোরআনের এআয়াতটি পড়লেন, "তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।"[৪৯৩] তিনি সেখানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন এ অবস্থায় যে, মাকামে ইব্রাহীম তাঁর ও কাবার মাঝে...।"[৪৯৪]

৫.১.২.৭. মাআআরুল হারামে দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকা

হজ্জ-এর মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে তাজিম করা ও হজের পবিত্র অনুষ্ঠানাদির প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানোর আরো একটি উদাহরণ মাশআরুল হারামে দীর্ঘ সময় মহান আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকা, নিজেকে আল্লাহর নিকট সপে দেওয়া। রসূলুল্লাহ্ (স.) এ স্থানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন- "তোমাদের কোন ক্ষতি নেই যে তোমরা তোমাদের প্রভুর করুণা তালাশ করবে ...।"[৪৯৫] এখানে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের নিমিত্তে হাজী সাহেব আল্লাহর জিকিরে মত্ত থাকবেন, আল্লাহর আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দিবেন, তাঁর সামনে নিজেকে অবনত করবেন। হজরত জাবের (রা.) বলেন, "তিনি (স.) আজান ও ইকামতসহ ফজরের নামাজ পড়লেন, প্রভাতরশ্মি বের হয়ে এলো, তিনি কাসওয়ায় (পরিবহণ হিসেবে ব্যবহৃত রাসূলুল্লাহর উট) আরোহণ করলেন, মাশআ'রুল হারামে এলেন, কেবলামুখী হলেন, আল্লাহকে ডাকলেন, তকবির ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়লেন, একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন। দিনের আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রস্থান করলেন।"[৪৯৬]

---

৪৮৯. *সুনানু আবু দাউদ* (দারুল ফিক্র) প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮৭৬, খ. ১, পৃ. ৫৭৮

৪৯০. আল-কুরআন, ২ : ১২৫

৪৯১. আল-কুরআন, ২ : ১৫৮

৪৯২. *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৪, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০০৯

৪৯৩. আল-কুরআন, ২ : ১২৫

৪৯৪. *আল-জামেউস সহীহ সুনানুত তিরমিযী* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৮৫৬, পৃ. ২১১

৪৯৫. আল-কুরআন, ২ : ১৯৮

৪৯৬. *সহীহ মুসলিম* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ১২১৮, পৃ. ৮৮৬

৫.১.২.৮. বায়তুল্লাহ যিয়ারতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার

একজন হাজী সাহেব ১০ জিলহজ হাদী জবেহ করার পর হলক করার মাধ্যমে ইহরাম ছেড়ে প্রাথমিক ভাবে হালাল হন। অতঃপর বায়তুল্লাহ যিয়ারত করেন। এটিকে পরিভাষায় তাওয়াফে যিয়ারত বলে। এই তাওয়াফে যিয়ারতে যাওয়ার পূর্বে কা'বা ঘরের সম্মানে তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করবেন প্রাথমিক হালালের পর বায়তুল্লাহর যিয়ারতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করবেন। মহান আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এ উদাহরণ আমরা রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর জীবনাদর্শ থেকে পাই। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, " তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে সুগন্ধযুক্ত করেছি।"[৪৯৭]

৫.১.২.৯. পুরো হজ্জের সময় ও স্থানসমূহকে সম্মান প্রদর্শন

পবিত্র ফরয ইবাদত হজ্জ। এর সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত কার্যাদি মহান আল্লাহর নির্দেশিত ও বিধিবদ্ধ। রসূলুল্লাহ্ (স.) তা আমাদের পালন করে দেখিয়েছেন। তাই পুরো সময়টা জুড়ে হাজী সাহেব মার্জিত, রুচিসম্মত আচরণ করবেন। বেহুদা ও অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকবেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহর সামনে নিজেকে সমর্পনরত অবস্থায় দিনাতিপাত করবেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) এই পুরো সময়টাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন- তিনি বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন হারাম তোমাদের এই মাস, এই শহর ও এই দিবস।"[৪৯৮]

তিনি যথাযথভাবে হজের সম্মান রক্ষা ও কোনো অর্থেই যাতে এর পবিত্রতা ক্ষুণ্ন না হয় সে জন্য হাজিদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন, "মাবরুর হজের একমাত্র প্রতিদান বেহেশ্ত।"[৪৯৯] তিনি আরো বলেছেন, "যে হজ্জ করল এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত রইল, অন্যায় কাজ করল না সে নবজাতক শিশুর মতো হয়ে গেলো"।[৫০০]

মহান আল্লাহ বলেন, " হজ্জ জ্ঞাত কয়েকটি মাস, যে এগুলোতে হজ্জ ফরজ করে নিল তার উচিত হজে স্ত্রী সহবাস, অন্যায় ও ঝগড়া থেকে বিরত থাকা। আর তোমরা যে ভালো কাজ কর আল্লাহ তা জানেন। তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর, নিশ্চয়ই তাকওয়াই হলো উত্তম পাথেয়। আমাকে তোমরা ভয় করো হে জ্ঞানীগণ।"[৫০১]

বর্তমানে প্রচলিত রসম-রেওয়াজ ও আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব হজ্জ প্রকৃত হজ্জের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য উপলব্ধি করাতে অক্ষম। অথচ হজ্জ ছিল পবিত্র রমজানে তাকওয়া অর্জনকারী সামর্থবান আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর নিদর্শন চাক্ষুস অবলোকন করিয়ে মুহসিনীন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যম। যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ তাঁর আরো প্রিয়তর হতে পারে।

তাই হাজী সাহেবগণের উচিত রসূলুল্লাহ্ (স.) এর পদাঙ্ক অনুসরণে আল্লাহর শা'আয়ের তথা নিদর্শনসমূহের সম্মান শ্রদ্ধা, তাঁর হুদুদ সমূহের তাজিম, হজ্জ পালনে সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে সত্য ন্যায় ও ধৈর্যের বিষয়ে উপদেশ দেয়া ব্যতীত অন্য কোনো গত্যন্তর নেই।

৫.১.৩. মুশরিকদের অগ্রাহ্য করা ও সমস্ত শিরকী কার্যকলাম থেকে মুক্ত থাকা

ঈমান ও শিরক দুটি বিপরীতমুখী বিষয়, যা কোনোদিন একত্রিত হতে পারে না। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আত্মোন্নয়নের ক্ষেত্রে শিরক প্রধান অন্তরায়। একজন ঈমানদার তাঁর ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হলে তাঁকে

---

৪৯৭. *সহীহ ইবনে খুযাইমা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস : ২৯৩৪, পৃ. ৩০১

৪৯৮. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত।

৪৯৯. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৭৭৩, পৃ. ৩৭৯

৫০০. প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৮১৯, পৃ. ৪৫০

৫০১. আল-কুরআন, ২ : ১৯৭

সর্বপ্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে। ঈমানের ঘোষণার পর কোনো ব্যক্তি কেবল একটি শিরক করলেও তিনি ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবেন। আল্লাহ তার এই ঈমান ও কোন আমল কবুল করবেন না। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "যদি তুমি কোন শিরক কর, তাহলে তোমার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে, আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।"[৫০২]

তিনি আরও বলেন, "যারা ঈমান আনবে এবং এর সাথে কোন প্রকার জুলুম (শিরক) মিশ্রিত করবে না, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[৫০৩]

তিনি আরও বলেন, "আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন আর তার চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর ঐ সমস্ত জালিমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।"[৫০৪]

একজন হাজী সাহেবের হৃদয় ও মন থেকে চিরতরে শিরকের উপাদান এমনকি তার ছাঁয়াও চিরতরে দূরে রাখা চাই। এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর বিদায় হজ্জে সমস্ত মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা প্রদান করেছেন। শিরকের সমস্ত নিদর্শন অপসারণ করেছেন। মসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় করেন হাতে থাকা একটি লাঠি দিয়ে কাবার পাশে স্থাপিত মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকেন, এবং বলতে থাকেন[৫০৫]-

"বলো সত্য এসেছে এবং অসত্য অপসারিত হয়েছে।"[৫০৬]

"বলো, সত্য এসেছে আর অসত্য, সে তো কিছু সৃষ্টির অথবা পুনরাবৃত্তির ক্ষমতা রাখে না।"[৫০৭]

এখানে শেষ নয়, মহানবী (স.) কা'বা ঘরের ভেতরে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করেননি, যতক্ষণ না শিরকের চিহ্নসমূহ সেখান থেকে দূরিভুত করা হয়। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) যখন এলেন তিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালেন যেহেতু সেখানে মূর্তি রয়েছে, অতঃপর এগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হলো এবং কাবা ঘর থেকে অপসারিত করা হলো।"[৫০৮]

রসূলুল্লাহ (স.) এর হজ্জ-এর আগের বছর ৯ম হিজরীতে যখন আয়াত অবতীর্ণ হলো- "হে মোমিনগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র, অতঃপর, এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।"[৫০৯] রসূলুল্লাহ্ (স.) তাৎক্ষণিকভাবে এ নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য হজরত আবূ বকর (রা) কে নবম হিজরিতে মানুষের মাঝে এই বলে ঘোষণা দিতে বলেন যে, "এ বছরের পর কোনো মুশরিক যেন হজ্জ না করে।"[৫১০]

রসূলুল্লাহ (স.) পরবর্তী বছর তাঁর হজের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে মুশরিকদের উল্টো কাজ করতে যত্নবান ছিলেন ও বহু শা'আয়ের ও হজকর্মে আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ.) এর আদর্শের অনুকরণ করেছেন। বিষয়টি গুরুত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যখন তিনি মুশরিকদের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে বললেন, "আমাদের আদর্শ তাদেরটার থেকে ভিন্ন"।[৫১১]

যখন তিনি আরাফার খুতবায় মুশরিকদের কার্যকলাপ থেকে দায়মুক্ত হওয়া এবং সম্পর্ক ছেদের ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন, তিনি বললেন, "জাহিলি যুগের সকল বিষয় আমার দু'পায়ের নীচে রাখা, জাহিলি যুগের সকল হত্যা বাতিল বলে ঘোষিত হলো, আর আমাদের হত্যাসমূহের প্রথম হত্যা বাতিল বলে ঘোষণা করছি ইবনে রবিয়া

---

৫০২. আল-কুরআন, ৩৯ : ৬৫
৫০৩. আল-কুরআন, ০৬ : ৮২
৫০৪. আল-কুরআন, ০৫ : ৭২
৫০৫. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, হাদীস নং- ৪২৮৭, পৃ. ৩৪৯
৫০৬. আল-কুরআন, ১৭ : ৮১
৫০৭. আল-কুরআন, ৩৪ : ৪৯
৫০৮. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৬০১, পৃ. ১২৬
৫০৯. আল-কুরআন, ০৯ : ২৮
৫১০. *সহীহ মুসলিম* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৩৪৭, পৃ. ৯৮২
৫১১. সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, খ. ৫, পৃ. ১২৫; মুসতাদরাকে হাকেম, খ. ২, পৃ. ৩০৪

বিন হারেছের হত্যা। বনী সা'দে দুগ্ধপায়ী থাকা অবস্থায় হুযাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। জাহিলি যুগের সুদ মওকুফ বলে ঘোষিত হলো, আর প্রথম সুদ মওকুফ করছি আমাদের সুদ, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ, এর পুরোটাই মওকুফ।"[৫১২]

এ বিষয়টি আরো উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে ধর্মীয় জাতীয়তাভিত্তিক ঐক্যের বিষয়ে তাগিদের মাধ্যমে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের পবিত্র স্থানসমূহে থাকো কারণ তোমরা ইব্রাহীমের ঐতিহ্যের ওপর রয়েছ।"[৫১৩]

৫.১.৩.১. হজ্জ মুসলমানদের ঐতিহ্য

হাজী সাহেবকে হজ্জ পালনকালে এবং পরবর্তী জীবনে ইসলামের এ মৌলিক ইবাদত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এই কা'বা, এই পবিত্র নিদর্শনসমূহ, এই ঐতিহাসিক স্থানসমূহের সাথে ইসলামের যে নিবিড় সম্পর্ক ও ঐতিহ্য রয়েছে; তা সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে এটি আমাদেরই ইবাদত। হযরত ঈসা (আ.)-এর পরে শেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার মানব রচিত কিছু প্রথা ও রীতির প্রচলন হলেও ইসলামের মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই।

তাই হজ্জ কেন্দ্রীক আইয়ামে জাহিলিয়াতে প্রচলিত সব প্রথা ও রীতিকে রসূলুল্লাহ্ (স.) বাতিল বলে ঘোষণা করেন। আর মুসলিম মিল্লাতের মর্যাদাপূর্ণ ইতিহাস স্মরণ করিয়ে সঙ্গীয় সাহাবী (রা.)-দের এ বিষয়ে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। রাসূলুল্লাহর একাধিক জায়গায় পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক হজ্জ সম্পাদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বিদায় হজ্জের সময় যখন আল-আযরাক উপত্যকা হয়ে অতিক্রম করলেন, জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন উপত্যকা ? উত্তর করা হলো- আল-আযরাক উপত্যকা। তিনি বললেন, "আমি যেন মুসাকে (আ.) দেখছি সানিয়্যা থেকে নীচে অবতরণ করতে। তিনি তালবিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে আওয়াজ উঁচু করছেন।" এরপর রসূলুল্লাহ্ (স.) হারশা সরু পথে গমন করলেন, তিনি বললেন, এটা কোন সানিয়্যা? উত্তর করা হলো সানিয়্যাতুল হারশা[৫১৪], তিনি বললেন, " আমি যেন ইউনুসকে (আ.) দেখছি একটি মাংসল লাল উটের উপর সওয়ার অবস্থায়, তাঁর পরনে রয়েছে পশমির জুব্বা, উটের লাগাম আঁশের তৈরি, আর তিনি তালবিয়া পড়ছেন"।[৫১৫]

রসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেছেন, "আমার আত্মা যে সত্তার হাতে তার কসম, অবশ্যই ইবনে মারয়াম (ঈসা আ.) 'ফাজ্জুর রাওহা'[৫১৬] জায়গা থেকে হজ্জকারী অথবা ওমরাকারী অথবা উভয়টা সম্পাদনকারী হিসেবে তালবিয়া পড়বেন"।[৫১৭]

হাজী সাহেব তাঁর আত্মোন্নয়ন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর দেখানো রীতি অনুযায়ী মুশরিকদের বিরোধী বা বিপরীত কাজ করবেন। বাকী জীবনেও তিনি মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো কাজ থেকেও বিরত থাকবেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ, যেখানে তিনি মুশরিকদের বিপরীত করেছেন তা হলো :

---

৫১২. বিস্তারিত : *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৪, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০০৯

৫১৩. *সুনানে ইবনে মাজাহ* (দারুল ফিকর), প্রাগুক্ত, খ.২, হাদীস নং- ৩০১১, পৃ. ১০০১

৫১৪. এটি যুহফা-র নিকটবর্তী মদীনা ও শামের পথে অবস্থিত একটি পাহাড়। (শরহু সহীহ মুসলিম লিল-নববী, খ. ২, পৃ. ২২৯)

৫১৫. *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ১, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৩৮, পৃ. ১০৫

৫১৬. মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। যেটি রসূলুল্লাহ (স.) এর হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর ও বিদায় হজ্জের বছর অতিক্রম করেছেন। (শরহে সহীহ মুসলিম, লিন-নববী, খ. ৮, পৃ. ২৩৪)

৫১৭. *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৪, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০৮৯, পৃ. ৬০

৫.১.৩.২. তালবিয়া

মুশরিকরা হজ্জের ক্ষেত্রে নানা রকম শিরক প্রথা চালু করার সাথে সাথে তারা তাদের তালবিয়ায় বলতো :

إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

"কিন্তু হে আল্লাহ! তোমার আরও একজন শরীক আছে তুমিই যার মালিক এবং সে কিছুরই মালিক নয়।"[৫১৮]

রসূলুল্লাহ (স.) তালবিয়ায় আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন শিরক দূরে সরিয়ে দিলেন, ও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন এবং ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করলেন।

৫.১.৩.৩. উকুফে আরাফাহ

আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের অন্যতম রোকন। এ ক্ষেত্রে ইসলামের পূর্বে প্রচলিত মুশরিকদের সমস্ত কর্ম রসূলুল্লাহ্ (স.) পরিবর্তন করেছেন। মুশরিকরা মুশরিকরা মুযদালিফায় অবস্থান করতো এবং বলতো আমরা হারাম অঞ্চল ব্যতীত অন্য জায়গা থেকে প্রস্থান করব না।[৫১৯]

৫.১.৩.৪. আরাফাহ ও মুযদালেফাহ থেকে প্রস্থান

মুশরিকদের আচারের সাথে ভিন্নতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই রসূলুল্লাহ্ (স.) সূর্যাস্তের পর আরাফাহ থেকে প্রস্থান ও সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে প্রস্থান করেছেন। কেননা মুশরিকরা সূর্যাস্তের আগেই আরাফা ত্যাগ করতো এবং মুযদালিফা ত্যাগ করতো সূর্যোদয়ের পর। হজরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) বলেন,

> "রসূলুল্লাহ (স.) আরাফায় আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা করলেন, তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন এবং বললেন : মুশরিক ও পৌত্তলিকরা এখান থেকে প্রস্থান করতো সূর্যাস্তের সময় যখন পাহাড়ের মাথায় পুরুষের পাগড়ির মতই অবস্থান করতো সূর্য। আমাদের আদর্শ ওদের থেকে ভিন্ন। তারা মাশআ'রুল হারাম থেকে পাহাড়ের মাথা বরাবর, ঠিক পুরুষের পাগড়ির ন্যায়, সূর্য উঠে যাওয়ার সময় প্রস্থান করতো, কেননা আমাদের আদর্শ তাদের থেকে ভিন্ন।"[৫২০]

৫.১.৩.৫. হজের পর ওমরা পালন

মুশরিকরা মনে করতো সফর মাস প্রবেশের পূর্বে ওমরা শুদ্ধ হয় না। মুশরিকদের থেকে আদর্শিক ভিন্নতা সৃষ্টির জন্য হাজী সাহেবগণের জন্য রসূলুল্লাহ্ (স.) ওমরাহকে সহজ করলেন এবং প্রচলিত মুশরিকি আকীদা

---

৫১৮. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা বলত, "লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা।" রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমাদের ক্ষতি হোক, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও (সামনে আর বলো না)। তারা এর সাথে আরও বলত, "কিন্তু হে আল্লাহ! তোমার আরও একজন শরীক আছে তুমিই যার মালিক এবং সে কিছুরই মালিক নয়।" তারা এই কথা বলত আর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত। [মুসলিম শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন : ২৬৮৬]

৫১৯. হিশাম (র.) থেকে তার পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) বলেন, আল হুমস ব্যতীত সকল আরব উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ এর তাওয়াফ করত। কুরায়শ ও তাদের বংশধরগণকে "আল হুমস" বলা হতো। আরবরা উলঙ্গ অবস্থায়ই তাওয়াফ করত কিন্তু আল হুমস তাদেরকে কাপড় দান করলে স্বতন্ত্র কথা। তাদের পুরুষরা পুরুষদের এবং মহিলারা মহিলাদের কাপড় দান করত। আল-হুমস মুযদালিফার বাইরে যেত না, আর সব লোক আরাফাতে চলে যেত। হিশাম বলেন, আমার পিতা (উরওয়া) আয়িশা (রা.) এর সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন, আল হুমস, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই আযাত নাযিল করেছেনঃ "অতঃপর অন্যান্য লোক যেখানে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করবে" (সূরা বাকারাঃ ১৯৯)। আয়িশা (রা.) বলেন, লোকেরা আরাফাত থেকে প্রত্যার্বতন করত আর আল-হুমস মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত। তারা বলত, আমরা কেবলমাত্র হারাম এলাকা থেকেই প্রত্যাবর্তন করব। অতঃপর যখন "তোমরা প্রত্যাবর্তন কর যেখান থেকে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে" আয়াত নাযিল হল তখন থেকে তারা আরাফাতে গেল। [*মুসলিম শরীফ*, ইফাবা, খ.৩, হাদীস নং- ২৮২৬, পৃ. ১৭৭]

৫২০. সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, খ.৫, পৃ. ১২৫

থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র আকীদা স্থাপন করলেন। হজ্জ সম্পাদনের পর রসূলুল্লাহ্ (স.) হজরত আয়েশা (রা.)-কে ওমরাহ করালেন। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন,

> "আল্লাহর কসম মুশরিকদের প্রথা বাতিল করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (স.) হজরত আয়েশাকে জিলহজ্ব মাসে ওমরা করিয়েছেন। কোরাইশের এ গোত্রটি ও তাদের অনুসারীরা বলতো, 'যখন উটের লোম গজিয়ে আধিক্য পাবে এবং পৃষ্ঠদেশ সুস্থ হবে এবং সফর মাস প্রবেশ করবে তখনই ওমরাকারীর ওমরা শুদ্ধ হবে'। তারা জিলহজ ও মহর্‌রম অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ওমরাহ হারাম মনে করতো"।[৫২১]

৫.১.৩.৬. শিরক সম্পাদিত স্থানসমূহে ইসলামের নিদর্শন প্রকাশ

যেসব জায়গায় ইসলাম পূর্ব আরবে তথা মক্কার বিভিন্ন স্থানে শিরক বা কুফরী কাজ এবং আল্লাহর শত্রুতা প্রকাশ করা হয়েছে সেসব জায়গায় মহানবী (স.) ইসলামের নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। বিদায় হজ্জের সময় মীনায় অবস্থানকালে রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছিলেন-

> "আমরা আগামীকাল বনু কিনানার খায়ফে যেতে যাচ্ছি, যেখানে তারা কুফরকর্মের ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, আর তা ছিল এই যে কোরাইশ ও কিনানাহ বনু হাশীম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব -এর বিরুদ্ধে এই মর্মে কসম খেয়েছে যে তাদের সাথে তারা বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করবে না, বেচা কিনা করবে না , যতক্ষণ না নবীকে তাদের কাছে সোপর্দ করা হবে।"[৫২২]

তবে আল্লাহ তাদের কোনো কাজই সিদ্ধি হতে দেননি; বরং তাদের দমন করেছেন। অতঃপর তিনি তার নবীকে সাহায্য করেছেন, তাঁর বাণীকে উঁচু করেছেন, তাঁর সরল-সোজা দ্বীনকে মজবুত করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, "এটাই ছিল রসূলুল্লাহ্ (স.) এর অভ্যাস যে তিনি তাওহীদের নিদর্শন কুফরের নিদর্শনের স্থানসমূহে প্রকাশ করতেন, এই সূত্রেই রসূলুল্লাহ্ (স.) লাত উজ্জার জায়গায় তায়েফের মসজিদ নির্মাণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।"[৫২৩]

মুশরিকদের বিপরীতে চলা কেবল রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নিজ কর্মেই সীমাবদ্ধ থাকে নি তিনি বরং সাহাবাদেরকেও অনুরূপ করতে বলতেন যখন তাঁর নিজের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হতো না। যেমন এহরামের সময়, যে কুরাইশী নয়, তাকে নির্দেশ দিয়েছেন কুরাইশদের বিদআতের বিপরীত কাজ করার। যেমন তাদের নিয়ম ছিল– হজ্জ পালন করতে আসা কোনো ব্যক্তি কোরাইশদের পোশাক ব্যতীত তাদের নিজস্ব পোশাকে তাওয়াফ করতে পারবে না, যে ব্যক্তি এ-পোশাক পাবে না সে বিবস্ত্র হয়ে তোয়াফ করবে।[৫২৪] তাই এর বিপরীতে নবম হিজরিতে রসূলুল্লাহ্ (স.) নির্দেশ দিলেন, হজ্জ বিষয়ে মানুষের মধ্যে এই বলে ঘোষণা দিতে- "বিবস্ত্র হয়ে কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।"[৫২৫]

তাই আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের ক্ষেত্রে হাজী সাহেব জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুশরিকদের কাজ তথা আল্লাহর যাত ও ইজ্জতের সাথে অংশী স্থাপিত হয় এমন সকল কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন। এমনকি সম্ভব হলে এ সকল ব্যাপারে ও স্থানে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহ স্থাপন করবেন। যেমন- মুশরিকরা মনে করত হজ্জের মাসে ওমরা করা যাবে না, রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর সাথীদেরকে ওমরাহ পালনের নির্দেশ দিলেন। মুশরিকগণ মনে করত, হজ্জের সময় সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ হজ্জের সময় তা বিধিবদ্ধ করে দিলেন।

---

[৫২১]. *সুনানু আবু দাউদ* (দারুল ফিক্‌র) প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৯৮৭, খ. ১, পৃ. ৬০৮
[৫২২]. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৫৯০, পৃ. ১০৭
[৫২৩]. যাদুল মাআদ, খ.২, পৃ. ১৯৪-১৯৫
[৫২৪]. ইমাম ইবনে কাসীর, *ফতহুল বারী*, খ.৩, পৃ. ৫৬৫
[৫২৫]. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৬২২, পৃ. ১৫৮

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেছেন : 'মুশরিকদের বিপরীত-করার মনোবৃত্তির ওপর শরীয়ত স্থির হয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে হজের আচার অনুষ্ঠানে'।[৫২৬]

তাই ব্যক্তির আত্মোন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর এ আদর্শ আপন করে নেওয়া এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরী একটি বিষয়। কেননা "যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করলো সে তাদেরই দলভুক্ত হলো"।[৫২৭] এবং "যে ব্যক্তি কোনো জাতিকে ভালোবাসলো তার হাশর তাদের সাথেই হলো"।[৫২৮]

৫.১.৪. কায়মনোবাক্যে দু'আ ও মুনাজাত

হাদীস শরীফে এসেছে, দু'আ একটি ইবাদাত।[৫২৯] আল্লাহর নৈকট্য লাভ তথা আধ্যাত্মিকতার উন্নতি সাধনে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, মহান রবের দরবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের হীনতা, দীনতা, তাঁর মুখাপেক্ষিতা ও বিনয় প্রকাশের মাধ্যম হলো এ-দু'আ।[৫৩০] কেননা, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন "দু'আর চেয়ে অধিক প্রিয় আল্লাহর নিকট অন্য কিছু নেই।"[৫৩১]

হজ্জে একজন ব্যক্তির প্রতিটি রুকন ও আনুষ্ঠানিকতায় রয়েছে দু'আর এক অফুরন্ত সুযোগ। আর এর মাধ্যমেই তিনি তাঁর আত্মিক উন্নতির দিয়ে ধাবিত হতে পারেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর হজ্জ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তাওয়াফের সময় তাঁর রবকে ডেকেছেন[৫৩২], সাফা মারওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে ডেকেছেন , আরাফায় উটের ওপর বসে হাত সিনা পর্যন্ত উঠিয়ে মিসকীন যেভাবে খাবার চায় সেভাবে দীর্ঘ দু'আ ও কান্নাকাটি করেছেন, আরাফার যে জায়গায় তিনি অবস্থান করেছেন সে জায়গায় স্থির হয়ে সূর্য ঢলে গেলে নামাজের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ করেছেন। মুযদালিফার মাশআরুল হারামে দীর্ঘ আকুতি মিনতি ও মুনাজাতে রত রয়েছেন সূর্যোদয়ের পূর্বে দিগন্ত উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত,[৫৩৩] তাশরীকের দিনসমূহে প্রথম দুই জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করেছেন,[৫৩৪] ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, এ দু'আ ছিল সূরা বাকারার দৈঘ্যের সমপরিমাণ।[৫৩৫]

হাজী সাহেব দু'আ ও প্রার্থনা ছাড়াও মহান আল্লাহর তাসবীহাত ও তাযকিরাতে সার্বক্ষণিক অতিবাহিত করবেন। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর হজ্জের সফরে মহান আল্লাহর প্রশংসাকীর্তন ও জিকির থেকে কখনো বিরত হননি মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। এসময়ে তিনি আল্লাহর জিকিরে তাঁর

---

৫২৬. فَلِأَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ اِسْتَقَرَّتْ , وَلَا سِيَّمَا فِي الْمَنَاسِك , عَلَى قَصْد مُخَالَفَة الْمُشْرِكِينَ হাফিজ শামসুদ্দিন ইবনু কায়্যিম, *তাহযীবু সুনান আবি দাউদ...*, মাকতাবা শামেলাহ, খ.১, পৃ. ১৯৯

৫২৭. *সুনানু আবু দাউদ* (দারুল ফিক্র) প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪০৩১, খ. ১, পৃ. ৪৪১

৫২৮. মুসতাদরাকে হাকেম, খ.৩, পৃ. ১৯; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, হাদীস নং- ৬১৬৯, পৃ. ৪১৬ [الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ]; *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, হাদীস নং- ৩৬৮৮, পৃ. ২২৪ [أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ]

৫২৯. *আল-জামেউস সহীহ সুনানুত তিরমিযী* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ২৯৬৯, পৃ. ২১১

৫৩০. الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له (আহমাদ বিন আলী বিন হাজর আবুল ফযল আল-আসকালানী, *ফতহুল বারী শরহু সহীহুল বুখারী*, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯হি., প্রার্থনা অধ্যায়, খ. ১১, পৃ. ৯৫

৫৩১. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء [সহীহ ইবনে হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৮৭০, পৃ. ১৫১]

৫৩২. দ্রষ্টব্য : *সুনানু আবু দাউদ* (দারুল ফিক্র) প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮৯২, খ. ১, পৃ.৫৮২

৫৩৩. দ্রষ্টব্য : *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৪, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০০৯, পৃ. ৩৯

৫৩৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৭৫১, পৃ. ৩৫০

৫৩৫. فقام مستقبلَ القِبْلة، ثم رفعَ يديهِ وَدَعَا دُعاءاً طَوِيلاً بقدر سُورَةِ البقرة মুহাম্মাদ বিন আবু বকর শামসুদ্দিন ইবনে কায়্যিম আল-জাওযী, *যাদুল মাআদ ফী হদিয়ে খইরুল ইবাদ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৪খ্রি., খ. ২, পৃ. ২৮৫

জবানকে সিক্ত রেখেছেন। আল্লাহর মর্যাদার উপযোগী প্রশংসা তিনি অধিক পরিমাণে করেছেন যেমন– তালবিয়ায়, তাকবীরে, তাহলীলে, তাসবীহ ও আল্লাহর হামদ বর্ণনায়, দাঁড়িয়ে অথবা চলন্ত অবস্থায়, তথা সর্বক্ষেত্রে তিনি আল্লহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে গেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যক্তি তার রবের কাছে প্রার্থনায় দুনিয়া আখিরাতের হালাল ও বৈধ সবকিছুই করতে পারেন, যা যতই দীর্ঘ হোক না কেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর দু'আ মিনতি ও তাঁর প্রভুর প্রশংসাকীর্তনের যেটুকুর বর্ণনা মিলে তা অতি সামান্য। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় মাহবুবের মধ্যকার কত কথা, কত দু'আ, কত প্রার্থনাইতো অবর্ণির রয়েছে। কেননা দু'আ তো হলো বান্দা ও তাঁর প্রভুর মাঝে এক অপ্রকাশিত রহস্য। প্রতিটি ব্যক্তি সংগোপনে তার প্রভুর সামনে নিবিড় আকুতি মোনাজাত পেশ করে যা কিছু তার প্রয়োজন সে বিষয়ে।

রাসূলুল্লাহ (স.) এ ক্ষেত্রে যে অংশটুকু প্রকাশ করেছেন তা কেবলই ছিল উম্মতের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার খাতিরে, যাতে তারা তাঁর অনুসরণ করতে পারে। হজরত জাবের (রা.) এর হাদীস এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন : "এরপর রসূলুল্লাহ্ (স.) পড়লেন, 'তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের স্থলরূপে গ্রহণ করে' আর তিনি আওয়াজ উঁচু করলেন লোকদেরকে শোনানোর জন্য।"[৫৩৬]

হাজী সাহেবকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, যিকির হলো হজের উদ্দেশ্য ও বড়ো মকসুদ সমূহের অন্যতম। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন- " এরপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করতে, বা তার চেয়ে বেশী করে।"[৫৩৭]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "যাতে তারা তাদের পক্ষে কল্যাণকর বিষয়ের স্পর্শে আসতে পারে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।"[৫৩৮]

হজের সকল আমল আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আমরা দেখতে পাই। "বায়তুল্লাহর তোয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঈ এবং কঙ্কর নিক্ষেপ আল্লাহর যিকির আদায়ের লক্ষ্যেই রাখা হয়েছে।"[৫৩৯] রসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "আইয়ামে তাশরীকের দিনসমূহ হলো খাওয়া, পান করা ও আল্লাহ্র জিকিরের দিন"।[৫৪০]

রসূলুল্লাহ (স.) ব্যাপক অর্থবোধক একটি দু'আ করেছেন রুকনে ইয়ামেনীর মধ্যবর্তী স্থানে। তিনি দু'আ করেছেন- "হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো; আর আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো"।[৫৪১]

তাই হাজী সাহেবকে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও আত্মোন্নয়নের জন্য হজের পুরো সময়টা জুড়ে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ও বেশি বেশি মিনতি, কান্নাকাটি ও নীরবে প্রার্থনা করতে হবে; আল্লাহর সামনে নিজের মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করতে হবে, প্রয়োজনীয় চাহিদার কথা বলতে হবে। আর যে ব্যক্তি তার রবের দরবারে নত হলো ও নিজেকে হীন করে উপস্থিত করল; আন্তরিকতার সাথে জিকিরের সম্পৃক্ততায় একচিত্ত হয়ে থাকলো এবং ব্যাপক অর্থবোধক দু'আর মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রার্থনা করল, সেই সফলতা লাভ করবে।

---

[৫৩৬]. সুনান আন-নাসায়ী, ২৯৬১

[৫৩৭]. আল-কুরআন, ০২ : ২০০

[৫৩৮]. আল-কুরআন, ২২ : ২৮

[৫৩৯]. *আল-জামেউস সহীহ সুনানুত তিরমিযী* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৯০২, পৃ. ২৪৬

[৫৪০]. *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৭৩৩ ও ২৭৩৪, পৃ.১৫৩

[৫৪১]. *সুনানু আবু দাউদ* (দারুল ফিক্র) প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮৯২, খ. ১, পৃ. ৫৮২

৫.১.৫. আল্লাহর জন্য অবস্থান এবং কেবল তাঁরই জন্য ক্ষোভ প্রকাশ

আল্লাহর জন্য কারো প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ এবং আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সীমানায় অবস্থান করা তাকওয়ার নির্দেশক। রসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়াবান। এবং তিনি মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমা (হুদুদ) সম্পর্কে বেশী অবহিত। সুতরাং হজ্জ পালনকারী প্রত্যেক হাজী সাহেবকে তাঁরই পদাঙ্গ ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। কেবল তখনই আল্লাহর সন্তোষ অর্জন সম্ভব হবে।

৫.১.৫.১. আল্লাহর নির্দেশে অবস্থান

রসূলুল্লাহ (স.) যুল হুলায়ফায় নামাজ আদায় করা এবং পরে এসে যারা হজ্জ কাফেলায় মিলিত হতে চায় তাঁদের অপেক্ষায় পুরা একটি দিবস যুলহুলায়ফায় অবস্থান করেন। আর এসবই আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নকে উদ্দেশ্য করে। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আমি আকিক[৫৪২] উপত্যকায় রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, আজ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক আগমনকারী এলেন এবং বললেন : আপনি এই পবিত্র উপত্যকায় নামাজ আদায় করুন এবং বলুন 'হজের ভিতরে ওমরাহ প্রবিষ্ট'।"[৫৪৩]

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে- রসূলুল্লাহ্ (স.) মদীনা থেকে শনিবারে বের হয়েছেন চার রাকাত হিসেবে জোহরের নামাজ পড়ে, আর যুলহুলাইফা থেকে প্রস্থান করেছেন রবিবারে দু'রাকাত হিসেবে জোহরের নামাজ পড়ে। ইমাম ইবনে কাছির বলেন, "দৃশ্যতঃ রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে আল-আকিক উপত্যকায় নামাজ পড়ার নির্দেশ দেয়ার অর্থ জোহরের নামাজ আদায় করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দেয়া। কারণ নির্দেশটি রাসূলুল্লাহর কাছে রাতের বেলায় আসে যা তিনি তাদেরকে ফজরের নামাজের পর জানান, জোহরের নামাজের পূর্বে যেহেতু আর কোনো নামাজ নেই তাই এ-নামাজ পড়ার জন্যই তিনি নির্দেশিত হন"।[৫৪৪]

৫.১.৫.২. আল্লাহর জন্য ক্ষোভ প্রকাশ

হাজার হাজার মুসাফিরকে সাথে নিয়ে এ অপেক্ষা ছিল রীতিমতো কষ্টকর ব্যাপার। রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কোরবানির পশু সঙ্গে এনেছেন বলে ইহরাম থেকে হালাল হননি, পক্ষান্তরে যারা কোরবানির পশু সঙ্গে আনেনি তাদেরকে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যেতে বললেন, এবং তাদের হজ্জকে ওমরায় রূপান্তরিত করতে বললেন। কিন্তু উপস্থিত জনতার মাঝে কেউ কেউ এ আদেশ পালনে ইতস্তত করতে লাগলেন। বিষয়টি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে অত্যন্ত রাগন্বিত করল। এ রাগন্বিত হওয়া ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আমরা এ ঘটনা জানতে পারি।

> অয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) যিলহজ্জ মাসের ৪র্থ অথবা ৫ম দিনে (মক্কায়) এলেন। এরপর রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে প্রবেশ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কে আপনাকে রাগান্বিত করল, আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করুন? তিনি বললেন, তুমি কি জান না- আমি লোকদের একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছিলাম অথচ তারা ইতস্ততঃ করছে? রাবী হাকাম বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, যেন তারা ইতস্ততঃ করছে। আমি যদি পূর্বেই জানতাম, যে বিষয়ে আমি পরে সম্মুখীন হয়েছি, তবে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না; বরং পরে তা কিনে নিতাম এবং আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম যেমন অন্যরা ইহরাম খুলেছে।[৫৪৫]

এ ঘটনার পরে উপস্থিত জনতা সাড়া দিল ও আনুগত্য প্রকাশ করল।

---

[৫৪২]. এটি মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি উপত্যাকা। যেটি মদীনা থেকে চার মাইল দূরে যুল-হুলায়ফা-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। [ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসীর (রহ.), *আস-সিরাহ্ আন-নবুবিয়্যাহ*, খ. ৪, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৫হি./ ১৯৭৬খ্রি., পৃ. ২২২]

[৫৪৩]. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৫৩৪, পৃ. ২৪

[৫৪৪]. *আস-সিরাহ্ আন-নবুবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২১৫-২১৮]

[৫৪৫]. *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৪, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯৯০, পৃ. ৩৩

আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নে মনোযোগী প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হলো সে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রসূলুল্লাহ্ (রা.) এর অনুসরণ করবে। প্রতিপালকের সীমানা লঙ্ঘিত হতে দেখলে রাগান্বিত হবে এবং স্রষ্টার বেঁধে দেয়া সীমার মধ্যেই অবস্থান করবে, তাঁর আদেশ ও নিষেধের সীমানা সামান্যতম অতিক্রম করবে না। কোথাও যেন এর বৈপরিত্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে, নতুবা ফেতনা ও ধ্বংসের আশংকা রয়েছে। কেননা, মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো-

> "রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য কর না; তোমাদের মধ্যে যারা অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ্ তো তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে বা আপতিত হবে তাদের ওপর মর্মন্তুদ শাস্তি।"[৫৪৬]

রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- "আমি যেসব বিষয়ে তোমাদেরকে বারণ করলাম সেগুলো থেকে বিরত হও, আর যেগুলো করতে বললাম সাধ্যমতো সেগুলো করো। কেননা অধিক প্রশ্ন ও নবীদের বিষয়ে অনৈক্য ও মতবিরোধই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।"[৫৪৭]

৫.১.৬. বিনয়-নম্রতা ও শান্তভাব

মনের একনিষ্ঠতা ও বিনয়ের প্রকাশ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রস্ফুটিত হয়। কেননা বাহ্যিক আচরণ ও ব্যবহার মানুষের অন্তরের অবস্থার প্রকাশ করে। রসূলুল্লাহ্ (স.) উভয় বিষয়কেই একত্রিত করেছেন তাঁর হজ্জের কার্যক্রমে। তিনি সচেতনতা বিষয়ে ছিলেন খুবই যত্নবান, কেননা এ মৌসুমে হজ্জের কার্যাদি ব্যতীত কোনো কিছুই তাঁর হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। হজে তিনি ছিলেন প্রতিপালকের সামনে সমধিক বিনম্র, বিনয়ী , বন্দনাকারী, অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জনকারী। প্রতিপালকের সামনে বেশি বেশি মিনতি, মোনাজাত ও প্রার্থনাকারী হাত উঠিয়ে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থেকে।[৫৪৮]

হাদীস শরীফে একথার সমর্থন মিলে: তাওয়াফে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে হজরত জাবের (রা.) বলেন, "হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে তিনি শুরু করলেন, কান্নায় দু'নয়ন ভেসে গেলো। অতঃপর তিনি তিন চক্কর রমল করলেন, এবং চার চক্কর হেঁটে চলে শেষ করলেন, সমাপ্তির পর তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন, এর ওপর দুই হাত রাখলেন ও তা দিয়ে চেহারা মাসেহ করলেন"।[৫৪৯]

হজরত সালেম হজরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) প্রথম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে সামনে এগিয়ে ধীরগতি হন, তিনি কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ান এবং হাত উঠিয়ে দু'আ করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করেন ও বামে উপত্যকার পার্শ্বের দিকে মোড় নেন, হাত উঠিয়ে কেবলামুখী হয়ে দু'আ করা অবস্থায় তিনি দীর্ঘসময় দাঁড়ান। এরপর তিনি বাতনুলওয়াদী থেকে জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করেন, এখানে তিনি দাঁড়াননি। হজরত ইবনে ওমর (রা.) ও এরূপ করতেন এবং বলতেন, "রসূলুল্লাহ (স.) কে এরকমই করতে দেখেছি"।[৫৫০]

---

৫৪৬. আল-কুরআন, ২৪ : ৬৩

৫৪৭. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, হাদীস নং- ৭২৮৮, পৃ. ২৬২

৫৪৮. এ বিষয়ে বহু দলীল বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষত দেখা যেতে পারে : *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৪, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০০৯, পৃ. ৩৯

৫৪৯. فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا حَتَّى فَرَغَ فَلَمَّا فَرَغَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ৯৪৮৮, পৃ. ৭৪

৫৫০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামে'আল-মুসনাদ আস-সহীহ [সহীহুল বুখারী]*, বৈরুত : দারু তুকিন্নাজাহ, ১৪২২হি., খ. ৪, হাদীস নং ১৭৫১ ও ১৭৫২, পৃ. ৩৫০

রসূলুল্লাহ (স.) এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও বিনম্র ভাব দৃশ্যমান ছিল। তিনি শান্ত-ভদ্র ও কোমলভাবে হেঁটে চলতেন ও হজ্জকৃত্যসমূহ ধীরস্থির ও শান্তভাবে আদায় করতেন। হজরত জাবের (রা.) এর কথা এদিকেই ইঙ্গিত করে, তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ (স.) এ অবস্থায় প্রস্থান করেন যে, শান্তভাব তাঁর অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজ করছিল।"[৫৫১]

হজরত ফযল ইবনে আব্বাসে (রা.)-এর মন্তব্যও একই পর্যায়ের, তিনি বলেন, "তিনি যখন আরাফা থেকে প্রস্থান করলেন ধীরে সুস্থে চললেন এবং মুযদালেফায় এসে পৌঁছালেন"।[৫৫২]

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনাও একই সূত্রে গাঁথা, তিনি বলেন, "আরাফার দিন তিনি রসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাথে চলতে শুরু করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) তার পিছনে উটকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ধমকা-ধমকি, প্রহার ও আওয়াজ শুনতে পেলেন, তিনি চাবুক দিয়ে ইশারা করে তাদেরকে বলেন : "হে লোকসকল! শান্ত হও, কেননা দ্রুত চলায় কল্যাণ নেই"।[৫৫৩]

সুতরাং হজ্জ পালনের মাধ্যমে যে আল্লাহর বান্দাহ মুহসিন স্তরের মুমিন হতে আগ্রহী। যিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও প্রভূত কল্যাণ লাভের আশা করেন এবং আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে চান তার উচিত হলো রসূলুল্লাহ্ (স.) এর পদাঙ্ক অনুস্মরণে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে নিজেকে নিমজ্জিত রাখা। আল্লাহর সমীমে নিজের সমস্ত সত্ত্বাকে সমর্পন করে দেওয়া। যার প্রকাশ পাবে হজী সাহেবের বিনয়, নম্রতা ও আকর্ষণীয় আচরণের মাধ্যমে। হজ্জের প্রত্যেকটি কাজ ও এতদসংশ্লিষ্ট দু'আসমূহের আমলের সময় তার গুরুত্ব ও অর্থের দিকে খেয়াল রাখবেন এবং নিজেকে বিনয়ের চাদরে মুড়িয়ে নিবেন।

৫.১.৭. অধিক পরিমাণে কল্যাণকাজে নিমজ্জিত করা

আল্লাহর রঙ্গে নিজেদের রঙিন করতে, তাকওয়ার অলঙ্কারে নিজেদেরকে সজ্জিত করতে প্রত্যেক মুমিনের উচিত সৎ ও কল্যাণের কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। একজন হাজী সাহেব তার প্রতিপালকের নির্দশনসমূহ অবলোকন করার পর তাঁর অন্তর আরো বিগলিত হয়ে আল্লাহর জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে এটাই দাবী। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন- "তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো, নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া, আর আমাকে ভয় করো হে জ্ঞানীরা"।[৫৫৪]

তিনি আরো বলেন, "ধাবমান হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতি, যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় এবং যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য"।[৫৫৫]

যুগে যুগে আল্লাহর তা'আলার প্রিয় বান্দাদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই তারা প্রত্যেকেই ছিলেন আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী ও সর্বোচ্চ তাকওয়াবান। এর মাধ্যমেই তারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছেন এবং তাদের আত্মোন্নয়ন সাধন করেছেন। একজন হাজী সাহেবেরও উচিত তাকওয়ার জীবন অবলম্বনে পরস্পম্পর নেক ও কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করা। হজ্জের সময় ও হজ্জের পরবর্তী জীবনে এ ধারা অব্যাহত রাখা কর্তব্য।

---

[৫৫১]. *সুনান আন-নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০২১, খ. ৫, পৃ. ২৫৮

[৫৫২]. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১৮১৬, পৃ. ৩২৩

[৫৫৩]. أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ [*সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৬৭১, পৃ. ২৩০]

[৫৫৪]. আল-কুরআন, ০২ : ১৯৭

[৫৫৫]. আল-কুরআন, ০৩ : ১৩৩

৫.১.৮. মুস্তাহাব আমলের প্রতিও গুরুত্বারোপ

রসূলুল্লাহ (স.) হজ্জের সময় সবধরনের কল্যাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি মুস্তাহাব আমলগুলোও পরিপূর্ণ হকসহ আদায় করেছেন। যেমন- এহরামের জন্য গোসল করা,[৫৫৬] হজে প্রবেশের পূর্বে ও হজ্জ থেকে বের হয়ে সুগন্ধি মাখানো[৫৫৭], কোরবানির পশু চিহ্নিত করণ ও মালা পরানো[৫৫৮], জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ পর্যন্ত বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ ও এ সময় আওয়াজ উঁচু করা।[৫৫৯]

তাওয়াফের মাধ্যমে বায়তুল্লায় পূণ্যকৃত্য শুরু[৫৬০] এবং সেখানে রমল করা[৫৬১], য়ামানী দুই কোণ স্পর্শ করা[৫৬২] মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে তাওয়াফের দুই রাকাত নামাজ আদায়, সাফা মারওয়ার পৃষ্ঠে দু'আ, এবং বাতনুলওয়াদীতে খুব দ্রুত চলা[৫৬৩], কাবা শরীফের দুই কোণ স্পর্শের সময় ও কঙ্কর নিক্ষেপের সময় যিকির[৫৬৪] এবং এ জাতীয় বহু কাজ রসূলুল্লাহ্ (স.) কর্তৃক সম্পাদন করা তাঁর কল্যাণের কাজের প্রতি উৎসাহিত করারই বহিঃপ্রকাশ।

৫.১.৮.১. সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে প্রস্থান

রসূলুল্লাহ (স.) সূর্যোদয়ের পূর্বে, দিগন্ত অত্যন্ত উদ্ভাসিত হওয়ার পর, মুযদালিফা থেকে প্রস্থান করেছেন। এটি কল্যাণকাজে দ্রুতগামী হওয়ার একটি উদাহরণ। যদিও এর পূর্বেই রাসূলুল্লাহর পক্ষে প্রস্থান করা বৈধ ছিল; কেননা তাঁর পরিবারের সদস্যদের দুর্বল লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।[৫৬৫]

৫.১.৮.২. অধিকসংখ্যক উট কুরবানী

ভালো কাজে অগ্রগামী হওয়ার আর একটি উদাহরণ হলো- রসূলুল্লাহ্ (স.) একশত উট ১১৫ কোরবানি করেছেন। কেননা তিনি এর পরিবর্তে একটি উট অথবা গরুর একসপ্তমাংশ অথবা একটি মেষ কোরবানী করাই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল।[৫৬৬]

উল্লেখ্য হজকৃত্যের সকল কাজ রসূলুল্লাহ্ (স.) নিজেই করেছেন যদিও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি দিয়ে কর্ম সম্পাদন বৈধ রয়েছে। বিশেষ করে কোরবানির ক্ষেত্রে স্বয়ং পবিত্র হাতে তিনি তেষট্টিটি কোরবানী জবেহ করেন[৫৬৭], আর বাকিগুলো হজরত আলীকে প্রতিনিধি করে জবেহ করান। বর্ণনায় এসেছে- তিনি হজরত আলীকে কোরবানীতে শরীক করেন, এ-হিসেবে তিনি কাউকে সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধিও করেননি।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কার্যাবলী পালনে তিনি যথার্থভাবে পালনে প্রচণ্ডভাবে আগ্রহী ছিলেন। সমানভাবে আগ্রহী ছিলেন সর্বোচ্চ মানসম্পন্নভাবে কাজগুলো সম্পন্ন করতে। অধিকগুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনের তাগীদ ছাড়া তিনি তাঁর এ অবস্থান থেকে কখনো পিছপা হননি। যেমন- তিনি

---

৫৫৬. *আল-জামেউস সহীহ সুনানুত তিরমিযী* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৮৩০, পৃ. ১৯২

৫৫৭. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৫৩৯, পৃ. ৩০

৫৫৮. প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং-১৬৯৭, পৃ. ২৬৭

৫৫৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৫৪৩, পৃ. ৩৭

৫৬০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬১৪, পৃ. ১৪৭

৫৬১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬১৬, পৃ. ১৪৯

৫৬২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৫৩৪, পৃ. ২৪,

৫৬৩. *সহীহ মুসলিম* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১২৬১, পৃ. ৯২০

৫৬৪. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ৬৪৬৩, পৃ. ২৮০

৫৬৫. أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ [*সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৫৩৪, পৃ. ২৪২]

৫৬৬. قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ [*সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৬৮৮, পৃ. ২৫৪]

৫৬৭. فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده [*সুনানে ইবনে মাজাহ* (দারুল ফিকর), প্রাগুক্ত, খ.২, হাদীস নং- ৩০৭৪, পৃ. ১০২২]

লোকেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ও সহজে লোকেরা তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের জন্য প্রশ্ন করতে পারে এ মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি বাহনে ছাওয়ার অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সাঈ করেছেন এবং জনতার ভিড়ের সময় হাজরে আসওয়াদ লাঠি দিয়ে স্পর্শ করেছেন।

তাই হজ্জ মৌসুমে হাজী সাহেব ভালো কাজ করার উদ্দেশ্যে মনকে স্থির করবেন। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সহায়ক কাজগুলো বেশি বেশি করুন। হজ্জের সময়টি হাজী সাহেবের জন্য সর্বোত্তম দিবসসমূহ অতিক্রমের সময়, এবং এমন এক মৌসুমে রয়েছেন যখন আল্লাহর তাকওয়া চর্চিত হয়, তাঁর নিমিত্তে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, যিকির ও মোনাজাত করা হয়।

মহান আল্লাহর কাছে তো কেবল ব্যক্তির তাকওয়াটাই পৌঁছায়। অর্থ-সম্পদ ও চেহারা আকৃতির প্রতি তিনি দৃষ্টি দেন না, বরং দেখেন হৃদয় ও কর্ম। তাই সর্বোচ্চ চেষ্টায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাধনা করা, এক্ষেত্রে মনের মধ্যে আশা রাখা এবং শৈথিল্য ও আলস্য থেকে নিজেকে দূরে রাখা উচিত। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করা উচিত। পরকালে জবাবদিহিতার ভয়কে সামনের রেখে নেক ও কল্যাণ কাজের দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি মুহূর্ত কল্যাণকামিতা ও তাকওয়ার কাজে নিজেকে লিপ্ত রেখে আত্মোন্নয়ন ও আত্মোশুদ্ধির জন্য হজ্জের সময়গুলো কাজে লাগানো উচিত। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে- “কর্ম যাকে পিছিয়ে দিল, বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারল না”।[৫৬৮]

৫.১.৯. আমলের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন

আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের অন্যমত উপসর্গ হলো সকল কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। কেননা, কর্মে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম। এর বিপরীতে উভয় প্রান্তিকতাই দোষণীয়। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, “মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, তিনি কথাটি তিনবার বললেন; কেননা, যে ধর্ম বিষয়ে জোরজবরদস্তি করে সে পরাভূত হয়”।[৫৬৯] তিনি আরো বলেছেন,“মধ্যম পন্থা ধরো মধ্যম পন্থা ধরো, তাহলে গন্তব্যে পৌঁছাবে”।[৫৭০]

হজে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর অবস্থা ও চরিত্রগুণের যে দিকটি সমধিকভাবে দৃশ্যমান হয়েছে তাহলো তাঁর ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা এবং অবজ্ঞা বা কঠোরতার প্রান্তিকতাকে ঘৃণা করা। মহান আল্লাহর সাথে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর অবস্থার দুটি দিক আশা করা যায় আমাদের জন্য সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এক. আল্লাহর সাথে সাথে গভীর ও কঠিন সম্পর্কের মাধ্যমে নিজের যত্ন এবং একই সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে উম্মতকে শিক্ষা ও নেতৃত্ব দান, একই সাথে স্ত্রীদের যত্ন এবং পরিজনের প্রতি সদয় আচরণ।

দুই. আত্মা ও শরীরের অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা; কেননা, হজের ঈমানদীপ্ত গুরুগম্ভীর পরিশেষে অনেককে যেখানে শরীরের অধিকার খর্ব করতে দেখি, আত্মার অধিকার প্রদানে প্রান্তিকতার শিকার হতে দেখি, সেখানে রসূলুল্লাহ্ (স.) কে দেখতে পাই শরীরের প্রতি পুরোপুরি যত্ন নিতে।

---

৫৬৮. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ [*আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৮, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০২৮, পৃ. ৭১]

৫৬৯. عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ الدِّينَ يَغْلِبْهُ [ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, হাদীস নং- ১৯৭৮৬, পৃ. ৩১-৩২]

৫৭০. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, হাদীস নং- ৬৪৬৩, পৃ. ২৮০

এই সূত্রেই তিনি তারবীয়ার দিন (৮ই জিলহজ্জ) মিনায় উঠে যান আরাফার কাছাকাছি হওয়ার জন্য[৫৭১], এবং আরাফা ও মুযদালিফার রাতে ঘুমান এবং আরাফার দিন রোজা না রেখে কাটান।[৫৭২] তিনি পশমের তৈরি গম্বুজের ছায়া গ্রহণ করেন যা পূর্বেই তাঁর জন্য দাঁড় করানো হয়েছিল। তিনি মুযদালিফার রাতে দুই নামাজের পূর্বে ও পরে নফল ছেড়ে দেন এবং সে রাত্রি ইবাদতের মাধ্যমে যাপন না করে সকাল পর্যন্ত ঘুমান। তিনি হজের পবিত্রস্থান সমূহের মাঝে গমনাগমনে পরিবহণের জন্তু ব্যবহার করেন। এ জাতীয় বিষয়াদি শরীরের যত্নের পর্যায়ে পড়ে। আর এসব কিছুই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য শরীরকে সতেজ রাখতে সহায়তা করে। আর এর মহৎ উদ্দেশ্য হলো দু'আ ও মোনাজাত এবং সচেতন-চিত্তে নিমগ্ন অবস্থায়, খুশু' ও ইতমিনানের সাথে হজ্জ সম্পাদন করা।

রসূলুল্লাহ (স.) এর এই ভারসাম্য উম্মুল হাসিনের (রা.) হাদীসে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়। তিনি বলেন, "আমি বিদায় হজ্জ রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে আদায় করেছি, জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর আমি তাঁকে উটের ওপর প্রস্থান করতে দেখেছি, তাঁর সাথে ছিলেন বেলাল ও উছামাহ (রা.)। এঁদের একজন সওয়ারি উট চালিয়ে নিচ্ছেন অন্যজন বস্ত্র উঁচু করে ধরে রসূলুল্লাহ্ (স.) কে ছায়া দিচ্ছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) এ সময় অনেক কথাই বললেন, এক সময় আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, যদি তোমাদের ওপর নত নাশিকাবিশিষ্ট গোলামকেও নেতা বানানো হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করবে, তোমরা তার কথা মেনে চলো ও আনুগত্য করো"।[৫৭৩]

বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর হজ্জ পালনে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও আত্মোন্নয়নের জন্য রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর অনুসরণের সবধরনের প্রান্তিকতা (শৈথিল্য ও কঠোরতা) পরিহার করে কার্যাদি সম্পন্ন করা কর্তব্য। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর জয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপন্থার) নিকটে থাক, আশান্বিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে ('ইবাদাত সহযোগে) সাহায্য চাও"।[৫৭৪]

তাই মুমিনের কর্তব্য হলো রসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুন্নতের অনুসরণ করা। এ বিষয়ে কখনো উদাসীনতা বা শৈথিল্য প্রকাশ না করা। কেননা রসূলুল্লাহ্ (স.) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মখু ফিরিয়ে নিল সে আমার দলভুক্ত নয়"।[৫৭৫] নিজের উন্নয়ন ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রেও তাই মধ্যম পন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ অবলম্বন করতে হবে। আর "মধ্যমপন্থীর সফর কখনো থামে না, আর আরোহণের কোনো পৃষ্ঠও সে বাদ রাখে না"।[৫৭৬]

৫.১.১০. যুহুদ অবলম্বন ও আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া

'উসওয়ায়ে হাসানাহ' রসূলুল্লাহ্ (স.) এর আদর্শ অনুস্মরণে একজন হজ্জ যাত্রী তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও আত্মোন্নয়নের জন্য চেষ্টা করবেন। এ ক্ষেত্রে যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা একটি অন্যতম উদাহরণ। আল্লাহর সন্তুষ্টির বলয়ে রসূলুল্লাহ্ (রা.)-এর হৃদয় ছিল বাঁধা, পরকালে যা কিছু উপকারী নয় তা থেকে তিনি ছিলেন

[৫৭১]. أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بمنى يوم التروية الظهر و العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفة. [*সুনানে ইবনে মাজাহ* (দারুল ফিকর), প্রাগুক্ত, খ.২, হাদীস নং- ৩০০৪, পৃ. ৯৯৯]

[৫৭২]. فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ [*আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৩, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬৮৮, পৃ. ১৪৫]

[৫৭৩]. *সহীহ মুসলিম* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১২৯৮, পৃ. ৯৪৪

[৫৭৪]. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ৩৯, পৃ. ৪৩

[৫৭৫]. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي [*সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, হাদীস নং- ৫০৬৩, পৃ. ৫৩৪]

[৫৭৬]. فإن المنبت لا يقطع سفرا و لا يستبقي ظهرا ইমাম বায়হাক্বী, *শুআবুল ঈমান*, হাদীস নং- ৩৮৮৫

বিমুখ। দুনিয়ার বিষয়ে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিরাগ্রহ। দুনিয়ার ধনরত্ন অবলীলায় তিনি মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতেন, নিজের ও পরিজনের জন্য কিছুই সঞ্চিত করে রাখতেন না।

হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা.) এর বক্তব্য ছিল- "তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুনিয়াত্যাগী ছিলেন।"[৫৭৭] রসূলুল্লাহ্ (স.) আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করতেন যে, "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের পরিবারকে স্বাস্থ্য রক্ষার মতো রিযিক দিন।"[৫৭৮] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলতেন- "হে আল্লাহর! ন্যূনতম প্রয়োজন মিটে এরূপ সম্পদ আপনি আলে মুহাম্মদের জন্য নির্ধারণ করুন"।[৫৭৯]

রসূলুল্লাহ (স.) -এর বাস্তব জিন্দেগীতে আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি। আত্মোন্নয়ন ও আধ্যত্মিক সাধনায় রত প্রত্যেক ব্যক্তির এ বিষয়ের জ্ঞান থাকা জরুরী। এতে দুনিয়ার জিন্দেগীর মায়া ত্যাগ করে পরকালীন জীবনের প্রাধান্য দেওয়া তার জন্য সহজ হবে। যেমন-

৫.১.১০.১. ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হজরত ওমর (রা)-মপা এক বর্ণনা মতে, আমি রাসূলুল্লাহকে সারা দিন ক্ষুধায় কাতর দেখেছি, তিনি পেটে দেয়ার জন্য অতি নিম্নমানের খেজুরও পেতেন না।[৫৮০] রসূলুল্লাহ্ (স.) এ অবস্থায় ইন্তেকাল করেন যে, তিনি কখনো একাধারে তিনদিন গমের রুটি আহার করেন নি, হজরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) লাগাতার তিনদিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পারেননি এ পর্যন্ত যে তিনি ইন্তেকাল করলেন"।[৫৮১] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : "রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পরিবার তরল-ব্যঞ্জন দিয়ে গমের রুটি আহারে লাগাতার তিনদিন পরিতৃপ্ত হননি"।[৫৮২]

৫.১.১০.২. আখিরাতের কল্যাণই আসল

রসূলুল্লাহ (স.) আমাদের সামনে রেখে গেছেন আখিরাতের জন্য কাজ করার আদর্শ। তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন আখিরাতের প্রাপ্তি ও কল্যাণই আসল প্রাপ্তি। দুনিয়ার এ জিন্দেগী অতি অল্পসময়ের জন্য উপভোগ্য মাত্র। আখেরাত বিষয়ে রাসূলুল্লাহর আগ্রহ আরাফার ময়দানে তার দু'আ থেকে স্পষ্ট হয়। তিনি আরাফায় দাঁড়িয়ে বলেছেন- "আমি হাজির হে আল্লাহ আমি হাজির, আখেরাতের কল্যাণই তো কেবল কল্যাণ"।[৫৮৩] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "আমি হাজির, নিশ্চয়ই আখেরাতের জীবনই মূল জীবন।"[৫৮৪]

হজ মৌসুমে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর দুনিয়া ত্যাগের দৃষ্টিগ্রাহ্য ঘটনাসমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ:

৫.১.১০.৩. জীর্ণ গদি ও চাদর ব্যবহার

রসূলুল্লাহ (স.) জীর্ণ ও পুরাতন গদি ও এমন চাদর পরিহিত অবস্থায় হজ্জ সম্পন্ন করেন যার মূল্য চার দিরহাম অথবা যার কোনো মূল্যই নেই।[৫৮৫] সহাবী ইবনে ওমর রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর এ অবস্থা স্মরণ করেন যখন বেশ কয়েক বছর পর ইয়ামানী হাজীদের একটি দল তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন, তাদের গদি ছিল শুকনো চামড়ার, উটের লাগাম ছিল পশমের বৃত্ত, (এসব দেখে) তিনি বললেন- "বিদায় হজে রসূলুল্লাহ্ (স.) ও তাঁর সাহাবীদের

---

[৫৭৭]. أَمَّا هُوَ فَكَانَ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا [ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৯, হাদীস নং- ১৭৮০৯, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪]

[৫৭৮]. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, হাদীস নং- ৬৪৬০, পৃ. ২৭৬

[৫৭৯]. *সহীহ মুসলিম* (দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী), প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১০৫৫, পৃ. ৭৩০

[৫৮০]. প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ২৯৭৮, পৃ. ২২৮৫

[৫৮১]. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯৭০, পৃ. ২২৮১

[৫৮২]. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, হাদীস নং- ৫৪৩৮, পৃ. ৫২৬

[৫৮৩]. إنما الخير خير الآخرة [*সহীহ ইবনে খুযাইমা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস : ২৮৩১, পৃ. ২৬০]

[৫৮৪]. ان العيش عيش الآخرة সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী : খ.৫, পৃ. ৪৫/ মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : খ.৩, পৃ. ৪৪২

[৫৮৫]. *সুনানে ইবনে মাজাহ* (দারুল ফিকর), প্রাগুক্ত, খ.২, হাদীস নং- ২৮৯০, পৃ. ৯৬৫

অবস্থার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ জামাত যে ব্যক্তি দেখতে চাইবে সে যেন এবছর আসা হাজিদের এই জামাতের দিকে তাকিয়ে দেখে”।[৫৮৬]

৫.১.১০.৪. সাধারণ আরোহন ব্যবহার

রসূলুল্লাহ (স.) এর আরোহণের জন্তু ছিল তার সবসময়ের ব্যবহৃত উটনী, যা তিনি আসবাবপত্র ও পাথেয় বহনে ব্যবহার করতেন। হজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ কোনো উট তাঁর ছিল না। হজরত ছুমামা বলেন, “হজরত আনাস গদির ওপর হজ্জ করেন, যদিও তিনি বখিল ছিলেন না, তিনি এও বর্ণনা করেছেন যে তিনি সওয়ারের পশুর ওপর সফর করেছেন আর তা ছিল সবসময় ব্যবহারের জন্তু”।[৫৮৭]

হজরত উসামা ইবনে যায়েদকে আরাফা থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত এবং ও ফযল ইবনে আব্বাসকে মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত আরোহনে নেওয়াও এ পর্যায়ে পড়ে।[৫৮৮]

৫.১.১০.৫. সাধারণ মানুষের মাঝেই অবস্থান

হজের সময় অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র না হওয়াও দুনিয়ার অড়াম্বরতা থেকে দূরে থাকার নামান্তর। এটি সাধারণ লোকেদের মাঝে থাকার উজ্জ্বলতম উদাহরণ, রসূলুল্লাহ্ (স.) পানি পানের উৎসে এলেন এবং পান করতে পানি তলব করলেন, হজরত আব্বাস (রা.) বললেন, হে ফযল! তোমার মায়ের কাছে যাও এবং রসূলুল্লাহ্ (স.) এর জন্য পানি নিয়ে এসো। রসূলুল্লাহ্ বললেন, পানি দিন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা এতে হাত রাখছে, রসূলুল্লাহ্ বললেন, পানি দিন! অতঃপর তিনি সেখান থেকে পান করলেন।[৫৮৯]

৫.১.১০.৬. অধিক পরিমাণ কুরবানী করা

আল্লাহর সন্তোষ ও মহব্বতে আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার আরো একটি উদাহরণ বহুল পরিমাণে কোরবানি করা, কেননা তিনি একশত পশু কোরবানি করেছেন[৫৯০] পক্ষান্তরে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত ব্যক্তি যা বাধ্যতামূলক সেটুকু করেই ক্ষান্ত হয়।

৫.১.১০.৭. অধিক পরিমাণ সদাকাহ এবং মানুষকে খাওয়ানো

অধিক পরিমাণে সদকা করা এবং লোকদেরকে খাওয়ানো এ পর্যায়েই পড়ে। কেননা তিনি তারবিয়ার দিন (৮ জিলহজ) নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড়ানো অবস্থায় জবেহ করেছেন[৫৯১], আর ১০ যিলহজ্বের দিন হজরত আলীকে নির্দেশ করলেন গোশত, চামড়া ও গদি-লাগামসহ সমস্ত কিছু গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দিতে।[৫৯২] কোরবানির দিন তিনি মেষের অতি সামান্য অংশকেও ভাগ করে দিয়েছেন।[৫৯৩]

৫.১.১০.৮. অনাড়ম্বর ও অতি সাধারণ

রসূলুল্লাহ (স.)-এর অনাড়ম্বর ও অতি সাধারণ খাবার গ্রহণও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণহীনতার বিষয়টি স্পষ্ট। তিনি বিদায় হজের সময় কোরবানি জবেহ করলে হজরত ছাওবানকে বললেন, এই গোশতটা প্রস্তুত করো।

---

৫৮৬. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, হাদীস নং- ৬০১৬, পৃ. ২১৪

৫৮৭. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১৫১৭, পৃ. ৫৯৭

৫৮৮. বিস্তারিত : প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৫৪৩, পৃ. ৩৭

৫৮৯. প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৬৩৬, পৃ. ১৭৯

৫৯০. বিস্তারিত : প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৭১৮, পৃ. ৩০৩

৫৯১. দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ১৫৫১, পৃ. ৪৯

৫৯২. দ্রষ্টব্য : *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৪, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩২৪৪, পৃ. ৮৭

৫৯৩. প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ৪৪৭৮, পৃ. ১০৮

ছাওবান বলেন, আমি প্রস্তুত করলাম, এবং মদিনায় পৌঁছা পর্যন্ত তা থেকে তিনি আহার করে গেলেন। অন্য এক বর্ণনায়, আমি তাঁকে উহা থেকে আহার করাতে থাকি এ পর্যন্ত যে তিনি মদীনায় পৌঁছে যান।[৫৯৪]

আমরা রসূলুল্লাহ্ (স.) এর হজ্জের কার্যক্রমে আত্মোন্নয়ন ও আধ্যত্মিক উন্নয়নের প্রশিক্ষণের বাস্তব উদাহরণ দেখতে পাই। তাই, পৃথীবর অনাগত সকল হাজী সাহেবগণের উচিত হৃদয় দিয়ে এ বিষয়টি উপলব্ধি করা এবং নিজেদের আত্মেন্নয়নের জন্য এ বিষয়ে অধ্যায়ন করা। সাথে সাথে দুনিয়া ও এর চাকচিক্য থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার সংকল্প করা। কেননা এ-হলো নশ্বর জগৎ হলো, যার (আখিরাতে) কোনো বাড়ি নেই তারই বাড়ি, যার (আখিরাতে) কোনো সম্পদ নেই তার সম্পদ এবং দুনিয়ার জন্য সেই এসব গচ্ছিত রাখে যে অজ্ঞান, নির্বোধ।"[৫৯৫]

দুনিয়া সন্তুষ্টির জায়গা হলে আল্লাহ তাঁর ওলী ও চয়নকৃত বান্দাদের জন্য তা পছন্দ করতেন, তাই দুনিয়াকে নিরাপদ মনে করে ভরসা করবেন না। আর এর ফিতনার বিষয়ে হুঁশিয়ার, কেননা ইহা কেবলই অহংকারের সামগ্রী।

হজ্জ আদায়কারীর ব্যক্তিগত আমলে অভ্যস্ত হওয়া

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা মহান আল্লাহর সাথে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নিবিড় সম্পর্ক, স্রষ্টার সামনে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ, মাওলার আনুগত্যে নিজেকে সঁপে দেয়ার কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলোচনা করেছি। হজের দিনগুলোতে এর সবগুলো অবস্থা ও আমলের সুযোগ হাজী সাহেবের হাতের মুঠোয়। এ সময়গুলো হলো পুণ্য অর্জনের, আনুগত্য প্রদর্শনের সময়। প্রতিবছরই মানুষের কাছে এ সময়টি আসে এবং তার আত্মোন্ননের বার্তা শুনিয়ে যায়। হজ্জের সফরের এ দীর্ঘ সময়ে একজন হাজী সাহেব তাঁর জীবনে নতুন কিছু আমল যুক্ত করতে পারেন, যা তিনি জীবনের বাকী সময়ের জন্য দায়েমী ভাবে পালন করবেন। হজ্জের এ পূণ্য সফরে তিনি উক্ত আমলে অভ্যস্ত হতে পারেন। যুগে যুগে আল্লাহ্ওয়ালা বান্দাগণ তাঁদের অনুসারীদের আধ্যত্মিক উন্নয়নের জন্য সুন্নাহ্সম্মত নির্ধারিত আমল বাতলে দিয়েছেন। চর্চা করতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। তদ্রুপ একটি আমলের বিবরণ নিম্নরূপ :

সালাতুল ফজর-এর পর

ফাতেহা শরীফ : নির্ধারিত নিয়মে নিম্নোক্ত আমলগুলো করা হলে পূর্ণরূপকে অনেক বুজুর্গ 'ফাতেহা শরীফ' নামকরণ করেছেন। পড়ার নিয়ম :

১। ইসতিগ্ফার ০৭ (সাত) বার।[৫৯৬] [আস্তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি জাম্বেঁও ওয়াতুবু ইলাইহি]
২। বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতেহা ০৩ (তিন) বার।
৩। বিসমিল্লাহ সহ সূরা ইখলাস ১০ (দশ) বার।[৫৯৭]

---

৫৯৪. প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং- ৫২২৩, পৃ. ৮১

৫৯৫. الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له [*মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, হাদীস নং- ২৪৪৬৪]

৫৯৬. যাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছেন- যে লোক বলে,

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

"মহান আল্লাহ তাআলার নিকট আমি ক্ষমা চাই যিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, যিনি চিরজীবি, চিরস্থায়ী এবং আমি তাঁর কাছে তাওবাহ করি", তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও সে রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করে থাকে। [মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আবু ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামেউস সহীহ সুনান আত-তিরমিযী*, বৈরুত : দারু এহইয়াউস তুরাছির আরাবি, তা.বি., খ. ৫, হাদীস নং- ৩৫৭৭, পৃ. ৫৬৮]

৫৯৭. রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- যে লোক "কুল হুআল্লাহু আহাদ সূরা তিলাওযাত করল সে যেন কুরআন মাজীদের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করল"। [*আল-জামেউস সহীহ সুনান আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৯৩৯, পৃ. ২৭৬]

৪। দুরুদ শরীফ ১১ (এগারো) বার।[৫৯৮]
৫। মুনাজাত।[৫৯৯]

খতম শরীফ : খতম বলতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যাকে পূর্ণ করা। এখানে কয়েকটি আমলকে একই বৈঠকে সমাপ্ত করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন :
১। দুরুদ শরীফ– ১০০ (একশত) বার।[৬০০]
২। লা হাওলা ওয়া লা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ – ৫০০ বার।[৬০১]
৩। দুরুদ শরীফ– ১০০ (একশত) বার।

সলাতুয যোহর-এর পর

১। দুই (০২) রাকাআত নফল নামায (প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরুন অথবা সূরা এখলাস এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা এখলাছ)। হজ্জের সময় এভাবে পড়তে হয়।[৬০২]

২। মুনাজাত।

সালাতুল আসর-এর পর

১। ফাতেহা শরীফ (উপরে উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী)
২। মুনাজাত।

সালাতুল মাগরিব-এর পর

১। দুই (০২) রাকাআত নফল নামাজ, মুনাজাত।
২। ফাতেহা শরীফ (উল্লেখিত নিয়মে) এবং মুনাজাত।

সালাতুল ঈশা-এর পর

১। বিতর সালাতের আগে ০২ (দুই) রাকাত নফল নামাজ, মুনাজাত।
২। বিতর সালাতের পরে দুরূদ শরীফ ৫০০ (পাঁচশত) বার।
৩। তাহাজ্জুদের সময় ৩০১ (তিনশত এক) বার দুরূদ শরীফ পাঠ।

"যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস ১০বার পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।" [আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনান আল-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল*, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ ১৪২০হি./ ১৯৯৯খ্রি., খ. ২৪, হাদীসন নং- ১৫৬১০, পৃ. ৩৭৬]

৫৯৮. অনেক আল্লাহওয়ালা নিম্নরূপ দরুদ শরীফটি পাঠের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন : "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিওঁ ওয়াছিলাতি ইলাইকা ওয়া আলা আলিহী ওয়া ছাল্লিম।"

৫৯৯. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء [সহীহ ইবনে হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৮৭০, পৃ. ১৫১]

৬০০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশটি রাহমাত বর্ষণ করেন। [*আল-জামেউস সহীহ সুনান আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ৪৮৫, পৃ. ৩৫৫]

৬০১. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথেই ছিলাম। আমরা যখন ফিরে আসলাম এবং মাদীনার উপকণ্ঠে উপস্থিত হলাম তখন কিছু লোক উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বললেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, তোমাদের পালনকর্তা বধিরও নন এবং অনুপস্থিতও নন। তিনি তোমাদের মাঝে তোমাদের সৈন্য দলের সাথেই আছেন। তারপর তিনি বললেন, হে 'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বাইস আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তঘন শিখিয়ে দিব না? তা হল "লা- হাওলা ওয়ালা কু-ওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ"। [*আল-জামেউস সহীহ সুনান আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ৩৩৭৪, পৃ. ৪৫৭]]

৬০২. *আল-জামেউস সহীহ সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ.৩, হাদীস নং- ৮৬৯, পৃ. ২২১

৪। তাহাজ্জুদের সময় ফজর নামাজের পূর্বে ৩০ মিনিট আল্লাহর নামের যিক্র।
৫। সব সময় সুযোগ হলেই মহান আল্লাহ-কে ইয়া আল্লাহু, ইয়া রহমানু, ইয়া রহীমু এবং ইয়া রহমাতুল্লিল আলামীন বলে রসূলুল্লাহ (স.)-কে ডাকতে হবে।

একদিন আল্লাহর আদালতে মানুষকে দাঁড়াতে হবে, যখন ব্যক্তি নিজেকে দেখতে পাবে আল্লাহর বিষয়ে অবহেলা করেছে, তাঁর নির্দেশ অবজ্ঞা করেছে, তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে অলসতা দেখিয়েছে, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেঁধে দেয়া সীমা অতিক্রম করেছে। কিন্তু সেসময় আক্ষেপ-আফসোস ব্যতীত আর কিছুই করার থাকবে না। তাই হজ্জের পূণ্যময় পূর্ণমৌসুমকে যথাযথ গুরুগাম্ভীর্যের সাথে কাজে লাগিয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন এবং আত্মউন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৫.২. হজ্জ মুমিনকে মুহসিনের স্তরে উন্নীত করতে উদ্বুদ্ধ করে

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানব গোষ্ঠীকে প্রধানত ঈমানদার ও অবিশ্বাসী এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। বিশ্বাসীদেরকে আবার কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন-

(ক) মুমিন (বিশ্বাসী) : স্রষ্টা নির্ধারিত বিষয়সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে। ঙ কালিমা পাঠ করে মানুষ ঈমানদার বা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(খ) মুসলিম (অনুগত) : স্রষ্টা নির্ধারিত কর্মসমূহ সম্পাদন করে। নামায, যাকাত ইত্যাদির মাধ্যমে মুমিনগণ আল্লাহর আনুগত্যের প্রমাণ দেয় বা মুসলিম হয়।

(গ) মুত্তাকী (খোদাভীরু) : স্রষ্টার আদেশ নিষেধ সচেতনতা ও সতর্কতার সাথে পালন করে। রোযা মুমিনকে মুত্তাকী বানায়।

(ঘ) মুহসিন (স্বতঃস্ফূর্ত) : স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য সবসময় স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকভাবে কাজ করে। হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বাসী বান্দারা মুহসিন হয়।

এই চারটি পরিভাষা আমরা হাদীসে জিবরীলের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। মুমিনের জীবন যেন আল্লাহর পথে চলার ও তাঁর নৈকট্য লাভের এক অনন্ত সফর। সাধনার মাধ্যমে মানুষ সালেহীন, শাহিদীন ও সিদ্দিকীনের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারেন। এতদ্বিষয়ের আলোচনা একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটের দাবী রাখে। আমরা হজ্জ সংক্রান্ত বিষয় ও এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের যে ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন, সে বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। আলোচনা দীর্ঘায়িত না করার স্বার্থে অন্যান্য স্তর সম্পর্কে আলোকপান না করে শুধু মুহসিন স্তরের আলোচনায় বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখা হলো।

মুহসিন হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মসম্পাদনকারী। মনের আনন্দে তারা কাজ করে। মুহসিনদেরকে আল্লাহ-ওয়ালা; আল্লাহ-প্রেমিক; আল্লাহ-পাগল মানুষ বলা যায় । আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়েছেন। সফলভাবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য যে গুণ বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা-দক্ষতা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন হয় এর চূড়ান্ত রূপই হলো মুহসিন। মুহসিনরা পৃথিবীকে আল্লাহর করে রাখে, ফলে আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটায়। অন্যদিকে মুহসিনের অভাবে শয়তান মানুষের জীবন ও জগতকে ধ্বংস করে, সভ্যতা ও শান্তিকে পর্যুদস্ত করে।

হজ্জের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে ছোট বড় সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে হাজিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর ভালবাসায় কাজ করার সুযোগ পায়। হজ্জ অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিষয় হাজিকে নিজেদের সবকিছু আল্লাহর জন্য নিবেদন করতে উদ্বুদ্ধ করে। যখন কেউ হজ্জের নিয়ত করে ইহরামের কাপড় পরিধান করে, তালবিয়া পাঠ করে তখন সে আল্লাহ ভক্তির এক অনুপম স্বাদ আস্বাদন করে। যা আর অন্য কোনভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। হাজী সাহেব যখন কাবা দেখেন, কাবার তওয়াফ করেন তখন তার মধ্যে আল্লাহর প্রেমের অনুভূতি এক বিচিত্র পর্যায়ে উন্নীত হয়। যা তাকে পরিপূর্ণতা দেয় এবং আল্লাহর আনুগত্যের আনন্দে পাগল প্রায় করে দেয়। সাফা-মারওয়ায় সাঈ হাজির মধ্যে প্রচণ্ড সাহস ও আল্লাহর প্রতি আস্থাশীলতার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটায়। মাকামে ইব্রাহিমের সংস্পর্শ এবং জমজমের আবহ তাকে আল্লাহর প্রতি ভীষণভাবে আশান্বিত করে। মিনা, আরাফা, মুযদালিফার অবস্থান ও কার্যক্রম হাজিকে আল্লাহর স্মরণ, কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা, আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব এবং আল্লাহর উপরে নির্ভরতার ও ত্যাগ স্বীকারের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে

প্রবেশ করতে সাহায্য করে। হাজি এককভাবে কেবল আল্লাহরই হয়ে যায়। এ অবস্থা হাজির জন্য আমল আখলাকের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। সাধারণ মুসলিমের তুলনায় হাজী আল্লাহ প্রেমের ভিন্নতর গহীনে প্রবেশ করে। হজ্জ হাজিকে আল্লাহ তায়ালাকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসার বিষয়ে ইতিহাসের উজ্জলতম উদাহরণগুলোর নিবিড়তম সংস্পর্শে নিয়ে আসে। হাজি আল্লাহওয়ালা হিসেবে চলার ব্যাপারে সুস্পষ্ট অনুভব ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
যে হাজী সাহেব কাবা সহ যাবতীয় বস্তু ও নিদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু মহান আল্লাহ তায়ালাকে আবিষ্কার করে, তাঁর ভালবাসা, ভয় ও আনুগত্যের গুরুত্ব ও পদ্ধতি আয়ত্ত করে, সে মক্কা মদিনা ছেড়ে আসলেও তার নিজ এলাকা দেশ ও পৃথিবীর যেখানেই যাক না কেন, সেখানেই তার মহান প্রভুর নিদর্শন, তাঁর দিক নির্দেশনা ও তাঁকে পাওয়ার প্রচেষ্টা ও কর্ম পদ্ধতির উপস্থিতি টের পায়, বুঝতে পারে। বাহ্যিক দিক থেকে কাবা সহ অন্যান্য স্মৃতিগুলো থেকে বহু দূরে অবস্থান করলেও সে এসবের প্রভূ আল্লাহ তাআলাকে ভুলতে পারে না। তার প্রভুর নির্দেশের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করে, প্রভুর পরামর্শের জন্যই অপেক্ষা করে। তাঁর সন্তুষ্টির আশায় তাকিয়ে থাকে। তার সকল কাজ ও আচার-আচরণে তার প্রভুর ইচ্ছা ও পদ্ধতিকে তুলে ধরে। সে সবখানে সববিষয়ে হজ্জের মতই তার প্রভুর চারপাশেই ঘুরতে থাকে।[৬০৩]
মহান আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে ১২ (বারো) মাসের গণনা চালু করেছেন। প্রতি ১২ মাসের পূর্ণতায় একটি বছর হিসাব করা হয়। আর এ বছরের শুরু হয় মহররম দ্বারা এবং শেষ হয় জিলহজ্জ দ্বারা। মহান আল্লাহ বলেন-

> নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি; তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম কর না আর তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।[৬০৪]

চারটি নিষিদ্ধ মাস হলো- জিলক্বদ, জিলহজ্জ, মুহারর এবং রজব। অর্থাৎ এ চারটি মাসে সব ধরনের অশান্তির কার্যক্রম থেকে আল্লাহ বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। হজ্জের মাস হিসেবে আল্লাহ তা'আলা সুনির্দিষ্ট মাসসমূহ[৬০৫] বলে উল্লেখ করেছেন। তাফসীরে জালালাইনের ব্যাখ্যা মতে উক্ত মাসসমূহ হলো শাওয়াল, জিলক্বদ এবং জিলহজ্জ। এখানে উল্লেখ্য যে, পরবর্তী মাস মহর্‌রমও আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ একজন হাজী সাহেব হজ্জের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিরাপদে তার আবাসস্থলে ফিরতে পারে তার সুন্দর খোদায়ী ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে।

রমজান মাস আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেছেন সিয়াম বা রোযা পালনের জন্য। কুরআন নাযিলের দ্বারা এ মাসকে সম্মানিত করেছেন। আর এ মাসের ইবাদতের মাধ্যমে মুমিন যেন মুত্তাকী পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে সে ব্যবস্থাও এ মাসে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন- "হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্যে সিয়ামের বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"[৬০৬]

এর পরপরই রয়েছে 'আশহুরুল হজ্জ'। অর্থাৎ শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ্জ মাস। মুত্তাকী বান্দার এখন আরো উপরের স্তরে উপনীত হওয়ার সুযোগ। তাই এই তিন মাসে তিনি হজ্জ সম্পন্ন করে আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। এবং বাকী জীবনে উক্ত নিদর্শনসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সর্বদা তিনি আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে তাঁর পথে সাধনা করেন এবং এবং উপনীত হন 'মুহসিনীন এর স্তরে। মুহসিনীন বান্দাগণ আল্লাহ তা'আলাকে সর্বদা এ ধারণা রাখেন যে, আল্লাহ তার সাথে রয়েছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা আমার পথে সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদের সুপথে পরিচালিত করব আর আল্লাহ অবশ্যই মুহসিনীনগণের সংগে রয়েছেন।[৬০৭]

---

[৬০৩]. প্রফেসর ড. মো. আব্দুল্লাহেল বাকী, *হজ্জ সহায়িকা*, ঢাকা : কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২০১৯, পৃ. ১১২-১১৩
[৬০৪]. আল-কুরআন, ০৯ : ৩৬
[৬০৫]. আল-কুরআন, ০২ : ১৯৭
[৬০৬]. আল-কুরআন, ০২ : ১৮৩
[৬০৭]. আল-কুরআন, ২৯ : ৬৯

৫.২.১. মুহসিনীন স্তরের বান্দার পরিচয়

আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অর্জনের পরবর্তী স্তর হল মুহসিনীনগণের স্তর। মুত্তাকীন বান্দাগণ যখন আল্লাহ তা'আলাকে সর্বদা সঙ্গে নিয়ে ইহসানের জীবন ধারা অবলম্বন করেন, তখন তারা প্রথম শ্রেণির আল্লাহর বন্ধু তথা মুহসিনীনগণের স্তরে দাখিল হন। মুহসিনীন বান্দাগণ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার জিকিরে নিমগ্ন থাকেন, আল্লাহর জন্যই একে-অপরকে ভালবাসেন আর আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করেন, গোনাহের কাজ পরিত্যাগ করার সাথে সাথে তারা মোবাহ কাজ ও কথা অপ্রয়োজনীয় বলে পরিহার করেন এবং সর্বদা সুন্নাতের উপর আমল করেন। এমনকি তারা খানা পিনা, বিবাহ-শাদী ও অন্যান্য জরুরী কাজকর্ম নাফসানী চাহিদায় নয়, বরং আল্লাহর হুকুম ও রসূলের সুন্নাত হিসাবে সম্পাদন করেন।

৫.২.১.১. ইহসানের সংজ্ঞা

রসূলুল্লাহ (স.) ইহসানের সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন- এমনভাবে তুমি আল্লাহর ইবাদাত (জীবন অতিবাহিত) কর যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ আর যদি তাকে নাও দেখ, তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।[৬০৮]

মুহসিনীন বান্দাগণ সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় তাদের প্রভু আল্লাহ তা'য়ালার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করে এবং ইহসানের জীবনধারা অবলম্বন করে, সে অতি নির্ভরযোগ্য হাতল ধারণ করে আর সকল কাজের ফলাফল আল্লাহর কাছে"।[৬০৯]

৫.২.১.২. মুহসিন বান্দার নিদর্শন

মুহসিনগণ সর্বদা আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (স.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর বন্ধু কারা? উত্তরে তিনি বললেন : তারা হচ্ছে ওরাই যাদেরকে তুমি দেখতে পাও যে, আল্লাহর স্মরনে নিমগ্ন রয়েছে।

মুহসিনীনগণ পরস্পরকে ভালবাসে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ তা'আয়ালা বলেছেন, যারা আমার সন্তুষ্টির আশায় পরস্পরকে ভালবাসে, আমার রেজামন্দির আশায় পরস্পর বৈঠকে মিলিত হয়, আমার সন্তুষ্টির কামনায় পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং আমার ভালবাসার জন্যই নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদেরকে ভালবাসা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।[৬১০]

এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষে আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, একজন মানুষকে মহান আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যেই তাঁর ওপর হজ্জ বিবিবদ্ধ করেছেন। এ পুন্য সফরে বান্দা তার রবের নিদর্শনসমূহ নিজ চোখে অবলোকন করে থাকে এবং এর মাধ্যমে সে মানব সৃষ্টির ইতিহাস, মুসলিম ঐতিহাসিক স্মৃতি ও পূর্বপুরুষদের ত্যাগ তিতীক্ষার স্থানসমূহ পরিদর্শন করে তার গৌরবময় অতীতকে উপলব্ধি করতে পারে। এর মাধ্যমেই বান্দাহ আধ্যত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও আতোন্নয়নের ভিত রচিত হয়।

মুমিন হিসেবে একজন ব্যক্তি তার বুঝ তৈরি হওয়ার পর থেকেই তার প্রতিপালকের ঘর দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনের গহীনে লালন করে। তার প্রিয় রসূলের পূণ্যভুমিতে বিচরণ ও তাঁর সমীপে সালাম পেশে উদগ্র বাসনা লালন করে করে সে বড় হয়। এসব ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন তারাই মনের মাঝে লালিত এ আশা ও স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন। আধ্যত্মিকতার ক্ষেত্রভূমি তার চিন্তায় পূর্ব থেকেই কর্ষণ হতে থাকে। আর যখন আল্লাহ রহম করে তাকে তার মেহমান হিসেবে কবুল করেন, তখন বান্দাহ ওই ক্ষেতে বীজ বপন করতে শুরু করেন। সাথে সাথে

---

৬০৮. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ৫০, পৃ. ৫৪

৬০৯. আল-কুরআন, ৩১ : ২২

৬১০. وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ [মালেক ইবন আনাস, *আল-মুআত্তা*, রিয়াদ : মুআস্সাতু যায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান, ১৪২৫হি./ ২০০৪খ্রি., খ. ৫, হাদীস নং- ৩৫০৭, পৃ. ১৩৯০-৯১]

হজ্জ সফরের এ দীর্ঘ সময়ে তিনি নানারকম দু'আ, তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীরের মাধ্যমে আল্লাহর একান্ত নিকটবর্তী হয়ে যান। এসবকিছু তাকে তাঁর আধ্যত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এবং আত্মোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই হজ্জ সমাপনান্তে বাড়ি ফেরার পর ব্যক্তির মধ্যে আমূল পরিবর্তন হয়। তার চলাফেরা, জীবনাচার ও মুআমেলাতেও পরকালমুখী একটা উপলব্ধি সর্বদা কাজ করে। আর এটাই মুহসিন বান্দার অন্যতম নিদর্শন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ-এর ভূমিকা

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ-এর ভূমিকা

৬. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বা ভিত্তির একটি। এটি একটি মৌলিক ইবাদাত। আর ইসলামের সকল ইবাদাত পালনের জন্য মহান আল্লাহ নির্ধারিত কিছু রীতি-পদ্ধতি দিয়েছেন। তাঁর প্রেরিত রাসূলগণ তা যুগ যুগ ধরে স্বীয় উম্মতের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন, দেখিয়ে দিয়েছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরিত মহাগ্রন্থে যুগ যুগ ধরে প্রেরিত হিদায়াত তথা আসমানি গ্রন্থ (কুরআন) ও সত্য জীবনবিধানসহ রাসূল প্রেরণের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, এ দ্বীনকে মানব রচিত সমস্ত দ্বীনের উপরে বিজয়ী করার জন্য। পবিত্র কুরআনুল কারীমের ০৩টি স্থানে একথাটি এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন- “তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দীনের ওপর এটাকে জয়যুক্ত করার জন্যে”।[৬১১]

তাই একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামের সমস্ত ইবাদত, নির্দেশনা ও বিধি-নিষেধ আবর্তিত হয়েছে ইসলামকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে। সালাত, সাওম, যাকাত এ তিনটি মৌলিক ইবাদাতও পক্ষান্তরে সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যেন বাস্তব প্রশিক্ষণ, আত্মিক উন্নতি সাধন ও একটি দ্বীনি সমাজ বিনির্মাণের চর্চা। আল্লাহ প্রদত্ত সত্য দ্বীন (ইসলাম)-কে সর্বক্ষেত্রে জয়যুক্ত করার জন্য চাই ইসলামের অনুসারী প্রত্যেকটি মুসলিমের তথা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য। সালাত যেমন নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার ও জামায়াতবদ্ধ জিন্দেগীর বাস্তব উদাহরণ, তেমনি সাওম হলো ব্যক্তির আত্মিক ও শারীরিক উন্নতি সাধণের শিক্ষণ। যাকাত শিক্ষা দেয়, মুসলিম স্বচ্ছল ব্যক্তির তাঁর নিকটাত্মীয়, সমাজের অভাবী ও দুস্থ ও চাহিদাসম্পন্নদের দায়িত্ব নেওয়ার। হজ্জ হলো সে ঐক্যকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর বিশ্বসম্মেলনের নামান্তর। এটি একাধারে একটি অসাধরণ প্রশিক্ষণ, আল্লাহর জন্য সর্বস্য ত্যাগের শিক্ষা, আত্মিক পরিশুদ্ধি ও খোদাপ্রেমের সুধা পানের দীক্ষা। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ যেন তার এ বিশ্ব সম্মেলন থেকে দীক্ষা নিবে আগামী একটি বছর কিভাবে তাদের জীবনকাল অতিবাহিত হবে। আরাফার ভাষণে যেন নির্ধারণ করে দেওয়া হবে তাদের কর্মপন্থা ও কর্মসূচি। তাই অন্য তিনটি মৌলিক ফরয ইবাদতের তুলনায় হজ্জ কিছুটা স্বতন্ত্র। এটি যেন মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকেই প্রাধান্য প্রদান করে।

এ অধ্যায়ে ইসলাম ও মুসলিম এর পরিচয়, উম্মাহ্র স্বরূপ, মুসলিম উম্মাহর পরিধি, এবং সর্বপোরী হজ্জ কীভাবে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করে তার সবিস্তারে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

---

[৬১১]. আল-কুরআন, ০৯ : ৩৩; ৪৮ : ২৮; ৬১ : ০৯

৬.১. ইসলাম ও মুসলিম পরিচিতি

৬.১.১.১. ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলতে যা মনে করা হয় সে অর্থে কতিপয় ধর্মীয় আচরণসর্বস্ব ধর্ম ইসলাম নয়। ইসলাম মানবজীবনের সার্বিক দিক সম্পর্কে কল্যাণময় ও যথার্থ দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করেছে। মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বহু দিক রয়েছে। সাধারণভাবে এসব দিক থেকে ধর্মীয় দিককে আলাদা মনে করা হয়। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণ অবশ্য ঐ সব দিক থেকে ধর্মকে আলাদাই মনে করে থাকেন, ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধর্মীয় দিকটিই গোটা মানবজীবনের চালিকাশক্তি। অন্যকথায় জীবনের সকল দিকই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। জীবনের সবকিছুই হতে হবে ইসলামের নীতি ও আদর্শ মুতাবিক। আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্বের সাথে সাথে রাসূল (সা.) -এর আনুগত্য ও আখিরাতের জবাবদিহিতা ইত্যাদি ইসলামের মূলনীতি হলেও মুসলমানদের গোটা জীবনের সাথেই এগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মুমিনের জীবনে দীনদারী ও দুনিয়াদারীতে কোন তফাৎ নেই। ইসলামের নীতি অনুযায়ী কাজ করলে দুনিয়াদারী বলে প্রচলিত সকল কাজও দীনদারীতে পরিণত হয়।

পৃথিবীর সকল দেশের মুসলিম নিজেদের ধর্মকে ইসলাম নামে অভিহিত করে থাকেন। ইসলাম 'সিন-লাম-মিম' বা সালমুন (س-ل-م) শব্দমূল থেকে গঠিত, باب افعال এর ক্রিয়ামূল (মাস্‌দার)। আল-কুর'আনের **আটটি** স্থানে ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে[৬১২]। সাল্‌মুন (سَلْمٌ) শব্দটির নিম্নোক্ত ব্যুৎপত্তিগত অর্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১. বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অপবিত্রতা ও দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকা;

২. সন্ধি ও নিরাপত্তা;

৩. শান্তি এবং

---

৬১২. পবিত্র কুর'আনের ৮টি স্থানে ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

ক. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ **الْإِسْلَامُ** وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (আল-কুর'আন, ৩ : ১৯)।

খ. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ **الْإِسْلَامِ** دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (আল-কুর'আন, ৩ : ৮৫) ।

গ. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ **الْإِسْلَامَ** دِينًا (আল-কুর'আন, ৫ : ৩)।

ঘ. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ **لِلْإِسْلَامِ** وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (আল-কুর'আন, ৬ : ১২৫)।

ঙ. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ **إِسْلَامِهِمْ** وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (আল-কুর'আন, ৯ : ৭৪)।

চ. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ **لِلْإِسْلَامِ** فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (আল-কুর'আন, ৩৯ : ২২)।

ছ. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ **أَسْلَمُوا** قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (আল-কুর'আন, ৪৯ : ১৭)।

জ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى **الْإِسْلَامِ** وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (আল-কুর'আন, ৬১ : ৭)।

৪. আনুগত্য ও হুকুম পালন।

সালামুন (سَلَمٌ) এবং সিল্‌মুন (سَلْمٌ) এই উভয় শব্দেরই অর্থ হচ্ছে আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও হুকুম পালন। উক্ত অর্থগুলোর মধ্যে 'পবিত্র ও দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়া' অর্থটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।[৬১৩]

সিল্‌মুন (سِلْمٌ), সিলামুন (سِلَمٌ) এবং সালিমুন (سَلِمٌ) এর অর্থ কঠিন প্রস্তর; কারণ এতে কোমলতা নেই, নরম হওয়া হতে মুক্ত। সালামুন (سلم) -এর অর্থ বাবলা বৃক্ষের ন্যায় কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ; যে বৃক্ষ কণ্টকায় বিপদাপদ হইতে মুক্ত থাকে। আস-সালাম (السلام) শব্দটির মধ্যেও যা আল্লাহ্ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম বটে-যাতে যাবতীয় দুর্বলতা হতে মুক্ত হওয়ার অর্থ নিহিত রয়েছে। আস্ সালাম শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৬১৪]

১. যাবতীয় বিপদাপদ ও দোষত্রুটি হতে মুক্ত (ذو السلامة من كل نقص وافة)।
২. সেই সত্তা যাঁর নিকট থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের আশা করা যায় (هو الذى ترجى منه السلامة)।
৩. আস-সালাম আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম এ কারণে যে তিনি যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র (السلام اسم الله تعالى لسلامته من العيب والنقص)।
৪. যে সকল বিপদাপদ ও দোষত্রুটি সৃষ্টিতে রয়েছে সেগুলো তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনা (وصف بذلك من حيث لا يلحقه العيوب والافات التى تلحق الخلق)।

সালাম শব্দটির আরেক অর্থ দু'আ, কারণ তাও বিপদাপদ এবং পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করার জন্য একটি নিবেদন। এই একই শব্দমূল থেকে গঠিত সকর্মক ও অকর্মক উভয়বিধ ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা প্রথমে সাল্‌ম শব্দের যে সকল অর্থ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের সবগুলোই ইসলাম শব্দের মধ্যে-নিহিত রয়েছে। মুক্ত ও পবিত্র হওয়া অথবা মুক্ত ও পবিত্র করাও এর আর একটি অর্থ। অতএব ইসলাম শব্দের অর্থ হলো- 'ইবাদাত, দীন এবং আকীদাকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট করা।[৬১৫] সুতরাং ইসলাম শব্দের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ এবং বিধি বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করা।

কুর'আন মাজীদে আলোচ্য শব্দমূল হতে গঠিত বহু শব্দ উপর্যুক্ত ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দমূল, কয়েকটি আয়াতে বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ কলুষ ও দোষত্রুটি হতে মুক্ত ও পবিত্র থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: যা সম্পূর্ণ দোষত্রুটি মুক্ত, তাতে কোন খুঁত থাকবে না (مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا)।[৬১৬] কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে।[৬১৭]

---

৬১৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ১৯৮৮, খ.৫, পৃ. ২৯৫

৬১৪. প্রাগুক্ত

৬১৫. প্রাগুক্ত

৬১৬. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (আল-কুর'আন, ২:৭১)।

৬১৭. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (আল- কুর'আন, ২৬:৮৯)।

ইসলাম শব্দটি সন্ধি ও নিরাপত্তা,[৬১৮] আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও বাধ্যতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।[৬১৯] হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তির জিহ্বা ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম।[৬২০] উপর্যুক্ত অর্থগুলো ছাড়াও দীন অর্থে ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৬২১] বস্তুত দীন সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ব্যপকতর অর্থ বহন করে। সুতরাং, কুর'আন ও হাদীসে ইসলাম শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ বোঝানো হয়েছে। আর যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে তাকে মুসলিম (مسلم) বলা হয়।

ইসলাম শব্দের আরেকটি অর্থ হলো- শান্তি। আল্লাহ্‌র হুকুম মুতাবিক চললেই শান্তি পাওয়া যায়। সকল মানুষই শান্তি চায়। শান্তি পেতে হলে ইসলামের বিধানমতো চলতে হবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য যে জীবনবিধান নির্ধারণ করেছেন তার নাম রেখেছেন ইসলাম।

'আলিমগণের মতে, ইসলাম শব্দটির পারিভাষিক অর্থ এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হতেই উদ্ভুত এবং উভয় প্রকার অর্থের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে আনীত সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ ও ধারণ করা।[৬২২] হাদীসে এভাবে ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলাম রূপ ইমারত প্রতিষ্ঠিত;

---

৬১৮. যেমন কুর'আনের আয়াত- وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (আল-কুর'আন, ৮:৬১)।

৬১৯. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ(আল-কুর'আন, ২:১৩১)।

620. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, করাচী: কারখানা তিজারাতে কুতুব, ১৯৬১, খ.১, পৃ. ৬)।

৬২১. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (আল-কুর'আন, ৩:১৯)।

৬২২. الاسلام من الشريعة اظهار الخضوع واظهار الشريعة و التزام لما اتى به النبى صلى الله عليه وسلم وبذالك يحقن الدم ويستدفع المكروه- (দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬)।

Islam is the last of the three historic monotheistic faiths that comes after Judaism and Christianity in the Middle East. its name signifies the commitment of its adherents to live in total submission to God. Islam is an Arabic word which means 'submission' or 'surrender'. The three root s-l-m contained in ti connotes peace (salam), soundness, and safety. (c.f: Oxtoby, W.G., *World Religions,* New Yourk: Oxford University Press, 1996, p. 343)

The word islam is a noun formed from the infinitive of a verb meaning 'to accept', 'to submit', 'to commit oneself' and 'means 'submission' or 'surrender'. (c.f: Noss, J. B., *Mans Religions,* New York: Macmillan Publishing, 1980, 7th Edition, p- 496)

A person who accepts Islam is called Muslim. (Oxtoby, op.cit)

A 'Muslim' is 'one who submits' or 'one who commits himself to Islam'. (Noss, J.B. (op.cit.))

Islam teaches the mankind to believe in one and only God. called 'Allah'. it is therefore, out and out a monotheistic religion. (c.f: Tiwari, K. N. Comparative Religion, Delhi: Shri Jainendra Press, 1997, p. 155)

(১) এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল,
(২) সালাত কায়েম করা,
(৩) যাকাত প্রদান করা,
(৪) হজ্জ পালন এবং
(৫) রমযান মাসের সাওম পালন করা।[৬২৩]

যে দর্শনের উপকরণ হবে মানুষের সবগুলো বৃত্তি ও প্রবৃত্তি, যার লক্ষ্য হবে পূর্ণ মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, যার আদর্শ হবে পরস্পর ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান, তার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ হবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির অধিকারের সমন্বয়। এমন পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনেরই অপর নাম ইসলাম। ইসলামকে তাই বলা হয় মানবতার ধর্ম।[৬২৪] ইসলাম কোন মন্ত্রের নাম নয় যা মুখস্ত পড়লেই দায়িত্ব শেষ হয়, আর না কতিপয় আনুষ্ঠানিক 'ইবাদতের নাম যা আদায় করলে আর কিছু করার থাকে না বরং এটা হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ এক জীবনব্যবস্থা।[৬২৫]

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি ইসলাম মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। এটা অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। এটা একটি পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, শাশ্বত ও চিরন্তন জীবন দর্শন। ইসলামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে শান্তি আর ব্যাপক অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করা। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে যত আম্বিয়া কিরাম (আ.) পৃথিবীতে আগমন করেছেন তাঁরা সবাই মানুষকে ইসলামেরই দা'ওয়াত দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে 'ইসলামী বিশ্বকোষে' নিম্নরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে :

> "ইসলাম"-এর অর্থ : (১) এক অদ্বিতীয় আল্লাাহর কাছে আত্মসমর্পন করা (২ : ১১২ اسلم وجهه لله), (২) শান্তি স্থাপন তথঅ বিরোধ পরিহার করা। দ্বিতীয় অর্থটির ব্যাখ্যা বলা হয়, (ক) আত্মসমর্পণে আল্লাাহর সহিত শান্তি স্থাপিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধতা পরিত্যাক্ত হয়। এবং (খ) আল্লাাহর সৃষ্ট মানুষের সহিত একাত্মতার অনুভূতিতে, সাম্য-নীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি-নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় (من سلم المسلمون من لسانه الخ বুখারী, ২খ, ৩)।
>
> ইসলাম একটি "দীন" (৩ : ১৮) এবং দীন অর্থ পারস্পরিক ব্যবহার, লেন-দেন ইত্যাদি (كما تدين تدان)। এই দীনের প্রধান উৎস কুর'আান। কুরআানে বিধৃত দীন-ইসলাাম একটি জীবন ব্যবস্থা যাহা স্বীকৃতি, অনুষ্ঠানিক 'ইবাাদাঃ, দার্শনিক তথ্য ইত্যাদি অপেক্ষঅ মানবের কর্মজীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। "ধর্ম" বা "religion" বলিতে যে ক্ষেত্রে মুখ্যত আধ্যাত্মিক এবং পাররিক জীবন-দর্শন ও ক্রিয়াকর্ম বুঝায়, সেই অর্থে ইসলাামকে একটি "ধর্ম" রূপে অভিহিত করিলে ইহার অনেক কিছু অনুক্ত থাকিয়া যায়।
>
> ইসলাম মানবের চিরন্তন ধর্ম (৩ : ১৮)। ইহার মূল কথা : (ক) আল্লাাহ্র একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের বিশ্বাস। (খ) য়াওমুল আাখির বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও বিচারান্তে অনন্ত পরবজীবনে বিশ্বাস,

---

623. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত)।

৬২৪. মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম*, ঢাকা : ই. ফা. বা, ১৯৮৫, পৃ. ৬০

৬২৫. ফুয়াদ আল খতীব, *ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা*, ঢাকা: বাংলাদেশ-সৌদিআরব মৈত্রী সমিতি, জুলাই ১৯৮০, পৃ. ১১

এবং (গ) আমাল-স্যালিহ' বা সৎকর্মে আত্মনিয়োগ। বিশ্বাসের পর্যায় (১) ফিরিশতাগন, (২) আসমানী কিতাবসমূহ এবং (৩) সকল নবী-রাসূল, আর (৪) আল্লাহর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ (তাকদীর)-এ বিশ্বাসও উপরোক্ত তিনটি মৌলিক উপাদানের সহিত যুক্ত হয়। আদি পিতা ও নবী আদম ('আ) হইতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) পর্যন্ত কুরআনে উল্লিখিত বা অনুল্লিখিত সকল নবী-রাসূল (৪০ : ৭৮) পৃথিবীল বিভিন্ন গোত্র ও জাতির কাছে (১০ : ৪৭, ১৩ : ৭, ৩৫ : ২৪), উপরোক্ত তিনটি উপাদান সম্বলিত ইসলামের প্রচার করিয়াছিলেন। এই তিনের ভিত্তিতে কুরআন সমসাময়িক য়াহূদী, খৃস্টান, স্যাবিঈ ও মাজূসী তথা অপর সকল ধর্মাবলম্বীকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাইয়াছিল (২ : ৬২) এবং এই আহ্বানে সাড়া দিলে নিরাপত্তা ও মুক্তির নিশ্চয়তা দান করিয়াছিল। এখনও সে আহবান কার্যকর।[৬২৬]

৬.১.১.২. মুসলিম পরিচিতি

ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' গ্রন্থে মুসলিম শব্দের পরিচিতি এসেছে এভাবে-

> মুসলিম (مُسْلِمٌ) সীন-লাম-মীম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহাতে ইসলামের অনুগামী বুঝায়। শব্দটি (মুসলিম, মোসলিম ও মোসলেম আকারেও) বিশেষ্য ও বিশেষণ বা উভয়রূপে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। 'Muhammadan' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষায় চালু হইয়াছে। ইহা ফরাসী ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় ভিন্ন আকারে Musulman শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শেষোক্ত ভাষায় Musulman শব্দটি বিশেষ্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। মুসলমান শব্দের মূলও মুসলিম। তাহাতে ফার্সী বিশেষণের 'আন' প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। 'আরবি সাহিত্যে শব্দটি ইসলামের অনুসারী বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় এবং বরাবরই এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে।[৬২৭]

৬.১.১.৩. ইসলাম ও মুসলিম-পরিভাষিক ব্যবহার

কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায়, ইসলাম ও মুসলিম (বহুল ব্যবহৃত- মুসলিমুন, মুসলিমীন) শব্দদ্বয়ের পারিভাষিক ব্যবহার প্রবর্তন করেন নূহ (আ.)-এর অন্যতম প্রসিদ্ধ বংশধর হযরত ইব্রাহীম (আ.)। যিনি মহান জননায়ক (এৎবধঃ চধঃৎরধৎপয), সংগ্রামী, সর্বত্যাগী নবী এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত শরী'আতের প্রাপক হিসেবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে বলিলেন, اسلم (২ : ১৩১)- আত্মসমর্পন করো। উত্তরে তিনি বলিলেন, اسلمت لرب العلمين - আমি আত্মসমর্পন করিলাম নিখিল বিশ্বের প্রভুর সমীপে। ইব্রাহীম (আ.)-এর দুই পুত্র, ইসমাঈল এবং ইস্হাক (আ.)- উভয়েই নবী। উভয়ের বংশে আরো নবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইসমাঈল-শাখায় মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম, ইস্হাক-শাখায় বানী ইসরাঈল (য়াকূব (আ.) এর অপর নাম) বংশীয় নবীদের উদ্ভব-মায় মূসা ও ঈসা (আ.)। সুতরাং তাঁহাদের সকলের পবিত্র উত্তরাধিকার; কুরআনের বর্ণনায় "মিল্লাতা আবীকুম ইব্রাহীম" অর্থাৎ তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীম-এর দীন বা মিল্লাত। ইহাই মুহাম্মদ (স.)-এর প্রচারিত ইসলাম এবং "হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমীন" (২২ : ৭৮)- তিনিই (ইবরাহীম) তোমাদিগকে "মুসলিম" নামে অভিহিত করেছিলেন। সুতরাং ইবরাহীম (আ.)-এর বংশদ্ভুত সকল নবীই ছিলেন মুসলিম এবং তাঁহারা নিজেদের বংশধরগণকে মুসলিমরূপেই (জীবনযাপন এবং) মৃত্যুবরণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন (২ : ১৩২-১৩৩)। পরে তাঁহাদের অনুসারিগণ নবীর নামে য়াহুদা হইতে য়াহূদী,

---

[৬২৬]. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ [প্রথম খণ্ড]*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ২০৭

[৬২৭]. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ [দ্বিতীয় খণ্ড]*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ২২৩

ক্রাইস্ট হাইতে খৃস্টান ইত্যাদি) নিজেদের নামকরণ করেন এবং উভয় দল ইব্‌রাহীম (আ.)কে তাঁহাদের স্বধর্মাবলম্বী বলিয়া দাবী করেন। কুরআনের জিজ্ঞাসা, "তোমরা কি বলিতে চাও, ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইস্‌হাক, য়াকূব এবং তাহাদের বংশধরগণ (আস্‌বাত) য়াহূদী কিংবা নাসাারা (খৃস্টান) ছিলেন? তোমরা কি আল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী (২ : ১৪০)? কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে, "বরং ইব্‌রাহীম ছিলেন হানাফী (পরম নিষ্ঠাবান) মুসলিম, তিনি মুশরিক ছিলেন না"–বহু আয়াতে ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ঈমান ও মুমিনেরর সহিত যথাক্রমে ইসলাম ও মুসলিমের সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্বন্ধে "ঈমান"।[৬২৮]

৬.১.২. মুসলিম সম্পর্কিত মহান আল্লাহর বাণী

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে তন্মধ্য থেকে ২/১টি আয়াত উদ্ধৃত করা হলো।

১. ইয়া'কূবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে ? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞেসকরেছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের 'ইবাদত করবে ?'তারা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ্-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌মাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্-এরই 'ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ্ আর আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।'[৬২৯]

২. তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখি, এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে; আরযাতাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীকে দেওয়া হয়েছে ; আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'[৬৩০]

৩. বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল আরযা মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতেযা প্রদান করা হয়েছেতাতে ঈমান এনেছি, আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'[৬৩১]

উপরোক্ত আয়াতমালায় আত্মসমর্পনকারী তথা মুসলিম-এর পরিচয় পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা আত্মসমর্পনকারী তথা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। মহান আল্লাহ বলেন-

৪. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (তথা মুসলিম) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর না।[৬৩২]

হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইয়াকূব (আ.) তার বংশধরদেরকে একই রকম উপদেশ প্রদান করেছিলেন। মহান আল্লাহর ভাষায়-

---

৬২৮. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ [প্রথম খণ্ড]*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ২০৮

৬২৯. আল-কুরআন, ০২ : ১৩৩

৬৩০. আল-কুরআন, ০২ : ১৩৬

৬৩১. আল-কুরআন, ০৩ : ৮৪

৬৩২. আল-কুরআন, ০৩ : ১০২

৫. আর ইব্‌রাহীম ও ইয়া'কূব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েবলেছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্ই তোমাদের জন্যে এ দীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী (তথা মুসলিম) না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ কর না।[৬৩৩]

৬.১.৩. হাদীস সম্ভার থেকে মুসলিম-এর সুস্পষ্ট পরিচয়

রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস সম্ভার থেকেও আমরা মুসলিম-এর সুস্পষ্ট পরিচয় পেতে পারি। যদিও ইতোপূর্বে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী মুসলিম পরিভাষাটি অত্যন্ত ব্যাপক। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন-

৬. আনাস ইব্‌নু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (স.) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সেই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র যিম্মাদারীতে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।[৬৩৪]

৭. 'আলী ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্ (র.) হুমায়দ হতে (র.) সূত্রে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মুন ইব্‌নু সিয়াহ আনাস ইব্‌নু মালিক (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হামযাহ! কিসে মানুষের জান-মাল হারাম হয়? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেয়, আমাদের ক্বিবলামুখী হয়, আমাদের মত সালাত আদায় করে আর আমাদের যবহ্ করা প্রাণী খায়, সেই মুসলিম। অন্য মুসলমানের মতই তার অধিকার রয়েছে। আর অন্য মুসলমানদের মতই তাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। ইব্‌নু আবূ মারইয়াম, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নু আয়ুব (র.) ... ... আনাস ইব্‌নু মালিক (রা.) সূত্রে নবী (স.) হতে (অনুরূপ) বর্ণনা করেন।[৬৩৫]

এ অনুচ্ছেদে আলোচনায় আমরা ইসলামের পরিচয় এবং মুসলিমের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলাম। এ পর্যায়ে আমরা উম্মাহ ও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে আলোকপাতের প্রয়াস পাবো।

৬.২. উম্মাহ্-র স্বরূপ ও মুসলিম উম্মাহ্

৬.২.১. উম্মাহ্-র স্বরূপ

'উম্মাহ' (أُمَّةٌ) আরবি শব্দ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ৪৭টি আয়াতে এ শব্দটি রয়েছে। যার অর্থ- দল, উপদল, জাতি ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ উল্লেখ করা হলো:

৬.২.১.১. পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই উম্মাহ বা জাতি ছিল

১. সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। এরপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করত তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্যে তিনি তাদের সঙ্গে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাদের নিকট আসার পরে, তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে বিরোধিতা করত। যারা বিশ্বাস করে, তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত,

---

[৬৩৩]. আল-কুরআন, ০২ : ১৩২

[৬৩৪]. فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ [বুখারী শরীফ, ইফাবা, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং- ৩৮৪, পৃ. ২২১]

[৬৩৫]. প্রাগুক্ত।

আল্লাহ্‌তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্যপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্‌যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।[৬৩৬]

২. আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দিবার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির (উম্মাতের) মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। এরপরএদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং এদের কতকের ওপর পথভ্রান্তি সাব্যস্তহয়েছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে![৬৩৭]

৬.২.১.২. পূর্ববর্তী উম্মত ও ইবরাহীমি মুসলিম উম্মাত

৩. সেই ছিল এক উম্মত, তা অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছেতাতাদের। তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যাকরত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন প্রশ্ন করা হবে না।[৬৩৮]

৪. ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত (মুসলিম) কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত (উম্মাতান মুসলিমাতান) কর। আমাদেরকে ‘ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬৩৯]

৬.২.১.৩. মুসলিম উম্মাহ তো এক উম্মাহ

৫. এই যে তোমাদের জাতি (উম্মাহ্)-এটা তো একই জাতি (উম্মাহ্) এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার ‘ইবাদত কর।[৬৪০]

৬. ‘এবং তোমাদের এই যে জাতি এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর।’[৬৪১]

৭. তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোকযারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে আর সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।[৬৪২]

৮. তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর আরআল্লাহর ওপরবিশ্বাস কর। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত তবে তাদেরজন্যে ভাল হত। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মু’মিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।[৬৪৩]

৬.২.১.৪. প্রত্যেক উম্মাহর জন্য রাসূল ছিলেন

৯. প্রত্যেক জাতির জন্যে আছে একজন রাসূল আর যখন এদের রাসূল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সঙ্গে এদের মীমাংসা হয়েছেআরএদের প্রতি জুলুম করা হয় নাই।[৬৪৪]

---

৬৩৬. আল-কুরআন, ০২ : ২১৩
৬৩৭. আল-কুরআন, ১৬ : ৩৬
৬৩৮. আল-কুরআন, ০২ : ১৪১
৬৩৯. আল-কুরআন, ০২ : ১২৮
৬৪০. আল-কুরআন, ২১ : ৯২
৬৪১. আল-কুরআন, ২৩ : ৫২
৬৪২. আল-কুরআন, ০৩ : ১০৪
৬৪৩. আল-কুরআন, ০৩ : ১১০
৬৪৪. আল-কুরআন, ১০ : ৪৭

৬.২.১.৫. উম্মাহ্‌র দায়িত্ব

১০. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে।[৬৪৫]

১১. আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এটার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রত্যায়নকারী ও সংরক্ষক রূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর আর যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে শরী'আত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। **ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন**, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। এরপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।[৬৪৬]

উম্মাহ্ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' এর 'উম্মাত' শিরোনামে ভুক্তিটি লক্ষ্য করতে পারি। যেমন-

> উম্মাত (امة : উম্মাঃ) কুরআনের বহুল ব্যবহৃত বিভিন্ন অর্থজ্ঞাপক শব্দ। ইহার অর্থ : কালের কিছু অংশ কিছুকাল (১৯ : ৮; ১২ : ৪৫)। ধর্ম, মতবাদ, পথ (৪৩ : ২২)। দল, উপদল, জাতি (৭ : ১৬৪) এবং ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাতাত্ত্বিক প্রভৃতি যে কোনো ভিত্তিতে একত্র ব্যক্তি-সমষ্টি। এমন কি, ৭ : ১৪৬ ও ২৮ : ২১ আয়াতে যেখানে শব্দুটি মামুলিভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে, সেখানেও এইরূপ অর্থের ইঙ্গিত আছে। বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা জিন্ন সম্পর্কে (৭ : ৩৮; ৪১ : ২৫; ৪৬ : ১৮)ও, এমন কি যাবতীয় প্রাণী সম্বন্ধেও (৬ : ৩৮) ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে ইহা দ্বারা এমন একটি দল বুঝায় যাহারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়, পরকালে যাহাদের বিচার হইবে। ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কেও, যথা : ইব্রাহীম (আ.) (১৬ : ১২০) সম্পর্কেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে এই শব্দুটি হয় 'ইমাম' অর্থে অথবা তৎকর্তৃক স্থাপিত 'সম্প্রদায়ের নেতা' অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্যথায় উম্মাঃ বলিতে দল অন্তত বৃহৎ সমাজ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দল বুঝায়।
>
> আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক উম্মাতের (জাতির) সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য একজন নবী (৬ : ৪২; ১০ : ৪৭, ১৩ : ৩০, ১৬ : ৩৪, ৬৩; ২৩ : ৪৪; ২৯ : ১৮; ৪০ : ৯৫) অথবা, সতর্ককারী (৩৫ : ২৪, ৪২) প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর ন্যায় এই সমস্ত নবীও লাঞ্ছিত ও মিথ্যাবাদী অভিহিত হইয়াছেন। এজন্য তাঁহারা কিয়ামত দিবসে তাঁহাদের উম্মতের সাক্ষীস্বরূপ উত্থিত হইবেন (৪ : ৪১; ১৫ : ৫; ২৩ : ৪৩; ২৭ : ৮৫; ৪৫ : ২৮)। যাহারা ঈমান আনে নাই তাহাদিগকে বাদ দিলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক অবশ্য আল্লাহ্‌র রাসূলের আবেদন অনুসারণ করিয়অছিল এবং এইভাবে সঠিক পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল (১৬ : ৩৬)। ইহা বিশেষভাবে 'আলল কিতাাব' সম্বন্ধে সত্য। আহ্‌ল কিতাাবদের মধ্যে সৎলোকের দলগুলিকেও উম্মাঃ বলা হইয়াছে (৩ : ১১৫ ও ; ৫ : ৬৬; ৭ : ১৫৯; ২ : ১৩৪, ১৪১; ৭ : ১৬৮, ১৮১; ১১ : ৪৮)। ইহারা বৃহত্তর দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দল।
>
> কুরআনের প্রায়ই মানুষের মধ্যে বহু উম্মাত কেন এবং তাহারা কেন একটি একক জাতি হইল না– এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার প্রধান প্রধান কারণগুলি কুরআানেই দেওয়া হইয়াছে। "মানুষ একটি মাত্র উম্মাঃ (জাতি) ছিল, অতঃপর তাহারা মতভেদ করিল। তোমার প্রভুর নিকট হইতে যদি একটি সিদ্ধান্ত ইতঃপূর্বে দেওয়া না হইত তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে (মতভেদের) ব্যাপারগুলির নিশ্চয়ই মীমাংসা হইয়া যাইত" (১০ : ১৯)। সেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও ৫ : ৪৮-এ বলা

---

৬৪৫. আল-কুরআন, ১২ : ১১৮

৬৪৬. আল-কুরআন, ০৫ : ৪৮

হইয়াছে : "বরং তোমাদের নিকট যে বিধি-নিষেধ আসিয়াছে তাদ্বারা তিনি যেন তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারেন।"[৬৪৭]

৬.২.২. মুসলিম উম্মাহ

উম্মাহ (أمة) একটি আরবি শব্দ ও ইসলামি পরিভাষা যা দ্বারা মুসলিম জাতি বা সম্প্রদায় বোঝানো হয়। তবে এর সাথে নৃতাত্ত্বিক বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ণীত জাতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ দ্বারা অনুরূপ বহুসংখ্যক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সামগ্রিক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। ইসলাম অনুযায়ী যেকোনো নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক বা ভাষাভাষীর মুসলিম ব্যক্তি উম্মাহর সদস্য হিসেবে গণ্য হয়। উম্মাহ সম্পৃক্ত উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা বুঝতে পারি যে, উম্মাহ বলতে 'সমস্ত মানবজাতি'-কেও বোঝানো হতো। কিন্তু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতকে বর্তমানে কুরআনের ভাষায় উম্মাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) পবিত্র কাবাঘর পুনর্নির্মাণের পর মহান আল্লাহর কাছে যে দু'আ করেছিলেন, সেখানে 'উম্মাতে মুসলিমাহ' কথাটি এসেছে। আমার মুসলিম হিসেবে আমাদের নামকরণও তিনিই করেছেন।[৬৪৮] মহান আল্লাহ বলেন-

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا **أُمَّةً مُّسْلِمَةً** لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার **এক অনুগত উম্মত** (উম্মাতান মুসলিমাতান) কর। আমাদেরকে 'ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬৪৯]

এ ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে 'ইসলামী বিশ্বকোষ"-এ। বিবরণটি নিম্নরূপ :

বিশেষভাবে, মহানবী (স.)-এর উম্মাতের বেলায় এই শব্দটির অর্থে কতিপয় পার্থক্য ও পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়টি বহুলাংশে ঐতিহাসিক বিধায় তাহার আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁহার নুবূওয়াতের প্রথম দিকে তিনি সাধারণভাবে সকল আরব অথবা তাঁহার (মক্কায়) দেশবাসীকে একটি উম্মাতরূপে মনে করিতেন। হযরত (স.) প্রাথমিক পর্যায়ে অবহেলিত আরব উম্মাতকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় তিনিও তাঁহার বংশ কর্তৃক ভীষণভাবে আক্রান্ত ও মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। অবশেষে তিনি মক্কার পৌত্তলিকদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া তাঁহার অনুসারিগণসহ মদীনায় হিজ্‌রাত করেন এবং সেখানে একটি নতুন সমাজ গঠণ করেন। এখানে তিনি অমুসলিমগণসহ একটি সাময়িক রাজনৈতিক সমাজ গঠন করেন। কিন্তু যখন য়াহুদীগণ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই চুক্তি ভঙ্গ করিল ও মুসলিমগণের সহিত ভিত হইতে শত্রুতা ও বাহিরে তাঁহাদের শত্রু কুরায়শগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মদীনা আক্রমণের উস্‌কানী দিতে লাগিল তখন বাধ্য হইয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন ও তাহাদিগকে নির্বাসিত করেন। ফলে এই সাময়িক ভিত্তির উপর স্থাপিত রাজনৈতিন মিশ্র-সমাজ ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ও দৃঢ় ঈমানের ভিত্তির উপর স্থাপিত যে উম্মাঃ মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিজ্‌রাতের পর মুহাজির ও মদীনায় আনসারগণের ভিত্তিতে যাহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছিল–তাহা পূর্ববৎ অপরিবর্তনীয়ই ছিল। পরবর্তীকালে মু'মিনের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইল ততই ইহার প্রবল স্রোতে

[৬৪৭]. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ [প্রথম খণ্ড]*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ২১৯

[৬৪৮]. আল-কুরআন, ২ : ১২৮

[৬৪৯]. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

> বংশ, দেশ, বর্ণ প্রভৃতি ভাসিয়া গিয়া জগৎব্যাপী এই উম্মাঃ গঠিত হইল (৩ : ১০৩), ১১০)। ইহার মূলনীতি ছিল, "নিশ্চয়ই মু'মিনগণ ভাই ভাই" (৪৯ : ১০)।[৬৫০]

উপযুক্ত বর্ণনায় জগৎব্যাপী এই উম্মাহ-ই হলো 'মুসলিম উম্মাহ'। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

> তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর : তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু আর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা হতে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।[৬৫১]

> তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর আর আল্লাহর ওপর বিশ্বাস কর। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্যে ভাল হত। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মু'মিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।[৬৫২]

বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, যেদিন থেকে মুহাম্মদ (স.) বিশ্বমানবকে এক আল্লাহকে নিজদের প্রভু এবং অন্যান্য প্রচলিত মানুষ আবিষ্কৃত সব প্রভুত্বকে বাতিল বলে মেনে নেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের মুসলিমরা নিজদের যেমন একজাতি, বিশ্বাসী জাতি বলে মনে করে যাচ্ছেন তেমনি অমুসলিমরাও মুসলিমদেরকে একজাতি বলে জ্ঞান করে আসছে। অমুসলিম পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তাদের লেখনিতে এটা সুস্পষ্ট যে, যেখানেই আরব, তুর্কি, তাতার, মোগল, আফগান জাতীর কেউ ইসলাম প্রচার করতে এসেছেন বা রাজ্য জয় করতে এসেছিল কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসেছিল সেখানেই তাদেরকে স্থানীয়রা তাদের আঞ্চলিক পরিচয়ে কেউ পরিচিত করে নাই। উক্ত ইসলাম প্রচারকারী, রাজ্য জয়কারী কিংবা ব্যবসায়ীকে তাঁর মাতৃভাষা দিয়েও পরিচয় করে নাই। ভাষা এবং অঞ্চল যা হোকনা কেন তাকে কেবল মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত করে ইতিহাস রচিত হয়েছে।

ইসলাম যে উম্মাহ বা জাতির কথা উল্লেখ করেছে, তা নির্দিষ্ট কোন ভাষা, বর্ণ, গোত্র, এমনকি কোন সীমানার বন্ধনে আবদ্ধ নয়। বরং সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো স্থানে বসবাসকারী তাওহীদে বিশ্বাসী পবিত্র কুরআনের অনুসারী, ইসলামের পতাকা তলে সমবেত জাতিই – মুসলিম জাতি বা মুসলিম উম্মাহ। পবিত্র কুরআনে 'উম্মাতে ওয়াহিদাহ' বলতে আল্লাহ পাক এই মুসলিম উম্মাহকেই বুঝিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন, "তোমাদের এ উম্মত আসলে একই উম্মত৷ আর আমি তোমাদের রব। কাজেই তোমরা আমার ইবাদত করো।"[৬৫৩]

কুরআনে মুসলিম উম্মাহর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক আরও বলেন, "আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'মধ্যপন্থী' উম্মাতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী।"[৬৫৪]

বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের মাঝে ২০০ কোটি মুসলিম। বর্তমানে তারা বিভিন্ন দেশ-জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তাদের জীবনাচরণও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু আমরা জানি ইসলামের বিধান অনুযায়ী দুনিয়ার সব মুসলিম এক জাতি বা উম্মাতুন ওয়াহিদাহ। বিশ্বব্যাপী আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার বৃহত্তর

---

৬৫০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ [প্রথম খণ্ড]*, প্রাগুক্ত।

৬৫১. আল-কুরআন, ৩ : ১০৩

৬৫২. আল-কুরআন, ৩ : ১১০

৬৫৩. আল-কুরআন, ২১ : ৯২

৬৫৪. আল-কুরআন, ০২ : ১৪৩

কল্যাণের জন্যেই মুসলিম উম্মাহর উদ্ভব। এই মুসলিম উম্মাহ বিশ্বের যে অঞ্চলে বাস করুক না কেন, তাদের জন্ম থেকে মৃত্যুর পরবর্তী সব কার্যক্রম আল-কুরআন এবং রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ্ অনুসারে প্রতিপালন করা হয়। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যেকোনো শ্রেণী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিয়ে-সাদির বন্ধনে আবদ্ধ হতেও কোনো মানা নেই। অথচ এক ভাষাভাষী এক রাষ্ট্রে বসবাস করলেও মুসলিম উম্মাহ অন্য ধর্মাবলম্বনকারীদের বিয়ে করতে পারেনা। এ উম্মাহর লক্ষ্য যেমন বড়, তেমনি এর আদর্শ, অবস্থান ও কর্মনীতিও সকল দূর্বলতা, নেতিবাচকতা, সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। ভাষার পার্থক্য তাদেরকে বিভক্ত করে না। অবস্থানের দূরত্ব তাদের ভালোবাসার কাছে পরাস্ত হয়। বর্ণের বৈচিত্র্যে বা গঠনের তারতম্য তাদের ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বে কোনও খাদ তৈরি করতে পারে না। আমরা হাদীস থেকে আরও জানতে পারি যে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য এক শরীর সদৃশ। যদি এর একটি অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তবে এর প্রভাবে সারা শরীর ব্যথিত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। হাদীসে এসেছে, আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.) ... নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন সম্প্রদায় এক ব্যক্তির ন্যায়। যখন তার মাথায় অসুস্থতা দেখা দেয় তখন সমগ্র দেহই তাপ ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।[৬৫৫]

উপর্যুক্ত আলোচনার পর আমরা বলতে পারি, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মাতগণই 'মুসলিম উম্মাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ উম্মাহ্র রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। তার মধ্যে অন্যতম হলো ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাওয়া। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

৬.৩. মুসলিম উম্মাহ্-র ঐক্যের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের বাণী ও রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বহু হাদীসে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যেসকল বিবরণ রয়েছে তা মুসলিম উম্মাহকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং নিজেদের একতা ও সংহতি রক্ষা করা যে ইসলামের একটি মৌলিক ফরয তারই প্রমাণ বহন করে। এটি আল্লাহর প্রতি ঈমানের পরপরই ইসলামের বড় একটি ফরয কাজ। এ অনুচ্ছেদে 'মুসলিম উম্মাহ্-র ঐক্যের গুরুত্ব' সম্পর্কিত আলোচনা করা হবে। শুরুতেই পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কিত যে বর্ণনা রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো।

৬.৩.১. আল-কুরআনের বাণী

৬.৩.১.১. উম্মাহর কেন্দ্রবিন্দু হলো তাওহীদ

যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। আর তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল সমস্ত মানবজাতির সামনে। আল্লাহর কাছে উম্মত ছিল একটিই। আর তা হচ্ছে তাওহীদের উম্মত। পরে লোকেরা কুফর ওশিরক অবলম্বন করে আলাদা উম্মত, আলাদা সমাজ বানিয়ে নিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

১. এই যে তোমাদের জাতি-এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার 'ইবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই প্রত্যানীত হবে আমার নিকট।[৬৫৬]

---

৬৫৫. মুসলিম শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অধ্যায় : ৪৭, অনুচ্ছেদ : ১৭, হাদীস নং- ৩৬৫২

৬৫৬. আল-কুরআন, ২১ : ৯২-৯৩

২. 'এবং তোমাদের এই যে জাতি এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর।' কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তানিয়ে আনন্দিত।[৬৫৭]

সূরা ইউনুস[৬৫৮] ও সূরা বাকারায়[৬৫৯] বলা হয়েছে যে, আদিতে সকল মানুষ এ সমাজেই ছিল। তাই উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তাওহীদ। " কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে" – বাক্যে আকীদায়ে তাওহীদ এবং দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক ও অকাট্য আকীদা ও বিধানসমূহ (জরুরিয়াতে দ্বীনের) অস্বীকার বা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আলাদা মিল্লাত ও আলাদা উম্মত সৃষ্টির নিন্দা করা হয়েছে।[৬৬০]

৬.৩.১.২. পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণে মতভেদ ঘটানো যাবে না

৩. তিনি তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্‌কে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এতে মতভেদ কর না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছো তা এদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী, তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন। এদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত এরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে এদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। এদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা তো সেই সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। সুতরাং তুমি এর দিকে আহ্বান কর ও এতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং এদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না। বল, 'আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ই আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।'[৬৬১]

৪. আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং এদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের ওপর। আমি এদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দীন সম্পর্কে। এদের নিকট জ্ঞান আসার পর এরা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করেছিল। এরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন এদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। এটার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের ওপর; সুতরাং তুমি এর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না। আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় এরা তোমার কোনই উপকার করতেপারবে না; জালিমরা তো একে অপরের বন্ধু ; আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের বন্ধু। এই কুরআন মানবজাতির জন্যে সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে পথনির্দেশ ও রহমত।[৬৬২]

---

৬৫৭. আল-কুরআন, ২৩ : ৫২-৫৩

৬৫৮. আল-কুরআন, ১০ : ১৯

৬৫৯. আল-কুরআন, ০২ : ২১৩

৬৬০. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, *উম্মাহ্‌র ঐক্য : পথ ও পন্থা*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১২, পৃ. ১১

৬৬১. আল-কুরআন, ৪২ : ১৩-১৫

৬৬২. আল-কুরআন, ৪৫ : ১৬-২০

৬.৩.১.৩. উম্মাহর পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত

৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর না। তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর : তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু আর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা হতে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যেতাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোকযারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে আর সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারাতাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদেরজন্যে মহাশাস্তিআছে। সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে আর কতক মুখ কাল হবে; যাদের মুখ কাল হবেতাদেরকে বলা হবে, 'ঈমান আনয়নের পর কি তোমরা কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে।' আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবেতারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।[৬৬৩]

৬.৩.১.৪. বিবাদে লিপ্ত হওয়া নয় বরং মীমাংসা করতে হবে

৬. তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না; করলে তোমরা সাহস হারাবে আর তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।[৬৬৪]

৭. মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই ; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তিস্থাপন কর আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। হে মু'মিনগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে ; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না ; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তওবা না করে তারাই জালিম। হে মু'মিনগণ ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক ; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইর গোশ্‌ত খেতে চাইবে ? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। হে মানুষ ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।[৬৬৫]

এই আয়াতগুলোতে মুমিনদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগ্রত করা হয়েছে এবং মুমিনের কাছে মুমিনের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ হয়, ভ্রাতৃত্বের মানদন্ড শুধু ঈমান। সুতরাং উল্লেখিত অধিকারগুলো মুমিনমাত্রেরই প্রাপ্য তার মুমিন ভাইয়ের কাছে।

---

৬৬৩. আল-কুরআন, ০৩ : ১০২-১০৭

৬৬৪. আল-কুরআন, ০৮ : ৪৬

৬৬৫. আল-কুরআন, ৪৯ : ১০-১৩

"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই" এ বিবৃতির মাধ্যমে মহান আল্লাহ সকল মুমিনকে এই অঙ্গিকারে আবদ্ধ করেছেন যে, দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম যেখঅনেই এমন কোনো ব্যক্তি আছে, যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রয়েছে, তারা সকলেই মুমিনের ভাই। আর এই ভ্রাতৃত্বের দাবি এই যে, মুমিনরা তার জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজেদের জন্য পছন্দ করে। এবং তার জন্য তা-ই অপছন্দ করবে, যা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) আদেশ করেছেন, মুমিনরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে এবং আপসের মিল-মহব্বত এবং ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখবে। এ সব কিছু প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের যে অধিকার রয়েছে তাকে আরো তাকীদ করে। ... সাধারণভাবে তাকওয়া ও খোদাভীতির আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর ভয় করা ও মুমিনের অধিকার রক্ষার বিনিময়ে রহমতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- "লাআল্লাকুম তুরহামুন – যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও"। আর রহমত লাভের অর্থ দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভ। এ থেকে এটাও বোঝা যায় যে, মুমিনের হক্ব নষ্ট করা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার এক প্রধান কারণ।[৬৬৬]

ঈমানী ভ্রাতৃত্বের রয়েছে অনেক দাবি। এ আয়াতে বিশেষভাবে এমন কিছু দাবি উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পূরণ না করার কারণে সমাজে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়। তেমনি কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হলে এ বিষয়গুলো আরো বেশি লঙ্ঘিত হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, দ্বীনী-দুনিয়াবী মতভেদের ক্ষেত্রে একে অপরকে উপহাস ও তাচ্ছিল্য করা, গীবত করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, কুধারণা পোষণ করা, কটুক্তি করা, খারাপ নামে বা মন্দ উপাধিতে ডাকা – এই সব বিষয়ের চর্চা হতে থাকে। লোকেরা যেন ভুলেই যায় যে, কুরআন মজীদে এ বিষয়গুলোকে হারাম করা হয়েছে। প্রত্যেকের আচরণ থেকে মনে হয়, প্রতিপক্ষের ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করা হালাল! মতভেদের কারণে তার কোনো ঈমানী অধিকার অবশিষ্ট নেই। অথচ এ তো শুধু মুমিনের হক নয়, সাধারণ অবস্থায় মানুষমাত্রেরই হক। একজন মানুষ অপর একজন মানুষের কাছে এ নিরাপত্তাটুকু পাওয়ার অধিকার রাখে। এমনকি যদি সে মুসলিমও না হয়।

হায়! বিরোধ ও মতভেদের ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রতিপক্ষকে অন্তত একজন মানুষ মনে করে তার গীবত-শেকায়েত থেকে, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া থেকে, উপহাস-বিদ্রূপ করা থেকে ও মন্দ নামে ডাকা থেকে বিরত থাকতাম! আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ্য় তো জীবজন্তু, এমনকি জড় বস্তুরও হক ও অধিকার বর্ণিত হয়েছে। তো মতভেদকারী আর কিছু না হোক একজন প্রাণী তো বটে!!

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন- " ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ (ফুসুক–ফাসিক)"। অর্থাৎ এই সকল হক যে ব্যক্তি রক্ষা করে না সে সমাজ ও শরীয়ত উভয়ের দৃষ্টিতে ফাসিক উপাধির উপযুক্ত হয়ে যায়। একজন মুমিনের জন্য তা কত বড় লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের বিষয়?

তো দ্বীনী মতভেদের ক্ষেত্রে যদি এইসব আচরণ করা হয় এবং এ কারণে দ্বীনের পক্ষ হতেই ঐ 'খাদিমে দ্বীনে'র নামের সাথে ফাসিক উপাধি যুক্ত হয় তাহলে তা দ্বীন ও শরীয়তের কেমন খেদমত তা খুব সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন।

শেষ আয়াতে সমগ্র মানবজাতির জন্য ন্যায় ও সাম্যের এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি ঘোষণা করা হয়েছে যে- বংশীয়, গোত্রীয় বা আঞ্চলিক পরিচিতি মর্যাদা ও শরাফতের মাপকাঠি নয়। মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া ও খোদাভীরুতা। সকল মানুষ এক পুরুষ ও এক নারীর সন্তান। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আলাদা আলাদা কওম, গোত্র বা খান্দানের পরিচয় এজন্য দান করেননি যে, এরই ভিত্তিতে তারা একে অন্যের উপর

---

৬৬৬. শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির আসসাদী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, পৃ. ৮০০-৮০১; উদ্ধৃত- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, *উম্মাহ্‌র ঐক্য : পথ ও পন্থা*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১২, পৃ. ২৩-২৪

শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করবে; বরং এই বৈচিত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাদেরকে ছোটছোট শ্রেণীতে ভাগ করা, যাতে অসংখ্য আদমসন্তানের মাঝে পারস্পরিক পরিচিতি সহজ হয়।

ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও অঞ্চল এসব ছিল আরব জাহিলিয়াতে একতা ও জাতীয়তার মানদণ্ড। আধুনিক জাহিলিয়াতে এসবের সাথে আরো যোগ হয়েছে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদকেন্দ্রিক একতা ও জাতীয়তা। এভাবে অসংখ্য বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে একতা শব্দটিএকটি অসার শব্দে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীন ও আধুনিক উভয় জাহিলিয়াতে মর্যাদা ও শরাফতের মাপকাঠি ধরা হয়েছে আপন আপন পসন্দের নিসবত ও সম্বন্ধকে। এর বিপরীতে ইসলামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা– ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু তাওহীদ, উম্মাহর জাতীয়তা ইসলাম, আর মর্যাদা ও শরাফতের মাপকাঠি তাকওয়া। এভাবে শ্রেষ্ঠত্বের সকল জাহেলী মাপকাঠিকে ইসলাম বাতিল সাব্যস্ত করেছে এবং সব ধরনের আসাবিয়ত, অহংকার ও সাম্প্রদায়িকতাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

আয়াতের উপরোক্ত শিক্ষা থেকে এ নীতিও প্রমাণিত হয় যে, পরিচিতির জন্য বংশীয় ও গোত্রীয় সম্বন্ধছাড়া আরো যে সকল জায়েয সম্বন্ধ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকেও মর্যাদার মাপকাঠি মনে করা কিংবা সেসবের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার আচরণ করা হারাম। মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া। মুয়ালাত ও বন্ধুত্বের মানদন্ড ঈমান আর কারো থেকে বারাআত ও সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীনতা ও দায়মুক্ততার কারণ শুধু শিরক ও কুফরই হতে পারে।

এ সকল জায়েয সম্বন্ধের মাঝে জন্মস্থান বা আবাসস্থলের সম্বন্ধ, ফিকহী মাযহাবের সম্বন্ধ, সুলুক ও ইহসানের তরীকাসমূহের সম্বন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ সবই অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি তার শিক্ষাকেন্দ্রের হিসাবে নামের সাথে মাদানী, আযহারী, নদভী বা দেওবন্দী/কাসেমী লেখে তাহলে তা নাজায়েয নয়। তেমনি ফিকহী মাযহাবের হিসাবে মালেকী, হাম্বলী, হানাফী বা শাফেয়ী লিখলে, কিংবা বিশেষ মাসলাক ও মাশরাব হিসাবে সালাফী বা আছারী লিখলে অথবা সুলূক ও ইহসানের তরীকা হিসাবে কাদেরী বা নকশবন্দী লিখলে তা নাজায়েয নয়। কিন্তু এই সম্বন্ধগুলোকেই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বেরমাপকাঠি মনে করা, এসবের ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়া, এসবের প্রতি আসাবিয়াত ও অন্যায় পক্ষপাত লালন করা, নিজের সম্বন্ধের, প্রতিষ্ঠানের, মাযহাব-মাশরাবের এবং তরীকার কোনো বিষয় সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা ভুল প্রমাণিত হলেও তার উপর জিদ করা এবং ঈমানী ভ্রাতৃত্বের দাবি পূরণের ক্ষেত্রেএসকল সম্বন্ধকে মাপকাঠি ও মানদন্ড মনে করা সম্পূর্ণ হারাম ও ফাসেকী।

হকের মানদন্ড হচ্ছে শরীয়তের দলিল, যাতে সীরাত ও আছারে সাহাবাও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কাছে মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া। ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও তার হকসমূহের মানদণ্ড ঈমান। ঈমানের অতিরিক্ত অন্য কোনো নিসবত বা সম্বন্ধের উপর এই সব হকের কোনোটিকে মওকুফ মনে করা কিংবা মওকুফ রাখা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।[৬৬৭]

৬৬৭. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, *উম্মাহ্র ঐক্য : পথ ও পন্থা*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১২, পৃ. ২৪-২৬

৬.৩.২. ঐক্য সম্পর্কীত হাদীসের বাণী

৬.৩.২.১. ভ্রাতৃত্ব হবে ঈমানভিত্তিক

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- "ঈমানদার মিত্রতাপ্রবণ (প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল)। আর ঐ ব্যক্তির মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, যে মিত্র হয় না এবং যাকে মিত্র বানানো যায় না।"[৬৬৮]

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স.) বলেছেন, "মুমিন মুমিনের জন্য আয়না। এক মুমিন অন্য মুমিনের ভাই। সে তার জমি সংরক্ষণ করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে হেফাযত করে।"[৬৬৯]

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থেকো। কারণ অনুমান বড় মিথ্যা ব্যাপার। আর কারো দোষ অনুসন্ধান করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, একে অন্যকে ধোঁকা দিও না, আর পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করো না। আর সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো।'[৬৭০]

৪. আবূ বারযা আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, হে জনগণ! তোমরা যারা মুখে মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের ইযযাতও নষ্ট করো না। কেননা, যারা মুসলিমদের ইযযাত নষ্ট করতে চায়, আল্লাহ্ তাদের ইযযাত নষ্ট করেন। আর আল্লাহ্ যাকে অসম্মানিত করতে চান, তাকে তিনি তার ঘরেই অপদস্থ করেন।[৬৭১]

এ সকল হাদীসের শিক্ষা রসূলুল্লাহ্ (স.) এক হাদীসে এক বাক্যে ইরশাদ করেছেন- " আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে।"[৬৭২]

ইমাম নববী (র.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- "এ হাদীসে রয়েছে অনেক ইলম : যেমন- নিজের কথা বা কাজের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো মুসলিমকে কষ্ট না দেওয়ার আদেশ, কোনো মুসলিমকে উপহাস ও তাচ্ছিল্য না করার আদেশ, মুসলমানদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এবং এর জন্য সহায়ক সকল পন্থা অবলম্বনের আদেশ ইত্যাদি।

এই সকল হাদীসে যে হকগুলো বর্ণিত হয়েছে তা মুসলমানের সাধারণ হক। তা পাওয়ার জন্য মুমিন ও মুসলিম হওয়া ছাড়া আর কোনো শর্ত নেই। সুতরাং দুজন মুসলিমের মাঝে বা দুই দল মুসলমানের মাঝে কোনো দ্বীনী বা দুনিয়াবী বিষয়ে মতভেদ হলে সেখানেও এ সকল হক রক্ষা করতে হবে এবং শরীয়তের এ সকল বিধান মেনে চলতে হবে। কোনো হাদীসে বলা হয়নি যে, দুই মুসলিমের মাঝে মতভেদ হলে তখন আর এ সকল হক রক্ষা করতে হবে না; বরং সেটিই তো আসল ক্ষেত্র এই হকগুলো রক্ষা করার। সাধারণত মতপার্থক্য দেখা দিলেই এই হকগুলো বিনষ্ট করা হয়। সুতরাং ঐ ক্ষেত্রেই যদি সকলে তা রক্ষায় সতর্ক না হয় তাহলে আর সুন্নাহর অনুসরণ এবং হাদীস মোতাবেক আমলের কী অর্থ থাকে?[৬৭৩]

---

৬৬৮. الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী আল-বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা...*, হায়দারাবাদ : মজলিস দায়েরাতুল মা'আরিফ, খ. ১০, অনুচ্ছেদ : ৭০, পৃ. ২৩৬, হাদীস নং- ২১৬২৭

৬৬৯. الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪৯১৮

৬৭০. বুখারী শরীফ, ইফাবা, হাদীস নং- ৫৬৪০ (আন্ত : ৬০৬৬)

৬৭১. আবু দাউদ শরীফ, ইফাবা, প্রাগুক্ত, খ. ৪,হাদীস নং- ৪৮০২, পৃ. ৪০০

৬৭২. বুখারী শরীফ, ইফাবা, হাদীস নং- ৯ (আন্ত : ১০)

৬৭৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, *উম্মাহ্র ঐক্য : পথ ও পন্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২

সুন্নাহ অনুস্মরণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচলিত হাদিসটির পূর্ণরূপ হলো :

> আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, **হে বৎস! যদি তুমি পার, সকালে ও বিকালে তোমার অন্তরে কারো প্রতি বিদ্বেষ থাকবে না তবে তাই কর।** তারপর তিনি বললেন, হে বৎস! এ হল আমার সুন্নাত–রীতি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ্‌কে যিন্দা করল, সে যেন আমাকে ভালোবাসলো। আর যে আমাকে ভালো বাসলো সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে।"[৬৭৪]

এই সুন্নতের সম্পর্ক যেহেতু অন্তর্জগতের সাথে, তাই এর আলোচনা কম হয়ে থাকে। আমাদের কর্তব্য হলো সুন্নাতের অনুস্মরণের ক্ষেত্রে এ সুন্নতটি যেন ভুলে না যাই এবং হাদীস অনুসরণের আহবানের সময় এ হাদীসটিযেন বিস্মৃত না হই।

৬.৩.২.২. ঐক্য ও সম্প্রীতির অপরিহার্যতা

রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "এক মু'মিন আরেক মু'মিনের জন্য ইমারত স্বরূপ, যার একাংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে।"[৬৭৫] মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝানোর জন্য দুনিয়ার সকল মুসলিমকে হয় একটি শরীর বা একটি ইমারতের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সকল মুসলিম এক ব্যক্তির ন্যায়। তার শরীরের কোন অংগে ব্যথা অনুভূত হলে পুরো শরীর তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।"[৬৭৬] আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "শরীরের কোন একটি অংশ পীড়িত হয়ে পড়লে পুরো শরীর ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।"[৬৭৭]

ইসলামে বিচ্ছিন্নতার কোনো সুযোগ নেই। কোন একটি অজুহাতে কোন ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে দলবদ্ধ না থাকা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করে সে আমাদের কেউ নয়।"[৬৭৮]

৬.৩.২.৩. মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতিটি সদস্য পরস্পরের ভাই

মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের জন্যই ইসলাম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে তাদেরকে বেঁধে দিয়েছে। যেটি অত্যন্ত মজবুত সম্পর্ক। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাকওয়ার ভিত্তি ব্যতীত একের ওপর অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"[৬৭৯] এক হৃদয়কে আরেক হৃদয়ের সাথে বেঁধে দেয়ার জন্য ইসলামের আগমন

---

৬৭৪. সুনান আত তিরমিজী, ইফাবা, হাদীস নং- ২৬৭৮

৬৭৫. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী : আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬হি./ ১৯৫৬খ্রি., কিতাবুল বির্‌র (البر), হাদীস নং- ৬৫]

৬৭৬. المسلمون كرجل واحد ان اشتكى...اذا اشتكى احد... [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ৬৭]

৬৭৭. اذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ৬৬]

৬৭৮. ليس منا من دعا الى عصبية [আহমদ আল-কুরদী, *তাফসীরুল কুর'আনিল কারীম*, আরবী বিভাগ, মদীনা : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৯ হিজরী, পৃ. ২৮]

৬৭৯. المسلمون اخوة ، لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى [প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮]

ঘটেছে। হাদীসে একে অন্যের কাছকাছি আসতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা নিষ্পত্তি করে দাও, পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হও এবং প্রফুল্ল থাক।"[৬৮০]

অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা, বিভক্তি, বিভেদ হতে রক্ষা করার জন্য ইসলামের আগমন। অনৈক্য হলো দুর্বলতা ও পরাজয়ের কারণ। মহান রিসালত এসেছে আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব, তাঁর বাণীকে সমুন্নত রাখা, হক ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, কল্যাণ করা এবং মানুষের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। আর এর প্রত্যেকটি ঐক্য ও সমঝোতার মাধ্যমে সফল হতে পারে। ওপরের কাজগুলো করতে গিয়ে যে ঐক্য হবে তা রক্তের ঐক্য, রঙের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, মাতৃভূমির ঐক্য হতে অনেক বেশি শক্তিশালী। সবচেয়ে শক্তিশালী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ঈমানের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"[৬৮১] অর্থাৎ কিসের ভিত্তিতে, কোন আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঐক্য হয়েছে, সেটিই বিবেচ্য বিষয়। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ্ কৃপা করবেন।"[৬৮২] ঈমানের স্বভাব ও প্রকৃতি হলো এই যে, তা ঐক্য, একতা সৃষ্টি করে। তা কখনো বিভেদ, বিচ্ছেদ, অনৈক্যসহ সকল ধরনের ঐক্যবিরোধী চেতনা ও কর্ম হতে বিরত রাখে। মু'মিন ব্যক্তি তার অন্য ভাইয়ের শক্তি ও বল। হাদীসে বলা হয়েছে, "মু'মিন মু'মিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়। যার একটি অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে।"[৬৮৩]

৬.৩.৩. ঐক্যবদ্ধ থাকা মুসলিম উম্মাহর জন্য ফরয

সংঘবদ্ধ থাকার জন্য মহান আল্লাহ্ উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[৬৮৪] আয়াতের ভাষ্যানুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ থাকা ফরয। মহান আল্লাহর পছন্দের তালিকায় জামা'আতবদ্ধ লোকদের ভাল অবস্থান রয়েছে। কুর'আন হাকীমে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।"[৬৮৫] মহানবী (স.) সারা জীবন তাঁর কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন যে, যে কোন মূল্যে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কারণ ঐক্য মুসলিম জাতির শক্তির উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেছেন, "বহুদলে বিভক্ত হওয়া থেকে বিরত থাক। ঐক্যবদ্ধ থাকা তোমাদের জন্য কর্তব্য।"[৬৮৬] আরেক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "এ পথই আমার পথ সরল পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর। বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ

---

৬৮০. فسدِّدوا وقاربوا وابشروا [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুনাফিকীন, হাদীস নং- ৭৭]

৬৮১. انما المؤمنون اخوَةٌ (আল-কুর'আন, ৪৯ : ১০)

৬৮২. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله (আল-কুর'আন, ৯ : ৭১)

৬৮৩. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. [আস্ সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস্ সুন্নাহ্*, খন্ড-৩, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৩, পৃ. ৮]

৬৮৪. واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا (আল-কুর'আন, ৩ : ১০৩)

৬৮৫. ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص (আল-কুর'আন, ৬১ : ৪)

৬৮৬. فاياكم والشعاب وعليكم بالجماعة [ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রো : মাতবা'আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, তা. বি./ কায়রো, ১৮৯৫ খ্রি., খ. ৫, পৃ. ২৩৩, ২৪৩]

দেন যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"[৬৮৭] এ আয়াতের শেষাংশ প্রমাণ করে যে, ঐক্যবদ্ধ থাকা তাকওয়ার দাবী। অনৈক্যের মাধ্যম খাঁটি মুত্তাকী হওয়া সম্ভব নয়।

৬.৩.৩.১. ঐক্যবদ্ধতা হলো রহমত

ইসলাম ঐক্য ও সংঘবদ্ধতাকে খুব গুরুত্ব প্রদান করেছে। ঐক্যের ব্যাপারে কুর'আন ও হাদীসে প্রচুর কথা বলা হয়েছে। ঐক্য মানুষের সহজাত একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য। জন্তু-জানোয়ার বিচ্ছন্ন থাকে বলেই অন্যান্য বড় পশুরা তাদেরকে শিকার করে জীবন বিপন্ন করে তোলে। ঐক্যের গুরুত্ব প্রদান করে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ঐক্য রহমত আর বিচ্ছিন্নতা শাস্তি।"[৬৮৮] ঐক্যের মধ্যে অন্য রকম ইতিবাচক দিক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "জামা'আতের সাথে আল্লাহর রহমত রয়েছে।"[৬৮৯] মহানবী (স.) বলেছেন, "জামা'আতে বরকত (প্রাচুর্য) রয়েছে।"[৬৯০] ইসলামের যুদ্ধগুলোতে যে সব কারণে মুসলমানগণ অল্প সংখ্যক যোদ্ধা নিয়ে বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিল তার মধ্যে একটি হলো এই যে, তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল। একটি যুদ্ধেও মুসলমানদের সংখ্যা শত্রুদের চেয়ে বেশি ছিল না। কিন্তু ২/১টি যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করেছিল। আর বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানরা তাদের অনৈক্যের কারণে সর্বত্র পরাজিত হচ্ছে ও মার খাচ্ছে। চোখের পানি ফেলা ছাড়া মুসলমানদের এখন আর যেন করার কিছু নেই।

মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) অনেক পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। একস্থানে একত্রিত হওয়াকে সাদাকা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আদম সন্তানের (শুভ উদ্দেশ্যে) দলবদ্ধ হওয়া সাদাকা স্বরূপ।"[৬৯১] ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ থাকা বিশ্বনবী (স.)-এর সুন্নাত। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে এ সত্য প্রমাণ করে গেছেন। তিনি তাঁর উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তোমরা সুন্নাত ও জামা'আতকে আকড়ে ধর।"[৬৯২] রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি চায় যে সে জান্নাতের উঁচু স্থানে বসবাস করবে; সে যেন জামা'আতকে আকড়ে ধরে।"[৬৯৩] ইসলামে কোন অবস্থায় জামা'আত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। মহানবী (স.) আরেক বার বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি ব্যাপার পছন্দ করেন আর তিনটি ব্যাপার অপছন্দ করেন। তোমাদের যে তিনটি ব্যাপার পছন্দ করেন তাহলো; তোমরা তারই 'ইবাদত করবে, তার সাথে কোন কিছুর শরীক করবেনা, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। তোমাদের জন্য যে তিনটি ব্যাপার অপছন্দ করেন তাহলো; অতিকথন, বেশী প্রশ্ন করা এবং

---

[৬৮৭]. وان هذا صراطى مستقيما فاتّبعوه ، ولا تتّبعوا السُّبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصَّاكم به لعلكم تتقون আল-কুর'আন, ৬ : ১৫৩

[৬৮৮]. والجماعة رحمة والفرقة عذاب [ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ, ২৭৮, ৩৭৫]

[৬৮৯]. يد الله مع الجماعة [ইমাম আবূ 'আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন্-নাসায়ী, *সুনানুন্নাসায়ী*, লাহোর : মাকতাবা সালফিয়া, ১৯৮২, কিতাবুত্ তাহরীম (التحريم), বাব নং- ৬]

[৬৯০]. فان البركة مع الجماعة [ইমাম আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, *আস্‌সুনান লি-ইবনে মাজা*, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুল আত'য়িমাহ্ (الاطعمة), বাব নং- ১৭]

[৬৯১]. كل سُلامى من ابن ادم صدقة [*সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তাত্বায়্যু (التطوّع), বাব নং- ১২]

[৬৯২]. فالزموا السنة والجماعة [আবূল লাইস সমরকন্দী, *তানবীহুল গাফিলীন*, পৃ. ২৮৮/*Islamic Research Magazine,* KSA, Sep-Dec' 2002, p. 217]

[৬৯৩]. من سره ان يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة *কানযুল 'উম্মাল*, হাদীস নং- ১০৩৩/*Islamic Research Magazine,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

এবং সম্পদ নষ্ট করা।"[৬৯৪] দু' বা দুয়ের অধিক ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ছাড়া বিরোধ সৃষ্টি করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "দু'ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ছাড়া বিচ্ছেদের সৃষ্টি করা কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়।"[৬৯৫]

ইসলামের প্রতিটি বিশ্বাস ও কর্ম মানুষকে ঐক্যের দিকে আহবান জানায়। ইসলামের গোপন 'ইবাদত ছাড়া অধিকাংশ 'ইবাদত ঐক্যবদ্ধভাবেই করতে হয়। যেমন- সালাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদি। কিছু 'ইবাদত এমন আছে যা জামা'আতে পালন না করলে শুদ্ধই হবে না। ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতি ঘটায় এমন সব কর্মকান্ড ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- লোভ-লালসা, পিছনে কথা বলা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, ক্ষমতার লোভ, কৌলিন্য প্রথা ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটি ইসলামে মারাত্মক ঘৃণিত কাজ। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "হে মানব জাতি! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের গর্ব-অহংকার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে ভাব নেয়ার চেতনা দূরীভূত করেছেন।"[৬৯৬] কৌলিন্য প্রথা তথা পূর্বপুরুষের নামে অহমিকা প্রদর্শনের ফলে মানুষের মধ্যে আরো বেশি বিভক্তির সৃষ্টি হয়।

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই ইসলামের আর্বিভাব ঘটেছে। কারণ জাহিলী যুগের বড় একটি সমস্যা ছিল এই যে, তারা শতধা ও বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইসলাম চায় মানুষ একাকার হয়ে বসবাস করুক। ঐক্য বিমুখতা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী কাজ। দলছুট ব্যক্তিদের মুসলিম থাকার ব্যাপারটিই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; সে মূলত তার গলা থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলল।"[৬৯৭] মহান আল্লাহ্ সাবধান করে বলেন, "তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[৬৯৮] ছোট্ট বাক্যে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হলো, তাকে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৬৯৯]

মানবীয় প্রাণী হিসেবে, মুসলিম হিসেবে, নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। নচেৎ পৃথিবীতেও পরাজিত হতে হবে। লাঞ্চনা, অপমান ও বিপর্যয় মানুষের পিছু ছাড়বে না। পরকালেও কুল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐক্যে মানসিক শান্তি রয়েছে। অনৈক্যে কোন ধরনের শান্তি নেই।

৬.৩.৪. ইসলাম বিভেদ সৃষ্টি করাকে নিষিদ্ধ করেছে

ইসলামে যেমনিভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ থাকতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে; তেমনিভাবে বিবাদ, বিভেদ, অনৈক্য, মতবিরোধ, ঝগড়া, বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কারণ অনৈক্য হলো বিনাশী একটি রোগ বা অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতঃপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এ-দিক ও-দিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে সেটির

---

৬৯৪. ان الله تعالى يرضى لكم ثلاثا و يكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم ان تعبدوه ، ولا تشركوا به شيئا ، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، ويكره لكم: قيل وقال ، وكثرة السؤال ، واضاعة المال [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭১৫]

৬৯৫. لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما [*জামি'উত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব (الادب), বাব নং-১১]

৬৯৬. يا ايها الناس ان الله اذهب عنكم عُبَيَّة (الفخر الكبر) الجاهلية ، وتَعظُّمَها بابائها [আহমদ আল-কুরদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮]

৬৯৭ من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه [আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস্-সাজিসতানী, *সুনান আবূ দাউদ*, কানপুর : আল্-মাত্বা আল্- মজীদী, ১৩৭৫ হি./ ১৯৩৫ খ্রি., কিতাবুস্ সুন্নাত, বাব নং- ২৭]

৬৯৮. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم আল-কুর'আন, ৩ : ১০৫

৬৯৯. ومن شذ شذ فى النار [আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, *জামি'উত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফিতান (الفتن), বাব নং- ৭

উপরই ব্যাঘ্র পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সংগে থাকা-পৃথক না থাকা।"[৭০০] বিচ্ছিন্নতার পরিণাম জানার জন্য বিচ্ছিন্ন পশু-পাখিদের দিকে তাকালেই উপলব্ধি করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "ঐক্যবদ্ধ থাকা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা বিচ্ছিন্নটিকে নেকড়ে গ্রাস করে ফেলে।"[৭০১] বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দিকে তাকালে বুঝা যায় হাদীসটি কতটা বাস্তব। মুসলিম জাতির অনৈক্যের কারণে ইসলামবিরোধী শক্তি তাদেরকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদ একার্থে শয়তানের আনুগত্য ছাড়া আর কিছু নয়। আরেক হাদীসে বিশ্বনবী (স.) বলেছেন, "শয়তান তো সে ব্যক্তির সংগী হয় যে জামা'আত হতে পৃথক হয়ে (বিপরীত দিকে) ধাবিত হয়।"[৭০২] শয়তান মুসলিমদের পারস্পরিক বিভেদ দেখলে পুলক অনুভব করে। একটি জাতির মধ্যে অন্য যত ভাল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান থাকুক না কেন সেখানে পারস্পরিক বিরোধ থাকলে সে জাতিকে কেউ বাঁচাতে পারে না। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের মতানৈক্যের (কিতাব নিয়ে) কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের প্রশ্নের অনৈক্যের কারণেও এটা হয়েছে।"[৭০৩] তিনি আরো বলেন, "নিশ্চিতভাবেই তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অতিরঞ্জিত প্রশ্নের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের প্রশ্ন ও অনৈক্যের কারণে।"[৭০৪] এ প্রসঙ্গে নিম্নে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

- "কিতাব নিয়ে মতবিরোধের কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।"[৭০৫]
- "তোমাদের পূর্ববর্তীরা যাতেই বিভেদ করেছে; তাতেই ধ্বংস হয়ে গেছে।"[৭০৬]
- "নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে।"[৭০৭]
- "যখনই তোমাদের পূর্ববর্তীরা পারস্পরিক বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে; তখনই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।"[৭০৮]

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তাদের মধ্যকার অনৈক্য ও বিভেদ। এ বৈশিষ্ট্য কোন জাতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করলে তাদের আর উদ্ধার করা যায় না। মুসলিম বাহিনী তাদের জীবনে খুব কম যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। যে সামান্য কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে তার কারণ খোঁজ করলে দেখা যাবে যে, তাদের মতানৈক্য তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রসিদ্ধ লেখক আন্দুমুরু তাঁর *ফরাসীদের পতনের কারণ* নামক গ্রন্থে বলেছেন, "ফরাসী জাতির পতনের অন্যতম

---

৭০০. মুফতী মো : শফী, *তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন*, মদীনা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ পৃ. ১২১২

৭০১. فعليكم بالجماعة فانما ياكل الذئب القاصية [ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমামত, বাব নং- ৪৮]

৭০২. فان الشيطان مع من فارق الجماعة يركض [প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ তাহরীম (التحريم), বাব নং- ৬]

৭০৩. انما هلك من كان قبلكم باختلافهم (في الكتاب) الاختلاف بسؤالهم [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং- ২]

৭০৪. فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم بسؤالهم باختلافهم [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস নং- ৪১২]

৭০৫. انما هلكت الامم قبلكم باختلافهم فى الكتاب [ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড-২, পৃ. ১৯২]

৭০৬. فان من قبلكم اختلفوا فيه فهلكوا [মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, দেওবন্দ : আল মাকতাবা আররহীমিয়া, ১৩৪৫হি., কিতাবুল খুসূমাত (الخصومة), বাব নং- ১]

৭০৭. انما اهلك من كان قبلكم الفرقة ، الاختلاف [ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড-১, পৃ. ১৭৮]

৭০৮. انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا [*জামি'উত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কাদর (القدر), বাব নং- ১]

কারণ হচ্ছে ওদের অনৈক্য, বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা, এ ছিল ফরাসী জনগণের মধ্যে পাপের বিস্তার ও প্রসারের অনিবার্য পরিণতি।”[৭০৯]

বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য, বিরোধ ও বিভেদ মুসলিমদের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোকে দুর্বল করে দেয় এবং মনোবল ভেংগে যায়। পরিশেষে নেমে আসে বিপর্যয় আর হতাশা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, “তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।”[৭১০] মহানবী (স.) বলেছেন, “তোমরা বিভেদ করো না। তাহলে তোমাদের অন্তরে ফাটল ধরবে।”[৭১১]

ঐক্যের বাইরে যারা অবস্থান করে মহানবী (স.) তাদের জন্য দুঃসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “কোন মুসলিমের জীবন নেয়া যাবে না যতক্ষণ সে সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল।' তবে হাঁ তিন শ্রেণীর লোকের ব্যাপার ভিন্ন। তারা হলো- বিবাহিত ব্যভিচারী, কারো জীবন হরণকারী এবং দল থেকে আলাদা হয়ে যে দীন ত্যাগ করেছে।”[৭১২] রাসূলুল্লাহ্ (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণেও ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, “সাবধান! আমার পর তোমরা কুফরীতে ফিরে যেও না। তখন তোমাদের কেউ কেউ কারো কারো ঘাড় মটকাবে (পরস্পর হত্যায় লিপ্ত হবে)।”[৭১৩] জামা'আত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বড় ধরনের অপরাধ। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মৃত্যুকে ইসলামে জাহিলী মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমন কি ঐক্য হতে সামান্য পরিমাণ বিচ্যুতিও জঘন্য অপরাধ। মহানবী (স.) ঘোষণা করেছেন, “যে ব্যক্তি জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণও দূরে চলে যায়; তার পর মৃত্যু হলে তার মৃত্যু হবে জাহিলী মৃত্যু।”[৭১৪]

৬.৪. হজ্জের নিদর্শনসমূহ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক

হজ্জ পালনের প্রত্যেকটি কর্মের সাথে রয়েছে সংশ্লিষ্ট নিদর্শন। কোনো আমলের সাথে উক্ত আমলের উৎপত্তি ও সংশ্লিষ্ঠ ঘটনার জ্ঞানার্জনও গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে উক্ত আমলের হৃদয়স্পর্শী ভাবধারা তৈরি হয়। তাইতো মহান আল্লাহ বলেছেন- “যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে”।[৭১৫] এ কারণেই মহান আল্লাহ নিদর্শনসমূহকে হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যাতে উম্মাহর সদস্য হিসেবে একজন মুসলিম নিজ চোখে অবলোকন করে তখন সে যেন সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিগুলো স্মরণ করে তাঁর হারানো ঐতিহ্য স্মরণ

---

৭০৯. 'আফীফ 'আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, (অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী) ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮৬, পৃ. ৩৬

৭১০. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين আল-কুর'আন, ৮ : ৪৬

৭১১. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস্ সালাত (الصلاة), হাদীস নং- ১২২]

৭১২. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الا باحدى ثلاث ، الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة [আহমদ আল-কুরদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯]

৭১৩. الا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض [প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭]

৭১৪. فانه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাত, হাদীস নং- ৫৩]

৭১৫. আল-কুরআন, ২২ : ২৮

করে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও বিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হতে পারে। তাই ঐতিহাসিক এ নিদর্শনগুলোকে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যের প্রতিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৬.৪.১. সাফা-মারওয়া, জমজমের ইতিহাস, মক্কা ও কা'বা, মাকামে ইবরাহীম

আমরা ইতোপূর্বে সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের সূত্রে মক্কায় প্রথম হযরত ইসমাইল (আ.) ও হযরত হাজেরা (আ.) এর বসবাসের ইতিহাস এবং এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মহান আল্লাহ্র আবে জমজম দান এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে প্রদক্ষিণের ইতিহাস এবং কা'বা ঘর নিমাণের বিশুদ্ধ বর্ণনা উল্লেখ করেছি।[৭১৬]

উক্ত বিবরণ থেকে আমরা মুসলিম উম্মাহ/ মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক হাযেরা (আ.) এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল (আ.)-কে জনমানবহীন মক্কায় রেখে আসার ইতিহাস[৭১৭], সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাতবার প্রদক্ষিণের ইতিহাস, হযরত জিবরীল (আ.) এর ডানার আঘাতে আল্লাহর রহমতস্বরূপ জমজম কূপ তৈরির ইতিহাস, ফেরেশতা কর্তৃক আল্লাহর ঘরের সুসংবাদ এবং শিশু ইসমাইল এবং তাঁর পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণের ভবিষ্যৎবাণী। একে একে এখানে জনবসতি স্থাপনের ঘটনা এবং পরবর্তীতে পিতা ও পুত্র উভয়ের কা'বা ঘরের দেয়াল উঁচু করার ঘটনা এবং যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আ.) (মাকামে ইবরাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম (আ.) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করলেন। নির্মাণ শেষে তাঁরা উভয়ে এ দু'আ করতে থাকলেন, "হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন"[৭১৮]। এই প্রত্যেকটি নির্দশনই হজ্জের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি নিদর্শন ঐতিহাসিক স্মৃতির স্বাক্ষী এবং উম্মাহ্ একত্রিক করা ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপক।

৬.৪.২. যমযম তৈরির তাৎপর্য

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্বীয় শিশু পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মাকে মক্কায় রেখে আসার নির্দেশ পান, তখনই তার অন্তরে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, নিশ্চয়ই এ নির্দেশের মধ্যে আল্লাহ্র কোনো পরিকল্পনা লুক্কায়িত আছে। নিশ্চয়ই তিনি ইসমাঈল ও তার মাকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর এক থলে খেজুর ও এক মশক পানিসহ তাদের বিজনভূমিতে রেখে যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) একাকী ফিরে আসতে থাকেন, তখন তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আ.) ব্যাকুলভাবে তাঁর স্বামীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) কোনো কথা বললেন না। তখন হাজেরা বললেন, আপনি কি আল্লাহ্র হুকুমে আমাদেরকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? ইবরাহীম (আ.) ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। সাথে সাথে অটল বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে হাজেরা বলে উঠলেন, 'তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না'।

এ সময় ইবরাহীম (আ.) যখন স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে যান তখন হাজেরার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলেন-

---

৭১৬. আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আল-জু'ফী (র), *বুখারী শরীফ*, ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ৫২-৫৯, হাদীস নং- ৩১২৫ (আন্তর্জাতিক নম্বর : ৩৩৬৪)

৭১৭. "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতককে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় .... যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (আল-কুরআন, ১৪ : ৩৭)

৭১৮. আল-কুরআন, ২ : ১২৭

> 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্যকে তোমার মর্যাদামণ্ডিত গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। প্রভুহে! যাতে তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু লোকের অন্তরকে তুমি এদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। সম্ভবত: তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে'।[৭১৯]

জমজমের সৃষ্টি হলো। শুরু হ'ল ইসমাঈলী জীবনের নব অধ্যায়। পানি দেখে পাখি আসলো। পাখি ওড়া দেখে ব্যবসায়ী কাফেলা আসলো। তারা এসে পানির মালিক হিসাবে হাজেরার নিকটে অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে তথায় এখানে বসতি স্থাপনের জন্য বলেন। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তারা সেখানে বসতি স্থাপন শুরু করে। এরাই হলো ইয়ামন থেকে আগত বনু জুরহুম গোত্র। বড় হয়ে ইসমাঈল এ গোত্রে বিয়ে করেন। এঁরাই কা'বা গৃহের খাদেম হন এবং এদের শাখা গোত্র কুরায়েশ বংশে শেষনবী মুহাম্মদ (স.)-এর আগমন ঘটে। তাই বলা যায় যমযম হলো আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে সৃষ্ট এক অলৌকিক কুয়া। যা শিশু ইসমাঈল ও তার মা হাজেরার জীবন রক্ষার্থে এবং পরবর্তীতে মক্কার আবাদ ও শেষনবীর আগমন স্থল হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল। যা ছিল মুসলিম উম্মাহর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দু'আর বদলা স্বরূপ।

৬.৪.৩. কালো পাথর নয়, এটি ছিল শুভ্র

কাবা শরীফ তাওয়াফের শুরুর বিন্দু নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষ পাথর পূর্ব কোণে রাখা হয়েছে। মহানবী (স.)-এর ব্যাখ্যা অনুসারে এ পাথরটিকে প্রথম যখন বেহেশত থেকে আনা হয় তখন এটি উজ্জ্বল সাদা বর্ণের ছিল। কিন্তু মানুষের পাপের কারণে এটার রং পাল্টে বর্তমানে কালো রঙ হয়েছে, সে জন্যই এর নাম হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)।[৭২০] রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে অবতীর্ন হয়েছিল তখন সেটি ছিল দুধ থেকেও শুভ্র। মানুষের গুণাহ-খাতা এটিকে এমন কালো করে দিয়েছে।[৭২১] এটি জান্নাত থেকে আসা একটি পাথর যা যুগের পর যুগ ধরে উম্মাহ্‌র সদস্যবৃন্দের গোনাহ্য় নিজেকে কালো করে ফেলেছে। এটি তাই উম্মতের ঐক্যের অন্যতম নিদর্শন।

৬.৪.৪. কা'বা ঘরের হক হলো তাওয়াফ

বায়তুল্লাহ্‌র বা কা'বা ঘরের নির্মাণের সময় থেকে এর তাওয়াফের বিধান প্রচলিত হয়ে আসছে। অজ্ঞতার যুগে মুশরিকরা উলঙ্গ অবস্থায় এ ঘরের তাওয়াফ করতো। রসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রথা বাতিল করেন। ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কা'বা ঘর দর্শনের প্রথমেই হক হলো এর তাওয়াফ করা। যেমন কোনো মসজিদে প্রবেশ করলে হক হলো দুই রাকাআত 'দুখুলুল মসজিদ' আদায় করা। অনুরূপ পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই উম্মাহ্‌র সদস্যবৃন্দ এ ঘরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসুক না কেন, মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শন এ গৃহ দেখার সাথে সাথে সে আল্লাহর কাছে দু'আ করে এবং এ ঘরের তাওয়াফ করে। মুসলিম উম্মাহ্‌র একতাবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এটিও এটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

---

৭১৯. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৭

৭২০. আবু মুনীর ইসমাইল ডেভিড্স (অনু : রিয়াজ উদ্দিন), হজ্জ *পালনের শ্রেষ্ঠ উপায়*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৮, পৃ. ৩০৮

৭২১. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, পৃ. ২০৬, হাদীস নং- ৮৭৮ (আন্তর্জাতিক : ৮৭৭)

৬.৪.৫. নিদর্শন- হাতীমে কা'বা

কাবা ঘরের ইতিহাসে এটি নানা সময়ে ধ্বংস হয়েছে এবং তা আবার নির্মিতও হয়েছে। বর্তমানে কা'বা ঘর সংলগ্ন কতটুকু এলাকা অনুচ্চ দেওয়াল ঘেরা, যাকে হাতীমে কা'বা বা হিজর এলাক বলা হয়। কিছু কিছু গ্রন্থে এ স্থানকে ইজর-ইসমাইল বলা হয়। এছাড়া মহানবি (স.) নিজেও স্থানটিকে আল-হিজর বলে অভিহিত করেছেন।[৭২২] এ নিদর্শনটিতেও হাজী সাহেবান নামাজ আদায়ে আগ্রহী থাকেন। কেননা, এটি কা'বারই অংশ। মুসলিম উম্মাহর জন্য এটি তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যের নিদর্শন।

৬.৪.৬. খোদাপ্রেমে আপনজনকে উৎসর্গ করার স্বাক্ষ্য মিনা

মিনা একটি এলাকা, একটি প্রান্তর। মহান আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.)-কে (স্বপ্নে) আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি দেওয়ার জন্য। এ আদেশ পালনের জন্য ইব্রাহীম (আ.) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে মিনায় আসেন। এবং এখানেই কুরবাণী করার ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

> এরপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল ?' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।'[৭২৩]

পিতা-পুত্রের এ ত্যাগের নিদর্শন শুধু আমাদের আল্লাহর প্রেমে নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগের প্রতি উৎসাহিত করে না; বরং মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ্র প্রেমে একত্রিত হওয়ার এবং শুধু তাঁর নির্দেশের কাছে মাথা নত করার শিক্ষাও প্রদান করে। আর শুধু আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকে সামনে নিয়ে উম্মাহর সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলে উম্মাহর ঐক্য অবশ্যম্ভাবী।

৬.৪.৭. জামারাতে সমস্ত শয়তানী কর্মকাণ্ডকে পাথর চাপা দেওয়ার নিদর্শন

পবিত্র কুরআনে উপর্যুক্ত সুরা সফফাতে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.) এর কথোপকথোনের পর মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরবানি করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) তদীয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে নিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। মিনায় যাবার পথে শয়তান তিনবার ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার ব্যাপারে প্ররোচিত করেতে চেয়েছিল। প্রতিবার তিনি শয়তানের দিকে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করেন। এ স্থানগুলোতেই জামারাত স্থাপিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় খলীল হযরত ইবরাহীম (আ.) এর কার্যক্রমগুলো স্মরণ রাখা এবং যুগ যুগ ধরে উম্মাতে মুসলিমাহকে তা অবহিত করা এবং এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য হজ্জের বিধানের সাথে তা বিধিবদ্ধ করেছেন। যেন মুসলিম উম্মাহ প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের হাত থেকে নিজেদের হিফাযতে রাখে এবং আল্লাহ্র কালিমাকে দুনিয়ার বুকে বুলন্দ করতে একত্রিত হয়ে তাঁর রজ্জুকে আকড়ে ধরে রাখে।

৬.৪.৮. কুরবানি, যেন রবের মহব্বতে দুনিয়ার সব ভালোবাসাকে বিসর্জন দেওয়া

ইব্রাহীম (আ.) যখন পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করার ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

---

[৭২২]. আবু মুনীর ইসমাইল ডেভিড্স (অনু : রিয়াজ উদ্দিন), হজ্জ *পালনের শ্রেষ্ঠ উপায়*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৮, পৃ. ৩১০

[৭২৩]. আল-কুরআন, ৩৭ : ১০২

> যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্‌রাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্‌বান করেবললাম, 'হে ইব্‌রাহীম! 'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে!'-এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে।[৭২৪]

পূর্ণ ঘটনাকে মহান আল্লাহ স্পষ্ট পরীক্ষা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ বিবরণ একথা প্রমাণ করে যে, যুগে যুগে যারাই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন কিংবা আল্লাহ ভালোবেসে কাউকে তাঁর নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করতে চান তাদের আল্লাহর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য কাজ করা এবং উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অবশ্যই আল্লাহর পরীক্ষা রয়েছে। আর আল্লাহ এক্ষেত্রে সুসংবাদ প্রদান করেন ধৈর্য্যশীলদেরকে[৭২৫]।

৬.৪.৯. আরাফাতই যেন হজ্জ

মহানবী (স.) বলেন- "হজ্জ হচ্ছে আরাফাত"।[৭২৬] আরাফাত মক্কা থেকে প্রায় ৯ মাইল পূর্বদিকে একটি পাহাড়েরর নাম। ইহাকে 'জাবালে রহমত' বা করুণার পাহাড়ও বলা হয়। এর সংলগ্ন প্রান্তরটি আরাফাত প্রান্তর নামে অভিহিত হয়। পাহাড়টির আপেক্ষিক উচ্চতা ১৫০–২০০ ফুট। পূর্ব দিকের প্রস্তরের সিঁড়ি শিখর পর্যন্ত গিয়েছে। ষষ্ঠতম ধাপের উচ্চতায় একটি উন্নত মঞ্চ ও তাহাতে একটি মিম্বর রয়েছে। এ মিম্বরে দাড়িয়ে প্রতি বছর ০৯ জিলহজ্জ অপরাহ্নে হজ্জের ইমাম একটি খুতবা প্রদান করেন।

আরাফাত শব্দের উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনা সস্থানে এসেছে। এ নিদর্শনের সাথে উম্মাহর ঐক্যবদ্ধতার সরাসরি সম্পর্ক। কোনো হাজী আরাফার ময়দানে অবস্থান না করলে তার হজ্জই শুদ্ধ হবে না। এটি যিকির-আযকার, দু'আ ও তাসবীহ-র সময়। এখানের ভাষণটি যেন মুসলিম উম্মাহ্‌র বাৎসরিক ঐক্য সম্মেলনের ভাষাণ। এটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড কিংবা নির্দিষ্ট স্থানের সাথে বর্তমানে আর সম্পৃক্ত নেই। আরাফার দিনে অর্থাৎ ৯ জিলহজ্জ হজ্জের সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া সারা বিশ্বের মুসলিমগণের রোজ পালনের বিধান রয়েছে। বর্তমান যামানায় হজ্জের ভাষণ বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকেই শ্রবণ করা যায় এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা গ্রহণ করা যায়। তাই এই আরাফাহ এবং এর ভাষণ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

৬.৪.১০. নিদর্শন মুজদালিফা যেন পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নিজেকে সতেজ করার স্থান

মুজদালিফা মোটামুটি মিনা ও আরাফাতের মধ্যবর্তী একটি স্থান। হাজ্জীগণ আরাফাত থেকে ফিরে এসে মাগরিব এবং 'ইশার সালাত একত্রে সমাপনান্তে এখানে ০৯ ও ১০ যুলহজ্জের মধ্যবর্তী রাত্রি যাপন করেন। পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে যাত্রা করে মুহাস্‌সার উপত্যকার চড়াই পথে তাঁহারা মিনায় উপস্থিত হন।[৭২৭] স্থানটির অন্য

---

[৭২৪]. আল-কুরআন, ৩৭ : ১০৩-১০৭

[৭২৫]. আল-কুরআন, ০২ : ১৫৫

[৭২৬]. ইবন আবূ উমর (র.) ...... আবদুর রহমান ইবন ইয়া'মুর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেছেন- হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। মিনা অবস্থানের দিন হল তিন দিন। কেউ যদি দুই দিন থেকে ত্বরা করে চলে আসে তাতেও কোন গুনাহ নেই। (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) ফজর উদয়ের আগে আগে কেউ যদি আরাফা পেয়ে যায় তবে সে হজ্জ পেয়ে গেল। (তিরমিযী শরীফ, ইফাবা, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ২৯৭৫, পৃ. ৩১৪)

[৭২৭]. সম্পাদনা পরিষদ কতৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৮

নাম 'আল-মাশ'আরুল হারাম।[৭২৮] মুসলিম উম্মাহ-র পিতা[৭২৯] হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) এর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সমন্বয়ে হজ্জের বিধি-বিধান নির্ধারিত। তাঁরই মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রদান করেন এবং এর বিধানসমূহ বিধিবদ্ধ করেন। যে বিধি-বিধানের পূর্ণতা দান করেন সর্বশেষ নবি ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে। আর মুজদালিফায় রাত্রি যাপন এরকমই একটি নিদর্শন। পরের দিন ভোর থেকেই পূর্ণ উদ্যমে হজ্জের পরবর্তী কার্যক্রম কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী বা হাদী জবেহ, মাথামুণ্ডন ইত্যাদি কর্মযজ্ঞ সাধন করতে হবে। তাই মুযদালিফা যেন উম্মাহ্‌র সদস্যদের একত্রিত হওয়ার আরো একটি স্থান। এটিও উম্মাহকে ঐকব্যবদ্ধতার দিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত নিয়ামক ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬.৫. হজ্জ-এর ফযিলতের বিবরণসমূহ যেন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা

কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় হজ্জে মাবরূর বা মকবুল হজ্জ সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা উল্লেখিত হয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো-

৬.৫.১. গোনাহ্ মাফের ঘোষণা আগ্রহীকে ঐক্যবদ্ধ করে

যথাযথভাবে হজ্জ পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত গুণাহ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- "হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করে আর তাতে কোনোরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ করে না তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"[৭৩০]

সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অন্যতম হাদিসগ্রন্থ সহীহ মুসলিম-এর ইমান অধ্যায়ে ইসলাম গ্রহণ, হিজরত ও হজ্জ সম্পর্কীত অনুচ্ছেদে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, হজ্জ অতীতের পাপসমূহ মুছে দেয়।[৭৩১]

৬.৫.২. উম্মাহ্‌র সদস্যদের জান্নাত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি

হাদীসের বিশুদ্ধ কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে যে, কামারের হাপর যেমন লোহা ও স্বর্ণ-রৌপ্য থেকে ময়লা দূর করে, ঠিক তেমনি হজ্জ ও উমরাহ্ দারিদ্র ও গুণাহসমূহ দূর করে দেয় এবং মাবরুর হজ্জের প্রতিদান হলো জান্নাত। সুনানে তিরমিযীর বর্ণনা নিম্নরূপ :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, তোমরা হজ্জ ও উমরা পরপর ধারাবাহিকভাবে পালন কর। কেননা এ দুটি (হজ্জ ও উমরাহ) দারিদ্র ও গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন কামারের হাপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে দেয়। আর হজ্জে মাবরূরের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।[৭৩২]

---

৭২৮. প্রাগুক্ত। আল-কুরআন, ২ : ১৯৮

৭২৯. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

৭৩০. *তিরমিযী শরীফ*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৮০৯, পৃ. ১৫৭-১৫৮

৭৩১ বিস্তারিত দ্রষ্টব : *মুসলিম শরীফ*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, খ.১, হাদীস নং- ২২১, পৃ. ১৫৭

৭৩২. *তিরমিযী শরীফ*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৮০৮, পৃ. ১৫৭-১৫৮

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "উমরার পর আর এক উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান।[৭৩৩]

৬.৫.৩. হজ্জ ও উমরাহ্ যেন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ

রসূলুল্লাহ (স.) হজ্জ ও ওমরাহ্-কে দুর্বল ও হীনচিত্তের অধিকারী ব্যক্তির জন্য জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নিম্নবর্ণিত হাদীসে এরূপই বিবৃত হয়েছে :

হযরত আব্দুল করীম আল-জাযরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আমি ভীরু ও দুর্বল লোক, আমি শত্রুর মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হতে অক্ষম। রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি জিহাদের ব্যাপারে জানাবো না, যে জিহাদে (পারস্পরিক হত্যার) শত্রুর মোকাবেলা করার ব্যাপার নাই? তিনি বললেন, হ্যাঁ; হে আল্লাহর রাসূল। রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, তোমার উচিত হলে হজ্জ ও ওমরাহ পালন করা।[৭৩৪]

রসূলুল্লাহ (স.) হজ্জকে নারীদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি। আমরা কি জিহাদ করব না? তিনি বললেন, না। বরং তোমাদের নারীদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হল হজ্জে মাবরূর।[৭৩৫] [ইসলামকি ফাউন্ডশেন নাম্বারঃ ১৪৩০, আন্তর্জাতকি নাম্বারঃ ১৫২০]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- বৃদ্ধ, দুর্বল ও নারীর জিহাদ হল হজ্জ ও উমরা।[৭৩৬]

উম্মাহর সদস্য, সেই নারী হোক কিংবা পুরুষ; সামর্থবান কিংবা দুর্বল সবাইকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যার যার যার স্থান থেকে তারা উম্মাহর ঐক্যের জন্য কাজ করবে। ফযিলতের বিবরণ সমৃদ্ধ উক্ত হাদীসসহ আরো বহু হাদীসের বিবরণ উম্মাহকে হজ্জের প্রতি উৎসাহিত করে। আর এর মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্র শক্ত ভিত্তি অর্জনের পথ সুগম হয়।

৬.৫.৪. হজ্জ ও উমরাকারীর দুআ কবুল করা হয়

হজ্জ ও উমরাহ পালনকারীগণের দু'আ কবুল করা হয়। কেননা তারা আল্লাহ্র প্রতিনিধি। হাদীস শরীফে এমনটিই উল্লেখিত হয়েছে- হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন- হজ্জ ও

---

৭৩৩. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১৬৫৮, পৃ. ১৭৯

৭৩৪. عن معمر عن عبد الكريم الجزرى قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إنى رجل جبان لا أطيق لقاء العدو قال أفلا أدلك على جهاد لا قتال فيه قال بلى يا رسول الله قال عليك بالحج والعمرة [আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুম্মাম আস-সনআনী, *মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক*, বৈরুত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩হি., খ. ৫, পৃ. ৮, অনুচ্ছেদ : হজ্জের ফযীলত, হাদীস নং- ৮৮১০]

৭৩৫. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ " لاَ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ [*বুখারী শরীফ*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১৪৩০, পৃ. ৬৯-৭০]

৭৩৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَهُ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ [*মুসনাদে আহমদ*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, হাদীস নং-৯৪৫৯, পৃ. ২৭২]

উমরাকারীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা দু'আ করলে তাদের দু'আ কবুল করা হয় এবং তারা কিছু চাইলে তাদেরকে তা দেওয়া হয়।[৭৩৭]

অন্য হাদীসে রয়েছে : ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী (গাযী), হজ্জ ও উমরা আদায়কারীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা দু'আ করলে দু'আ কবুল করা হয় এবং তারা কিছু চাইলে তাদেরকে তা দেওয়া হয়।[৭৩৮] একই বর্ণনা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন- রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন- তিন প্রকারের লোক আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি : গাযী, হজ্জ ও উমরাকারী।[৭৩৯]

হজ্জ আদায়ের জন্য সৌভাগ্যবান মুমিনগণের গুণাহসমূহ ক্ষমা করা হয় এমনকি তারা যাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাদেরকেও মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। যেমন-

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ তাআলা হাজীদের গুনাহ ক্ষমা করেন এবং হাজী যাদের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করেন, তাদেরকেও ক্ষমা করেন।[৭৪০]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হজ্জ ও উমরাকারীগণ যখন দু'আ করে, তাদের দু'আ কবুল করা হয়। তারা যখন কারো জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়।[৭৪১]

এই বিবরণগুলোর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, উম্মাহ্র ঐক্যবদ্ধতার জন্য বিধিবদ্ধ হজ্জের পুণ্য যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী মুখলিস বান্দাগণ আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য হবেন এবং তাদের নেতৃত্বেই উম্মাহকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করবেন। এটাই যেন মূল উদ্দেশ্য।

৬.৫.৫. হজ্জ ও ওমরাহ্র খরচের ফযীলত

হজ্জ ও উমরাহ পালনের নিমিত্তে পরিশ্রম অনুযায়ী এবং অর্থ-সম্মদ ব্যয়ের অনুপাতে নেকি দেওয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ (স.) এধরনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) উমরা করার সময় তাকে তার উমরা সম্পর্কে বলেছেন, তুমি তোমার পরিশ্রম ও খরচ অনুপাতে নেকি পাবে।[৭৪২]

---

৭৩৭. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم [নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়িদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৪১২হি., খ. ৩, পৃষ্ঠা-৪৮৪, অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও ওমরা পালনকারীর দু'আ, হাদীস নং- ৫২৮৮]

৭৩৮. الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. [*সুনানে ইবনে মাজাহ* (দারুল ফিকর), প্রাগুক্ত, খ.২, হাদীস নং- ২৮৯৩, পৃ. ৯৬৬]

৭৩৯. [وفد الله ثلاثة: الغازى والحاج والمعتمر] [মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ আবু হাতেম আত-তামীমী, *সহীহ ইবনে হিববান*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫, হাদীস : ৩৬৯২]

৭৪০. يغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج [মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযায়মাহ আবু বকর আস-সালেমী, *সহীহ ইবনে খুযাইমা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস : ২৫১৬, পৃ. ১৩২]

৭৪১. *সুনানে ইবনে মাজাহ* (দারুল ফিকর), প্রাগুক্ত, খ.২, হাদীস নং- ২৮৯২, পৃ. ৯৬৬

৭৪২. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك [মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনি*, বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হি./১৯৯০খ্রি., খ.১ হাদীস নং- ১৭৭৬, পৃ. ৬৫৭

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, হজ্জ হল আল্লাহর রাস্তা। তাতে (আল্লাহর রাস্তায়) এক দিরহাম খরচের সওয়াব সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।[৭৪৩] জাবির (রা.) রসূলুল্লাহ্ (স.) হতে বর্ণনা করেন, কোন হজ্জকারী ব্যক্তি নিঃস্ব হয় না। জাবের রা.কে ইমআর শব্দের উদ্দেশ্য কী জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, অভাব-অনটন।[৭৪৪]

৬.৫.৬. হজ্জ পালনকালে মৃত্যুবরণকারীরও বিশেষ মর্যাদা

হজ্জ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে হাজী সাহেব অনুরূপ হজ্জকারী অবস্থায় কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) এরকম সুসংবাদ প্রদান করেছেন :

> ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উকূফরত ছিলেন। হঠাৎ তিনি বাহন থেকে নীচে পড়ে গেলেন। এতে তার ঘাড় মটকে গেল এবং তিনি মারা গেলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, তাকে বরইপাতা সিদ্ধকরা পানি দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড় দিয়ে তাকে কাফন পরাও। তাকে সুগন্ধি লাগিও না এবং তার মাথাও আবৃত করো না। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।[৭৪৫]

অন্য হাদীসে রয়েছে- আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন-

> যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হল, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, কিয়ামত পর্যন্ত তার হজ্জের সওয়াব লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে বের হল, আর সে অবস্থায় তার মৃত্যু হল কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য উমরার সওয়াব, লেখা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হল, এবং তাতে তার মৃত্যু হল, কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য মুজাহিদের সওয়াব লেখা হবে।[৭৪৬]

এ বিবরণ যেন উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কাজে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ ও অনুসারীদের উৎসাহ প্রদান এবং এ কাজে অংশগ্রহণের তাগীদ প্রদান করা।

---

৭৪৩. الحج في سبيل الله النفقة فيه الدرهم بسبعمائة [আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন আহমাদ আত-ত্বাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত্ব*, কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি., খ. ৬, হাদীস নং- ৫৬৯৪, পৃ. ২৭]]

৭৪৪. ما أمعر حاج قط،قيل لجابر: ما الإمعار؟قال: ما افتقر [*আল-মু'জামুল আওসাত্ব*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ৫২০৯, পৃ. ২৪৩]

৭৪৫. بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تخطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا [*সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং-১২৬৫, পৃ. ১৯৪]

৭৪৬. من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة [*আল-মু'জামুল আওসাত্ব*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ৫৩২১, পৃ. ২৮২]

৬.৫.৭. তালবিয়া : উচ্চস্বরে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা

খাল্লাদ ইবনে যায়েদ, তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, আমার নিকট জিব্রাইল (আ.) আগমন করে এ মর্মে আদেশ করেছেন, আমি যেন আমার সাহাবীদের হুকুম করি যে, তারা তালবিয়া পাঠ করার সময় যেন উচ্চস্বরে পাঠ করে।[৭৪৭]

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, জিব্রাইল আমাকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের আদেশ করেছেন। কেননা তা হজ্জের নিদর্শন।[৭৪৮]

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম (স.) বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করলেই তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং যে কোনো ব্যক্তি তাকবীর বললেই তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের (সুসংবাদ দেওয়া হয়)? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৭৪৯]

তালবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্র বড়ত্ব, তাঁর প্রসংশা, সমস্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে হবে। এ যেন শুধু ঘোষণা নয়, নিজের কাছে বাকী জীবনের জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হওয়া। এটি হাজী সাহেবদের অন্যতম গুণ। যার মাধ্যমে উম্মাহ্র ঐক্যবদ্ধতা সহায়ক হয়।

৬.৫.৮. কা'বা ঘর তাওয়াফে প্রতি কদমে গোনাহ মাফ

হজ্জের সময় এবং অথবা মসজিদুল হারামের প্রবেশের মুহূর্তে কা'বা ঘরের তাওয়াফে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক বরকত ও ফযীলত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করে তার একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হয়। তাওয়াফের প্রতি কদমে আল্লাহ তার একটি করে গুনাহ মাফ করেন, একটি করে নেকী লেখেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।[৭৫০]

ইবনে আববাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহর হজ্জকারীদের উপর প্রতিদিন একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন, তার ষাটটি তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি মুসল্লীদের জন্য এবং বিশটি দর্শকদের জন্য।[৭৫১]

---

৭৪৭. عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ وَالتَّلْبِيَةِ " [*তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীসন নং- ৮৩১, পৃ. ১৭৩-১৭৪]

৭৪৮. عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي جِبْرِيلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ [আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল বিন হেলাল বিন আসাদ আশ-শায়বানী, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, খ. ১৪, বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৪১৯হি./ ১৯৯৮খ্রি. পৃ. ৬৫, হাদীস নং- ৮৩১৪]

৭৪৯. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر قيل : يا رسول الله بالجنة ؟ قال : " نعم " [নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকরখ. ৩, বাবুল ইহলালি ওয়াত তালবিয়া, পৃ. ৫০৮, হাদীস নং- ৫৩৭১]

৭৫০. من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة قال وسمعته يقول : ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات [*সহীহ ইবনে খুযাইমা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস : ২৭৫৩, পৃ. ২২৭]

৭৫১. ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمة : ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين [*শুআবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং- ৪০৫১, পৃ. ৩৬২]

মুসলিম উম্মাহকে এ ফযীলতের জ্ঞান কা'বা চত্বরে বারবার তাওয়াফ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর উম্মাহর প্রতিটি সামর্থ্যবান সদস্য তাওয়াফের মাধ্যমে গোনাহ মুক্ত ও মহান আল্লাহর রহমতে সিক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অনন্য উচ্চতায় তিনি আরোহনের সৌভাগ্য লাভ করেন। আর এর মাধ্যমেই প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন করে।

৬.৫.৯. হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামানী-এর স্পর্শ পাপসমূহকে মুছে দেয়

হাদীস শরীফে হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামেনীর ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কীত যে সমস্ত বিবরণ এসেছে তার সারকথা হলো- হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামানীর স্পর্শ পাপসমূহকে মুছে দেয়।[৭৫২] আর আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদকে উঠাবেন। তার দুটি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখতে পাবে। একটি জিহবা বা মুখ থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যারা তাকে যথার্থভাবে স্পর্শ করেছে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।[৭৫৩]

৬.৫.১০. আবে যমযমের ফযীলত ও বরকত

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর আদেশ পালনার্থে তাঁর স্ত্রী ও নিস্পাপ শিশুপুত্রকে একটি অনাবাদ ও শুষ্ক উপত্যকায় রেখে গিয়েছিলেন। সে স্থানটিই বর্তমানে মক্কা মু'আযযামা রূপে এক সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত ও জনবহুল শহরে পরিণত হয়েছে। যখন হযরত হাজেরা আলাইহাস-সালাম পানির সন্ধানে ব্যাকুল হলেন এবং তাঁর শিশুপুত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাঁদতে শুরু করল, তখনই আল্লাহ তা'আলা তার পিপাসা মেটানোর জন্য যমযমের এ পবিত্র প্রস্রবণ (জলধারা) জারি করে দিলেন। যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা নিয়োগ করলেন, যিনি তাঁর আদেশেই প্রস্তরময় ভূমি থেকে এই জলপ্রবাহ উৎসারিত করলেন। আল্লাহ তাআলা এ পানিতে খাদ্যের অভাব পূরণীয় উপকরণ রেখে দিলেন।[৭৫৪] হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, এ থেকে বুঝা যায় হযরত হাজেরা আলাইহাস সালাম আবে যমযমকে খাদ্য হিসেবেই ব্যবহার করতেন যা তার ক্ষুধা ও পিপাসা উভয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।[৭৫৫]

শুরু থেকেই এ পানি ছিল বরকতপূর্ণ ও স্বাস্থ্যকর। তবে এতে আরও বেশি বরকত যুক্ত হয় যখন 'সাকিয়ে কাউসার (আবে কাউসার বণ্টনকারী) হযরত নবী কারীম (স.) এ কূপে কুলি করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (স.) যমযম কূপের কাছে আসলেন। আমি কূপ থেকে এক বালতি যমযম উঠালাম। রাসূল (স.) তা থেকে তৃপ্তিভরে পান করলেন। অতঃপর তিনি বালতিতে কুলি করেন এবং আমি তা পুনরায় কূপে ঢেলে দিলাম।[৭৫৬]

---

৭৫২. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا [*আল-মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং-১৭৯৯ , পৃ. ৬৬৪

৭৫৩. والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق [*সহীহ ইবনে হিববান*, বৈরুত : মুআস্‌সাতুর রিসালাহ, ১৪১৪হি./ ১৯৯৩খ্রি., খ. ৯, হাদীস নং- ৩৭১২, পৃ. ২৫]

৭৫৪. *তাফসীরে কুরতুবী*, খ. ৯, পৃ. ৩৭০

৭৫৫. *ফাতহুলবারী*, খ. ৬, পৃ. ৪০৩

৭৫৬. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-০০০। এভাবেই যমযম পানের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত এ উম্মতের লোকেরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর মুখের লালা মুবারকের বরকত হাসিল করতে থাকবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালা মুবারকের মাধ্যমে কয়েকটি মুজিযা (অলৌকিক ঘটনা) তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রকাশ পেয়েছিল। হাদীসগ্রন্থে বিবৃত হয়েছে, খায়বার যুদ্ধে

মুসলিম শরীফে হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, তিনি প্রায় এক মাস পর্যন্ত শুধু যমযম খেয়েই অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার কাছে আবে যমযম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই শুধু যমযম পান করতে থাকলাম। এতেই আমি পূর্ণ সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেলাম। কোনো দুর্বলতা অনুভূত হয়নি। যখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (স.)-র কাছে এ বিবরণ দিলেন তখন রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, “এটি বরকতপূর্ণ পানি। এতে খাদ্যের অভাব পূরণের উপকরণ রয়েছে।”[৭৫৭]

যমযম যে উদ্দেশ্যেই পান করা হয় আল্লাহ তাআলা তা পূরণ করেন। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, “যে নিয়তেই যমযম পান করা হয় তা-ই পূর্ণ হয়।”[৭৫৮]

উম্মাহ্ কেবল এসব ফযীলত হাসিল ও অর্জনের জন্যও মক্কায় কা'বা কেন্দ্রীক একত্রিত হয়, তবুও তাদের ঐক্য প্রচেষ্টা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। তাই বলা যায়, আল্লাহর রজ্জুকে সকলে একত্রিক হয়ে ধরার বর্ণনা এবং বিচ্ছিন্ন না হওয়ার নির্দেশনা[৭৫৯]র পাশাপাশি আমরা হজ্জের কার্যক্রমকে সামনে রাখলে নির্দ্বিধায় তা ঐক্য প্রচেষ্টায় অত্যন্ত সহায়ক হিসেবে পরিগণিত হয়। আর এ সুযোগ যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিশ্চিতভাবেই মুসলিম উম্মাহকে একই প্লাটফর্মে একত্রিত করা সম্ভব।

৬.৬. এক কা'বা : এক উম্মাহ্

হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তদীয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ শেষে মহান আল্লাহ হজ্জের ঘোষণা প্রদানের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন-

> স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলছিল তখন তারা বলেছিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।’ ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত কর। **আমাদেরকে ‘ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও** এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৭৬০]

সূরা হজ্জ-এ উক্ত ইবাদত সম্পর্কেই যেন নির্দেশন প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

> এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইব্‌রাহীমের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলেছিলাম, ‘আমার সঙ্গে কোন শরীক স্থির কর না **এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্যে যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকূ' করে ও সিজ্‌দা করে। এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও, এরা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে** এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযিক হিসেবে দান করেছেন এর

হযরত আলী (রা.)-এর চোখে সমস্যা হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স.) তার চোখে নিজের মুখের লালা মুবারক লাগিয়ে দোয়া করে দিলেন। সাথে সাথে তাঁর চোখের সমস্যা দূর হয়ে গেল। যেন পূর্বে কোনো সমস্যাই ছিল না।

৭৫৭. إنها مباركة، إنها طعام طعم - *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, খ. ৭, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬৫১৩, পৃ. ১৫২

৭৫৮. ماء زمزم لما شرب له [*সুনানে ইবনে মাজাহ* (দারুল ফিকর), প্রাগুক্ত, খ.২, হাদীস নং- ৩০৬২, পৃ. ১০১৮]

৭৫৯. আল-কুরআন, ০৩ : ১০৩

৭৬০. আল-কুরআন, ০২ : ১২৭-১২৮

ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে। এরপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। এরপরতারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানু পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।[৭৬১]

পবিত্র কালামে পাকের এ বর্ণনার মাধ্যমে কা'বা ঘর নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণের একটি মৌলিক নিগুঢ় রহস্য উন্মোচন করেছেন মহান আল্লাহ। আর তা হলো এই কা'বাকে কেন্দ্র করেই যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহ্‌র সদস্যগণ একত্রিত হবেন। এখানকার নিদর্শনাবলী থেকে উপকৃত হবেন। সাথে সাথে এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মার ঐক্য ও সম্প্রীতি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। বিশ্বময় শান্তি স্থাপনে মুসলিম উম্মাহ প্রতিবছরই একত্রে মিলিত হবেন এবং পুরো বছরের নির্দেশনা নিয়ে ফিরে যাবেন। পর্যায়ক্রমে বছরের পর বছর তা চলতে থাকবে এবং উম্মাহ্‌র ঐক্য ও সংহতির দৃঢ়তা ক্রমান্বয়ে মজবুত থেকে মজবুততর হতে থাকবে।

৬.৭. ভেদাভেদহীন এক বিকল্পহীন সমন্বয়ের ইবাদাত হজ্জ

প্রথম তাওয়াফ 'তাওয়াফে কুদুম' থেকে শুরু করে শেষ তাওয়াফ 'তাওয়াফে যিয়ারাহ' ও 'বিদায়ী তাওয়াফ' পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যেমন- সাঈ সম্পাদন, জমজমের পানি পান, মিনায় গমন ও সেখানে অর্ধ-দিবস ও পরবর্তী রাতে অবস্থান, ময়দানে আরায়ফায় অবস্থান, সেখানো দু'আ-ইসতিগফার করা এবং সুর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা, পরবর্তী রাত মুযদালেফায় অবস্থান, জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী করা, মাথা মুণ্ডন করা এবং এর পরবর্তী ২দিন কিংবা ৩দিন মিনায় অবস্থান করা ইত্যাদি কার্যক্রমগুলো ভেদাভেদহীন এক অভুতপূর্ব সমন্বয়মূলক ইবাদত। প্রতিবছর মুসলিম উম্মাহ্‌র লক্ষ লক্ষ সদস্য এ হজ্জ পালন করে থাকে।

এক আধ্যাত্মিক ও প্রেমময় সম্মেলন হয়ে থাকে হজ্জের মৌসুমে। এখানে সাদা-কালোর কোনো তফাত নেই, নেই ধনী-গরীবের মানুষের সৃষ্টি বিশেষ বিভেদ রেখা। ইহরামের পোষকাক যেন সকলকে একাকার করে ফেলে। মুসলিম উম্মাহ যে, এক ও ঐক্যবদ্ধ জাতি তারই যেন প্রমাণ বহন করে এ ইবাদত। হেরেমে চত্বরে, আরাফার ময়দানে লিঙ্গভেদে পার্থক্যও থাকে না। সবাই বণি আদম, এক আল্লাহর বান্দা। ঐক্যবদ্ধ জাতি। শুধু ২০২২ সালে হজ্জে গমনকারী উম্মাতে মুসলিমাহ্‌র সদস্যদের সখ্যা ছিল সর্বমোট ১০ লক্ষ। তন্মধ্যে ৮৫ শতাংশ অর্থাৎ ৮ লাখ ৫০ হাজার মানুষ ছিল বিভিন্ন দেশ থেকে অংশ নেয়। সৌদি আরবের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাব শুরুর আগের বছরগুলোতে প্রতিবছর হজ্জ করতে সৌদি আরবে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কমপক্ষে ২০ লক্ষ ছাড়িয়ে যেত।[৭৬২] গত বছরের সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন অংশগ্রহণকারী দেশে হাজীদের সখ্যার তথ্য নিম্নরূপ[৭৬৩] :

দেশের নাম	হাজীর সংখ্যা
ইন্দোনেশিয়া	১০০,০৫১ জন
পাকিস্তান	৮১,১৩২ জন
ভারত	৭৯,২৩৭ জন
বাংলাদেশ	৫৭,৫৮৫ জন
মিসর	৩৫,৩৭৫ জন
যুক্তরাষ্ট্র	৯,৫০৪ জন
রাশিয়া	১১,৩১৮ জন

---

৭৬১. আল-কুরআন, ২২ : ২৬-২৯

৭৬২. দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল, ২০২২। সংবাদ শিরোনাম "কোন দেশের কতজন হজে যেতে পারবেন, জানাল সৌদি আরব"।

৭৬৩. প্রাগুক্ত এবং দৈনিক যুগান্তর, ২৩ এপ্রিল, ২০২২।

চীন	৯,১৯০ জন
ইউক্রেন	৯১ জন
অ্যাঙ্গোলা	২৩ জন
নাইজেরিয়া	৪৩,০০৮ জন
ইরান	৩৮,৪৮১ জন
তুরস্ক	৩৭,৭৭০ জন

বাংলাদেশের জন্মলাভের পর ১৯৭৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত সৌদি আরবে হজ্জব্রত পালনকারী মুসলিমের সংখ্যা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৩ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ধারাবাহিকভাবে হজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ২০২০ ও ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী 'কোভিড-১৯'-এর অতিমারির কারণে 'রাজকীয় সৌদি সরকার' বহিঃবিশ্ব থেকে হজ্জযাত্রী অনুমোদন করেনি। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ০৫ বার (১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮১) ছাড়া বাংলাদেশ সরকার হজ্জে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিবর্গকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাহাজযোগেও হজ্জে প্রেরণ করেছে। কিন্তু ১৯৮৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বছরগুলোতে জাহাজ বা সমুদ্রপথে হজ্জ যাত্রী প্রেরণ করেনি।

বাংলাদেশ সরকারের **সরকারি ব্যবস্থাপনায়** এ যাবত সর্বমোট হজ্জ সম্পন্নকারীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫১৩ জন। এঁদের মধ্যে বিমানযোগে এ বিশ্বসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ২০৫ জন এবং সমুদ্রপথে গিয়েছেন ২৬ হাজার ৩০৮ জন। আর সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় ২০০1 সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত উক্ত সখ্যার মোট তথ্য হলো: [৭৬৪]

সাল	**সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজ্জযাত্রী**				**বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজ্জযাত্রী**			**সর্বমোট হজ্জযাত্রী**[৭৬৫]
	পুরুষ	**মহিলা**	**হজ্জ গাইড**	**মোট**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**মোট**	
২০০1 সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত **সর্বমোট**	**৭৫৪০৮**	**২১৯৯১**	**১১৭৯**	**৯৭৭৮৩**	**১০৪২৮৭৫**	**৪৫৮০৩৩**	**১৫০০৯০৮**	**১৫৯৯৩৬৪**

উপর্যুক্ত সংখ্যার তথ্যই প্রমাণ করে যে, ভেদাভেদহীন অপূর্ব সমন্বয়মূলক এ ইবাদত যেমন নেতৃত্ব তৈরি করতে সক্ষম তেমনিভাবে উক্ত নেতৃত্বের আওতায় সমস্ত বিশ্বের মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করে একই উম্মাহ হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করাও সম্ভব।

---

[৭৬৪]. ০৩ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হজ্জ অফিস ঢাকা থেকে সংগৃহীত। সংশ্লিষ্ট আরো তথ্যের জন্য লিংক : https://hajj.gov.bd/statistics/ (সংগ্রহের তারিখ : ২৬/০১/২০২৩)

[৭৬৫]. প্রাগুক্ত, এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা ৩য় অধ্যায়ে করা হয়েছে।

৬.৮. ইয়াওমে আরাফাহ যেন ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্‌র নির্ধারিত বাৎসরিক বিশ্ব-সম্মেলনের দিন

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আরাফার দিবসটি শুধু হাজি সাহেবানদের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে তো জ্বিলহজ্জের প্রথম দশ দিনকেই অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।[৭৬৬]

এ সময়ে হজ্জের সফরে থাকা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মুসলিম উম্মাহর সদস্যবৃন্দ অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে এবং কায়োমনোবাক্যে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য নিজেদেরকে নিবেদিত করে থাকেন। আর এ ঐতিহাসিক শহর, স্মৃতিপূর্ণ নিদর্শন ইত্যাদির জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি যেন তার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে একাকার হয়ে যান। এরই একটি মুহূর্তে বিশ্ব মুসলিমের শীর্ষ নেতা তাদেরকে মহান আল্লাহর নির্দেশনা ও সুন্নাহর বাণী শোনান।

এটি এমন একটি মুহূর্ত, যখন বান্দাহ্‌ আল্লাহর রোনাজারিতে ব্যাস্ত। দু'আ কবুলের মুহূর্তে তিনি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটিরত। এমনসময় আল্লাহর নির্দেশনা তাঁর হৃদয়ে মজবুতভাবে গ্রোথিত হওয়ার কথা। ঠিক তাই হয়। নির্দেশনা আসে কী করতে হবে আর কী বর্জন করতে হবে। ব্যক্তি জীবনে কি কি গুণাবলী অর্জন করতে হবে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কী বিষয়ে কোন ধরনের নির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহ্‌য় তথা শরীয়তে বর্ণিত আছে। সমসাময়িক পৃথিবীর সমস্যা ও এ থেকে উত্তোরণে উম্মাহকে কী কৌশল অবলম্বন করতে হবে আর কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়েও থাকবে নির্দেশনা। নির্দেশনা থাকবে বাকী জিন্দেগী উম্মাহর একজন সদস্য হিসেবে তিনি কীভাবে অতিবাহিত করবেন। সমাজের কাছে, পরিবারের কাছে গিয়ে তিনি কোন ধরনের আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত হবেন, ইত্যাদি।

তাই আরাফার দিবসকে এবং উক্ত দিবসে প্রদত্ত ভাষণকে আমরা মুসলিম উম্মাহর জন্য ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্‌র নির্ধারিত বাৎসরিক বিশ্ব-সম্মেলনের দিন এবং বাৎসরিক নির্দেশনা প্রাপ্তির দিন হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। আর তা বাস্তবায়িত হলে নিঃসন্দেহে এটি মুসলিম উম্মার ঐক্য বদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকারী ও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬.৯. হজ্জ-এর খুতবা : ঐক্য প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক নির্দেশনা

হজ্জকে আমরা ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্‌র আন্তর্জাতিক সম্মেলন হিসেবে অভিহিত করতে পারি। মুসলিম উম্মাহ্‌র ভবিষ্য বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং বিগত বছরের কার্যাবলী পর্যালোচনা এবং বিশ্বের শান্তি ও উন্নতির জন্য, বিশ্বমানবতার সত্যিকারের মুক্তি জন্য এ সম্মেলনে তাই থাকা চাই সুপরিকল্পিত দিক-নির্দেশনা। তাই এ আন্তর্জাতিক এবং বাৎসরিক এ সম্মেলন হবে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রকাশ। হজ্জের স্থান নির্বাচন এবং এটাকে সমর্থবান সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক ইবাদত হিসেবে নির্ধারণ করার পেছনে মহান আল্লাহর বিশেষ হেকমত রয়েছে। এ ফরজ ও মৌলিক ইবাদত পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলো মুমিনকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় তার অতীত। ফিরিয়ে দেয় তার আত্মোপলব্ধি। স্রষ্টা ও সৃষ্টির দৃঢ় সম্পর্ক যেন আরো সুদৃঢ় হয়, তারও উপকরণ রয়েছে এ ইবাদত পালনের কার্যক্রমে। বিশ্বের সমস্ত মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে তাই এ ঐক্য সম্মেলনে কিংবা ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্মেলনে অপরিহার্যভাবে রয়েছে ভাষণ প্রদান ও শ্রবণের বাধ্যবাধকতা। অভিসন্দর্ভের এই অনুচ্ছেদে আমরা হজ্জ-এর ভাষণ বা খুতবা নিয়ে আলোকপাত করবো, ইনশাআল্লাহ।

---

[৭৬৬]. আল-কুরআন, ৮৯ : ০২

৬.৯.১. নবম হিজরীতে হজ্জ-এর প্রথম ভাষণ

নবম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (স.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নেতৃত্বে সাহাবিদের একটি জামাআত কে হজ্জব্রত পালনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এ ঘটনা হজ্জ ফরজ হিসেবে বিধিবদ্ধ হওয়ার আগে কিনা বা হজ্জ ফরজ হওয়ার পরে তা নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের মতে এটি ছিল হজ্জ ফরজ হওয়ার আগের বছরের ঘটনা। তাদের মতে নবম হিজরীর শেষের দিকে কিংবা দশম হিজরীতে হজ্জ ফরজ হয় এবং বিলম্ব না করে সে বছরই রসূলুল্লাহ্ (স.) হজ্জব্রত পালন করেন।

এ কথা সুবিদিত যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.) কর্তৃক কা'বা ঘরের ভিত্তি সুদৃঢ় করা এবং তা পুনর্নির্মাণের পর থেকে কাবায় তাওয়াফ ও ইবাদাত পালন অব্যাহত রয়েছে। পদ্ধতিগত ভিন্নতা থাকলেও হজ্জ ও ওমরা কা'বায় চলমান ছিল এবং আজো আছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.)-এর নেতৃত্বে হজ্জের কাফেলা প্রেরণ তখনকার প্রচলিত নিয়মেই হয়েছে। কেননা নবম হিজরী পর্যন্ত মুশরিক ও কাফিররাও কাবায় তাওয়াফ ও ইবাদত পালন করেছে। এ বছরের পরে কোনো মুশরিক কিংবা কাফির কাবায় ইবাদত পালনের অনুমতি পায়নি। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

> ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বিদায় হজ্জের পূর্বের বছর আবূ বকর (রা.)-কে যে হজ্জের আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সেই হজ্জে তিনি যেন লোকেদের মধ্যে ঘোষণা দেন, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং নগ্নদেহে কেউ আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।[৭৬৭]

ইমাম ইবনে কাসীর (র.) উল্লেখ করেছেন-[৭৬৮]

> নবম হিজরীর হজে মুসলমানদের হজ্জ পরিচালনার জন্য আবূ বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে পাঠালেন। মুশরিকরা তাদের পূর্বাবস্থানে তাদের প্রচলিত প্রথানুসারে হজ্জ পালন করছিল। তখনও পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্-এ আগমন তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়নি এবং তাদের কোন কোন গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিও ছিল। আবূ বকর (রা.) তাঁর সহযাত্রী মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে রওনা হয়ে গেলে মদীনার জনপদ অতিক্রমের পরপরই মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্ সূরা তাওবার প্রথম দিকের এ আয়াতসমূহ নাযিল করলেন।
>
> "এটা হচ্ছে সম্পর্কচ্ছেদ, আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে সেই সকল মুশরিকদের সাথে যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে। তারপর তোমরা দেশে চারমাসকাল ঘোরাফেরা করে নাও এবং জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন। মহান হজের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, আল্লাহর সাথে মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রইল না এবং তাঁর রাসূলের সাথেও না"[৭৬৯]

ইবন ইসহাক (র.) এর বর্ণনা হিসেবে ইমাম ইব্ন কাসীর (র.) স্বীয় গ্রন্থে উক্ত ঘটনা নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন :

---

৭৬৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল জু'ফী (র), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ.৭, অধ্যায় : তাফসীর, অনুচ্ছেদ : ২৩৯৪, হাদীস নং- ৩৪০১, পৃ. ৩৭২-৩৭৩

৭৬৮. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র), *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৭

৭৬৯. আল-কুরআন, ৯ : ১-৩

ইবনে ইসহাক (র) বলেন, হকীম ইবন হাকীম ইবন আব্বাদ ইবন হুনায়ফ (র) আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সূরা বারা (তাওবা) নাযিল হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (স.) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে লোকদের হজ্জ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তাঁকে বলা হল, এ সূরাটিও যদি আপনি আবূ বকরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন! তিনি বললেন, আমার পরিবারভুক্ত কোন একজনই এ কর্তব্য আমার পক্ষ থেকে আদায় করতে পারে; তারপর আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-কে ডেকে বললেন-

"সূরা বারাআর এই প্রাথমিক অংশ নিয়ে প্রস্থান কর এবং কুরবানীর দিন অর্থাৎ ১০ জিলহজ মিনার সমাবেশে লোকদের মাঝে এ ঘোষণা দেবে যে, "শুনে রাখ! কোন কাফির জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না; এ বছরের পরে কোন মুশরিক হজ্জ পালনের সুযোগ পাবে না; কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। আর আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সাথে যদি কারো কোন চুক্তি থেকে থাকে, তাহলে তা তার মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।"

যথানির্দেশে আলী ইবন আবূ তালিব (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজস্ব বাহন উষ্ট্রী 'আল আযবা'-র আরোহী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং পথিমধ্যেই আব বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে মিলিত হলেন। তাঁকে দেখে আবূ বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আমীর না মামূর- দলপতি হয়ে না সহকর্মী হয়ে? তিনি বললেন ... বরং মামূর- আদিষ্ট ও অধীনস্থ হয়ে। পরে দুজন এক যোগে সফর করলেন। আবূ বকর (রা) লোকদের হজ্জ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। সাধারণ (অমুসলিম) আরবরা এ বছরের এ সময়টিতেও জাহিলিয়্যাত যুগে প্রচলিত তাদের রীতি প্রথায় হজ্জ পালন করছিল। অবশেষে 'নাহ্‌র' জিলহজের দশম দিবসে আলী ইবন আবূ তালিব (রা) জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর ফরমান অনুসারে ঘোষণা দিলেন এবং ঘোষণার দিন থেকে অনুর্ধ্ব চার মাসের সময় দিয়ে বললেন, এ সময়ের মধ্যে প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠিকে তার স্বদেশ ও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার উপদেশ দেয়া হচ্ছে। ঐ সময়সীমার পরে কারো সাথে কোন চুক্তি বা কারো বিষয় কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকবে না; তবে যাদের রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের (স্বল্পমেয়াদী) চুক্তি রয়েছে, তা মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।[৭৭০]

ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র)... যায়দ ইবন বুছায় (র) হামাদানী সূত্রে বলেন, আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হজ্জ সম্পাদনের দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) যখন আবূ বকর (রা)-কে পাঠালেন, তখন কোন বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে আপনাকে তার সাথে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, 'চারটি বিষয় দিয়ে :

এক. ঈমানদার ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না,
দুই. কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না,
তিন. রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে যাদের কোন (নির্দিষ্ট মেয়াদের) চুক্তি রয়েছে, তাদের চুক্তি মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং
চার. এ বর্তমান বছরের পরে মুশরিকরা হজ্জ পালনে আসতে পারবে না।

তিরমিযী (র) সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) সূত্রে যায়দ ইব্‌ন আছীল (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। (সুফিয়ান) ছাওরী (র)ও ... আলী (রা) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।[৭৭১]

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ... হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা.) বলেন, আবূ বকর (রা.) আমাকে উক্ত হজ্জের কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় এ (কথা) ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছরের পরে আর কোন মুশ্‌রিক হজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র ঘর উলংগ অবস্থায় কাউকে তওয়াফ করতে দেয়া হবে না।

---

৭৭০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮

৭৭১. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৮০

হুমাইদ (রা.) বলেন, নবী (স.) পরে পুনরায় 'আলী ইবনু আবূ তালিবকে পাঠালেন এবং বললেন- সূরায়ে বারাআতের নির্দেশাবলী ঘোষণা করে দাও। আবূ হুরাইরাহ (রা.) বলেন, 'আলী (রা.) আমাদের সঙ্গেই মীনাবাসীদের মধ্যে **সূরায়ে বারাআত** কুরবানীর দিন ঘোষণা করলেন, এ বছরের পরে কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং নগ্নদেহে আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ করবে না।[৭৭২]

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় গ্রন্থে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সনদ বিশ্লেষণ করে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে,

> আমি বলি, ইব্‌ন জারীর হাদীসখানি মামার....আলী (রা) সনদে বর্ণনা করেছেন। ইন জারীর অন্য এক সনদে বলেন, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুল হাকাম (র) ... আবুস সাহ্‌বা আল বিকরী (র) সূত্রে বলেন, আমি আলী (রা)-কে হজে আকবার (বড় হজ)-এর ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) আবূ বকর ইবন আবূ কুহাফা (রা)-কে পাঠালেন জনতার হজব্রত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে; আর আমাকে তার সাথে পাঠালেন সূরা তাওবার চল্লিশটি আয়াত দিয়ে। আবূ বকর (রা) আরাফাত প্রান্তরে উপনীত হলেন এবং আরাফা দিবস ৯ই জিলহজ সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে হজের খুতবা দিলেন। খুতবা সম্পন্ন করে তিনি আমার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললেন, আলী! উঠে দাড়াও এবং আল্লাহর রাসূল (সা)-এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও। আমি উঠে দাঁড়িয়ে সমাবেশের সামনে **সূরা তাওবার (প্রথমাংশের) চল্লিশটি আয়াত** তিলাওয়াত করে শোনালাম। তারপর আমরা মিনায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলাম, উট কুরবানী করলাম এবং মাথা মুণ্ডালাম। তখন আমার উপলব্ধি হল যে, 'সমাবেশে' (মিনা-মুযদালিফায় সমবেত) সকলেই আরাফাতে প্রদত্ত আবূ বকর (রা)-এর অভিভাষণে উপস্থিত ছিল না। তাই আমি সে আয়াতগুলো নিয়ে প্রতিটি তাঁবুতে ঘুরে ঘুরে তা তাদের পড়ে শোনাতে লাগলাম। তারপর আলী (রা) বললেন, (শেষের) এ ঘটনার কারণে আমার মনে হয় তোমাদের ধারণা জন্মেছে যে, এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল দশই জিলহজ কুরবানীর দিনে; কিন্তু আসলে তা ছিল আরাফা দিবস- ৯ই জিলহজ তারিখ ।
>
> ওয়াকিদী (র) বলেন, মদীনা থেকে আবূ বকর (রা)-এর সাথে তিনশ' সাহাবীর একটি জামাআত এ সফরে গিয়েছিলেন। এঁদের মাঝে আবদুর রহমান ইবুন আওফ (রা)ও ছিলেন। আবূ বকর (রা) নিজে পাঁচটি কুরবানীর উট নিয়েছিলেন; রাসূলুল্লাহ্ (স.) তার হাতে পাঠিয়েছিলেন বিশটি এবং পরে আলী (রা)-কে তার পশ্চাতে পাঠালে 'আরজ' নামক স্থানে আলী (রা)-এর সাথে মিলিত হলেন এবং হজ্জ উপলক্ষে সমবেত জনতার সামনে (আরাফাতে) সূরা তাওবার ঘোষণা প্রদান করলেন।[৭৭৩]

৬.৯.২. হজ্জের ভাষণ হিসেবে মহান আল্লাহর বাণী

উপযুক্ত আলোচনা, মুহাদ্দিস গণের মতামত এবং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী একথা সুস্পষ্ট যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) এর নেতৃত্বে হজ্জ পালনই ছিল ইসলামের ভিত্তিমূলক ইবাদত হিসেবে প্রথম হজ্জ। আর সে হজ্জে প্রদত্ত ভাষণই প্রথম হজ্জের ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত। যে ভাষণ দিয়েছিলেন স্বয়ং রব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ।

১। এটি সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সেই সমস্ত মুশরিকদের সঙ্গে যাদের সঙ্গে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে।

২। অতঃপর তোমরা দেশে চার মাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন।

---

[৭৭২]. *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৭, হাদীস নং- ৩৪০১, পৃ. ৩৭২-৩৭৩

[৭৭৩]. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৮০-৮১

৩। মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, নিশ্চয়ই মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। তোমরা যদি তওবা কর তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না আর কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৪। তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করে নাই আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করে নাই, তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।

৫। অতঃপর নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদেরজন্যে ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬। মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায় ; এরপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে; কারণ তারা অজ্ঞ লোক।

৭। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে ? তবে যাদের সঙ্গে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যাবৎ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।

৮। কেমন করে থাকবে ? তারা যদি তোমাদের ওপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে; তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

৯। তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে এবং তারা লোকদেরকে তাঁর পথ হতে নিবৃত্ত করে; নিশ্চয়ই তারা যাকরে থাকে তা অতি নিকৃষ্ট!

১০। তারা কোন মু'মিনের সঙ্গে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তারাই সীমালংঘনকারী।

১১। অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

১২। তাদের চুক্তির পর তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আর তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে তবে কাফিরদের প্রধানদের সঙ্গে যুদ্ধ কর; এরা এমন লোক যাদের কোন প্রতিশ্রুতি থাকল না; যেন তারা নিবৃত্ত হয়।

১৩। তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রাসূলকে বহিষ্কারের জন্যে সংকল্প করেছে? এরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর ? আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন, যদি তোমরা মু'মিন হও।

১৪। তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ এদেরকে শাস্তি দিবেন, এদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, এদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন,

১৫। এবং তিনি এদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৬। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে যখন পর্যন্ত আল্লাহ্ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কাহারা মুজাহিদ এবং কাহারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই ? তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

১৭। মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে- এমন হতে পারে না। এরা এমন, যাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা দোযখেই স্থায়িভাবে অবস্থান করবে।

১৮। তারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও আখিরাতে আর সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না। কাজেই আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

১৯। হাজীদের জন্যে পানি সরবরাহ আর মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাদের পুণ্যের সমজ্ঞান কর, যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে ? আল্লাহ্‌র নিকট এরা সমতুল্য নয়। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

২০। যারা ঈমান আনে, হিজরত করে আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম।

২১। এদের প্রতিপালক এদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন নিজ দয়া ও সন্তোষের আর জান্নাতের, যেখানে আছে তাদের জন্যে স্থায়ী সুখ-শান্তি।

২২। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট আছে মহাপুরস্কার।

২৩। হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে এদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কর না। তোমাদের মধ্যে যারা এদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তারাই জালিম।

২৪। বল, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য-যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

২৫। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে আর হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু এটা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল, পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

২৬। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাও নাই আর তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন; এটাই কাফিরদের কর্মফল।

২৭। এর পরও যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ হবেন; আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৮। হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বৎসরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাব মুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৯। যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, শেষদিনেও নয় আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া দেয়।

৩০। ইয়াহূদীরা বলে, 'উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র' আর খ্রিস্টানরা বলে, 'মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র।'এটা তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফরী করেছিল এরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ এদেরকে ধ্বংস করুন। আর কোন্ দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে!

৩১। তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগিগণকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে আর মারইয়াম-তনয় মসীহ্‌কেও। কিন্তু এরা এক ইলাহের 'ইবাদত করার জন্যেই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তারা যাকে শরীক করে তাহতে তিনি কত পবিত্র!

৩২। তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফিররা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না।

৩৩। মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত দীনের ওপর জয়যুক্ত করার জন্যে তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন।

৩৪। হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৩৫। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে আর এটা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে সেদিন বলা হবে, 'এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্যে পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।'

৩৬। নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি; তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম কর না আর তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

৩৭। এই যে মাসকে পিছিয়ে দেওয়া কেবল কুফরী বৃদ্ধি করা, যা দিয়ে কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা একে কোন বৎসর বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাতে তারা আল্লাহ্ যেইগুলিকে নিষিদ্ধ করেছেন, সেইগুলির গণনা পূর্ণ করতে পারে ; অনন্তর আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলি তাদেরজন্যে শোভনীয় করা হয়েছে। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

৩৮। হে মু'মিনগণ! তোমাদের কী হল যে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকে পড় ? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ ? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর!

৩৯। যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪০। যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাকে বহিষ্কার করেছিল আর সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল ; সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ তো আমাদের সঙ্গে আছেন।' এরপর আল্লাহ্ তাঁর ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখ নাই; আর তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৭৭৪]

---

[৭৭৪]. আল-কুরআন, ৯ : ১-৪০

৬.৯.৩. বিদায় হজ্জের ভাষণের ব্যপকতা ও বিস্তৃতি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত একমাত্র, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি ১০ হিজরী সনের ৯ জিলহজ্জ তাঁর বিদায় হজ্জ পালনকালে লক্ষাধিক[৭৭৫] সাহাবাকে উদ্দেশ্য করে যে ভাষণ প্রদান করেন তাই বিদায় হজ্জের ভাষণ হিসেবে পরিচিত।

৬.৯.৩.১. বিদায় হজ্জের প্রেক্ষাপট

হিযরতের ১০ম বছরও শেষ হতে চলেছে। ঐতিহাসিক মক্কায়ও মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন। ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়েছে। প্রচলিত সমস্ত জীবন ব্যবস্থার চেয়ে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ তাও ইতোমধ্যে জগৎবাসী অবলোকন করেছে। এ অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (স.) আশংকা করছিলেন যে, পৃথিবীতে তাঁর দায়িত্বের সীমা হয়ত শেষের দিকে। এই আশঙ্কার মধ্যেই তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাথে সাথে সময়ে সময়ে নাযিলকৃত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিবিধান সমূহেরও বাস্তবায়ন করে চলছিলেন। বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত সর্বশেষ নবী হিসেবে সুসংবাদদাতা ও উপদেশদাতা নয় বরং দ্বীনের বাস্তব রূপকার হিসাবে তার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মানব জাতির জন্য একটা আদর্শ সমাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করাও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে ছিল। কাঙ্ক্ষিত সেই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো নির্মাণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁর যোগ্য উত্তরসুরীগণ যেন উক্ত কাঠামোকে ভিত্তি করে আরও সুন্দররূপে ইসলামী খেলাফত ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন, এ জন্য প্রায়ই তিনি সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে নানা রকম উপদেশ প্রদান করতেন। নিম্নোক্ত হাদীসটির বিবরণ তদ্রুপ :

> ইরবাস ইবন সারিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) একদিন আমাদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। অতঃপর আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় উপদেশ প্রদান করলেন যে, চক্ষুসমূহ অশ্রুসজল হলো এবং অন্তরসমূহ ভীত-বিহ্বল হয়ে গেল। এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, **হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে যেন এটি কোনো বিদায় গ্রহণকারীর অন্তিম উপদেশ। অতএব আপনি আমাদেরকে আরো বেশি উপদেশ দিন।** তখন রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, আমি তোমাদেরকে আহতির উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের আমীরের আদেশ শুনতে ও তা মান্য করতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি একজন হাবশী গোলাম হন। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা সত্বর বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। তাকে কঠিনভাবে ধরবে এবং মাড়ির দাঁতসমূহ দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টিসমূহ হতে বিরত থাকবে। কেননা (দীনের ব্যপারো) যেকোনো নতুন সৃষ্টি হল বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত হলো পথভ্রষ্ঠতা।[776]

৭৭৫.

৭৭৬. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالَا أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ عِرْبَاضٌ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র), *মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল*, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০হি./ ১৯৯৯খ্রি., খ.২৮, পৃ. ৩৭৫, হাদীস নং- ১৭১৪৫)

উপর্যুক্ত হাদীসটির অনুরূপ আরো বর্ণনা হাদীসশাস্ত্রে পাওয়া যায়। মূলকথা হলো, রসূলুল্লাহ্ (স.) কে আল্লাহ তাআলা যে মহান দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন তা প্রায় শেষের পথে ছিল এবং তিনি তা উপলব্ধি করে সময়ে সময়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)কে উপদেশ প্রদান করতেন। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্তের সময় তাঁকে প্রদত্ত উপদেশেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। মুহাদ্দিসগণের মতে ইয়ামেনে মুআয বিন জাবাল (রা.) কে প্রেরণ করা হয়েছিল রসূলুল্লাহ্ (স.) বিদায় হজ্জে গমনের পূর্বমুহূর্তে। রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন- "

> "হে মু'আয! এ বছরের পর তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আয় সাক্ষাৎ হবে না। তখন হয়ত তুমি আমায় এই মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে।" রাসূল (স.)-এর মুখে এই কথা শুনে মুআয বিন জাবাল (রা.) রসূলুল্লাহ্ (স.) এর বিচ্ছেদ বেদনায় কেঁদে উঠলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, " কেঁদ না হে মুআয! নিশ্চয় কান্না শয়তানের পক্ষ থেকে আসে"।[777]

এরকম একটি অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (স.) হজ্জের মনস্থ করেন। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখেছেন-

> অতপর উম্মতের সবাইকে বা অধিকাংশকে একত্রিত করে তাদের সম্মুখে সর্বশেষ উপদেশবাণী প্রদান করা এবং সেই সাথে চির বিদায় নেবার আগ্রহে রসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) হজে গমনের আকাংখা ব্যক্ত করলেন। সেই সাথে তিনি উমতের কাছ থেকে এ সাক্ষ্য নিতে চাইলেন যে, তিনি তাদের নিকট আল্লাহ্ প্রেরিত দ্বীন যথাযথরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। যদিও আল্লাহ বড় সাক্ষী। রাসূল (ছাঃ) হজে যাবেন এবং তিনি উম্মতের সামর্থ্যবান সবাইকে শেষবারের মত পেতে চান ও দেখতে চান – এ ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে চারদিকে ঢেউ উঠে গেল। দলে দলে মানুষ মক্কা অভিমুখে ছুটলো। মদীনা ও আশপাশের লোকেরা রাসূল (হ)-এর সাথী হল।[778]

৬.৯.৩.২. আরাফাতের ভাষণের বিবরণ

হাদীসের গ্রন্থসমূহে আরাফতের ময়দানে রসূলুল্লাহ্ (স.) প্রদত্ত ভাষণের বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণসমূহ হতে একই হাদীসের পুনরুল্লেখ না করলে আমরা আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে দীর্ঘ একটি ভাষণের বিষয়ে জানতে পারি। নিম্নে হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হলো। উক্ত ঐতিহাসিক ভাষণটি উপলব্দির সুবিধার্থে একটি ধারাবাহিকতায় হাদীসগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হলো।

প্রথম হাদীস

> মুহাম্মাদ বিন জুবায়ের বিন মুতইম (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আরাফার দিন রসূলুল্লাহ্ (স.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি (স.) সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন- "(১) হে মানুষসকল! আল্লাহর কসম, আমি জানিনা আজকের পরে আর কোনোদিন তোমাদের সঙ্গে এই স্থানে মিলিত হতে পারব কিনা। অতএব আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপরে যে ব্যক্তি আজকে আমার কথা শুনবে ও তা স্মরণ রাখবে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে

---

৭৭৭. عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْيَمَنِ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي فَبَكَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ لَلْبُكَاءُ أَوْ إِنَّ الْبُكَاءَ مِنْ الشَّيْطَانِ (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র), *মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল*, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০হি./ ১৯৯৯খ্রি., খ.৩৬, পৃ. ৩৭৮, হাদীস নং- ২২০৫৪)

৭৭৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)* [নবীদের কাহিনী-৩], রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৬, পৃ. ৭০২

জ্ঞানী নয় (সে অন্যের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়) এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। (২) তোমরা জেনে রেখো! নিশ্চয়ই তোমাদের মাল-সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের উপরে হারাম, যেমন আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের জন্য হারাম (পবিত্র)। (৩) জেনে রেখ, তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না : (ক) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এখলাছের সাথে কাজ করা। (খ) শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং (গ) মুসলিমদের জামাতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দোআ তাদেরকে পিছন থেকে (শয়তানের প্রতারণা হতে) রক্ষা করে।"[৭৭৯]

দ্বিতীয় হাদীস

রসূলুল্লাহ (স.)-এর ভাষণ বিবৃত হয়েছে যেসব হাদীসে তন্মধ্যে অন্যতম হলো হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণিত হাদিস। আমরা বিদায় হজ্জের সমস্ত কার্যক্রমের সম্যক ধারণা তাঁর বর্ণিত হাদিসটি থেকেই গ্রহণ করতে পারি। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হাদিসটি উল্লেখ করেছি। এখানে উক্ত হদীসের ভাষণের অংশটুকু উল্লেখ করা হলো :

জাবির (রা.) বলেন, ... তারপরে আরাফাতে পৌছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন। তারপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর কাসওয়া (নামক উষ্ট্রী) কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগান হল। তখন তিনি বাতনে ওয়াদীতে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন-

"(৪) তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) যেমন তা হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে। (৫) সাবধান! জাহিলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নীচে (পদদলিত হলো)। (৬) জাহেলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হল। আমি সর্ব প্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হল আমাদের বংশের রবীআ ইবনু হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানু সা'দ গোত্রে দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। (৭) জাহেলী যুগের সুদও বাতিল হল। আমি প্রথমে যে সুদ বাতিল করছি তা হল আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আবদূল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হল। (৮) তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ- পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছেদের হুকুম রয়েছে। (৯) আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। (১০) 'আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তখন তোমরা কি বলবে?' তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বানী) পৌছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি তর্জনী

---

৭৭৯. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى يَوْمِ عَرَفَةَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ :« أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى وَاللَّهِ لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِى هَذَا بِمَكَانِى هَذَا ، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِى الْيَوْمَ فَوَعَاهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلاَ فِقْهَ لَهُ ، وَلَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ فِى هَذَا الشَّهْرِ فِى هَذَا الْبَلَدِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لاَ تَغِلُّ عَلَى ثَلاَثٍ : إِخْلاَصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَمُنَاصَحَةِ أُولِى الأَمْرِ ، وَعَلَى لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ (আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আবু মুহাম্মাদ আদ-দারিমী, *সুনান আদ-দারেমী*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭হি., অধ্যায় : আল-মুকাদ্দামাহ, অনুচ্ছেদ : আল-ইকতিদাউ বিল উলামা, খ.১, পৃ. ৮৬, হাদীস নং-২২৭)

আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক'।" তিনি তিনবার এরূপ বললেন। ... (সংক্ষেপিত)[৭৮০]

তৃতীয় হাদীস

হযরত আমর বিন মালেক আল-জানবিয়্যি (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাযালাহ বিন ওবায়েদ (রা.) তাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বিদায় হয়ে ভাষণে বলেছেন- "(১১) আমি কি তোমাদেরকে মুমিন সম্পর্কে খবর দিব না? মুমিন হলো ঐ ব্যক্তি যার হাত থেকে মানুষের সম্পদ ও জীবন নিরাপদ থাকে। আর মুসলিম সেই ব্যক্তি, যায় মুখ (জিহ্বা) ও হাত থেকে মানুষেরা নিরাপদ থাকে। আর মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি, আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করে এবং মুহাজির হলো সে, যে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকর্মসমূহ পরিত্যাগ করে।"[৭৮১]

চতুর্থ হাদীস

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) আরাফাতের ময়দানে তাঁর কানকাটা উটনীর উপর আরোহন করা অবস্থায় বলেন : তোমরা কি জান- আজ কোন দিন, এটা কোন মাস এবং এটা কোন শহর? তাঁরা বলেন, এটা (মক্কা) সম্মানিত শহর, সম্মানিত মাস ও সম্মানিত দিন। তিনি বলেন- (১২) সাবধান! তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের প্রতি তেমনি হারাম যেমনি- তোমাদের এই মাসের সম্মান রয়েছে তোমাদের এই শহরে তোমাদের এই দিনে। (১৩) মনে রেখো! আমি তোমাদের আগেই হাওয কাওসারে উপস্থিত থাকব। অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় তোমাদে সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি গৌরব করব। তোমরা যেন আমার চেহারা কালিমালিপ্ত না করো। সাবধান! কিছু লোককে আমি মুক্ত করতে বারব, আর কিছু লোককে আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তখান ইম বলব, হে আল্লাহ! এরা তো আমার সাহাবী? তখন তিনি বলবেন- তোমার পরে এরা কি নতুন কাজ করেছে, তা তুমি জান না।"[৭৮২]

পঞ্চম হাদীস

মিহনাফ ইবন সুলায়ম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা নবী (স.)-এর সঙ্গে আরাফাতে অবস্থানরত ছিলাম। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি যে, (১৪) হে লোক সকল! প্রত্যেক বছরেই প্রতি

---

৭৮০. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, তৃতীয় খণ্ড, অধ্যায় : হজ্জ, অনুচ্ছেদ : নবী স. এর হজ্জের বিবরণ, হাদীস নং- ২৮২১ (আন্তর্জাতিক : ৩০০৯), পৃ. ১৬৮-১৭৫

৭৮১. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ [আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল বিন হিলাল বিন আসাদ আশ-শায়বানী (র.), *মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বল*, বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৪১৯হি./ ১৯৯৮হি., খ.৬, পৃ.২১, হাদীস নং- ২৪৪৫৮ (২৩৯৫৮)]

৭৮২. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات : فقال (أتدرون أي يوم هذا وأي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا ؟) قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام : قال (ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. ألا وإني فرطكم على الحوض. وأكاثر بكم الأمم. فلا تسودوا وجهي. ألا وإني مستنقد أناسا ومستنقد مني أناس. فأقول يا رب أصيحابي ؟ فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কায্বীনী (র), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, অধ্যায় : মানাসিক, অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন ভাষণ প্রদান, পৃ. ৯৯, হাদীস নং- ৩০৫৭]

পরিবারের জন্য রয়েছে কুরবানী এবং আতীরাহ[৭৮৩]। তোমরাকি জানো আতীরাহ কি? তা হলো যেটিকে তোমরা রজবিয়্যা বলে থাকো।[৭৮৪]

ষষ্ঠ হাদীস

সুলাইমান ইবনু আমর (র.) ইবনুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবা আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমি বিদায় হজ্জে জনগণের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (স.) কে বলতে শুনেছি- এটা কোন দিন? লোকেরা বলল, আজ হজ্জে আকবারের দিন। তিনি বললেন, (১৫) আজকের এ দিন ও তোমাদের এ শহর যেমন হারাম (মহাপবিত্র) অনুরূপভাবে তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্ভ্রম পরস্পরের জন্য হারাম। (১৬) সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী। সাবধান! সন্তানের প্রতি জনকের অপরাধ এবং জনকের প্রতি সন্তানের অপরাধ বর্তায় না। (১৭) জেনে রাখো, তোমাদের এ শহরে আর কখনো শয়তানের ইবাদত করা হবে সে সম্পর্কে শয়তান অবশ্য নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তোমরা যে সকল কাজকে তোমরা খুবই তুচ্ছ মনে করে থাকো সে ধরনের কাজে অচিরেই তার আনুগত্য করা হবে। আর তাতেই সে সন্তুষ্ট হবে।[৭৮৫]

সপ্তম হাদীস

হযরত আবূ উমামা আল-বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বিদায় হজ্জের বছর তাঁর খুতবায় বলতে শুনেছি যে, "(১৮) হে লোকসকল! আমার পর আর কোনো নবীও আসবে না এবং তোমাদের পর নতুন কোনো উম্মতও সৃষ্টি হবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমযানের রোযা রাখো এবং (বৈধ বিষয়সমূহে) শাসকের আনুগত্য করো। তাহলে (বিনিময়ে) তোমরা তোমাদের প্রভূর জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৭৮৬]

---

৭৮৩. 'আতীরাহ' অর্থ ঐ পশু যা রজব মাসে যবহ করা হয়। যা ইসলামের প্রথম যুগে চালু ছিল এবং পরে রহিত করা হয়। (মির'আত, হাদীস নং-১৪৯২-এর ব্যাখ্যা) উদ্ধৃত- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)* [নবীদের কাহিনী-৩], প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯

৭৮৪. عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ " [ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : (শিরোনামহীন), পৃ. ১৪০, হাদীস নং-১৫২৪]

৭৮৫. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ " أَىُّ يَوْمٍ هَذَا " . قَالُوا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ . قَالَ " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ أَلاَ لاَ يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ أَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلاَدِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ " [ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, ফিতনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রক্ত ও সম্পদ হারাম, পৃ. ৫১০, হাদীস নং- ২১৬২]

৭৮৬. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ" [সুলায়মান বিন আহমাদ বিন আইয়ূব আবুল কাসেম আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, মদীনা : মাকতাবাতুল উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৪০৪হি./ ১৯৮৩খ্রি., খ. ৭, পৃ. ১৪৭, হাদীস নং- ৭৫০০]

৬.৯.৪. নিয়ামতের পূর্ণতা ঘোষণা

রসূলুল্লাহ (স.) এর ভাষণ সমাপ্ত হওয়ার পর দীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপরে আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম"।[৭৮৭]

এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) উল্লেখ করেন যে-

> ইহা এই উম্মতের জন্য আল্লাহর মহা দান। তিনি তাহাদের জীবন বিধানকে পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করিয়াাছেন। ফলে তাহারা অন্য কোন সংবিধানের মুখাপেক্ষী নয়। ইহা ছাড়া তাহারা অন্য কোন নবীর মখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নবীকে সর্বশেষ নবীর সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। এই নবীকে সমগ্র জিন্ন ও মানব জাতির নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যাহা হালাল করিয়াছেন উহাই হালাল, যাহা হারাম করিয়াছেন উহাই হারাম। তিনি যে দীন প্রর্বতন করিযাাছেন উহাই একমাত্র জীবন বিধান এবং তিনি যে সংবাদ দিয়াছেন উহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য ও ন্যায্য। তাহার কথার মধ্যে মিথ্যা ও বৈপরীত্যের কোন অবকাশ নাই।
>
> যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً
>
> অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডে চূড়ান্ত।"[৭৮৮]
>
> আল্লাহ তা'আলা দীনকে পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিয়ামতকেও সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ?
>
> الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا
>
> অর্থাৎ ইহা তমেরা নিজেদের জন্য সাগ্রহে বরণ কর। কেননা ইহা সেই দীন যাহা আল্লাহ ভালবাসেন এবং যাহার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর এই দীনের জন্যই আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং এই দীনের জন্যে তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (আল-কুরআন)।
>
> আলচ্যে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ আয়াতাংশে 'দীন' শব্দদ্বারা ইসলামকে বুঝানো হইয়াছে।
>
> আলচ্যে আয়াত দ্বারা আল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে তাহার নবী এবং মু'মিনদিগকে এই কথা অবহিত করিতেছেন যে, তিনি তোমাদের জন্য ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। ফলে ইহা হইতে অধিক আর কিছুর প্রতি তোমাদের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। তেমনি তিনি যখন ইহাকে একবার পূর্ণতা দান করিয়াছেন, তখন তিনি আর ইহার অঙ্গহানি করিবেন না। আল্লাহ একবার যখন ইহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন আর অসন্তুষ্ট হইবেন না। । আসাবাত (র) সুদ্দী (র) হইতে বলেনঃ এই আয়াতটি আরাফাত ময়দানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হালাল ও হারাম সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয় নাই এবং হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই রসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন।
>
> আসমা বিন্‌তে উমাইয়া (রা.) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে হজ্জ করিয়াছিলাম। যখন আমরা সফরের অবস্থায় ছিলাম, তখন একদা আকস্মিকভাবে জিবরাঈল (আ.) রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমণ করেন। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বাহনের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় একটু নীচের দিকে

---

৭৮৭. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا (আল-কুরআন, ০৫ : ০৩)

৭৮৮. আল-কুরআন,

ঝুঁকিয়া পড়েন। বাহনটি ওহীর ভার সহ্য করিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আমার চাদরটি জড়াইয়া দিলাম।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফাত হইতে বিদায় গ্রহণ করার ৮১ (একাশি) দিন পর ইন্তিকাল করেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......হারুন ইব্‌ন আনতারার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হারূন ইব্‌ন আনতারার পিতা বলেন ঃ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي এই আয়াতটি হজ্জে আরাফাতের দিন যখন অবতীর্ণ হইল, হযরত উমর (রা) কাদিতে লাগিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি বলিলেন, 'আমরা এই দীন সম্পর্কে আরো বেশি আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন উহা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে, তখন তো আর ইহার চেয়ে বেশি আশা করা যায় না; বরং ক্রমান্বয়ে ইহার অবনতিই আশা করা যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ।'[৭৮৯]

দীনের পূর্ণতা লাভ সংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার সত্যায়ন এবং তা নাযিলের প্রেক্ষাপট ও সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রসূলুল্লাহ্ (স.) নিবেদিত প্রাণ প্রায় সকল সাহাবী (রা.) কে নিয়ে জীবনের শেষবারের মত একত্রিত হলেন। সবার উদ্দেশ্যে কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানদারদের জন্য নসীহতপূর্ণ ভাষণ দিলেন। উক্ত ভাষণ সমাপনান্তে আল্লাহ দীন ইসলাম ও নিয়ামতের পূর্ণতা ঘোষণা করলেন।[৭৯০] বিদায় হজ্জের উক্ত সফরে রসূলুল্লাহ্ (স.) আরো কয়েকটি ভাষণ প্রদান করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

৬.৯.৫. ১০ জিলহজ্জ (কুরবানির দিন)-এর খুতবা

হাদীসের গ্রন্থসমূহে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বিদায় হজ্জে আরাফার দিনের বাইরে কুরবানীর দিন, ১০ জিলহজ্জ তারিখেও সম্মিলিত সাহাবীগণ (রা.)-এর উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতা বা ভাষণ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ :

---

[৭৮৯]. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪২৩-৪২৪

[৭৯০]. হাসান ইবনুস সাব্বাহ্ (র) ... 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এক ইয়াহূদী তাঁকে বলল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইয়াহূদী জাতির উপর নাযিল হত, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত? সে বলল ঃ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" (৫ : ৩) 'উমর (রা) বললেন এটি যে দিন এবং যে স্থানে নবী করীম (স.)-এর উপর নাযিল হয়েছিল তা আমরা জানি; তিনি সেদিন 'আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুম'আর দিন। (আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল জু'ফী (র), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ.১, অধ্যায় : ঈমান, ৩৩. পরিচ্ছেদ : ঈমান বাড়া–কমা, হাদীস নং- ৪৩, পৃ. ৩৪-৩৫)

আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... আম্মার ইব্‌ন আবূ আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন (অনুবাদ) : "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম"–(সূরা আল-মায়িদাহ ৩)। তাঁর নিকট এক ইয়াহূদী উপস্থিত ছিল। সে বলল, আমাদের উপর এরূপ একটি আয়াত অবতীর্ণ হলে সেই দিনকে আমরা অবশ্যই 'ঈদের দিন হিসেবে পালন করতাম।' ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, এটি তো (আমাদের) 'ঈদের দিনেই অবতীর্ণ হয়েছে : জুমু'আর দিন ও 'আরাফার দিন। ([ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, অধ্যায় : কুরআন তাফসীর, অনুচ্ছেদ : সূরা আল-মাইদা, পৃ. ৩৬২, হাদীস নং- ৩০৪৪)

> ইব্ন জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন- আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে তাঁর বাহনে সওয়ার অবস্থায় কংকর মারতে দেখেছি। এ সময় তিনি বলছিলেন- (১৯) তোমরা হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি শিখে নাও। কেননা, আমি অবহিত নই যে, আমার এই হজ্জের পর আবার হজ্জ করার সুযোগ হবে কি না।[৭৯১]

রসূলুল্লাহ (স.) হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতির প্রশিক্ষণ প্রদান করছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে-

> জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, এদিন (কুরবানীর দিন) সূর্য ঢলার পর 'আযবা' উটনীর পিঠে বসে কংকর নিক্ষেপ শেষে রসূলুল্লাহ্ (স.) সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, "হে জনগণ! তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জ ও কুরবানীর নিয়ম-কানূন শিখে নাও। হয়তবা এ বছরের পর আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না'।[৭৯২]

> আবূ বকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুতবা দিলেন এবং বললেন- তোমরা কি জান আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, অল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) সব চেয়ে বেশি জানেন। নবী (স.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত, নবী (স.) এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রাসূল (স.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। নবী (স.) বললেন, (২০) তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন- শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ (হে আল্লাহর রাসূল!)। অতঃপর তিনি বললেন- (২১) প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন থাকে যে, শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী। তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।[৭৯৩]

---

[৭৯১]. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَرْمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ « لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ » আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, বৈরুত : দারুল কিতাবুল আরাবি, তা.বি., খ.২, অধ্যায়: ১১ আল-মানাসিক, অনুচ্ছেদ : ৭৯ জামারায় কংকর নিক্ষেপ, হাদীস নং- ১৯৭২, পৃ. ১৪৬

[৭৯২]. আহমাদ হা/১৪৪৫৯, ২০০৮৬-৮৭; নাসাঈ হা/৩০৬২; আবুদাঊদ হা/১৯৫৪; মুসলিম হা/১২৯৭(৩১০); মিশকাত হা/২৬১৮। উদ্ধৃত- *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)* [নবীদের কাহিনী-৩], প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৬

[৭৯৩]. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ [আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল জু'ফী (র), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ.৩, অধ্যায় : হজ্জ, ১০৯২ অনুচ্ছেদ : মিনার দিনগুলোতে খুতবা প্রদান, হাদীস নং- ১৬৩২ (আন্তর্জাতিক : ১৭৪১), পৃ. ৩৬৫-১৬৬]

একই বর্ণনাকারী থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। যা নিম্নরূপ :

> মুহাম্মদ ইবনু সালাম (র.) ... আবূ বকরা (রা.) সূত্রে নবী (স.) থেকে বর্ণিত যে নবী (স.) বলেছেন, (২২) কাল আবর্তিত হয়েছে তার সেই অবস্থানের উপর যেভাবে আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। বছর বার মাসের। তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি পরপর যুল-কা'দা, যুল-হজ্জ ও মুহাররম। আরেকটি মুদার গোত্রের রজব মাস, সেটি জুমাদা ও শাবানের মাঝখানে। (এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন) এটি কোন মাস? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তখন তিনি নীরব রইলেন। এমন কি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এটিকে অন্য নামে আখ্যায়িত করবেন। তিনি বললেন এটি কি যুল-হজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম আল্লহ ও তার রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি নীরব রইলেন এমন কি আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এটির জন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটি কি মক্কা নগর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন এটি কোন দিন? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি নীরব রইলেন। এমনকি আমরা ধারনা করলাম যে হয়ত তিনি এর নামের পরিবর্তে অন্য নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা উত্তর করলাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন- (২৩) তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, সম্ভবত আবূ বকরা (রা.) বলেছেন এবং তোমাদের ইজ্জত তোমাদের পরস্পরের উপর এমন সম্মানিত যেমন সম্মানিত তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস। (২৪) অচিরেই তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে। তখন তিনি তোমাদের সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে ফিরে যেয়ো না। তোমাদের কেউ যেন কাউকে হত্যা না করে। (২৫) মনে রেখ, উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার বাণী) পৌছে দেয়। হয়ত যাদের কাছে পৌছানো হবে তাদের কেউ কেউ বর্তমানে যারা শুনেছে তাদের কারো চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হবে। রাবী মুহাম্মদ যখন এ হাদীস উল্লেখ করতেন তখন বলতেন, নবী (স.) সত্যই বলেছেন। এরপর নবী (স.) বললেন, সাবধান, আমি কি পৌছে দিয়েছি? সাবধান, আমি কি পৌছে দিয়েছি?[৭৯৪]

৬.৯.৬. বিদায় হজ্জের আরো ভাষণ

কুরবানির দিনের খুতবা ছাড়াও রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর বিদায় হজ্জে তিনটি জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে প্রতিদিনই সমবেত সাহাবিদের (রা.) লক্ষ্য করে নসীহত পেশ করেন। এই ভাষণ বা নসীহাহ্ও বিদায় হজ্জের ভাষণের অন্তর্ভুক্ত। এখানে লক্ষণীয় যে, কঙ্কর নিক্ষেপের সময়কালে তথা আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে মহান আল্লাহ সূরা নাসর নাযিল করেন। এ সূরাটিও মহানবী (স.) তাঁর সাহাবীদেরকে সমবেত করে শুনিয়ে দেন। এটিকেও আমরা বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (স.) মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ভাষণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

১১ জিলহজ্জের ভাষণ

> যায়েদ বিন আবূ উনাইসা (র.) ... উম্মুল হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) -এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি এবং আমি দেখেছি, তিনি জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করে সওয়ারীতে চড়ে ফিরে আসেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল ও উসামা (রা.)। তাদের একজন উটের লাগাম ধরে তা টেনে নিচ্ছিলেন এবং অপরজন সূর্যের তাপের কারণে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর মাথার উপর কাপড় ধরে রেখেছিলেন। উম্মুল হুসায়ন (রা.) আরো বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) অনেক কথা বললেন। এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি- (২৬) যদি

---

৭৯৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী আল জু'ফী (র), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ.৯, অধ্যায় : কুরবানী, অনুচ্ছেদ : ২২০৯, হাদীস নং- ৫১৫২ (আন্তর্জাতিক : ৫৫৫০), পৃ. ১৯৭-১৯৯

নাক-কান কাটা কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের নেতা নিয়োগ করা হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে, তবে তার নির্দেশ শোন এবং আনুগত্য কর।[৭৯৫]

১২ জিলহজ্জ সূরা নসর নাযিল

বিদায় হজ্জের সমাপনি লগ্নে যখন রসূলুল্লাহ্ (স.) কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অগণিত উম্মতের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ সমাপ্ত করেছেন। উপদেশমালা প্রদানেরত আছেন। এমনই সময় মহান আল্লাহ সূরা নসর নাযিল করেন[৭৯৬], তাঁর প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে ঘোষণা দিলেন :

> "যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি (হে মুহাম্মদ (স.)! মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো তওবা কবুলকারী।"[৭৯৭]

মহান আল্লাহ যেন কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বিজয়ের মুহূর্তে ও জমীনে কর্তৃত্বশীল হলে; অর্থাৎ আল্লাহর এ নিয়ামতে শিক্ত হলে তারা যেন মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এদিন রসূলুল্লাহ্ (স.) আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসীহা প্রদান করেন।

১২ জিলহজ্জের ভাষণ

> আবূ নাযরাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ্ (স.) একজন বিশিষ্ট সাহাবী যিনি বিদায় হজ্জে আইয়্যামে তাশরিকের দিন রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর খুতবা শুনেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন- (২৭) 'হে জনগণ! নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। (২৮) মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত'। (২৯) নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়াবান। তিনি বলেন, (৩০) আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলাম? সাহাবীরা বললেন- আল্লাহর রাসূল (স.) পৌঁছে দিয়েছেন। অত:পর তিনি বলেন- আজ কোন দিন? তারা বলল- আজ পবিত্র দিন; তিনি বললেন- এটি কোন মাস? তারা বলল- এটি পবিত্র মাস; তিনি বললেন- এটি কোন্ শহর? তারা বললেন- এটি পবিত্র শহর। তিনি বললেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের জীবন ও সম্পদ তোমাদের পরস্পরের নিকট আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহরের মত পবিত্র করেছেন; আমি কি পৌঁছিয়েছি? তারা বলল- আল্লাহ্র রাসূল (স.) পৌঁছিয়েছেন। তিনি বললেন, অতএব উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়'।[৭৯৮]

---

৭৯৫. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, তৃতীয় খণ্ড, অধ্যায় : হজ্জ, অনুচ্ছেদ : ৪৭, হাদীস নং- ৩০০৮, পৃ. ২৪২

৭৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) বলেন, আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে অর্থাৎ ১২ই যিলহজ্জে মিনায় সূরা নসর নাযিল হয়। অতঃপর তিনি ক্বাছওয়া উটনীতে সওয়ার হয়ে জামরায়ে আক্বাবায় গমন করেন। অতঃপর কংকর নিক্ষেপ শেষে ফিরে এসে জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রসিদ্ধ ভাষণটি প্রদান করেন'। (বায়হাক্বী হাদিস নং- ৯৪৬৪; আবুদাঊদ, হাদীস নং- ১৯৫২; উদ্ধৃত- *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)* [নবীদের কাহিনী-৩], প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২২)

৭৯৭. আল-কুরআন, ১১০ : ১-৩

৭৯৮. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র), *মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল*, বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০হি./ ১৯৯৯খ্রি., খ.৩৮, পৃ. ৪৭৪, হাদীস নং- ২৩৪৮৯

ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইমান (র.) ... ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকাবস্থায় আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আর আমরা বিদায় হজ্জ কাকে বলে তা জানতাম না। এরপর রসূলুল্লাহ্ (স.) আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ননা করেন। তারপর তিনি মাসীহ্ দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বলেন, (৩১) আল্লাহ্ এমন কোন নবী প্রেরন করেননি যিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেননি। নূহ (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণও তাঁদের উম্মতগণকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে। তার অবস্থা তোমাদের উপর প্রচ্ছন্ন থাকবে না। তোমাদের কাছে এও অস্পষ্ট নয় যে, তোমাদের রব (আল্লাহ্) এক চোখ কানা নন। অথচ দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। যেন তার চোখ একটি ফোলা আঙ্গুর। তোমরা সতর্ক থাক। আজকের এ দিন, এ শহর এবং এ মাসের মতো আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শোণিত (রক্তকে) ও তোমাদের সম্পদকে তোমাদের উপর হারাম করেছেন। তোমরা লক্ষ্য কর, আমি কি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। সমবেত সকলে বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্, আপনি সাক্ষী থাকুন। তিনি একথা তিনবার বললেন, (তারপর বললেন), তোমাদের জন্য পরিতাপ অথবা তিনি বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস, সতর্ক থেকো, আমার পরে তোমরা কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে।[৭৯৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, (৩২) 'হে জনগণ! আমি তোমাদের নিকট এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা মযবুতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[৮০০]

'গাদীরে খুম'-এর খুতবা

বিদায় হজ্জ শেষে রসূলুল্লাহ্ (স.) মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। মদীনা থেকে আগত সকল সাহাবী তখন তাঁর সঙ্গী। কাফেলা মদীনার পথে 'রাবেগ'-এর সন্নিকটে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে পৌঁছাল। তখন হযরত বুরাইদা আসলামী (রা.) রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সামনে হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি কিছু অভিযোগ উত্থাপন করলেন। (অভিযোগ ছিল হযরত আলী (রা.) কর্তৃক ইয়ামানে গনীমতের মাল বণ্টন বিষয়ক।) মূলত এ অভিযোগ সৃষ্টি হয়েছিল হযরত বুরাইদা (রা.)-এর বুঝের ত্রুটির কারণে। অর্থাৎ মূল বিষয়টি তিনি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। অভিযোগ শুনে রসূলুল্লাহ্ (স.) 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে একটি ভাষণ দিলেন। এতে আহলে বাইতের (নবী পরিবারের) শান ও মর্যাদার বিষয়ে আলোচনা করলেন। এবং তাদের হক ও মর্যাদার প্রতি যত্নবান থাকার আদেশ করলেন।[৮০১] এই ঘটনা সমর্থনে আমরা মুসলিম শরীফে একটি হাদীস লক্ষ করি। তাহলো :

যুহায়র ইবনু হারব ও শুজা ইবনু মাখলাদ (রহঃ) ... ইয়াযীদ ইবনু হায়্যান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, হুসায়ন ইবনু সাবুরা এবং উমার ইবনু মুসলিম - আমরা যায়দ ইবনু আরকাম (রা.)-এর নিকট গেলাম। আমরা যখন তার কাছে বসি, তখন হুসায়ন বললেন, হে যায়দ! আপনি তো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছেন, আল্লাহর রাসূল (স.)-কে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন,

---

৭৯৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল জু'ফী (র), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ৭, অধ্যায় : যুদ্ধাভিযান, অনুচ্ছেদ : ২২৪০, হাদীস নং- ৪০৬০ (আন্তর্জাতিক : ৪৪০২), পৃ. ২১৩-২১৪

৮০০. **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– خَطَبَ النَّاسَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ :« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ».** (আহমাদ বিন আল-হুসাইন বিন আলী বিন মুসা আবু বকর আল-বায়হাকী, *সুনান আল-বায়হাকী আল-কুবরা*, মক্কা : মাকতাবাতু দারুল বায, ১৪১৪হি./ ১৯৯৪খ্রি., খ. ১০, পৃ. ১১৪, হাদীস নং- ২০১২৩)

৮০১. উম্মে আব্দুর রহমান (অনু.), *নবীজীর স. হজ্জ*, [মূল : শায়খ আব্দুল্লাহ আল-বারনী আল-মাদানী, রসূলুল্লাহ্ *সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ক্যায়সে হজ্জ কিয়া*], ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১৮খ্রি., পৃ. ৪২

তার পাশে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। আপনি বহু কল্যাণ লাভ করেছেন, হে যায়দ! আপনি রসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের বলুন না। যায়দ (রা.) বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার বয়স হয়েছে, আমি পুরানো যুগের মানুষ। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাছ থেকে যা আমি সংরক্ষণ করোছিলাম, এর কিছু অংশ ভুলে গিয়েছি। তাই আমি যা বলি, তা কবুল কর আর আমি যা না বলি, সে ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। তারপর তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) একদিন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী 'খুম্ম' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নসীহত করলেন। তারপর বললেন, সাবধান, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফিরিশতা আসবে, আর আমিও তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং নূর রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অবলম্বন কর, একে শক্ত করে ধরে রাখো। এরপর কুরআনের প্রতি আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন।

তারপর বললেন, আর হলো আমার আহলে বাইত। আর আমি আহলে বাইতর ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বাইতর ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বাইতর ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হুসায়ন বললেন, রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর 'আহলে বাইত' কারা, হে যায়দ? রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বিবিগণ কি আহলে বাইতর অন্তভুক্ত নন?

যায়দ (রা.) বললেন, বিবিগণও আহলে বাইতর অন্তর্ভুক্ত; তবে আহলে বাইত তাঁরাই, যাদের উপর যাকাত গ্রহণ হারাম। হুসায়ন বললেন, এ সব লোক কারা? যায়দ (রা.) বললেন, এরা আলী, আকীল, জাফের ও আব্বাস (রা.) এর পরিবার-পরিজন। হুসায়ন বললেন, এদের সবার জন্য যাকাত হারাম? যায়দ (রা.) বললেন, হ্যাঁ।[৮০২]

আমরা উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের বর্ণনার বক্তব্য লক্ষ্য করলে পুনঃপুন আসা উক্তিসমূহ ছাড়া প্রায় ৩২টি বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে নির্দেশনা পাই। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো- তিনি আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের সমস্ত তাকওয়াবান ও স্বচ্ছল মুসলিমের মিলনের দিন 'ইয়াওমে আরাফা'-এ যে ভাষণ প্রদান করেছেন। হাদীসের বর্ণনা মতে তিনি উক্ত বক্তব্যের কিছু বিষয় মিনায় প্রদত্ত তিনদিনের ভাষণেও কিছু বিষয় গুরুত্বারোপ করে পুনরাবৃত্তি করেছেন। বিদায় হজ্জে প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ ভাষণটি পর্যালোচনা করলে এবং এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে আমরা কিয়ামত পর্যন্ত আগত ও অনাগত প্রত্যেক মুসলিমের জীবনের দিক-নির্দেশনা পেতে পারি। সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এ ভাষণটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ।

৬.১০. বিদায় হজ্জের খুৎবার ধারাবাহিতকা এবং মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যের অনুপ্রেরণা

নবম হিজরীতে আবূ বকর (রা.) এর নেতৃত্বে হজ্জের ভাষণ হিসেবে সূরা আত-তাওবার প্রথম ৪০ আয়াতে মহান আল্লাহর ঘোষণা এবং পরবর্তী বছর রসূলুল্লাহ্ (স.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণে যে বিষয়গুলো উল্লেখিত হয়েছে তা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ক্ষেত্রে একটি দিক-নির্দেশক। ভাষণের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো এখান থেকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। সাথে সাথে মহান আল্লাহপ্রদত্ত মৌলিক ও ফরজ ইবাদত পালনের জন্য সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর একত্রিত হওয়ার

---

[৮০২]. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, পঞ্চম খণ্ড, অধ্যায় : সাহাবী (রা.)গণের ফযীলত, অনুচ্ছেদ : ০৪, হাদীস নং- ৬০০৭ (আন্তর্জাতিক : ৬৩৭৮), পৃ. ৩৮৩-৩৮৪

প্লাটফর্ম, ৯ই জিলহজ্জ আরাফার ময়দানে একত্রিত হওয়ার বিধান, পৃথিবীর সকল জাতির কাছে মুসলিম উম্মাহর একতাবদ্ধ থাকা ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রমাণ। ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ বিধান অত্যন্ত বড় নিয়ামক।

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, রহমাতুল্লিল আলামীন সমগ্র বিশ্ববাসীর সমনে মুসলিম উম্মাহকে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে হজ্জ আদায় করতে হয়। কী কী বিধি-বিধান পালন করতে হয়। কখন বক্তব্য বা ভাষণ প্রদান করতে হয় এবং কখন প্রশিক্ষণ দিতে হয়। নবম ও দশম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর দেখানো রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী সারা বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ হয়ে পালনকরার একমাত্র বিধান, হজ্জ, প্রতিপালন হচ্ছে এবং বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্ত হতে অসংখ্য অগণিত মুসলিম প্রতিবছর পালন করছেন এ মৌলিক ইবাদত।

একই সাথে পৃথিবীর সকল বর্ণ-গোত্র-অঞ্চলের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহর সন্তোষের আপ্রাণ সাধনা করছেন। আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করছেন। মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছেন। শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা করছেন। নেই সেখানে কোনো অঞ্চলের ভেদাভেদ। নেই সাদা আর কালো মানুষে কোনো পার্থক্য। অবারিত সুযোগ রয়েছে হেথায় পৃথিবীর সব প্রান্তের মুসলিমের একে অপরকে জানার ও চেনার। আরাফার ময়দানের উম্মাহ্র নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ মহান আল্লাহর নৈকট্য ও ক্ষমা লাভের অবারিত সুযোগ পাবে। ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন এবং তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে পরিচিত হবেন। আল্লাহ তাআলার মুহসিন বান্দায় পরিণত হবেন। এরপরে মুজদালিফায় রাত্রি যাপন ও মিনায় দুইদিনের অবস্থানের ওয়াজিব বিধান যেন এটাই দাবী করছে মুসলিম উম্মাহর কাছে যে- তারা এক হবে, তারা পারস্পারিকভাবে নিজেদের সমস্যা ও সম্ভাবনা একে অপরের নিকট তুলে ধরবে, পরামর্শ চাইবে।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরই আরাফার ময়দানে বিশ্বের সমস্ত মুসলিমদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নিকনির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করা হয়। বিগত কয়েকবছরের ০৯ জিলহজ্জ প্রদত্ত হজ্জের ভাষণের তথ্য নিম্নরূপ[৮০৩] :

ক্রমিক নং	ইংরেজি সন	তারিখ (আরবি ও ইংরেজি)	ভাষণের জন্য নির্ধারিত ইমামের নাম	স্থায়ীত্ব
০১.	২০২২	০৯/১২/১৪৪৩হি. ০৮/০৭/২০২২ খ্রি.	الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ড. মোহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম আল ঈসা	১৪:০২ মি.
০২.	২০২১	০৯/১২/১৪৪২হি. ১৯/০৭/২০২১খ্রি.	الشيخ د. بندر بن عبد العزيز بليلة ড.বানদার বিন আব্দুল আযীয বালীলাহ	২৩:৫১মি.
০৩.	২০২০	০৯/১২/১৪৪১হি. ৩০/০৭/২০২০খ্রি.	الدكتور معالي الشيخ عبدالله المنيع ড. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন সুলায়মান আল-মানে'	৪৫:০৬মি.
০৪.	২০১৭	০৯/১২/১৪৩৮হি. ৩১/০৮/২০১৭খ্রি.	الدكتور معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري ড. সা'দ বিন নাসের আল-ছিতরী	২৫:৩৩মি.
০৫.	২০১৬	০৯/১২/১৪৩৭হি. ১০/০৬/২০১৬খ্রি.	أ. د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ড. আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আযীয আস-সুদাইস	৪১:৪৮মি.
০৬.	২০১৫	০৯/১২/১৪৩৬ হি. ২২/০৯/২০১৫ খ্রি.	عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد ال الشيخ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-শায়খ	২০:০০ মি.

৮০৩. Website : https://manaratalharamain.gov.sa/arafa

প্রতিবছরের এই ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত ভাষণের মৌলিক মেসেজ এক ও অভিন্ন। ভাষণে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর রিসালাত, তাকওয়া অর্জন, সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষের সমতা, মর্যাদার মাপকাঠী তাক্বওয়া, নারীর মর্যাদা ও অধিকার, বর্ণ-গোত্র-অঞ্চল ভেদে মানুষের বিশিষ্টতা নয়, আমলই একমাত্র সম্বল, পরকালের ভয়, হাশরের ময়দানে জবাবদিহিতার বিষয় ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়। যেখানে মুসলিম উম্মাহ্‌র একতাবদ্ধ হওয়া ও ঐক্যবদ্ধ থাকার মৌলিক নীতিমালা বিদ্যমান। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী সমস্যা ও সমাধানের জন্য আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরার প্রতিও এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির বিষয়গুলোও ভাষণের আলোচ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে। যা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাথেয়।

৬.১১. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিদায় হজ্জের ভাষণের তাৎপর্য

রসূলুল্লাহর প্রদত্ত বিদায় হজ্জের ভাষণ মূলত দুটি অধিক্ষেত্রে বিশেষায়িত :

(ক) বিশ্বসম্মেলন হিসেবে বিবেচিত ইয়াওমে আরাফাহ তথা ০৯ জিলহজ্জের ভাষণ এবং

(খ) পরবর্তী ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ্জের ভাষণসমূহ।

প্রথম ভাষণ সমস্ত পৃথিবীর বিদ্যমান জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে মুসলিম জনশক্তির সামনে প্রদত্ত ভাষণ। এ ভাষণে মহানবী (স.) সমস্ত মানুষকে উদ্দেশ্যে করে বিশ্বনেতা হিসেবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। শতর্ক ও সাবধান করেছেন। করণীয় ও বর্জনীয় বর্ণনা করেছেন।

অপরপক্ষে কুরবানীর দিন এবং আইয়্যামে তাশরিকের দুই দিনের ভাষণে মূলত নেতৃস্থানীয় এবং ঘনিষ্ঠ লোকজনকে দীনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এ ভাষণের সময়কালও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন একটা সময় যখন হজ্জের মৌলিক কাজসমূহ থেকে ফারেগ হয়ে ইহরামকালীন বাধ্যবাধকতা মুক্ত ও আংশিক হালাল অবস্থায় স্বাভাবিক পোষাকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল। এখানে বিধানটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সময়গুলো কাটাতে হবে মিনায়। এটি শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে ওয়াজিব। লক্ষণীয় হলো- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান কা'বার কাছাকাছি থাকার পরেও হাজী সাহেবগণ তখন কা'বায় সালাত আদায়ের মর্যাদা গ্রহণ করবেন না। তাকে মীনায় থাকতে হবে। ১০ জিলহজ্জ তাওয়াফে যিয়ারাহ বা ইফাযাহ সমাপ্ত করে আবার মিনায় ফিরে যেতে হবে। এখানেই থাকতে হবে পরবর্তী দুই রাত। ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ করতে না পারলে আরো এক রাত। এটি মূলত বিশ্বের একতাবদ্ধ মুসলিম নেতৃত্বের মতবিনিময়, বিগত এক বছরের কাজকর্মের পর্যালোচনা, ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন, পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের অবারিত একটি সুযোগ। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এই দুই বা তিনদিনের অবস্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬.১১.১. রসূলুল্লাহ (স.)-এর উক্ত ভাষণসমূহে প্রদত্ত মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের মূলনীতিসমূহ

রসূলুল্লাহ (স.) এর ০৯ জিলহজ্জ তারিখে আরাফার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ এবং পরবর্তী ০৩দিন সববেত জনতার মাঝে তিনি যে বক্তৃতা করেছেন তাতে চক্ষুষ্মানদের জন্য রয়েছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের দিক-

নির্দেশনা। আমরা উক্ত ভাষণের বিশেষ দিকগুলো পবিত্র কুরআনুল কারীম ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরছি [৮০৪]:

৬.১১.১.১. আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন

বিদায় হজ্জের ভাষণে মুহাম্মাদ (স.) তাওহীদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ এক। তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌ (স.) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। মূলত মুহাম্মাদ (স.) রিসালাতের দায়িত্ব পেয়েছিলেন পৃথিবীতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য। আর বিদায় হজ্জের ভাষণের মাধ্যমে এ বাণীই প্রতিভাত হয়েছে। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন, প্রত্যেকের দাওয়াত ছিল তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ 'আমরা প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছি এই জন্য যে, তোমরা আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নিবে এবং ত্বাগূত থেকে বিরত থাকবে' (সূরা আন-নাহল : ৩৬)। রসূলুল্লাহ্‌ (স.) আরও বলেন, مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন'।[৮০৫]

তাওহীদ বলতে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক গণ্য করা বুঝায়।[৮০৬] আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাওহীদের উপর সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রত্যেক নবী-রাসূল তার জাতিকে প্রথমে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্‌ (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে তাওহীদকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আজ তাওহীদকে বর্জন করে শিরকে নিমজ্জিত। অথচ মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর আগে আত্মার জগতে তাদের কাছ থেকে আল্লাহ তাওহীদের প্রতিশ্রুতিও নিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ.

'আর স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদের প্রতিভাত করলেন যে, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই। আমরা অঙ্গীকার করছি। ক্বিয়ামতের দিন তারা যেন বলতে না পারে যে, আমাদের এ বিষয়ে জানা ছিল না' (সূরা আল-আ'রাফ : ১৭২)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ 'আমরা সকল উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি তাদেরকে এই নির্দেশ প্রদান করার জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে গ্রহণ কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত থাক' (সূরা আন-নাহল : ৩৬)। অন্যত্র বলেন, وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ '(হে নবী!) আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ

---

[৮০৪]. এই অনুচ্ছেদটি প্রস্তুতের জন্য একটি প্রবন্ধের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি দুটি কিস্তিতে অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। তথ্যসূত্র : অধ্যাপক মো. আকবার হোসেন, "বিদায় হজ্জের ভাষণ : তাৎপর্য ও মূল্যায়ন", *মাসিক আল-ইখলাছ, আগস্ট* ২০২২, [অনলাইন-এ প্রকাশিত পত্রিকা (https://ikhlasbd.com/article_details/9567 ও 9617]

[৮০৫]. ছহীহ মুসলিম হা/২৯; তিরমিযী হা/২৬৮৩; মিশকাত হা/৩৬

[৮০৬]. ছালেহ ইবনু ফাওযান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ফাওযান, ইয়া'নাতুল মুসতাফীদ বি শারহী কিতাবিত তাওহীদ (প্রকাশনা : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসা'লাহ, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), ১ম খ-, পৃ. ২৪

করেছি তাদেরকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতিরেকে কোন সত্য ইলাহ নেই। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর' (সূরা আল-আম্বিয়া : ২৫)।

রাসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে তাওহীদকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّهٗ مَنۡ یُّشۡرِکۡ بِاللّٰهِ فَقَدۡ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیۡهِ الۡجَنَّۃَ وَ مَاۡوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِیۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ 'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' (সূরা আল-মায়েদা : ৭২)।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৮০৭]

৬.১১.১.২. রসূলুল্লাহ (স.)-এর অনুসরণ

বিদায় হজ্জের ভাষণের প্রেক্ষাপট ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) এর বিদায় হজ্জের প্রেক্ষাপট এবং তার হজ্জ পালনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপই এ কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তিনি যেন ভক্তবৃন্দ, সাহাবায়ে কিরাম ও ভবিষ্যতে আগত সকল মুসলমানের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন তাঁকে অনুসরণ করার।

শুধু বিদায় হজ্জের ভাষণই নয়, বরং নেো হিসাবে মুহাম্মাদ (স.)-ই একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্ম বিশ্ব মানবতার জন্য পথ প্রদর্শক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ یُحۡبِبۡکُمُ اللّٰهُ وَ یَغۡفِرۡ لَکُمۡ ذُنُوۡبَکُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ - قُلۡ اَطِیۡعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوۡلَ ۚ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الۡکٰفِرِیۡنَ.

'(হে নবী!) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে ভালবাসেন না' (সূরা আলে ইমরান : ৩১-৩২)। অন্যত্র তিনি বলেন, مَنۡ یُّطِعِ الرَّسُوۡلَ فَقَدۡ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَ مَنۡ تَوَلّٰی فَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ عَلَیۡهِمۡ حَفِیۡظًا 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি বিমুখ হল, তবে আমরা তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি' (সূরা আন-নিসা : ৮০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِیۡعُوا اللّٰهَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ اُولِی الۡاَمۡرِ مِنۡکُمۡ ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُوۡلِ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে বিজ্ঞদের। যদি তোমরা কোন বিষয়ে মত বিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর' (সূরা আন-নিসা : ৫৯)। হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন-

[৮০৭]. ছহীহ মুসলিম হা/৯৩

كُلُّ أُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبَى .

‘আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু অস্বীকারকারী ব্যতীত। তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)! কে অস্বীকারকারী? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্যতা করবে তারাই অস্বীকারকারী’।[১] অন্যত্র রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ ‘যে মুহাম্মাদ (স.)-এর অনুসরণ করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদ (স.)-এর অবাধ্যতা করল, তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (স.) হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মাপকাঠি’।[৮০৮]

তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদর্শের অনুসরণই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যম। যদি তাকে উপেক্ষা করে পূর্বের কোন নবীরও আনুগত্য করা হয়, তবুও সে পথভ্রষ্ট জাহান্নামী। সাধারণ কোন ইমাম, পীর, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক তো অনেক দূরের ব্যাপার। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদা তাওরাতের একটি কপি নিয়ে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এটি তাওরাতের কপি। একথা শুনে তিনি চুপ থাকলেন। তখন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পড়তে শুরু করলেন। ফলে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কি রাসূল (স.)-এর চেহরার দিকে দেখছ না? তখন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর মুখের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল (স.)-এর ক্রোধ হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি। আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (স.)-কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, যার হাতে মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রাণ রয়েছে, তার কসম করে বলছি, যদি আজ মূসা (আলাইহিস সালাম) তোমাদের মাঝে আবির্ভূত হন আর তোমরা তার অনুসরণ কর এবং আমাকে পরিত্যাগ কর, তবুও তোমরা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আজ মূসা (আলাইহিস সালাম) যদি বেঁচে থাকতেন আর আমার নবুঅত পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন।[৮০৯]

৬.১১.১.৩. আদম সন্তান সবাই সমান : মর্যদার মাপকাঠী হলো তাক্বওয়া

আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত পৃথিবীতে কোন রাজত্ব নেই। তেমনিভাবে আল্লাহভীতি ছাড়া মানব জাতির পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্য নেই। সবাই আদম (আলাইহিস সালাম) হতে সৃষ্টি। আর আদম (আলাইহিস সালাম) মাটি হতে সৃষ্টি। আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে যেমন কোন অংশীদারিত্ব নেই, তেমনি আল্লাহভীতি ছাড়া মানব মর্যাদার কোন মানদ- নেই। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- “হে মানব সকল! সাবধান! নিশ্চয় তোমাদের প্রভু এক। তোমাদের পিতা এক। আল্লাহভীতি ব্যতীত অনারবদের উপর আরবদের কোন মর্যাদা নেই। আরবদের উপর অনারবদের কোন মর্যাদা নেই। কালোর উপর লালের কোন মর্যাদা নেই এবং লালের উপর কালোর কোন মর্যাদা নেই।”[৮১০]

---

৮০৮. ছহীহ বুখারী, হা/৭২৮১; মিশকাত, হা/১৪৪

৮০৯. দারেমী, হা/৪৪৩; মিশকাত, হা/১৯৪, সনদ হাসান

৮১০. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى [মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৫৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৯৬৩, সনদ হাসান]

৬.১১.১.৪. বংশগত কৌলিন্য থেকে বেঁচে থাকা

মুহাম্মাদ (স.) বিদায় হজ্জের মাধ্যমে বংশগত কৌলীন্য প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। তিনি বংশগত কৌলীন্যের পরিবর্তে তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের কথা বলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- "হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সেই সর্বাধিক সম্মানি, যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী।"[৮১১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন- 'নিশ্চয় মুত্তাক্বীদের জন্য সাফল্য রয়েছে'।[৮১২] অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাক্বীদের ভালবাসেন'।[৮১৩]

৬.১১.১.৫. ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই এবং একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই'।[৮১৪] সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ। বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (স.) এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন- হে মানুষ সকল! তোমরা আমার কথা শুন ও বুঝার চেষ্টা কর। জেনে রাখ, প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। মুসলিমরা ভাই-ভাই। কাজেই নিজের ভাইয়ের কোন জিনিস তার খুশি মনে দান করা ছাড়া নেয়া অবৈধ। তোমরা নিজেদের উপর কখনোও অত্যাচার করবে না'।[৮১৫]

মহানবী (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে বিশেষ করে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। খুঁটিনাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ভাইয়ে-ভাইয়ে, গোত্রে-গোত্রে মারামারি, রক্তপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-হানাহানি লেগেই থাকত। একে অন্যের নিকটে মানবীয় সম্মানবোধের কোন বালাই ছিল না। মুহাম্মাদ (স.) নবুঅত লাভের পর উক্ত অবস্থার পরির্বতন করে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে মুসলিম সমাজকে এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃ সমাজ হিসাবে ঘোষণা দেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই'।[4]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, সম্ভবত তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে' (সূরা আল-হুজুরাত : ১০)।

মহানবী (স.) বিদায় হজ্জে আরাফার ময়দানে সমবেত লক্ষাধিক জনুার সামনে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্বরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। আজও আল্লাহর হুকুম পালনার্থে প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে ২০ লক্ষাধিক মুসলিম ঐতিহাসিক আরাফার ময়দানে সমবেত হয়। যে আরাফার ময়দান বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মাইল ফলক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বিদায় হজ্জের বক্তব্য বর্তমান

---

[৮১১]. يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩)।

[৮১২]. اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا (আল-কুরআন, ৭৮ : ৩১)

[৮১৩]. اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (আল-কুরআন, ৯: 4)।

[৮১৪]. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (আল-কুরআন, ৪৯ : ১০)

[৮১৫]. أَيَّهَا النّاسُ اسْمَعُوْا قَوْلِيْ وَاعْقِلُوْهُ تَعَلَّمُنَّ أَنّ كُلِّ مُسْلِمٍ أَخٌ لِلْمُسْلِمِ وَأَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ إخْوَةٌ فَلَا يَحِلَّ لِامْرِئٍ مِنْ أَخِيْهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَلَا تَظْلِمُنَّ أَنْفُسَكُمْ [আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ইবনু হিশাম আল-বাছরী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৩; ফিক্বহুস সীরাহ, পৃ. ৪৫৬]

সময়ের মুসলিমরা মূল্যায়ন না করার ফলে তারা এক কাতারে আসতে শতভাগ ব্যর্থ হয়েছে এবং হচ্ছে। কারণ অহীর বিধান পরিত্যাগ করে মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা-চেতনা ও বিভিন্ন ধরনের মতবাদের অনুসারী হওয়ায় মুসলিমগণ সর্বত্র নির্যাতিত এবং অপমানজনকভাবে বন্দি জীবন-যাপন করছে। তাই বিশ্ববাসীর কাছে বিশেষ করে মুসলিম উম্মার কাছে নিম্নোক্ত আল্লাহ্‌র বাণী পেশ করতে চাই। আল্লাহ বলেন,

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا.

"তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর (ইসলাম গ্রহণের পর) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ। তোমরা তো অগ্নিকু-ের কিনারে অবস্থান করছিলে, আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন' (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)।

৬.১১.১.৬. অতীতের হানাহানী ভুলে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান

বিদায় হজ্জে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানব জাতিকে লক্ষ্য করে মহানবী (স.) বিশ্ব মানবতার পরস্পর জীবন ও সম্পদ পবিত্র বলে ঘোষণা প্রদান করেন। সেদিন থেকে অন্যায়ভাবে কোন মানুষের জীবন ও সম্পদ হরণ করা হারাম হিসাবে সাব্যস্ত হয়। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন,

> তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম, যেমন তা হারাম তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং এ শহরে। সাবধান! জাহেলী যুগের যাবতীয় অপকর্ম (অপসংস্কৃতি) আমি আমার উভয় পায়ের নিচে প্রোথিত করলাম। জাহেলী যুগের রক্তের দাবীও বাতিল হল। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি তা হল আমাদের বংশের রবী'আহ ইবনু হারিছের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বনু সা'দ-এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে'।[৮১৬]

রাসূলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জের মাধ্যমে জাহেলী যুগের মানুষ হত্যা প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন এবং হত্যা করলে অপরাধীর বিধানও আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন। ইসলাম এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا

"যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' (সূরা আল-মায়েদাহ : ৩২)। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ 'ফিৎনা (সন্ত্রাস) হত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ' (সূরা আল-বাক্বারাহ : ২১৭)।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا 'যে ব্যক্তি মুসলিম জনপদে চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। যদিও চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব হতেও তার সুগন্ধি পাওয়া যায়'।[৮১৭] তিনি বলেন, لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ

---

৮১৬. إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ [ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪; মিশকাত হা/২৫৫৫।]

৮১৭. ছহীহ বুখারী হা/৬৯১৪

مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ 'আল্লাহর নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়েও গুরুতর হচ্ছে কোন মুসলিমকে হত্যা করা'।[৮১৮] অন্য হাদীছে রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৮১৯]

৬.১১.১.৭. নারীর অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকা

নারীর উপর যেভাবে পুরুষের অধিকার আছে, তেমনিভাবে পুরুষের উপরও নারীর অধিকার আছে। কাজেই নারীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা সকলের দায়িত্ব। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন-

> তোমরা স্ত্রী লোকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানু হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে আশ্রয় না দেয়, যাকে তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে তবে হালকাভাবে তাদেরকে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক্ব রয়েছে'।[৮২০]

যে নারীকে শয়তানের দোসর বলা হত, সমাজে তাদের ইচ্ছার এবং পরামর্শের কোন মূল্যই ছিল না, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হত, পিতৃসম্পত্তিতে তারা কোন প্রকার অধিকার দাবী করতে পারত না, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাদেরকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে টেনে আনেন। বিবাহে মোহরানা, সম্পত্তিতে অধিকার, মাতা হিসাবে মর্যাদা, পত্নী হিসাবে স্বাধীকার, কন্যাসন্তান হত্যা নিষিদ্ধসহ তাদেরকে সব ধরনের মর্যাদা প্রদান করেন। আল্লাহ তা'অলা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً

হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক নফস্ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের উভয় থেকে বহু পুরুষ ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন' (সূরা আন-নিসা : ১)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَ مِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হল, তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের পর¯প ‡ রর মধ্যে হৃদ্যতা ও মমতা স্থাপন করে দিয়েছেন' (সূরা আর-রূম : ২১)। অন্যত্র তিনি বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ, আর তোমরা তাদের ভূষণ' (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৭)।

ইসলাম পূর্ব যুগে মৃত আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদে মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না। ইসলামে এ বিধান বাতিল ঘোষণা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ 'পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে আমি প্রত্যেকের জন্যই উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি' (সূরা আন-নিসা : ৩৩)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ 'পুরুষেরা যা উপার্জন করে, তাতে তাদের (স্ত্রীদের) পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর নারীরা যা উপার্জন করে তাতেও রয়েছে তাদের (পুরুষদের) পূর্ণ অধিকার' (সূরা আন-নিসা : ৩২)।

---

৮১৮. তিরমিযী হা/১৩৯৫; নাসাঈ হা/৩৯৮৭; মিশকাত হা/৩৪৬২; ছহীহুল জামে' হা/৫০৭৭, সনদ ছহীহ

৮১৯. ছহীহ বুখারী হা/৬৮৭৪; ছহীহ মুসলিম হা/৯৮; মিশকাত হা/৩৫২০

৮২০. فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ প্রাগুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা নারীদের মর্যাদা প্রদানে মোহরানা আদায়ের উপর আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِہِنَّ نِحۡلَۃً 'তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশি মনে তাদের মোহর দিয়ে দাও' (সূরা আন-নিসা : ৪)। একজন নারী কতটুকু সম্মানের অধিকারী তা রসূলুল্লাহ্ (স.) স্পষ্ট করে ঘোষণা করে দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নিকট আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমার সাহচর্যে আমার সদাচার পাওয়ার সবচেয়ে অগ্রাধিকারী কে? রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল তারপর কে? রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল তারপর কে? রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার বাবা'।[৮২১] অপর এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ 'তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা। অতঃপর তোমার বাবা। তারপর তোমার নিকট আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব'।[৮২২]

ইসলাম নারীদের যে মর্যাদা দিয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম তা দেয়নি। বিশেষ করে রসূলুল্লাহ্ (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে নারীর মর্যাদাকে আরো স্থায়ী ও সুদৃঢ় করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ নামধারী মুসলিম তাকে মূল্যায়ন না করে সমঅধিকার ও ক্ষমতায়নের লোভে নারী সমাজকে নষ্ট করার যাবতীয় পথ খুলে দিয়েছে। অথচ রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ 'নারী হচ্ছে ঢেকে রাখার বস্তু। যখন সে রাস্তায় বের হয় শয়তান তাকে নগ্নতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে'।[৮২৩]

৬.১১.১.৮. অর্থনীতির অভিষাপ সুদকে বিলোপ

সূদ প্রথা জাহেলী সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছিল। সাধারণ মানুষ পাহাড়সম অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হত। তাই বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ্ (স.) দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আজ হতে জাহেলী যুগের যাবতীয় সূদপ্রথা বাতিল করা হল। তিনি বলেন- 'জাহেলী যুগের সূদপ্রথাকেও বাতিল করা হল। আমি প্রথম যে সূদ বাতিল করছি, তা হল আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের সূদ। তার সমস্ত সূদ বাতিল হল'।[৮২৪]

বিদায় হজ্জের ভাষণের বিশেষ তাৎপর্য হল, সূদমুক্ত অর্থনীতির ঘোষণা। মুহাম্মাদ (স.) সূদ খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ঘাতকের কাছ থেকে শুধুমাত্র আসল ফেরত নেয়ার কথা বলেন। সূদমুক্ত অর্থনীতি হল সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থব্যবস্থা। সূদ হল এক ভয়ংকর অক্টোপাস। তাই সূদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে বিদায় হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যে অংশ বাকী আছে তা ছেড়ে দাও। যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। যদি তোমরা তা না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূল (স.)-এর পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে

---

৮২১. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ. (ছহীহ বুখারী হা/৫৯৭১; ছহীহ মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১)

৮২২. ছহীহ মুসলিম হা/২৫৪; মিশকাত হা/৪৯১১

৮২৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯, সনদ ছহীহ

৮২৪. وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ [ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪; মিশকাত হা/২৫৫৫]

রাখ। আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন ফিরিয়ে নিতে পারবে। তোমরা যুলুম করবে না, তাহলে তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না'।[৮২৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন- 'যারা সূদ খায় তারা ক্বিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে দণ্ডায়মান হবে ঐ ব্যক্তি যার উপর শয়তান আছর করে। তাদের এ অবস্থার কারণ, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো সূদের ন্যায়'।[৮২৬]

সূদের লেনদেন ও সূদের সাথে সংশ্রব রাখা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ছাহাবী জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- 'যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লিখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয়, রসূলুল্লাহ্ (স.) তাদের উপর লা'নু করেছেন এবং এরা অপরাধের ক্ষেত্রে সকলেই সমান'।[৮২৭]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন'।[৮২৮]

পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র এমন একটি জীবন বিধান, যেখানে সূদের মত জঘন্য প্রথাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণকে মূল্যায়ন না করে ইসলামী অর্থনীতিকে আড়াল করে সূদ ভিত্তিক অর্থনীতি সম্প্রসারণে মুসলিম নারী-পুরুষ ব্যবহৃত হচ্ছে। ভয়ংকর অভিশাপ সূদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। ব ¨ াঙ্গের ছাতার ন্যায় অসংখ্য এন.জি.ও পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিচালিত হচ্ছে অসংখ্য ব্যাংক, বীমা ও সংস্থা। যার পরিণতি হল নিঃস্বতা ও দারিদ্রতা। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ 'সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তার শেষ পরিণতি হল নিঃস্বতা'।[৮] আবূ হরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, الرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ 'সূদের পাপের সত্তরটি স্তর রয়েছে, যার নিম্নতম স্তর হল মায়ের সাথে যেনা করার পাপ'।[৮২৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, دِرْهَمُ رِباً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً 'কোন ব্যক্তি যদি এক দিরহাম রৌপমুদ্রা সূদ জ্ঞাতসারে গ্রহণ করে, তাতে তার পাপ ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও অনেক বেশি হয়'।[৮৩০]

৬.১১.১.৯. উম্মাহর পথ-নির্দেশ কুরআন-সুন্নাহ

মানবতার জীবন চলার পাথেয় হিসাবে প্রয়োজন একটি উৎকৃষ্ট জীবন বিধান। যেখানে থাকবে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সহজ-সরল ও সুদৃঢ় দিক-নির্দেশনা। এরূপ দু'টি সংবিধান রসূলুল্লাহ্ (স.) বিশ্ববাসীর নিকট রেখে যান। তার একটি হল- আল্লাহর কিতাব এবং অন্যটি রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর ছহীহ সুন্নাহ। যতদিন মানুষ এ দু'টি

---

৮২৫. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ (সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৭৮-২৭৯)।

৮২৬. اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا (সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৭৫)।

৮২৭. لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ [ছহীহ মুসলিম হা/১৫৯৮; আবুদাঊদ হা/৩৩৩৩; মিশকাত হা/২৮০৭।]

৮২৮. اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا (আল-কুরআন, ২ : ২৭৫)

৮২৯. ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪; মিশকাত হা/২৮২৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৫৪১, সনদ ছহীহ

৮৩০. মুসনাদে আহমাদ হা/২২০০৭; দারাকুৎনী হা/২৮৮০; মিশকাত হা/২৮২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৩৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৭৫, সনদ ছহীহ

জীবন বিধান মযবুত সহকারে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তারা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। যেমন রসূলুল্লাহ্ (স.) দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব'।[৮৩১]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- "আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তাহল- আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত'। হাউযের নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত কখনও এ বস্তুদ্বয়কে পরিত্যাগ করবে না।"[৮৩২]

বিদায় হজ্জের ভাষণে মুহাম্মাদ (স.) মুসলিমদের জন্য পথ নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মুসলিমদের জন্য দু'টি পথ নির্দেশের কথা বলেছেন। একটি কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন। অন্যটি হল রাসূল (স.)-এর হাদীছ।[২০] অন্যত্র রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন,قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِىْ إِلَّا هَالِكٌ 'আমি তোমাদেরকে একটি উজ্জ্বল পরিষ্কার দ্বীনের উপর ছেড়ে গেলাম। যার রাতটাও দিনের মত (উজ্জ্বল)। ধ্বংসশীল ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই তা থেকে সরে আসতে পারে না'।[৮৩৩]

৬.১১.১.১০. উম্মাহর কাজ হলো ওহীর বিধানের প্রচার করা

আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন তাওহীদকে প্রচার ও প্রসার করার জন্য এবং আদম সন্তান যেন একমাত্র তারই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে সেই জন্য। নবী মুহাম্মাদ (স.) তাঁর জীবদ্দশায় সেই কাজটিই সম্পাদনা করেছেন। তাঁর জীবনের শেষ ভাষণেও উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর নির্দেশ প্রদান করেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন,

'আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তখন তোমরা কী বলবে? তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক্ব আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তাঁর অঙ্গুলী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তিনি তিনবার এরূপ বললেন'।[৮৩৪]

অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'সাবধান! আমি কি আমার (রিসালাত) পৌঁছাতে পেরেছি? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। অতএব হে উপস্থিত ব্যক্তিগণ! তোমরা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট (আমার এই বাণী) পৌঁছে দিবে। কেননা উপস্থিত ব্যক্তির চেয়ে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে, যে তার চেয়ে বেশি সংরক্ষণকারী হবে'।[৮৩৫]

---

৮৩১. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ [ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪; মিশকাত হা/২৫৫৫]

৮৩২. تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ وَلَنْ يَّتَفَرَّقَا حَتَّى يَرُدَّا عَلَى الْحَوْضِ [মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, মানযিলাতুস সুন্নাহ ফিল ইসলাম, পৃঃ ১৮; ইমাম যাহাবী, মুখতাছারুল উলূ লিল আলীইল আযীম, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, (মাকতাবাতুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৪১২ হিঃ/১৯৯২ খ্রিঃ), পৃঃ ৬২, সনদ হাসান।]

৮৩৩. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; হাকেম হা/৩৩১; মুসনাদে আহমাদ হা/১৭১৮২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৬৯, সনদ ছহীহ

৮৩৪. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُوْنَ عَنِّيْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪; মিশকাত হা/২৫৫৫।]

৮৩৫. أَلَا هَلْ بَلَّغْتَ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللهم اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَي مِنْ سَامِعٍ [ছহীহ বুখারী হা/১৭৩৯; ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭৯]

৬.১১.১.১১. ইসলামের পূর্ণাঙ্গতায় উম্মাহর তৃপ্ত থাকা

জুম'আর দিন সন্ধ্যায় আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয় এক অনন্য দলীল। ইসলামের পরিপূর্ণতার সনদ, যা ইতিপূর্বে কোন এলাহী ধর্মের জন্য নাযিল হয়নি। এ সময় অহী নাযিলের গুরুভার বহনে অপারগ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বাহন অথবা 'আযবা' আস্তে করে বসে পড়ে। অতঃপর অহী নাযিল হল, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপরে আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম'।[৮৩৬] [ছহীহ বুখারী হা/৪৫; ছহীহ মুসলিম হা/৩০১৭।]

অন্য হাদীছে এসেছে, ইরবায ইবনু সারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা রসূলুল্লাহ্ (স.) ফজরের ছালাতের শেষে অত্যন্ত অর্থবহ এক বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য শুনে চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং অন্তর সমূহ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। জনৈক ছাহাবী বললেন, এটাতো বিদায়ী বক্তব্য মনে হচ্ছে। অতএব আপনি আমাদেরকে কী অছিয়ত করছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে অছিয়ত করছি, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং আমীরের কথা শুনা ও আনুগত্য করার, যদিও সে হাবশী গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘ জীবন পাবে, তারা বহু ধরনের মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা সাবধান থাকবে শরী'আতের ভিতর নবাবিষ্কৃত কাজ থেকে, যা ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। অতএব তোমাদের যে ব্যক্তি সে সময় পেয়ে যাবে, তার অবশ্যই কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে মাড়ির দাঁত দ্বারা মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। অতএব সাবধান, তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে) নতুন কাজ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী'।[৮৩৭]

---

[৮৩৬]. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (আল-কুরআন, ৫ : ৩)

[৮৩৭]. আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; মুসনাদে আহমাদ হা/১৭১৮৫; মিশকাত হা/১৬৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৩৭, সনদ ছহীহ

সপ্তম অধ্যায়

উদঘাটিত তথ্য পর্যালোচনার আলোকে মূল্যায়ন ও সুপারিশ

সপ্তম অধ্যায়

উদঘাটিত তথ্য পর্যালোচনার আলোকে মূল্যায়ন ও সুপারিশ

৭. উদঘাটিত তথ্য পর্যালোচনার আলোকে মূল্যায়ন ও সুপারিশ

৭.১. গবেষণায় উদঘাটিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা

৭.১.১. হজ্জ-এর সফর : জীবনের আমূল পরিবর্তনকারী এক প্রশিক্ষণ

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় খলিল হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে যে হজ্জের ঘোষণা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণা বা ডাকে সাড়া দিয়েই আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বব্যাপী ঈমানদারগণ হজ্জব্রত পালন করতে দুর-দুরান্ত থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে হজ্জের জন্য উপস্থিত হন ও তা পালন করেন। উক্ত ঘোষণার কারণ হিসেবে মহান আল্লাহর উল্লেখ করেছেন যে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে।[৮৩৮] ঘোষণাটি যেন এমন ছিল যে, মানুষকে হজ্জের জন্য আহ্বান করো, যেন মানুষ এসে এ হজ্জব্রত পালনে তাদের জন্য কি কি উপকার ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা এসে প্রত্যক্ষ করুক। মহান আল্লাহর এ বাণীর দ্বারাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নিশ্চয়ই এ বিধান বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর জন্য অবশ্যই উপকারী। মহান আল্লাহ হজ্জ ও ওমরাহ্ পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৮৩৯] মহানবী (স.) যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে আদায়কৃত হজ্জকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত ঘোষণা করেছেন।[৮৪০] আর এর কল্যাণের বিষয়গুলো (মানাফি'আ) মুমিনগণ হজ্জের সময় আগমন করে কা'বা শরীফে একত্রিত হয়ে তারা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে যে, তা তাদের জন্য বস্তুতই কল্যাণকর। কেননা, এতে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা মানুষ নিজ চোখে দেখেই অনুধাবন করতে পারে। এ অনুচ্ছেদে হজ্জের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে যে কল্যাণকারিতা নিহিত, তা আলোচনার প্রয়াস পাওয়া গেল।

৭.১.১.১. আল্লাহর আনুগত্যে প্রস্তুত হৃদয়ের সফর

ভ্রমণ বা সফর সেটা যেভাবেই হোকনা কেন, তাতে মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে একাকী অথবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে মানুষ সফর করে থাকে। এ সফর বা ভ্রমণ সাধারণত (এক) আর্থিক উদ্দেশ্যে, যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা উপার্জনের কোনো পেশার আনুসঙ্গিক ভ্রমণ হতে পারে। কিংবা (দুই) সে আনন্দবিনোদন কিংবা চিত্তবিনোদনের জন্যও হতে পারে। এছাড়াও আমরা একান্ত বাধ্য হয়ে জীবনের নিরাপত্তার জন্য কিংবা ইসলামের দাওয়াতের প্রসারের নিয়্যতেও সফরের ইতিহাসও লক্ষ্য করেছি, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিজরত বা

---

৮৩৮. আল-কুরআন, ২২ : ২৭-২৮ দ্রষ্টব্য।

৮৩৯. আল-কুরআন, ০২ : ১৯৬

৮৪০. হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.)- কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হল, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হল, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন, হজ্জ-ই-মাবরূর। [বুখারী শরীফ, ইফাবা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১৪২৯, পৃ. ৬৯-৭০]

দেশ্যত্যাগ হিসেবে পরিগণিত। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তিই তাকে ভ্রমণে বের হতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের গরযেই ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে, নিজের কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যেই সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন হতে দূরে চলে যায়। আর এ ধরনের সফরে জন্য যা কিছু ত্যাগ করা হয় তা মূলত নিজের উদ্দেশ্য লাভের জন্যই।

কিন্তু হজ্জের সফর ভিন্ন। এতে ব্যক্তির প্রবৃত্তির লালসা পূরণ করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না; শুধু আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই থাকে লক্ষ্য। আল্লাহ তাআলার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ করার মানসে মুমিন ব্যক্তি হজ্জে গমণ করে থাকে। এজন্যই মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর ভয় মনে জাগ্রত না হলে এবং আল্লাহর নির্ধারিত ফরযকে ফরয বলে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি না হলে, মানুষ হজ্জের সফরে যাওয়ার জন্য কিছুতেই উদ্যোগী হতে পারে না। কেননা, এ ভ্রমণ উপলক্ষে যে আর্থিক ও শারীরিক ব্যয় তার পার্থিব কোনো বিনিময় নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজের বাসস্থান, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি, অর্থ ব্যয় ও সফরের কষ্ট স্বীকার করে হজ্জের জন্য বের হবে, তার এভাবে বের হওয়াই প্রমাণ করে যে, তার মনে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা আছে। তার এ বিধান পালনের সিদ্ধান্ত একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর ফরযকে সে ফরয বলে মনে করে এবং মানসিকভাবে সে এতদূর প্রস্তুত যে, বাস্তবিকই যদি কখনো আল্লাহর পথে বের হওয়ার প্রয়োজন হয় তখন সে অনায়াসেই গৃহ ত্যাগ করতে পারবে। কষ্ট স্বীকার করতে পারবে, নিজের ধন-সম্পদ এবং আরাম-আয়েশ সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করতে পারবে।

৭.১.১.২. কেবল আল্লাহর জন্যই হাজ্জী সাহেব নিজেকে প্রস্তুত করেন

হজ্জের সফরে যাবার জন্য ব্যক্তির ইচ্ছার এ পবিত্রতা, তার স্বভাব-প্রকৃতি ও আচরণের এক অভূতপূর্ব পবিত্রতার প্রকাশ ঘটায়। সে যেন আল্লাহর খাটি গোলামে পরিণত হয়। তাঁর হৃদয় বাস্তবিকই আল্লাহর প্রেমের উদ্দীপনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। প্রেমাস্পদের নির্দেশ পালনের জন্য তার মননে তখন নেক ও পবিত্র ভাবধারা সদা জাগ্রত থাকে।

এ অবস্থায় সে তাঁর দ্বারা ঘটে যাওয়া যাবতীয় গুনাহ থেকে তাওবা করে, সকলের কাছে ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চায়, পরের হক যা এ যাবত আদায় করেনি তা আদায় করে, কারণ ঋণের বোঝা নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া সে মোটেই পছন্দ করে না। সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় চিন্তা থেকে তার মন পবিত্র হয়ে যায়। স্বভাবতই তার মনের গতি কল্যাণকারিতার দিকেই একনিষ্ঠ থাকে। সফরে বের হওয়ার পর সে যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই তার হৃদয়-মনে পুণ্য ও পূত ভাবধারার আন্দোলিত হতে থাকে। তার কোনো কাজ যেন কারো মনে কোনোরূপ আঘাত না দেয়, আর যারই যতটুকু উপকার করা যায় সেই সমস্ত চিন্তা এবং চেষ্টাই সে করতে থাকে। অশ্লীল ও বাজে কথা-বার্তা, নির্লজ্জতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা এবং ঝগড়া-ফাসাদ ইত্যাদি কাজ থেকে তার প্রকৃতি স্বভাবতই বিরত থাকে। কারণ সে আল্লাহর ঘরের যাত্রী, সে আল্লাহর মেহমান, তাই অন্যায় কাজ করে এ পথে অগ্রসর হতে সে লজ্জিত হয়। মানুষের মনকে এ সফর প্রতিনিয়ত পূত-পবিত্র করতে থাকে। হজ্জের এ সফর যেন ব্যক্তির আমূল পরিবর্তনকারী একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ। প্রত্যেক হজ্জযাত্রীই এ অধ্যায় অতিক্রম করে এবং কেবল আল্লাহর জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করেন।

৭.১.১.৩. আমি এসেছি, হে আল্লাহ! আমি হাজির হয়েছি

ইহরামের বিধানের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ইহরামের সাথে সাথে হজ্জযাত্রীকে তালবিয়া পাঠ করতে হয়। প্রত্যেক নামাযের পর, পথের প্রত্যেক চড়াই-উত্রাইয়ের সময়, কাফেলার সাথে মিলিত হবার সময় এবং প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার সময়, ক্ষণে ক্ষণেই এ তালবিয়া পাঠ করতে হয়। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, বিখ্যাত তাফসীরকারকগণের অধিকাংশই মতামত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) হাজার হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর আদেশে মানুষকে হজ্জ করার জন্য যে সার্বজনীন আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার জবাবেই

এ দু'আ পাঠ করার নিয়ম হয়েছে। ইব্রাহীম (আ.) তখন মানুষকে ডেকেছিলেন হজ্জের জন্য। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বর্তমান পর্যন্ত মানুষেরা এবং ভবিষ্যত মুমিনবান্দাগণ কা'বা ঘরের নিকটবর্তী হয়ে বলতে থাকেন : "হাযির হে আল্লাহ্, তোমার সমীপে হাযির। আমি হাযির, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত এবং রাজত্ব তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই।"

এ সাড়া প্রদানের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর আমল থেকে প্রচলিত ইসলামী জীবনব্যবস্থার সাথে হজ্জ যাত্রীর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হাজার বছরের দূরত্ব মাঝখান হতে সরে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। মনে হয় যেন এদিক থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর তরফ থেকে ডাকছেন, আর ওদিক থেকে প্রত্যেক হাজীই তার জবাব দিতে দিতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হাজী সাহেব কা'বার যত নিকটবর্তী হন, তার প্রাণে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ ততই অধিকমাত্রায় প্রবাহিত হতে থাকে। তাঁর কানে যেন আল্লাহর সেই আহ্বান ধ্বনিত হয়, আর সে তার জবাব দিতে দিতে অগ্রসর হয়। এভাবেই হাজী সাহেব আল্লাহর ভালবাসায় গভীরভাবে আত্মমগ্ন হয়ে যান এবং আল্লাহর স্মরণ ভিন্ন তার জীবনের কোথাও অন্য কিছুই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

৭.১.১.৪. একাকার বণি আদম

হজ্জের সফরে হজ্জ যাত্রীগণ ফরয হুকুম 'ইহরাম' বাধেন বা হজ্জের কার্যক্রমের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানে একটি বিশেষ অবস্থা পরিলক্ষিত বিশ্বের সকল মুমিনের ক্ষেত্রেই। বিখ্যাত গ্রন্থাকারের ভাষায় :

> সফরের একটি অংশ সমাপ্ত করার পর এমন একটি স্থান সামনে আসে যেখানে পৌঁছে প্রত্যেক মক্কাযাত্রী মুসলমান 'এহরাম' বাঁধতে বাধ্য হয়। এটা না করে কেউ সামনে অগ্রসর হতে পারে না। এই 'এহরাম' কি? একটি সিলাই না করা লুংগী, একখানি চাদর এবং সিলাইবিহীন জুতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এর অর্থ এই যে, এতকাল তুমি যাই থাক না কেন, কিন্তু এখন তোমাকে ফকিরের বেশেই আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। কেবল বাহ্যিক ফকীরই নয়, প্রকৃতপক্ষে অন্তরেও ফকীর হতে চেষ্টা কর। রঙীন কিংবা জাঁকজমকপূর্ণ সকল পোশাক খুলে রাখ, সাদাসিধে ও দরবেশ জনোচিত পোশাক পরিধান কর। মোজা পরবে না, পা উন্মুক্ত রাখ, কোনো প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, চুল কেট না, সকল প্রকার অলংকার ও জাঁকজমক পরিহার কর। স্বামী-স্ত্রী সংগম হতে দূরে থাক, যৌন উত্তেজক কোনো কাজ করো না, শিকার করো না। আর কোনো শিকারীকে শিকারের কাজে সাহায্য করো না। বাহ্যিক জীবনে যখন এরূপ বেশ ধারণ করবে তখন মনের ওপরও তার গভীর ছাপ মুদ্রিত হবে, ভিতর হতেও তোমার মন সত্যিকারভাবে 'ফকির' হবে। অহংকার ও গৌরব দূরীভূত হবে, গরীবানা ও শান্তি-প্রিয়তার ভাব ফুটে ওঠবে। পার্থিব সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত হওয়ার ফলে তোমার আত্মা যতখানি কলংকিত হয়েছিল তা দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহর বন্দেগী করার পবিত্র ভাবধারা তোমার জীবনের ভিতর ও বাইর উভয় দিককেই মহীয়ান করে তুলবে।[৮৪১]

৭.১.১.৫. কা'বা দর্শন : নিজেকে সপে দেওয়ার ক্ষণ

তালবিয়া পাঠ করতে করতে হাজী সাহেব যতই কা'বার দিকে উপস্থিত হন ততই তিনি আবেগাপ্লুত হন। কা'বা দর্শনের সাথে সাথে তিনি শুকর আদায় করেন হৃদয় খুলে দু'আ করেন। কা'বায় স্থাপিত হাজরে আসওয়াদকে প্রাণভরে চুমু খান। তাওয়াফ শুরু করেন আর প্রতিবারই তাওয়াফ শুরুর আগে হাজরে আসওয়াদে চুমু খান, যাকে ইসতিলাম বলা হয়। এভাসে সাতবার চক্কর দিয়ে এক তাওয়াফ পূর্ণ করেন এবং

---

৮৪১. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (অনু.), *ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ২২৮ - ২২৯

সবশেষে আবার হাজরে আসওয়াদে চুমু দেন। এ সময়ে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ-এর মাঝ বরাবর এসে হাজী সাহেব দু'আ করেন- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোজখের শাস্তি হতে রক্ষা কর'।[৮৪২] হাজী সাহেব তাঁর আকীদা-বিশ্বাস, ঈমান, দ্বীন ও ধর্মের কেন্দ্রস্থলের চারদিকে প্রদক্ষিণ করেন। এরপর মহান আল্লাহর নির্দেশনা মত 'মাকামে ইবরাহীম' নামক স্থানে দু'রাকাআত নামায পড়েন।

এখান থেকে বের হয়ে 'সাফা' পর্বতে আরোহণ করেন। যখন কা'বা ঘরের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে, তখন সে উচ্চস্বরে বলে ওঠেন-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ
أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন ও শত্রুবাহিনীকে একাই পরাস্ত করেছেন।[৮৪৩]

অতপর হাজী সাহেবকে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মধ্যস্থলে সাঈ করতে হয় বা দৌড়াতে হয়। এ সাঈ করার সময় সে বিভিন্ন দু'আ করতে থাকে। মন-প্রাণ উজাড় করে দীনের উপর কায়েম রাখার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ তথা তাকবীর, তাহলিল ও তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে থাকে, দীনের ওপর অবিচল থাকার জন্য কায়েমনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকে। নবীর আদর্শের উপর অবিচল থাকার জন্য তৌফিক কামনা করতে থাকে। দুনিয়া ও আখিরাতের বৈধ সব চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর দরবারে আকুতিভরে চাইতে থাকে। মোদ্দাকথা হলো- হাজী সাহেব নিজেকে তাঁর প্রেমাষ্পদের কুদরতি হাতে সপে দেন। জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া তাঁর নিকটেই সোপর্দ করে দেন।

৭.১.১.৬. হাজী সাহেব যেন মা'বুদের তত্ত্বাবধানে একজন প্রশিক্ষণার্থী

এরপর হাজী যেন আল্লাহর নিতান্তই এক গোলাম হিসেবে পরবর্তী পাঁচ/ছয় দিন একটি কঠোর ও শৃঙ্খলিত নিয়মের আওতায় নিজেকে সোপর্দ করেন। ০৮ জিলহজ্জ জোহর থেকে পরবর্তী ফজর পর্যন্ত তাকে মিনায় অবস্থান করতে হয়। ০৯ জিলহজ্জ তাকে বাধ্যতামূলক নিয়মে (এটি হজ্জের ফরয বিধান) আরাফায় অবস্থান করতে হয়। এ সময় হাজী সাহেব হজ্জের ইমাম তথা বিশ্বমুসলিম সম্মেলনের প্রধান সিপাহসালারের বক্তব্য, দিকনির্দেশনা, পেছনের বছরের ঘটে যাওয়া উম্মাহর কার্যক্রম ও তা সংশোধনী এবং পরবর্তী এক বছরের পরিকল্পনামূলক ভাষণ শ্রবণ করেন। আরাফাতে দু'আ কবুল করা হয় এবং মহান আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়। ০৯ জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর এ প্রশিক্ষণার্থী হাজী সাহেব মুযদালিফার দিকে অগ্রসর হন। এখানি তিনি একত্রে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন। মুসলিম উম্মাহর ঐকবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য শুধু হজ্জের ক্ষেত্রেই আরাফাতে যোহর-আসর একত্রে এবং মুসদালিফায় মাগরিব-ইশা একত্রে পড়ার বিধান রয়েছে। পরের দিন ১০ জিলহজ্জ ফজরের পরে এ প্রশিক্ষাণার্থী অন্য কার্যক্রম শুরু হয়। তাহলো- সেদিন সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময়ে পুনরায় মিনা অভিমুখে যাত্রা করবেন, যেখান থেকে তিনি আরাফার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। এরপর তিনি জামারাতুল আক্বাবায় ০৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিবারই আল্লাহর নামে আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। এ পাথর নিক্ষেপ যেন একথা প্রকাশ করে যে, হে আল্লাহ!

---

[৮৪২]. আল-কুরআন, ২ : ২০১

[৮৪৩]. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, হাদীস নং- ২৮২১

তোমার দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কিংবা তোমার আওয়াজকে স্তব্ধ করার জন্য যে-ই চেষ্টা করবে, আমি তোমার বাণীকে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার বিরুদ্ধে এমনি করে লড়াই করবো।

এরপর হাজী সাহেব হাদী জবেহ করবেন। অতপর মাথা মুন্ডন করে হালাল হবেন। এটি ইহরামের পূর্বাবস্থার মত হালাল অবস্থা হলেও তাওয়াফে যিয়ারাহ এর পূর্বে তিনি পরিপূর্ণ হালাল হবেন না। স্বাভাবিক পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে।

৭.১.১.৭. প্রশিক্ষণ পরবর্তী উম্মাহ্‌র ঐক্যের ব্যবহারিক দিক

হাজী সাহেব ইহরাম মুক্ত হয়ে পুনরায় তিনি মিনায় যে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের অনুরূপ তাবু স্থাপিত হয়েছিল এবং যেখান থেকে তিনি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম ভাইদের সাথে নিয়ে একসাথে ০৩দিনের কার্যক্রম সম্পন্ন করলেন সেখানেই তাকে ফিরে যেতে হবে। এখানে অবস্থানকালেই ১১ ও ১২ জিলহজ্জ এবং ক্ষেত্র বিশেষ ১৩ জিলহজ্জ জামারায় কংকর নিক্ষেপের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। এই যে তিনদিন এখানে অবস্থান, এটি যেন বিশ্বের মুসলিম ভাইদের পারস্পরিক খোজ খবর নেওয়া, সমস্যা শোনা ও সম্ভাব্য সমাধান দেওয়া কিংবা যে ভাষণ বা দিক-নির্দেশনা ০৯ তারিখে প্রদান করা হয়েছে তার আলোকে নিজ নিজ অঞ্চলে গিয়ে কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা হবে তার সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়।

৭.১.১.৮. মদীনা মুনাওয়্যারায় চক্ষুশীতলতা

অতপর মক্কায় ফিরে গিয়ে বিদায়ী তাওয়াফ শেষে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে জান হাজী সাহেবগণ। মদীনা মুনাওয়্যারাহ্য় যেসব হাজী সাহেবগণ হজ্জ শুরুর পূর্বে ভ্রমণ করেননি। তারা হজ্জের কার্যক্রম শেষ করে রহমাতুল্লিল আলামীনের স্মৃতি বিজড়িত শহরে প্রবেশ করেন। এখানে সালাত আদায় করেন। প্রেম-ভালবাসায় বিনিময় করেন নবী দেশের মানুষের সাথে। হাজী সাহেবগণের দৃষ্টিকে প্রশান্ত করেন পবিত্র রওজায়ে আত্বহারে সালাম প্রদানের মাধ্যমে। এ যেন মহান প্রেপাস্পদের ভালবাসা পেতে যে প্রিয় রাসূল (স.)-এর আদর্শ অনুসরণের জীবন অতিবাহিত করতে হবে তাঁকে প্রাণভরে সালাম প্রেরণের সুযোগ। হাজী সাহেব এর মাধ্যমে পরকালে প্রিয় হাবীবের সুপারিশ প্রাপ্ত হওয়ার প্রত্যাশা করেন।

৭.১.১.৯. ত্যাগ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন

একজন মুমিন যখন হজ্জের নিয়্যত করেন তখন থেকেই এ বিষয়ক জ্ঞানার্জনে ব্রতি হওয়া প্রয়োজন। যাতে তার হজ্জ পালন পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তাই হজ্জের নিয়ত আর তা পালনের জন্য প্রস্তুতি ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করা থেকে শুরু করে পুনরায় নিজ বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত কমবেশী তিন মাস কাল সময় ব্যয়িত হয়। এ দীর্ঘ সময়ে হাজী সাহেবের মন-মগযে গভীরভাবে এক খোদায়ী ভাবধারা আলোকপাত করে। এ কাজে শুরু থেকেই সময়ের কুরবানী করতে হয়, অর্থের কুরবানী করতে হয়, সুখ-শান্তি ত্যাগ করতে হয়, অসংখ্য পার্থিব সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে হয়। হাজীর নিজের মনের অনেক স্বাদ আস্বাদন থেকেও বিরত থাকতে হয়, বিসর্জন দিতে হয়। তিনি এ সবকিছুই করেন কেবল আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য। নিজস্ব কোনো স্বার্থ তাতে স্থান পেতে পারে না। তারপর এ সফরে তাকওয়া-পরহেযগারীর সাথে সাথে আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর দিকে মনের চাহিদা ও আগ্রহ যত বৃদ্ধি পায়, তাও মানুষের মনের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। বহুদিন পর্যন্ত এ প্রভাব তাঁর নিজ সত্ত্বা, পরিবার ও সমাজে বিস্তৃত হয়ে থাকে।

মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়্যারায় একটা দীর্ঘ সময় ইবাদত বন্দেগী ও বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে সফরের মাধ্যমে একজন হাজী সাহেব বারবার পূর্বযুগের নবী-রাসূলগণের কর্মধারার স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পায়। যাঁরা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য করে এবং আল্লাহর দীন ইসলামকে কায়েম করতে গিয়ে নিজেদের যথাসর্বস্ব কুরবানী করেছেন এবং যারা সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, নানা প্রকার দুঃখ-লাঞ্ছনা অকাতরে সহ্য

করেছেন, নির্বাসিত জীবন যাপন করেছেন, অসংখ্য যুলুম বরদাশত করেছেন, কিন্তু আল্লাহর দীনকে কায়েম না করা পর্যন্ত তাঁরা এতটুকু ক্লান্তিবোধ করেননি। এপথে তারা যেমন বাতিলের বিরোধিতার শিকার হয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন খোদায়ী মদদ বা মহান আল্লাহর অপার করুনা। যেসব বাতিল শক্তি আল্লাহর বান্দাকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করতে বাধ্য করছিল, নবী-রাসূলগণ তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন। নিদর্শনসমূহের এ শিক্ষা এবং অবলোকনকারী প্রত্যেক হাজী সাহেবের ভিতরকার এই যে উপলব্ধি তা প্রকৃত পক্ষে তাঁকে কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে ধাবিত করতে উৎসাহ যোগায়। তাই এই পুণ্য সফরের আগেই নিয়্যতকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এর সংশ্লিষ্ট ইতিহাস এবং নিদর্শনসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা জরুরী।

৭.১.১.১০. হজ্জ সমন্বিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অংশ

হজ্জের এ পুণ্যসফরে একজন হাজী সাহেবের যেসব নিদর্শন চাক্ষুস অবলোকন করেন এবং সেসব বরকতময় নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে একজন মুমিনের মনের যে ইচ্ছা, সাহস ও আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করার যে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, তা অন্য কোনো ইবাদত থেকে গ্রহণ করতে পারে না। কা'বা ঘরের তাওয়াফ করায় দীন ইসলামের কেন্দ্র বিন্দুর সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হজ্জ সম্পৃক্ত অন্যান্য কার্যাবলী পালনের দ্বারা হাজীর জীবনকে দীনের খাঁটি মুজাহিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গঠন করা হয়। নামায যেমন ব্যক্তিকে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার ও সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা দেয়; শিক্ষা দেয় আল্লাহর ডাক এলে দুনিয়ার সব ব্যস্ততাকে পেছনে রেখে আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার। সাওম যেমন ব্যক্তিকে তাকওয়াবান ও নেকীর দিক থেকে অত্যন্ত ধনী বানানোর সুযোগ করে দেয়, আর যাকাত দেয় মালের মায়া ত্যাগের শিক্ষা, সমাজের বঞ্চিতদের অধিকার প্রদানের শিক্ষা এবং সাথে তা সম্পদকে পবিত্র করে। ইসলাম এসব কিছুর সাহায্যে আল্লাহর দীনকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী রাখার জন্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধির শিক্ষা দেয়। এ কারণেই মক্কা পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থবান প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি হজ্জ ফরয করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, প্রতি বছরই অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক মুসলমান ইসলামের এ প্রাণ কেন্দ্রে আসবে এবং জীবন পরিবর্তনকারী ঈমানী চেতনা নিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যাবে এবং এ শিক্ষা তার পারিপার্শ্বিকতায় ছড়িয়ে দিবে।

৭.১.১.১১. উম্মাহ্‌র ঐক্যের কল্যাণে হজ্জ

হজ্জের কল্যাণকারিতা বা মানাফিআ-র এ আলোচনা থেকে একথা প্রতিয়মান যে, ব্যক্তি হজ্জ পালনের দ্বারা তাঁর নিজের কী কল্যাণ হবে বা কী কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিন্তু হজ্জের বিষয়টি আরো ব্যাপক কল্যাণের দাবী রাখে, যা পৃথিবীব্যাপী উম্মাহর জন্য নির্ধারিত। কেননা হজ্জ এমন একটি ইবাদত যা কোনোভাবেই একাকী পালন করা সম্ভব নয়। এর জন্য রয়েছে সারা বিশ্বের জন্য নির্ধারিত একটি সময়। তাই এর উপকারিতা বা কল্যাণকারিতাও উম্মাহ্‌র জন্য সামগ্রিক। ব্যক্তির উন্নয়নতো আছেই, সাথে সাথে এর মূল্য উদ্দেশ্যই হলো বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মার ঐক্য কেন্দ্রীক উপকারিতা। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলিম একত্রিত হয়ে একই সময়ে হজ্জ করে। প্রথম অধ্যায়ে হজ্জের পরিচয় পর্বে আমরা হজ্জের বিশ্বসম্মেলন বিষয়ে আমরা এ আলোচনা করেছি।

সারকথা হলো, নামায আলাদাভাবে পড়ারও ফায়দা কম নয়, এর রুখসতও রয়েছে। কিন্তু তার সাথে জামায়াতে শামিল হয়ে ইমামের পিছনে নামায পড়ার শর্ত করে দিয়ে কিংবা জুম'আ ও দুই ঈদের নামায জামায়াতের সাথে পড়ার নিয়ম করে তার ফায়দা অসংখ্য গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে রোযা রাখায় রোযাদারদের মন ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে কল্যাণ ছিল। কিন্তু সকল মুসলিমের জন্য একটি মাসকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে তার ফায়দা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। একজন লোকের ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করার উপকারিতাও কম নয় ; কিন্তু বায়তুলমালের মারফত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে

তার উপকারিতাকে সামগ্রিক করে দেওয়া হয়েছে। হজ্জের ব্যাপাটিতে তা একাকী আদায়ের সুযোগই রাখা হয়নি। শুধু একক ব্যক্তির উপকারিতা চিন্তা করলেও তা হাজার হাজার মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন সূচিত করেছে ও করছে। কিন্তু দুনিয়ার মুসলমানকে একত্রিত হয়ে হজ্জ করার রীতি বিধিবদ্ধ করার মাধ্যমে সীমাহীন কল্যাণ লাভের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে, যা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করতে সক্ষম।

৭.১.২. হজ্জ-এর শিক্ষা : হজ্জ পালনকারীর অর্জনীয় গুণাবলী

হজ্জের ইতিহাস, এ মৌলিক ইবাদত বিধিবদ্ধ হওয়া এবং ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামের এ বিধানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষে আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, হজ্জের মহান আল্লাহ প্রদত্ত সুদূরপ্রসারী উপকারিতা পেতে হলে এবং এর চূড়ান্ত লক্ষ্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সাধন করতে হলে প্রত্যেক হাজী সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে মৌলিক কিছু গুণাবলী অর্জন করতে হবে। নতুবা হজ্জের বিধানের মধ্যে যতই সামগ্রিকতা থাকুক না কেন এবং মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার যতই কৌশল বা পন্থা হজ্জের মধ্যে থাকুক না কেন তা মুসলিম উম্মাহর জন্য কোনো ফল বয়ে আনবে না। তাই একজন সত্যিকারের মুসলিমের যেসব গুণ অবশ্যম্ভাবীভাবে থাকা প্রয়োজন সেসব গুণাবলী হাজী সাহেবের জীবনে অবশ্যই অর্জন করতে হবে। একজন মুসলিমের কতগুলো গুণের বিষয়ে অত্র অনুচ্ছেদে আলোচনা প্রয়াস পাবো।

৭.১.২.১. ইসলামী জ্ঞানে আলোকিত

একজন হাজী সাহেব যখন তার স্ব স্ব ক্ষেত্রে এসে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য কাজের চেষ্টা করবেন, তার শিরকমুক্ত পৃথিবী গড়তে প্রত্যয়ী মন তার চারিপাশে বিদ্যমান সব অধর্ম বিনাশ করতে চাইবেন। আর তা করতে হলে তাকে হতে হবে তার সমসাময়িক জ্ঞানীদের অন্যতম। কেননা তিনি যা করতে চান সে বিষয়ে মানুষকে আহ্বান করতে হলে যেমন সেবিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা জরুরী, ঠিক তেমনি এ কাজের অগ্রসর হয়েই তাকে অবশ্যম্ভাবীভাবে সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুধিতার সম্মুখিন হতে হবে। আর তাদের মোকাবেলায় দীনের সঠিক জ্ঞান, সমসাময়িক বিষয়াদি, তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে তাকে বিশেষ পারদশী হতে হবে। নতুবা তিনি তার মিশন বা মনে অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করতে সমস্যার মুখোমুখি হবেন। তাই জ্ঞানার্জনে একজন হাজী সাহেবকে সচেষ্ট হতে হবে। এটি উম্মাহ্‌র ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ইসলামে জ্ঞানার্জনকে তাই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুর'আন এবং সুন্নাহর নিম্নোক্ত বাণীসমূহের মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে পারি :

এ বিষয়ে আল-কুরআনের দিক-নির্দেশনা নিম্নরূপ:

১. পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[৮৪৪]

২. এবং বলুন হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।[৮৪৫]

---

844. إقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ- خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- إقْرَأ وَ رَبُّكَ الاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ- (আল-কুর'আন, ৯৬:১-৫)।

৮৪৫. وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا- (আল-কুর'আন, ২০:১১৪)।

৩. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ্ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।[৮৪৬]

৪. মুসা তাকে বললেন: আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?[৮৪৭]

৫. এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।[৮৪৮]

৬. বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।[৮৪৯]

৭. তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা জ্ঞানবান।[৮৫০]

মহানবী (সা.) জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে অসংখ্য বাণী প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি বাণী নিম্নরূপ :

১. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপরই ইলম শিক্ষা করা ফরয।[৮৫১]

২. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (স.) বলেছেন, দীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ-অবশ্য কর্তব্য। আর অপাত্রে ইলম রাখা শুকরের কণ্ঠে জওহার মোতি ও স্বর্ণের হার ঝুলানোর ন্যায়।[৮৫২]

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: একজন ফকীহ (বিজ্ঞ আলেম) শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদ (সাধক) অপেক্ষাও কঠোর।[৮৫৩]

---

৮৪৬. يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا مِنْكُمْ والَّذِيْنَ اُوْتُوْا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ– (আল-কুর'আন, ৫৮:১১)।

৮৪৭. قَالَ لَهُ مُسَى هَلْ اَتَّبِعُكَ عِلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا– (আল-কুর'আন, ১৮:৬৬)।

৮৪৮. وَمَا أُتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إلاَّ قَلِيْلاً– (আল-কুর'আন, ১৭: ৮৫)।

৮৪৯. قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ– إنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُوْلُوا اَلْبَابِ– (আল-কুর'আন, ৩৯:৯)।

৮৫০. يُؤتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَ مَنْ يُّؤتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىَ خَيْراً كَثِيْرًا– وَمَا يَذَّكَرُوا إلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ– (আল-কুর'আন, ২:২৬৯)।

৮৫১. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم [আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজীদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতু রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি. কিতাবুল মুকাদ্দামাহ, বাব নং- ১৭]

852. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ [আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজীদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযবীনী, প্রাগুক্ত।]

৮৫৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ [আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজীদ, *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৩, হাদীস নং- ২২২, পৃ. ৭৩]

তৎকালীন যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন এমন অনেক মনীষী বিশ্বের ইতিহাসে আজও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন।

৭.১.২.২. সততা ও সত্যবাদিতা

ইসলাম মানুষকে সকল কর্মে সত্য বলার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সবসময় সত্য কথা বলতেন। তাই মক্কার লোকেরা তাকে 'আস্-সাদিক' সত্যবাদী বলে ডাকত। ব্যবসা বাণিজ্যের মত একটি অতি প্রয়োজনীয় লেনদেনের বিষয়কে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করেছেন,

১. আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা।[৮৫৪]

২. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।[৮৫৫]

৩. বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন। এখন সবাই ইবরাহীমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্যধর্মের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।[৮৫৬]

৪. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।[৮৫৭]

৫. এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী।[৮৫৮]

৬. এবং এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল-নবী।[৮৫৯]

সত্যকথা বলা প্রসঙ্গে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বহু হাদীস রয়েছে। যথা:

১. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমরা সদা সত্য কথা বলবে। নিশ্চয় সত্য কথা মানুষকে সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং সৎকর্ম বেহেশতের দিকে পথ

---

854. قَالَ اللهُ يومُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقَهُمْ لَهُمْ جَنّتُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا اَبداً رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ عَنْهُ ذَالِكَ الفَوْزُ العَظِيْمُ– (আল-কুর'আন, ৫:১১৯)

৮৫৫. يَا اَيُّهَا الّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَ قُولُوْا قَوْلاً سَدِيْداً يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا– (আল-কুর'আন, ৩৩:৭০-৭১)

৮৫৬. قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاَتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً وَما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ– (আল-কুর'আন, ৩:৯৫)।

৮৫৭. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَ كُونُوْ مَعَ الصَّادِقِيْنَ– (আল-কুর'আন, ৯:১১৯)।

৮৫৮. وَاَتَيْنكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّا لَصَادِقُوْنَ– (আল-কুর'আন, ১৫:৬৪)।

৮৫৯. وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعِدِ وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا– (আল-কুর'আন, ১৯:৫৪)।

প্রদর্শন করে। আর যে সত্য কথা বলতে থাকে ও সত্য বলতে চেষ্টা করে অবশেষে আল্লাহ্র দরবারে সে পরম সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে থাকে"।[৮৬০]

একজন হাজী সাহেবে তাঁর হজ্জ জীবনের পূর্বে যে ধরনের জীবন-যাপনই করুন না কেন, হজ্জ সম্পন্ন করার পর, মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহ চাক্ষুস অবলোকন করার পরে সে পরবর্তী জীবনে আল্লাহর পথে চলার প্রত্যয় নিয়ে জীবন যাপন করতে সচেষ্ট হন। এখানেই হজ্জের বিশেষত্ব। তার এ চলার পথে তিনি যখন সত্যবাদিতা অবলম্বন করবেন তখন তার কৃতকর্ম মহান আল্লাহ সংশোধন করে দিবেন, এরূপ ঘোষণাই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আর এরূপ মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্যের একটি অনন্য সাধারণ প্রবাব-বলয় তৈরি হওয়া খুবই স্বাভাবিক যা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামক।

৭.১.২.৩. ন্যায় পরায়নতা

বিচার ও ইনসাফ প্রত্যেকটি মানুষের অতি স্বাভাবিক অধিকারের বিষয়। পানি, আলো ও বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন দেশের প্রত্যেকটি মানুষই পেতে পারে এ অধিকার হতে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না; তেমনি সুবিচার ও প্রত্যেকটি মানুষেরই সমানভাবে প্রাপ্য। এ ব্যাপারে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা এমনকি মুসলিম-অমুসলিমের মাঝেও কোনরূপ পার্থক্য করা চলে না। এটাই বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও স্বাভাবিক নিয়ম এবং এটাই ইসলামের চিরন্তন ব্যবস্থা। একজন হাজী সাহেব হজ্জ পরবর্তী পুত-পবিত্র জীবনের প্রত্যাশার পথে তাঁর ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়ণতার গুণটি অত্যন্ত নিয়ামক। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী আমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। তাই আমাদেরকে তথা মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যদের অধীনস্তদের ব্যাপারে সতর্কতার সাথে ন্যয়পরায়ণ হতে হবে। হাজী সাহেবের মনে হজ্জের পরে যে খোদায়ী ভাবধারা সৃষ্টি হয়েছে কিংবা তিনি যেভাবে ধর্মানুরাগী হয়েছেন তা রক্ষা করতে হলে তাকেও হতে হবে ন্যায়পরায়ণ। ইনসাফ তথা ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করে বলেন-

১. আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।[৮৬১]

২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করোনা। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই অবগত।[৮৬২]

---

860. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا [হাফিয আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইব্ন শরফুদ্দীন আন-নাবুবী, *রিয়াদুস সালেহীন*, রিয়াদ: মুয়াস্‌সাসাতুল হারামাইনিল খাইরিয়্যাহ, তা. বি., হাদীস নং ৫৪, পৃ. ৪৩]

৮৬১. إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ- يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ- (আল-কুর'আন, ১৬:৯০)।

862. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءِ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ- إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيراً فَاللهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلاَتَتَّبِعُوْا الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوْا- وَاِنْ تَلْوُا اَوْتُعْرِضُ فَاِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (আল-কুরআন, ৪:১৩৫)।

৩. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৮৬৩]

৪. হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল–খুশীর অনুসরণ করোনা। তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।[৮৬৪]

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে শাসক মুসলমানের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করে যালেম ও খিয়ানতকারী হিসেবে মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন।[৮৬৫]

৭.১.২.৪. আমানতদারিতা

আমানতদারিতা নেতৃত্বের একটি অন্যতম গুণ। উম্মাহর ঐক্যের ক্ষেত্রে এর নেতৃত্বকে অবশ্যই আমানতদার হতে হবে। তিনি তার আয়ত্বাধীন ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের কাছে একজন আমানতদার হিসেবে পরিচিত হবেন। লোকেদের সম্পদ, সম্মান, প্রতিশ্রুতি, গোপনীয়তা ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষেত্রে তিনি আমানদারিতার গুণে গুণান্বিত হবেন। সাধারণভাবে গচ্ছিত জিনিসের সংরক্ষণ ও হেফাজত করার নাম আমানতদারি। আর সংরক্ষণ বা হেফাজতের দায়িত্ব যার ওপর ন্যাস্ত করা হয় তাকে বলা হয় আমানতদার। ইসলামী জীবন পদ্ধতির সবকিছুর সাথে আমানতদারির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এ বিষয়টিকে পবিত্র কুর'আন এবং হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমানত রক্ষায় ইসলামের বিধান হচ্ছে আমানতের হেফাজত করা, খেয়ানত না করা, যার প্রাপ্য তার কাছে হুবহু পৌঁছে দেয়া। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন:

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক।[৮৬৬]

২. হে বিশ্বাসীগণ! খেয়ানত করোনা আল্লাহ্র সাথে ও রাসূলের সাথে এবং খেয়ানত করোনা নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে।[৮৬৭]

আমানতের সংরক্ষণ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর নির্দেশ নিম্নরূপ:

---

৮৬৩. –وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اجرٌ عَظِيم (আল-কুর'আন, ৫:৯)।

864. يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاس بِالْحَقّ وَلاَ تَتَّبِع الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوا يَوْم الحِسَابِ– (আল-কুর'আন, ৩৮:২৬)।

865. عن هشام عن الحسن قال أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة [আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, মদীনা মোনাওয়ারা: মাকাতাবা আল-শামেলাহ, বাবু মান ইশতারাহা রি'আয়াতিন ফালাম ইয়ানসাহু, হাদীস নং- ৬৬১৮]

৮৬৬. –إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوْا الاَمَانَاتَ إِلىَ اَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ (আল-কুর'আন, ৪:৫৮)

৮৬৭. –يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوْا اللهَ والرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (আল-কুর'আন, ৮:২৭)

১. সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের রক্ষক এবং প্রত্যেকে তার রক্ষিত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৮৬৮]

২. যে কোন শাসক মুসলমানদের আমানত খিয়ানত করে মৃত্যু বরণ করলে তার জন্য আল্লাহ্ বেহেশত হারাম করবেন।[৮৬৯]

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি- ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, ৩. যখন আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে।[৮৭০]

৪. হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের প্রায়ই খুৎবাতে বলতেন, "যার আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই। যার অঙ্গীকার নেই তার দীন নেই।[৮৭১]

৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তকে সময়মত আমানত বুঝিয়ে দাও। আর যে তোমার খিয়ানত করে তার খিয়ানত করো না।[৮৭২]

৭.১.২.৫. একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর সন্তোষ প্রত্যাশী

উম্মাহ্র প্রতি দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা পোষণ করলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনোভাব সর্বান্তকরণে একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু হতে হবে। উম্মাহ্র ঐক্য প্রচেষ্টার পূর্বে নিজের নিয়্যতকে শুধু আল্লাহর সন্তোষ ও মহব্বত অর্জনের দিকে একনিষ্ঠ করতে হবে। একজন হাজী সাহেব মনেপ্রাণে এমনই একজন ব্যক্তিতে নিজেকে রুপান্তর করতে চায়। তাই ইখলাসের এ গুণ তাকে অর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

১. "তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক দীন।"[৮৭৩]

---

868. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ [আবূ দুউদ সুলাইমান ইব্ন আশআস আসসিজিস্ড়ানী, *সুনানু আবূ দাউদ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৪, খ-২, হাদীস নং- ২৯২৮, পৃ. ২১]

869. عن هشام عن الحسن قال أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة [আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ্*, করাচী: কারখানা তিজারাতে কুতুব, ১৯৬১ইং, খ:২, পৃ. ১০]

870. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী, *আল-জামে' আল-মুসনাদুস সহীহ... [সহীহুল বুখারী]*, বৈরুত : দারু তুকিন্নাজাত, ১৪২২হি., খ. ১, পৃ. ৩৭, হাদীস নং- ৩৩]

৮৭১. عن انس (رض) قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قال لا ايمال لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له- (আলী ইব্ন সুলতান মুহাম্মদ, *মিরকাতুল মাফাতিহ*, (শরহে মিশকাত), বৈরুত : দারুল ফিকর (১ম সংস্করণ), ২০০২, খ-১, হাদীস নং- ৩৫, পৃ. ১০৭)

872. عن ابى هريرة (رض) قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ادِّ الامانة الى من ائتمنك ولاتخن من فانك (আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নুল আশআস আস্সিজিস্তানী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৫৩৪, পৃ. ১৫৭)

৮৭৩. وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُ اللهَ مُخْلِصِيْنَ لِهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَوةَ وذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ– (আল-কুর'আন, ৯৮:৫)

২. “অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর; যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয়না।”[৮৭৪]

এ বিষয়ে আল-হাদীসের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

২. “আমীরুল মু'মেনীন ‘উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হবে। প্রত্যেকেই যে নিয়তে কাজ করবে সে তাই পাবে। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে তার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। আর যে ব্যক্তি কোন পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের ইচ্ছায় কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার আশায় হিজরত করবে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে গণ্য হবে।”[৮৭৫]

৩. হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন আল্লাহ্ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না; বরং তোমাদের মনের ও কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।[৮৭৬]

৪. মহানবী (সা.) বলেন, সাবধান! তোমাদের দেহের মধ্যে এক টুকরা মাংস রয়েছে। যখন তা বিশুদ্ধ হয় তখন সমস্ত দেহটাই বিশুদ্ধ হয়, আর যখন তা কলুষিত হয় তখন সমস্ত দেহটাই কলুষিত হয়। আর তা হচ্ছে অন্তঃকরণ।[৮৭৭]

৭.১.২.৬. ভ্রাতৃত্ববোধসম্পন্ন

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুর'আনে মানব সমাজে ভ্রাতৃত্বকে উপস্থাপন করেছে এভাবে:

৫. হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের

---

৮৭৪. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ– الَّذِيْنَ هُم يُرَآءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ (আল-কুর'আন, ১০৭: ৪-৭)

875. عن امير المؤمنين ابى حفصى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او إمرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه– (متفق عليه) [আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারী, *আস-সহীহ*, করাচী: কারখানা তিজারাতে কুতুব, ১ম খণ্ড, ১৯৬১, পৃ. ২]

876. عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم [আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌ন আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, প্রাগুক্ত, বাবু তাহরীমু জুলমিল মুসলিমি ও খাযালুহু]

877. عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াজীদ, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৩, হাদীস নং- ৩৯৮৪, পৃ. ৯০২]

নিকট যাচনা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।[৮৭৮]

৬. হে মানব সমাজ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।[৮৭৯]

৭. আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অত:পর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ।[৮৮০]

৮. মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।[৮৮১]

৯. তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর।[৮৮২]

হাদীসে মহানবী (স.) বলেন- 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই'[৮৮৩], মহানবী (সা) আরো বলেন, 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে যালিম হোক অথবা মাযলুম হোক।'[৮৮৪]

ইসলামে মুসলিম মিল্লাতের প্রতিটি সদস্য এমনকি মানবজাতির প্রত্যেককেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই ভ্রাতৃত্ববোধ উম্মাহর ঐক্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক মুমিন অপর মুমিননকে ভাই মনে করলে তাদের মধ্যে মতভিন্নতা যতই থাকুক না কেন তা কখনোই বিরোধে রূপ নেয় না। আর এর সাথে যদি দীনের

---

৮৭৮. يَا اَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَّ نِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِى تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالاَرْحَام- إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً- (আল কু'আন, 8:১)।

879. - يَاَيُّهَا النَّاسَ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (আল-কুর'আন, ৪৯:১৩)।

৮৮০. وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءَ فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا- وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا- كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ- (আল-কুর'আন, ৩:১০৩)।

881. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- (আল-কুর'আন, ৪৯:১০)।

৮৮২. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ- (আল-কুর'আন, ২১:৯২)।

883. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ (আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াজীদ, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৩, হাদীস নং- ২২৪৬, পৃ. ৫২০)

৮৮৪. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه [আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩০]

জন্য কাজ করা মাকসাদ হয় তাহলে তো সৃষ্টির নিয়মে ভ্রাতৃত্ব আর দীনের জন্য ভ্রাতৃত্ব একাকার হয়ে যায়। আর এ ভাইয়ে ভাইয়ে তৈরি হয় এক দৃঢ় সম্পর্ক। যা মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের দাবীর যথার্থ প্রত্যাশা।

৭.১.২.৭. তাকওয়া অর্জন বা মুত্তাকী হওয়া

তাকওয়া শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌ভীতি, পরহেযগারী, আত্মশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, বিরত থাকা এবং নিজেকে সব রকম বিপদ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করা। ইসলামী 'শারী'আতের পরিভাষায় মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে সব রকম অন্যায়, অনাচার, পাপাচার বর্জন করে কুর'আন ও সুন্নাহর নির্দেশমত পূত পবিত্র জীবন যাপন করাকে তাকওয়া বলে। সংক্ষেপে বলা যায়, "ইসলামী পরিভাষায় পাপাচার হইতে আত্মরক্ষা করার নাম তাকওয়া।"[৮৮৫] কিংবা "তাকওয়া হলো যার ক্ষতির আশংকা তুমি কর তার অকল্যাণ হতে বিরত রাখা ও রক্ষা করা।"[৮৮৬] তাকওয়া সংক্রান্ত মহান আল্লাহর বাণীসমূহ থেকে কতিপয় বাণী নিম্নরূপ :

৩. যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে; জান্নাতই হবে তার আবাস।[৮৮৭]

৪. তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।[৮৮৮]

৫. সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।[৮৮৯]

৬. পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ড়, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।[৮৯০]

যে ব্যক্তি তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত তাকে মুত্তাকী বলে। তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতির মাধ্যমে মু'মিনের জীবনে বদান্যতা, উদারতা, মহত্ত, দানশীলতা, অনুগ্রহসহ সকল মানবীয় গুণের সন্নিবেশ ঘটে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিনের বদান্যতা হলো তার তাকওয়া।"[৮৯১]

---

৮৮৫. *আল-কুরআনুল-করীম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৪

৮৮৬. ড. রাবী' ইবন হাদী 'উমাইর আল মাদখিলী, *মুযাক্কারাতুল হাদীসিন নাবাবী (স.)*, আরবী ভাষা বিভাগ, মদীনা : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, হিঃ ১৪০৬, পৃ. ৩৩

৮৮৭. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى – فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (আল-কুর'আন, ৭৯ : ৪০-৪১)

৮৮৮. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (আল-কুর'আন, ৪৯ : ১৩)

৮৮৯. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (আল-কুর'আন, ৫ : ২)

৮৯০. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (আল-কুর'আন, ২ : ১৭৭)

৮৯১. كرم المؤمن تقواه [মালেক ইবন আনাস, *আল-মুআত্তা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ১৬৮১, পৃ. ৬৫৯]

পবিত্র কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে সফলকাম মুমিন বলতে মুত্তাকীদের বোঝানো হয়েছে। সুতরাং সার্বিকভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহর নির্দেশিত সৎপথে চলা ও মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কমপক্ষে মুত্তাকীর স্তরে উপনীত হতে হবে। হাজী সাহেবের জীবনও হতে হবে তাকওয়াময়। তাহলেই মহান আল্লাহ হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বময় যে কল্যাণকারিতা রেখেছেন তা অর্জিত হবে, বাস্তবায়িত হবে।

৭.১.২.৮. ইবাদতমুখী সকল কর্মকাণ্ড

মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের 'ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা সংযমী হতে পার।"[৮৯২]

একজন হাজী সাহেব এ গুণে গুণান্বিত হবেন যে, তিনি জীবনের যাবতীয় কাজ করবেন ইবাদতের নিয়্যতে। মহান আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী তবেই তিনি হবেন সংযমী। আর মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রয়োজনে আল্লাহর মহান হুকুম হজ্জ পালনকারী ব্যক্তিদের জীবনে সংযমের গুণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সংযম ছাড়া উম্মাহর ঐক্য আশা করা যায় না।

আল্লাহর ইবাদতকারীদের জন্য ইসলাম সুসংবাদও প্রদান করেছে। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, কিয়ামতের মর্মান্তিক মুহূর্তে মহান আল্লাহ সে সব লোককে তাঁর রহমতের ছায়ায় ঢেকে দিবেন, যারা যৌবন কাটিয়েছে আল্লাহ্র 'ইবাদতে। মহানবী (স.) বলেছেন,

> "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সে দিন ছায়ায় ঢেকে দিবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হলো) (১) ন্যায়পরায়ণ নেতা (শাসক)। (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্র 'ইবাদাতে বেড়ে ওঠেছে। (৩) এমন ব্যক্তি যার মন মসজিদের সাথে লেগে থাকে। (৪) এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্র জন্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (৫) এমন ব্যক্তি যাকে কোন পদস্থ ও সুন্দরী নারী আহবান করলে সে বলে: আমি আল্লাহ্কে ভয় পাই। (৬) এমন ব্যক্তি যে দানে এমন গোপনীয়তা অবলম্বন করে যে, তার ডান হাত ব্যয় করলে তা তার বাম হাত তা জানে না। এবং (৭) এমন ব্যক্তি যে সংগোপনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চোখ পানিতে ভেসে যায়।"[৮৯৩]

ইসলামের মৌলিক ইবাদত প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো মানবিকতাকে উদ্বুদ্ধ করে যা মুসলিম জাহানের সদস্যদের অর্জন করা প্রয়োজন। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সালাত অবশ্য বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে।"[৮৯৪] আবার ইসলামে সে সালাতকে সমষ্টিগতভাবে পালনের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। কারণ এতে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিগ্রহ করে। কারণ ব্যক্তিগত সালাত পালন যেখানে মানুষকে একাকী, বৈরাগ্যবাদের দিকে ঠেলে দেয় সেখানে সমষ্টিগত সালাত পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে অনেক মানবীয় গুণের সৃষ্টি করে। যেমন- ঐক্য, সমতাবোধ, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, দায়িত্ববোধ, সময়ানুবর্তিতা, সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি। সালাতের মাধ্যমে মনে প্রশান্তি নেমে আসে। অমানবিকতার ছড়াছড়ির পেছনে একটি কারণ হলো

---

৮৯২. يا ايها الناس! اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون (আল-কুর'আন, ২ : ২১)

৮৯৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, বৈরুত: দারু ইহইয়া আল তুরাছুল আরাবী, ১৪১৫ হি., কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৯১

৮৯৪. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرِ (আল-কুর'আন, ২৯ : ৪৫)

মনের অশান্তি। সালাত মানব-মনে প্রশান্তি এনে দেয়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "জেনে রেখো! আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"[৮৯৫] সালাত হলো সবচেয়ে বড় যিকর বা স্মরণ।

সাওম মানুষকে সকল প্রকার পাপাচার থেকে ঢালের ন্যায় সুরক্ষা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (স.) সাওমের ভূমিকা প্রসংগে আরো বলেছেন, "সালাত হলো প্রমাণ আর সাওম হলো সুরক্ষিত (সুদৃঢ়) ঢাল (বর্ম)।"[৮৯৬]

মহানবী (স.) বলেন যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আদম সন্তানের প্রতিটি 'আমল তার; তবে ব্যতিক্রম সাওমে। সাওম আমার জন্য এবং আমি এর প্রতিদান দেব। সাওম ঢালস্বরূপ। তোমাদের কারো রোযার দিন এলে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে, হট্টগোল না করে (গন্ডগোল) এবং মূর্খতাপূর্ণ আচরণ (জাহিলী আচরণ) না করে। যদি তাকে কেউ গালি দেয় অথবা বধ করতে চায় তাহলে সে যেন দু'বার বলে: আমি রোযাদার।"[৮৯৭]

আরবী 'যাকাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা অর্জন, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, অন্তরের প্রবৃদ্ধি, মানবীয় বিকাশ, পরিশোধন ইত্যাদি। কুরআনে এর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তাদের সম্পদ হতে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।"[৮৯৮] রসূলুল্লাহ্ (স.) এক মহিলাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তুমি তোমার আত্মাকে বিশুদ্ধ করার জন্য যাকাত প্রদান কর।"[৮৯৯] যাকাতকে পরিশোধন কর্মসূচি বললে অত্যুক্তি হবে না।

হজ্জের উপকারিতা বা মানাফিআ ইতোমধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

৭.১.২.৯. উত্তম আখলাক সম্পন্ন

মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এদেরকে পাঠানোর অন্যতম সেরা উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে চরিত্রবান করা। এ প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "সৎচরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।"[৯০০]

ইসলামে চরিত্রের যে কতদূর গুরুত্ব রয়েছে তা নিম্নে ক্ষুদ্রাকার হাদীস হতে সহজেই প্রমাণিত হবে। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মুমিনদের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ ঈমানদার সে ব্যক্তি, যার নৈতিক চরিত্র তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। আর যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল সে তোমাদের মধ্যে

---

৮৯৫. الا بذكر الله تطمئنّ القلوب (আল-কুর'আন, ১৩ : ২৮)

৮৯৬. الصلاة برهان والصوم جنة حصينة [আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, *জামি'উত্ তিরমিযী*, দিল্লী : মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০ খ্রী., কিতাবুল জুমু'আ, বাব নং- ৭৯]

৮৯৭. كلّ عمل ابن ادم له الا الصوم فانّه لى وانا اجزى يه ، والصيام جنّة ، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخَب ولا يجهل ، فان شاتمه احدُ او قاتله فليقل: انى صائم ، مرتين [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী : আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬হি., কিতাবুস্ সিয়াম, হাদীস নং- ১৬১, ১৬২

৮৯৮. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها আল-কুর'আন, ৯:১০৩

৮৯৯. واعطى الزكاة طيّبة بها نفسه [আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল্-আশ'আস আস্-সাজিস্তানী, *সুনান আবূ দাউদ*, কানপুর ঃ আল্-মাত্বা আল্-মজীদী, ১৩৭৫ হি. কিতাবুস্ সালাত, বাব নং- ৯]

৯০০. بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ [মালেক ইবন আনাস, *আল-মুআত্তা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং-৩৩৫৭, পৃ. ১৩৩০]

উত্তম।"[৯০১] ইসলামের দৃষ্টিতে যার চরিত্র যত সুন্দর সে তত ভাল মানুষ। মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে চরিত্রে সুন্দর সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"[৯০২]

ঈমানের সাথে চরিত্রের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। ঈমানের অনেকগুলো দিক রয়েছে। যেমন- পবিত্রতা, লজ্জা, ধৈর্য, চরিত্র ইত্যাদি। চরিত্র ঈমানের একটি দিক এবং সবচেয়ে উত্তম দিক। মহানবী (স.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন ঈমান সর্বোত্তম? তখন তিনি বললেন, "উত্তম চরিত্র।"[৯০৩]

৭.১.২.১০. তাওবাকারী

মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তিনি তো তাওবা কবুলকারী।"[৯০৪]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ অবশ্যই সেসব লোকের তাওবা কবুল করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তাওবা করে, এরাই তারা, যাদের তাওবা আল্লাহ্ কবুল করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তাওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবা করছি' এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।"[৯০৫]

আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে ভালবাসেন।"[৯০৬]

মহান আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদেরজন্যে ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার আছে।"[৯০৭]

তিনি আরো বলেন, "তারা নয়, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্এদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দিয়ে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৯০৮]

---

[৯০১]. اكمل المؤمنين ايمانًا احسنهم خلقًا وخياركم خياركم لنساءهم *রিয়াদুস সালিহীন*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, হাদীস নং- ২৭৮, পৃ. ২১৭, ২১৮

[৯০২]. ان خياركم احاسنكم اخلاقا [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাযায়িল, হাদীস নং- ৬৮]

[৯০৩]. اىّ الايمان افضل؟ قال: خلق حسن [ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৪, পৃ. ৩৮৫]

[৯০৪]. فسبّح بحمد ربّك واستغفره ، انه كان توابا (আল-কুর'আন, ১১০ : ৩)

[৯০৫]. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب عليهم ، وكان الله عليما حكيما ، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار ، اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما (আল-কুর'আন, ৪ : ১৭, ১৮)

[৯০৬]. انّ الله يحبّ التّوّابين ويحبّ المتطهّرين (আল-কুর'আন, ২ : ২২২)

[৯০৭]. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (আল-কুর'আন, ৫ : ৯)

[৯০৮]. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (আল-কুরআন, ২৫ : ৭০)

'তাওবা' দ্বারা যে অনুশোচনা ও অনুতাপের উৎপত্তি হয়, মনুষ্য স্বভাবকে মন্দ দিক থেকে ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনতে তার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মানুষ মাত্রই ভুল করে। এ জন্যই ইসলামে তাওবাহর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে ভুলের পর ক্ষমা চেয়ে নেয়া, অনুশোচনা করা এবং লজ্জিত হওয়ার চেতনাকে মহান আল্লাহ্ খুব পছন্দ করেন। নবী করীম (স.) বলেন, "প্রত্যেকটি আদম সন্তানই ভুল করে। তবে অনুশোচনাকারীরা ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম।"[৯০৯]

একজন ব্যক্তি যখন হজ্জ করার ইচ্ছা পোষণ করে, মূলত তখন থেকেই তাঁর মধ্যে তওবা করার বা পূর্বকৃত ভুল থেকে ফিরে আল্লাহ্র দিকে মনকে তাওয়াজ্জুহ মানসিকতা তৈরি হয়। ইসলামের দাবী হলো এ অবস্থা যেন তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার পথে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে।

৭.১.২.১১. মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা

আরবি পরিভাষা অনুযায়ী এই কাজটি আমরা 'দাওয়াতু ইলাল্লাহ' বলতে পারি। যে বিষয়ের দিকে মানুষকে ডাকা হয় কিংবা যে, বিষয়ের প্রতি আদেশ, নিষেধ বা উপদেশ প্রদান করা হয়, তা অবশ্যই নিজের জীবনে বাস্তবায়িত হতে হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী হলো :

মহান আল্লাহ্ মহানবী (স.) কে বলেন, "অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর।"[৯১০]

শু'আইব (আ.) নিজ জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছে করি না। আমি তো আমার সাধ্যমত সংস্কারই করতে চাই। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্রই সাহায্যে; আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।"[৯১১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।"[৯১২]

রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কোন মুসলিম যদি কাউকে তার মন্দ অনিষ্ট হতে ফেরায়; তাহলে এটি তার জন্য সাদাকা।"[৯১৩]

---

৯০৯. كلّ ابن ادم خطّاء وخير الخطّائين التوّابون [আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, *জামি'উত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং- ৪৯]

৯১০. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين (আল-কুর'আন, ১৫ : ৯৪)

৯১১. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ، وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب (আল-কুর'আন, ১১ : ৮৮)

৯১২. يا ايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون ، كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلونَ (আল-কুর'আন, ৬১ : ২-৩)

৯১৩. كل مسلم يمسك عن الشر فانه له صدقة [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয্ যাকাত, হাদীস নং- ৫৫]

৭.১.২.১২. আত্মসমালোচনা/ ইহতিসাব

রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "কাজ-কর্ম হবে অবশ্যই আত্মসমালোচনার সাথে আর বিপদ আপতিত হওয়ার সময় অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে।"[৯১৪]

রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "মুসিবত থেকে শিক্ষা/লাভ গ্রহণ করতে পারে সে ব্যক্তিই যে আত্মসমালোচনা করতে পারে।"

আত্মসমালোচনার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (স.) এর বৈশিষ্টের ব্যাপারে জনৈক সাহাবী বলেন, "রাসূলের জীবনে যখন বিপদ আসত তখন তিনি আত্মসমালোচনা করতেন এবং ধৈর্য ধারণ করতেন।"[৯১৫]

নিজের সমালোচনা ও ভালো-মন্দের বিচার করতে না পারলে পরহেযগার হওয়া যায় না। রসূলুল্লাহ্ (স.) এ প্রেক্ষিতে বলেছেন, "স্বীয় হিসেব নেয়ার পূর্বে কেউ মুত্তাকী হতে পারে না।"[৯১৬]

মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমাদের হিসাব নেয়ার পূর্বেই তোমরা তোমাদের নিজেদের হিসাব নিজেরা নিয়ে নাও।"[৯১৭]

৭.১.২.১৩. আত্মশুদ্ধি

কুরআনের পরিভাষায় আত্মশুদ্ধি পরিভাষাটি এসেছে 'তাযকিয়াতুন্ নাফস' হিসেবে। এর অর্থ হলো- নিজের নফস্কে সব-রকমের মুনকারাত বা ইসলাম অনুমোদান করে না এমনসব ইচ্ছা, কাজ ও চিন্তা থেকে ফিরিয়ে রাখা। যে কাজটি নবীগণ, সাহাবীগন, তাবিঈগন, আল্লাহ্ তা'আলার ওয়ালীগণ করেছেন। দীনের কাজ করার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহান আল্লাহ্ আবার বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দ কার্য করে, অতঃপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৯১৮]

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "যারা তাওবা করে, নিজদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাদের দীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা মু'নিদের সংগে থাকবে এবং মু'মিনগণকে আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপুরস্কার দিবেন।"[৯১৯]

মহান আল্লাহ্ এ প্রসংগে ঘোষণা দিয়ে বলেন, "যে পরিশুদ্ধ হলো সফলতা তার জন্যই।"[৯২০]

---

৯১৪. الامر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ২২

৯১৫. واذا اصابته مصيبة احتسب وصبر [ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ১৭৭, ১৮২]

৯১৬. لا يكون العبد تقيّا حتّى يُحاسب نفسه [*জামি'উত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং- ২৫ {ড. শামসুল আলম স্যারের থেকে}]

৯১৭. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا [*জামি'উত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল কিয়ামত, বাব নং- ২৫]

৯১৮. من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم (আল-কুর'আন, ৬ : ৫৪)

৯১৯. الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين ، وسوف يؤت الله المؤمنين اجرًا عظيمًا (আল-কুর'আন, ৪ : ১৪৬)

৯২০. قد افلح من تزكى আল-কুর'আন, ৮৭ঃ১৪

হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (স.) পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ।"[৯২১]

পরকালিন জীবনে ধন-সম্পদে কোন কাজ হবে না। সেদিন কাজে আসবে শুধু বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্‌র নিকট বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আসবে।"[৯২২]

৭.১.৩. ব্যবহারিক গুণাবলী

৭.১.৩.১. জীবন-যাপনে অনাড়ম্বর

স্বাভাবিক সহজ-সরলভাবে জীবন-যাপন ব্যক্তির মধ্যে সরলতা, সহমর্মিতা ও উদারতার গুণ তৈরি করে। এ অবস্থা তাকে অহংকার, তিরস্কার, লোভ-লালসা, প্রদর্শনেচ্ছা থেকে মুক্ত রাখে। ইসলাম এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ গুণটি মানুষকে সাধারণ মানুষের নিকটবর্তী হতে সহায়তা করে এবং আল্লাহর নিকটেও প্রিয় হওয়ার পথে সহায়ক। মহান আল্লাহ বলেন- "রহ্‌মান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, সালাম"।[৯২৩]

হাদীস শরীফে এসেছে-

> আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) একদা আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন, তুমি এ দুনিয়াতে একজন গরীব বা মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মত থাক। আর ইবনু উমর (রা.) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবকাশে পিড়ীত অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রেখো। আর জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিও।[৯২৪]

যুগ যুগ ধরে ইসলামের নবীগণ (আ.), সাহাবীগণ (রা.) এবং সলফে সালেহীন উলামা ও নেতৃবৃন্দ তাদের জীবন-যাপনে সহজ-সরলতা অবলম্বন করেছেন। হজ্জ মানুষকে এ ধরনে জীবন যাপন করতে শুধু উদ্বুদ্ধই করে না, সাদাসিধে জীবন যাপনের প্রশিক্ষণও প্রদান করে থাকে।

৭.১.৩.২. সৎসঙ্গ গ্রহণ

মানুষের ওপর বন্ধুর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে থাকে। এজন্য ইসলামে ভালো বন্ধু ও সঙ্গীর খুব গুরুত্ব। তাইতো মনুষকে সৎসঙ্গ গ্রহণ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা মু'মিনগণের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও"?[৯২৫]

---

৯২১. الطهور نصف الايمان [*জামি'উত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত্ দাও'আত, বাব নং- ৮৬]

৯২২. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم (আল-কুর'আন, ২৬ : ৮৮-৮৯)

৯২৩. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৩

৯২৪. *বুখারী শরীফ*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, খ. ১০, হাদীস নং- ৫৯৭৪, পৃ. ৩৬

৯২৫. আল-কুরআন, ৪ : ১৪৪

ইসলামে বন্ধুত্বের গুরুত্ব এত বেশি যে, বন্ধুর কাছে যে সেরা সে মহান আল্লাহ্র কাছেও সেরা বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে :

আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী (স.) বলেছেন, তুমি মু'মিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার লোকে খায়।"[৯২৬]

মহানবী (স.) বলেছেন, "যে তার সংগীর কাছে উত্তম, সে আল্লাহ্র কাছেও উত্তম।"[৯২৭]

বন্ধু নির্বাচনেও তাই ইসলাম সতর্ক থাকতে বলেছে- হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়ে থাকে সুতরাং লক্ষ্য করবে সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।[৯২৮]

৭.১.৩.৩. সালামের প্রচলন করা

সালামের বিনিময় মানুষের মাঝে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি করে। এমনকি কয়েক দিন ক্রমাগত শত্রুর সাথে দেখা-সাক্ষাতে সালাম আদান-প্রদান করলে সে-ও বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটিই মানব প্রকৃতি। হাদীস শরীফে এসেছে-

> হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলব না যখন তোমরা সে কাজটি করবে তখন তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। (তাহলো) তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।"[৯২৯]

এর ফলশ্রুতিতে মানুষের মধ্যকার অনেক বদ অভ্যাস ও সম্পর্কছিন্নকারী বৈশিষ্ট্য চাপা পড়ে যায়। সকলকে সালাম করা, সকলের আগে সালাম দেয়া একটি বিশেষ গুণের পরিচায়ক। এটি মানুষের মন হতে আত্মঅহংকার ও স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধ দূর করে। মনে বিনয় ও নম্রতার ভাবধারা জাগায়। সে সংগে এটি লোকদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা ও আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বস্তুত যারা পরস্পর পরিচ্ছন্ন, অকপট ও নিষ্ঠাপূর্ণ মনোভাব সহকারে সালাম প্রদান করে, তারা এর মাধ্যমে একে অপরের প্রতি শান্তি ও সদিচ্ছার বারি বর্ষণ করে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সঠিক কল্যাণ কামনা করে। আর এরূপ যারা করে, কোন কৃত্রিমতা ও কুটিলতার সাথে নয়, আন্তরিক নিষ্ঠা ও গভীর মমতা সদিচ্ছার ভিত্তিতে করে, তারা পরস্পরের সাথে কখনই দুশমনি করতে পারে না। একে অপরের অকল্যাণ কামনা করতে পারে না। এদের কাজ প্রকৃতই সামগ্রিক কল্যাণের জন্য হবে, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ এরূপ লোকদের মধ্যে বাস্তবিকই থাকতে পারে না।[৯৩০]

---

৯২৬. لا تصاحب الا مؤمنا [*আবূ দাঊদ শরীফ*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৭৫৪, পৃ. ৪৮৪]

৯২৭. خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه - আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আবু মুহাম্মদ আদ-দারেমী, *সুনান আদ-দারেমী*, বৈরুত : দারুল কিতাবুল আরাবী, ১৪০৭হি., খ.২, পৃ. ২৮৪, উত্তম বন্ধুত্ব অনুচ্ছেদ, হাদীস নং- ১৪৩৭,

৯২৮. الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ *তিরমিযী শরীফ*, ইফাবা, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ২৩৮১

৯২৯. والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا ختى تحابّوا ، اولا ادلّكم على شئ اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৯৩, ৯৪]

৯৩০. মওলানা আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ-১*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ. ৬২

সালামের এ সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণে রসূলুল্লাহ্ (স.) জোর দিয়ে বলেন, "তুমি যাকে চেন আর যাকে চেন না সবাইকে সালাম কর।"[৯৩১] সম্পর্ক সৃষ্টিতে সালামের গুরুত্ব এত বেশি যে সালাম দিয়ে যে কথা বলা শুরু করে তাকে হাদীসে উত্তম ব্যক্তি বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে কথা শুরু করে সে উত্তম।"[৯৩২]

রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে মানুষের সাথে কার্যক্রম শুরু করে সে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম।"[৯৩৩] ঈমানের পূর্ণতা নির্ভর করে যেসব কাজের উপর সালাম তার মধ্যে অন্যতম। 'আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি এ তিনটি কাজ এক সংগে সম্পন্ন করল, সে যেন ঈমানকে সুসংবদ্ধ করে নিল। (তা হচ্ছে) নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা, সকলকে সালাম করা এবং দরিদ্র অবস্থায় অর্থ ব্যয় করা।"[৯৩৪]

ইসলামে সালামের ব্যাপক প্রসারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মুমিনের ঈমানের পূর্ণতা লাভ হয় যেরূপ সালামের মাধ্যমে, তেমনি সালাম মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। তাই একজন হাজী সাহেবের মধ্যে মুমিনের এ অর্জনীয় গুণটি থাকতে হবে এটাই ঈমানের দাবী।

৭.১.৩.৪. মুসাফাহায় অভ্যস্ত হওয়া

'মুসাফাহা' অর্থ করমর্দন করা, একে অন্যের সাথে দেখা-সাক্ষাত হলে হাতে হাত রাখা, হাত মেলানো ইত্যাদি। সমাজে বসবাসরত মানুষে মানুষে পারস্পরিক মুসাফাহার প্রচলন করলে নিশ্চিতভাবেই তাদের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। মুসাফাহা ছাড়া একে অন্যের সাথে যে সম্ভাষণ তা পূর্ণতা লাভ করে না। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ :

২. করমর্দনের মাধ্যমে তোমাদের পারস্পরিক সম্ভাষণ পূর্ণতা পায়।[৯৩৫]

৩. তোমরা মুসাফাহা কর, তাহলে তোমাদের মধ্যকার বিদ্বেষ (জট) ভাব দূর হয়ে যাবে। পরস্পর উপহার বিনিময় কর এবং পরস্পর ভালবাস; তাহলে শত্রুভাব কমে যাবে।[৯৩৬]

৪. যখন দু'জন মুসলিমের মধ্যে সাক্ষাত হতো তখন তারা মুসাফাহা করতেন।[৯৩৭]

৫. কোন দু'জন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাত হলো তারপর মুসাফাহা করল; এর দ্বারা উভয়কে ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৯৩৮]

সত্যযুগের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় সাহাবীগণ তাদের পারস্পরিক সাক্ষতে মুসাফাহ করতেন। তাঁরা ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদর্শের পূর্ণ নমুনা। ঈমানের কারণে তাঁদের পারস্পরিক মহব্বত ও ভালোবাসার

---

[৯৩১]. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৬৩

[৯৩২]. خيركم الذى يبدا بالسّلام [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির্‌র, হাদীস নং- ২৫]

[৯৩৩]. انّ اولَى الناس بِالله من بداهم بالسّلام [*সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১৩৩

[৯৩৪]. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, বাব নং- ২০

[৯৩৫]. وتمام تحيّتكم بينكم المصافحة [ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৫, পৃ. ২৬০]

[৯৩৬]. تَصَافَحُوا يَذْهَب الغِلُّ وتَهَادّوا وتحابّوا تذهب الشحناء [মালিক ইবন আনাস, *আল-মুআত্তা*, প্রাগুক্ত, কিতাবু হুসনিল খুলকি, হাদীস নং- ১৬]

[৯৩৭]. اذا التقى المسلمان فتصافحا [*সুনান আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব নং- ১৪২]

[৯৩৮]. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما [*জামি'উত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইসতি'যান, বাব নং- ৩১]

ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে আমরা মুসাফাহার গুরুত্ব ও সাহাবীগণের আমল সম্পর্কে জানতে পারি। মুসলিম উম্মাহ্‌র বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের এ সুন্নাহসমূহের অনুসরণ করা জরুরী। একজন হাজী সাহেব হজ্জের পূর্ণাঙ্গ সফরে তাঁর হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি যে প্রতিশ্রুতি প্রদানের অবস্থা তৈরি হয় সে পথে মুসাফাহার প্রচলন অত্যন্ত সহায়ক। আর সুন্নাহ হিসেবে উম্মাহর একজন সদস্য এ আমলটি চালু রাখলে পারস্পরিক গুণাহ মাফের পাশাপাশি তাদের মধ্যে হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও সৌহার্দও সৃষ্টি হবে।

৭.১.৩.৫. উপহার বিনিময়

যে ব্যাপারগুলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে তার মধ্যে একটি হলো পারস্পরিক উপহার বিনিময়। হয়তো ব্যাপারটিকে খুবই তুচ্ছ মনে হতে পারে। আসলে এ সব ছোট ছোট ব্যাপারগুলো মিলেই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে। বিধায় ভাল কাজ যত ছোটই হোক তাকে তাচ্ছিল্য করা ঠিক নয়। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কাউকে কিছু দেয়া হলে, চক্ষুলজ্জা বা যে কোন কারণেই হোক সে সামনা-সামনি ক্ষতিকর কিছু করতে পারবে না। এগুলো মানবীয় স্বভাবের অংশ। এভাবেই পরস্পরের মধ্যে জন্ম নিবে ভালবাসা, হৃদ্যতা, বিনয়-নম্রতা, সমঝোতা, সহানুভূতি, খোঁজখবর নেয়া, আসা-যাওয়ার মত ঘটনাগুলো। আর স্বল্পমাত্রায় হলেও হ্রাস পাবে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, লোভ-লালসা ইত্যাদি। অর্থাৎ মানবীয় দোষ-ত্রুটি থেকে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (স.) মানুষকে পরস্পর উপহার আদান-প্রদানের নির্দেশ দিতেন। যেন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সর্ম্পক স্থাপিত হয়। তিনি আরো বলতেন: "সবাই যদি সত্যিকার অর্থে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তাহলে প্রতিদানের আগ্রহ ছাড়াই যেন উপহার প্রদান করে।"[৯৩৯] উপহার যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় কাজ করে এবং মানবীয় দুর্বলতা দূর করে তা মহানবী (স.)-এর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। তিনি আদেশের সূরে বলেছেন, "তোমরা পরস্পর উপহার (উপঢৌকন) বিনিময় কর এবং ভালবাস; তাহলেই বিদ্বেষভাব দূরীভূত হবে।"[৯৪০]

সদ্ভাব ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য যেমনিভাবে উপহার বিনিময় করা দরকার তেমনি কেউ উপহার দিলে তা খুশী মনে গ্রহণ করা উচিৎ; উপহারের মান যত ছোটই হোক না কেন। তাছাড়া মানবিক মূল্যবোধগুলোকে বিকাশ ও জাগ্রত করার জন্য মানুষের দাও'আতে সাড়া দেয়া উচিৎ। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "তোমরা দাও'আতকারীর দাও'আতে সাড়া দাও আর উপহার ফিরিয়ে দিও না।"[৯৪১]

৭.১.৩.৬. দাও'আত দেওয়া এবং দাও'আতে সাড়া দেওয়া

দাও'আতে সাড়া দেয়া ইসলামের অপরিহার্য একটি সামাজিক ব্যবস্থা। মানবতার শিক্ষক মুসলিম উম্মাহর আদর্শ, মহানবী হযরত "রসূলুল্লাহ্ (স.) দাস-দাসীর (অধীনস্থদের) দাও'আতেও সাড়া দিতেন।"[৯৪২]

---

৯৩৯. عن انس ان رسول الله (ص) كان يامر بالهدية صلةً بين الناس ، وقال: لو اسلم الناس لتهادوا من غير جوع *আখলাকুন নবী স.* প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭১১, পৃ. ৩২৫

৯৪০. **وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبْ الشَّحْنَاءُ** " [মালেক ইবন আনাস, *আল-মুআত্তা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, হাদীস নং- ৩৩৬৮, পৃ. ১৩৩৪]

৯৪১. اجيبوا الداعى ولا تَرُدُّوا الهديّةَ [ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ১, পৃ. ৪০৪]

৯৪২. كان رسول الله (ص) يجيب دعوة المملوك [আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, *জামি'উত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, বাব নং- ৩২]

মহানবী (স.) বলেছেন, "তোমাদের কাউকে যখন দাও'আত দেয়া হয়; সে যেন অবশ্যই তাতে সাড়া দেয়।"[৯৪৩] আল্লাহর রাসূল (স.) আরো বলেছেন, "তোমরা দাও'আতকারীর দাওয়াতে সাড়া দাও।"[৯৪৪] ইসলাম দাও'আতে সাড়া দেয়াকে এত বেশী জোর দিয়েছে যে, দাও'আত লংঘনকারীকে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য বলে ঘোষণা করেছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দাও'আতে সাড়া দেয় না; সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অবজ্ঞা ও অমান্য করল।"[৯৪৫]

রসূলুল্লাহ (স.) এর এ অনুসরণীয় আদর্শ ও নির্দেশনা মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে এক সঞ্জীবনী শক্তির ন্যায় ভূমিকা পালন করে। দাও'আতব্যবস্থা পাস্পরিক অসন্তোষগুলোকে চাপা দিতে সক্ষম হয়। সাধারণত মানুষ তার চেয়ে নিচু কারো দাও'আতে সাড়া দেয় না। এটি অমানবিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। এমন করা হলে দাও'আত দানকারীর মনে ব্যথা জাগে। তাই সর্বশ্রেণীর লোকের দাও'আতে সাড়া দিতে হবে। মানবতার মহান শিক্ষক রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এটি সমাজের শান্তি ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় একে অন্যের মধ্যে অনস্বীকার্য গুণ- পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে, সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

৭.১.৩.৭. অলসতা পরিহার করা

মুসলিম উম্মাহর কোনো সদস্য অলস জীবন-যাপন করতে পারে না। তাঁকে অবাশ্যকভাবে অধ্যবসায়ী হতে হবে, পরিশ্রমী হতে হবে। প্রবাদে বলা হয়, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা। অলসতা পরিহার করে, অবসর সময়েও পরবর্তী জীবনের পরিকল্পনা সাজাতে হবে। কীভাবে একজন মুমিন সত্যিকারের মুসলিম হতে পারে, আল্লাহ তাআলার আরো নিকটবর্তী হতে পারে সে জন্য ইবাদতে মশগুল থাকতে হবে। হজ্জের পূর্ণ কার্যক্রম হাজী সাহেবকে অলসতা পরিহার করে অধ্যাবসায়ী ও অব্যাহতভাবে কাজের মধ্যে, ইবাদতের মধ্যে, ব্যস্ত সময় কাটানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। অবসর সময় অনেককে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অধিকাংশ মানুষ দু'টি নি'আমতের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। (তাহলো) সুস্থতা ও অবসর।"[৯৪৬] মূলত উপরোক্ত দু'টি বড় মাপের নি'আমত। এ দু'টিকে ভিত্তি করে যে কেউ জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারে।

সুস্থতা ও অবসরের নিয়ামতকে যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম। ইসলাম তাই কাজের ও শ্রমের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৯৪৭] নিজের হাতের উপার্জনকে ইসলাম সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করেছে। যেমন রসূলুল্লাহ্

---

৯৪৩. اذا دعى احدكم الى الوليمة فليجب [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ্, হাদীস নং- ৯৭]

৯৪৪. واجيبوا الداعى [মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, বাব নং- ২৩]

৯৪৫. من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুন্ নিকাহ, হাদীস নং- ১১০]

৯৪৬. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ [মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুর্ রিকাক, বাব নং- ১]

৯৪৭. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (আল-কুর'আন, ৬২ : ১০)

(স.) বলেছেন, "তোমাদের উপার্জিত অংশ হতে যা তোমরা যা খাও সেটাই সর্বোত্তম।"[৯৪৮] আরেকটি হাদীসে মহানবী (স.) বলেছেন, "কোন লোক তার নিজের উপার্জন থেকে যা খায় সেটিই উত্তম।"[৯৪৯]

কাজে ডুবে থাকা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আরাম-আয়েশের সাথে মু'মিন জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "মু'মিন বান্দা দুনিয়ার শ্রম থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না।"[৯৫০] যারা শরীর ও মনকে কাজে ব্যস্ত রাখে তাদের পরকালিন মর্যাদাও অনেক বেশী। এমন মনের মানুষদের আল্লাহ্ পরকালে শাস্তি না দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, "অশ্রু বিসর্জনকারী চোখ এবং চিন্তা-গবেষণায় ব্যস্ত হৃদয়ের কোন শাস্তি হবে না।"[৯৫১] অকর্মঠ, অলস ও ফাঁকিবাজকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। এমন কি তার কোন দু'আও মহান আল্লাহ্ কবুল করেন না। মহানবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহ্ অমনোযোগী হৃদয়ের দু'আ কবুল করেন না।"[৯৫২] অর্থাৎ হৃদয়ের ও মনের কাজ রয়েছে। ভাল চিন্তা করলে তার থেকে ভাল ও মানবিক আচরণই বেরিয়ে আসে।

বেশি নিদ্রার ফলে অলসতার সৃষ্টি হয়। এ জন্য অতিনিদ্রা নিষিদ্ধ। জীবনে যারা স্মরণীয়, বরণীয়, বড় কিছু হয়েছেন তাদের কেউ অধিক ঘুমাননি। বরং তারা প্রয়োজনীয় ঘুমও ঘুমাননি। বেশী ঘুম মানুষকে ভিক্ষুকে পরিণত করে ছাড়ে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "অবশ্যই রাতে অধিক নিদ্রা ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে ফকীর করে ছাড়বে।"[৯৫৩] রসূলুল্লাহ্ (স.) খুব কম ঘুমাতেন। তাঁর ঘুমের ব্যাপারে জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, "তিনি 'ঈশার পূর্বে ঘুমানো এবং 'ঈশার পর কথা বলা অপছন্দ করতেন।"[৯৫৪]

একজন হাজী সাহেব কিংবা হজ্জ আদায়ে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে এ অনুচ্ছেদে আলোচিত মুমিন ব্যক্তির অবশ্য অর্জনীয় গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। কেননা, মহান আল্লাহর একান্ত ইচ্ছায় সে ইসলামের এ মৌলিক বিধান পালনের যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং তাঁর একান্ত ভালোবাসায় তা আদায়ের তৌফিক পেয়েছেন। তাই একজন মুমিনের কাছ থেকে মহান আল্লাহ যে বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রত্যাশা করেন কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন ভাবে তার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একজন মুমিন যেমন ইসলামী জ্ঞানে আলোকিত হবেন, তেমনি তিনি হবেন কথা ও কাজে সত্যবাদী, ন্যয়পরায়ন ও আমানতদার। সে তার সব কাছে কেবল মহান আল্লাহর সন্তোষ প্রার্থনা করবেন। তিনি খোদাভীরু হবেন, তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী যেমন, ভ্রাতৃত্ব, উত্তম আখলাক ও তাওবার গুণ থাকবে। মানুষকে সে আল্লাহর দিকে আহবান করবে, নিজের আত্মসমালোচনা করবে ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করবে। সহজ ও সাবলীল জীবনধারা অবলম্বন করবে; ইসলামের ব্যবহারিক ইবাদত, যেমন- সালাম বিনিময়, মুসাফাহা করা, একে অপরকে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করবে যাতে সম্পর্ক দৃঢ় হয়। সর্বোপরী সমাজে সে অহংকারী হবে না, যে কোনো মুমিন দাওয়াত দিলে তা নিজগুণে কবুল করে নিবেন। সর্বাবস্থায় মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ সন্তোষ অর্জনের জন্য কাজ করে যাবেন। তবেই এ ঘুনে ধরা সমাজে

---

৯৪৮. ان اطيب ما اكلتم من كسبكم [*জামি'উত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, বাব নং- ২২]

৯৪৯. ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه ইমাম নাসায়ী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ', বাব নং- ১

৯৫০. الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا [মালেক ইবন আনাস, *আল-মুআত্তা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং- ৮২৫, পৃ. ৩৪০]

৯৫১. لا يعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং- ১২]

৯৫২. ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل [*জামি'উত্ তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুদ্ দাও'আত, বাব নং- ৬৫]

৯৫৩. فانّ كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة ইমাম ইবন মাজা, *সুনান*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইকামত, বাব নং- ১৭৪

৯৫৪. كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها [মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং- ২৩৫]

আবার ইসলামের আদর্শের প্রতি মানুষের মহব্বত বাড়বে এবং মুমিনের চূড়ান্ত দায়িত্ব মানুষকে আল্লাহমুখী করে গুণাহমুক্ত পরিবেশে ঐক্যবদ্ধভাবে দীন পালন করা সহজ হবে।

৭.১.৪. হজ্জের কার্যক্রম : নেতৃত্ব ও আনুগত্বের এক অসাধারণ চর্চা

৭.১.৪.১. হজ্জ-এর মুয়াল্লিম : উম্মাহর ঐক্যের নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ

মানুষ সামাজিক জীব। গোটা জীবজগতের মধ্যে মানুষের সামাজিক আচরণ সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়। সামাজিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণে নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। সবগুলো উপকরণ সঠিক থাকার পরেও কেবল উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে একটি সমাজ ধ্বংস হতে পারে। আবার নানাবিধ সমস্যার মধ্যেও যোগ্য নেতৃত্বের প্রভাবে একটি জাতি মহাধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নেতৃত্বের আকাংখা থাকলেও সবার মধ্যে এর যোগ্যতা থাকে না। নেতৃত্বের জন্য অগণিত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতগুলো আছে জন্ম/সৃষ্টিগত, আর কতক আছে অর্জিত। সব মানুষই নেতা হয়ে জন্মায়না। সবাইকে নেতা বানানো যায় না। যিনি যতবড় জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিতে পারেন, তিনি তত বড় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান। মানব ইতিহাসের অধিকাংশ অংশ জুড়ে নেতৃত্ব শূন্যতার সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। খুব কম জায়গায় সুশোভিত নেতৃত্বের সুগন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায়। নেতৃত্বের জন্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো নিঃস্বার্থ হওয়া। নেতা শব্দটির সাথে অন্যের স্বার্থ দেখার দর্শনটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপনি নেতা হতে চান, মানে আপনি অন্যের জন্য সময় দিবেন সম্পদ দিবেন শক্তি-ক্ষমতা দিবেন। মানুষের মধ্যে অধিকাংশের ভিতরে দেয়ার প্রবণতা থাকে না, বরং সবাই পেতে চায়। নিজে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা সমাজে সকল অনাহুত অবস্থার সৃষ্টি করে। যে গুটি কয়েক মানুষের মধ্যে পাওয়ার আকাঙ্খার পরিবর্তে দেওয়ার ইচ্ছা তীব্র থাকে, তারা নিজেদের শ্রম মেধা ও সম্পদ বিলিয়ে দেয় মানবতাকে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্যে। তারাই নেতা হয়।

ইসলামের ইবাদত সমূহের মধ্যে নেতৃত্বের ব্যাপারে নামাযের একটা বিশেষ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। মূলত নামাযে নেতৃত্বের চেয়ে আনুগত্যের বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পায়। এখানে একজন ইমাম নির্ধারিত থাকে, তাকে মুসল্লিরা অনুসরণ করে। মুসল্লিদের মধ্যে ইমামকে মেনে চলার প্রবণতা বৃদ্ধি করার একটা উদ্যোগ দেখা যায় নামাযের মধ্যে। রোযার মধ্যে নেতৃত্ব ও আনুগত্য সম্বন্ধে তেমন সরাসরি ইঙ্গিত বুঝা যায় না। এটা অনেকটা ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে পালন করা হয়।

নামায, রোযা এবং যাকাতের আনুষ্ঠানিকতায় মুয়াল্লিমের কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ হজ্জের আনুষ্ঠানিকতায় মুয়াল্লিম শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সরকারিভাবেই মুয়াল্লিমের বিষয়টি হজ্জ ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক হাজিকে অবশ্যই একজন মুয়াল্লিমের অধীনে থাকতে হয় এবং এজন্য একটি বড় অংকের আর্থিক সংশ্লিষ্টতাও নির্ধারণ থাকে। মূল মুয়াল্লিম হোন সৌদিরা। একজন মুয়াল্লিমের অধীনে প্রায় পাঁচ হাজার হাজি নিবন্ধন করে। বাংলাদেশ থেকে যদি এক লক্ষ হাজি যায়, তাহলে এরা ২০ জন সৌদি মুয়াল্লিমের তত্ত্বাবধানে থাকে। বাংলাদেশের স্থানীয় হজ্জ এজেন্টগুলো স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। হজ্জ এজেন্ট আবার এলাকা ভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়োগ দেয় হাজি সংগ্রহের জন্য, যাদেরকে স্থানীয় মুয়াল্লিম বলা যেতে পারে।

প্রাথমিকভাবে প্রতিনিধি/স্থানীয় মুয়াল্লিমরাই হাজি সংগ্রহ করে হজ্জ এজেন্টভুক্ত করে। হজ্জ এজেন্ট সৌদিতে মুয়াল্লিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকা ও যাতায়াত নির্ধারণ করে। মক্কা মিনা ও আরাফাতে থাকার ব্যবস্থা বিশেষ করে দূরত্ব ও সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী মুয়াল্লিমকে নির্ধারিত ফি দিতে হয় হজ্জ এজেন্টকে। সাধারণত

বাংলাদেশি হাজিদেরকে কম পয়সায় নিতে গিয়ে মিনাতে জামারা থেকে অনেক দূরের তাঁবুতে রাখার চেষ্টা করে। জামারার যত নিকটে তাঁবুর দাম তত বেশি। প্রত্যেক হাজি প্রতিনিধি/স্থানীয় মুয়াল্লিমের মাধ্যমে এজেন্টের সাথে, এজেন্টের মাধ্যমে সৌদি মুয়াল্লিমের সাথে যুক্ত হয়। সৌদি মুয়াল্লিমের নেতৃত্বের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী এজেন্টরা নেতৃত্ব দেওয়ার উন্নয়ন ঘটায়।

এজেন্টের মাধ্যমে প্রতিনিধি /স্থানীয় মুয়াল্লিম যোগ্য ও দক্ষ নেতা হওয়ার সুযোগ পায়। শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধি/স্থানীয় মুয়াল্লিম প্রত্যেক হাজিকে আম-জনতার নেতা হিসেবে তৈরি করে। প্রতি বছর কোন এলাকা থেকে একজনও যদি হজ্জ পালন করে, তাহলে সে এলাকায় একজন যোগ্য দক্ষ নেতার আবির্ভাব ঘটে। সে এলাকার জনগণকে যথাযথ ভাবে উন্নয়ন ও সাফল্যের পথে পরিচালিত করে। সঠিক দিক নিদের্শনা এবং যথাযথ পরিচালনার প্রভাবে মানুষ ভুল ভ্রান্তি ও আন্দাজ অনুমান থেকে বাঁচতে পারে। মানব সমাজ নেতৃত্বহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়।[৯৫৫]

৭.১.৪.২. শরী'আহসম্মত আনুগত্যই ফলোপ্রসূ ঐক্যের মাধ্যম

ঐক্যবদ্ধতার মূল নিয়ামক হলো নেতৃত্ব ও আনুগত্য। ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান এই নিয়ামকের কথা বলে এবং এর চর্চায় উম্মাহকে সতঃস্ফূর্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। সফলভাবে হজ্জ আদায় করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনি কতটুকু আনুগত্য করতে পারলেন। হজ্জের আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগী ও আমল-আখলাকের ব্যাপারে প্রত্যেকেই প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হয়ে যায়। অনেকে অযথা ছটফট তাড়াহুড়া করে। কাউকে মানতে চায় না। সবার আগে কাবা দেখবে, তওয়াফ করবে, হারামে যাবে, এ চিন্তায় অধিকাংশ সময়ে কেউই সিদ্ধান্ত মেনে চলেনা। সবার মধ্যে একটা বেশি জানার ভাব লক্ষ্য করা যায়। মনে করে, নিজেই সব করে ফেলবে। অনেকের মধ্যে প্রচণ্ড অহংকার কাজ করে। মোয়াল্লিম, এজেন্টের লোক কাউকে পাত্তা দেয় না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব। কিছু একটা বলতে গেলে তর্ক-বিতর্ক বাধায় সমস্যা সৃষ্টি করে। এর ফলে ছোট্ট একটা কাফেলাও সবকিছু সুন্দরভাবে করতে পারে না। সববিষয়ে সবাইকে মত দিতে হবে, প্রত্যেকটি ব্যাপারে আপনাকে নাক গলাতে হবে, এটা মোটেও ঠিক নয়। হজ্জের অন্যতম প্রধান শিক্ষা হলো, আপনি মান্য করতে, অনুসরণ করতে পারেন কিনা। সবাই নেতৃত্বের যোগ্য হলেও সেখানে একজন নেতা থাকবেন। সবাই তাঁকে মেনে চলবেন। সবকিছু ঠিকঠাক মত হবে। সকল কাজে বরকত পাওয়া যাবে। আর যদি কেউ কাউকে না মানে, তাহলে যত বাহাদুরই হোকনা কেন, কোনভাবেই সফলতা অর্জন করতে পারবে না। একটা কাজের কথা বললে আমি নয়, অমুককে বলুন। কোন একটা দায়িত্ব দিতে চাইলে আমি পারব না। কোন বিষয়ে সহযোগিতা চাইতে গেলে উল্টা সমালোচনা। এ ধরনের আচরণ আনুগত্যের খেলাপ। অন্যায় বা অবৈধ বিষয় ছাড়া যে কেউ আপনাকে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরামর্শ বা নির্দেশনা দিলে সেটা আপনি নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে পালন করতে পারলে হজ্জের আসল মজা ভোগ করতে পারবেন। যিনি ছোট দায়িত্বশীলকে মানতে পারে না, তিনি সঠিকভাবে কখনও বড় দায়িত্বশীলকেও মানতে পারে না। হজ্জ পালনের মাধ্যমে প্রত্যেকে ভাল অনুসরণ ও আনুগত্যশীল হতে পারে। হাজিকে মনে রাখতে হয়, মান্য না করেই শয়তান ব্যর্থ হয়েছে। আর মেনে নেওয়াতে আদম সফল হয়েছে। পুরো হজ্জকালীন হাজি সর্ব পর্যায়ের দায়িত্বশীলকে মেনে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবের অভিযোগ যেমন সত্য, তার চেয়েও অধিক সত্য হলো, আনুগত্যের প্রচণ্ড অভাব। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুগত মানুষকে নিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতার নেতৃত্ব লক্ষ্যে পৌঁছা

---

[৯৫৫]. প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুল্লাহেল বাকী, *হজ্জ সহায়িকা*, ঢাকা : কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২০১৯, পৃ. ১২৫-১২৬

সম্ভব। কিন্তু অনেক বড় মাপের নেতাও, মানতে চায় না এমন জনসাগর নিয়েও সফল হতে পারে না। প্রতি বছরের হজ্জ একদিকে নেতৃত্বের অভাব পূরণ করে, অন্যদিকে অনুগত জনগোষ্ঠী তৈরিতেও অবদান রাখে।[৯৫৬]

৭.১.৪.৩. পারস্পরিক পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তের সফলতা

ইসলামি সমাজ পরিচালনার নীতিমালায় পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হজ্জের পুরো কার্যাবলী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে সামষ্টিক দায়বদ্ধতার বিষয় হিসেবে বিবেচিত সুতরাং এখানে সবকিছু একাকি আমার মন মত করে করার চিন্তা বাদ দিতে হয়। প্রত্যেকটি বিষয়ে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ করে এগুতে হয়। হজ্জের কার্যক্রম সহজ ও সঠিকভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে পরামর্শের কোন বিকল্প নেই। যে কাফেলা বা রুম বা হোটেলের সাথীরা আলাপ আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয় তাদের কোন সমস্যা হয় না। ব্যক্তিগত এবং দলীয় সব ধরনের সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো পরামর্শ না করা। মুসলিম উম্মাহর পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যাদী দূরীকরণে হাজিদের পরামর্শভিত্তিক কাজকর্মের সফলতার অভিজ্ঞতা দারুণ ফলদায়ক। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদার হতে হবে দায়িত্বশীলদেরকে। যেকোন বিষয়ে অন্যদের মতামত দেওয়ার একটা খোলামেলা সহজ পরিবেশ তৈরি করতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান, পার্টি প্রধান বা অফিস মিল কারখানার প্রধানের মত স্বেচ্ছাচারি চিন্তা-চেতনা নিয়ে হজ্জের কাফেলা পরিচালনা করা যায় না। অন্যদিকে কথা বলার সুযোগ থাকায় প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে যা ইচ্ছা বলা যায় না। ভাল পরামর্শকদের বৈশিষ্ট্য হলো- যে কোন বিষয়ে লম্বা একখানা বক্তৃতা না দিয়ে অল্প কথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করা।[৯৫৭]

ঈমানদারগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে"।[৯৫৮]

ইসলামের মৌলিক ইবাদত হজ্জ পালনের জন্য সংকল্প থেকে শুরু করে নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত একজন হাজীকে একটি নিয়মের মধ্যে সময় অতিবাহিত করতে হয়। হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ভিসা, বিমান টিকেট, যাত্রা পথে, মক্কায় অবস্থান, মদীনায় গমন প্রত্যেকটি স্তরে এক সুনিপুন শৃঙ্খলা অবলম্বন করেই একটি সফল হজ্জের সফর সম্পন্ন করতে হয়। ইসলামের আন্তর্জাতিক ও বিধিবদ্ধ এ সম্মেলনের শর'ঈ ও আধ্যাত্মিক বিভিন্ন স্তরসমূহ অতিক্রম করতে মূলত নেতৃত্ব, আনুগত্য ও পারস্পরিক পরামর্শের চর্চার সুযোগ রয়েছে। আর এ মৌলিক তিনটি কাজের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে পারলে একজন হাজী সাহেব তাঁর এ যাত্রা সফলভাবে সমাপ্ত করতে পারেন। আর এখানেই রয়েছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ।

৭.১.৫. ইসলামের ব্যবস্থা ও বর্তমান চিত্র

বছরের চারটি মাস হজ্জ ও ওমরার কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইসলাম কা'বা যাতায়াতের এ চারটি মাস সমস্ত পথেই শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এটা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি রক্ষা করার এক স্থায়ী ব্যবস্থা। দুনিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইসলামের হাতে আসলে হজ্জ ও ওমরার কারণে একটি বছরের

---

[৯৫৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭

[৯৫৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

[৯৫৮]. আল-কুরআন, ৪২ : ৩৮

অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সময় চিরকালের জন্য যুদ্ধ এবং রক্তারক্তির হাত থেকে পৃথিবীর মানুষ ও সমস্ত প্রাণীরা রক্ষা পেতে পারে। এ ব্যবস্থাটি হজ্জের মাধ্যমে ইসলাম বিধিবদ্ধ করেছে।[৯৫৯]

ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে একটি হেরেম তথা নিরাপত্তা ও শান্তির স্থান দান করেছে। এ হেরেম কিয়ামত পর্যন্ত শান্তির কেন্দ্রস্থল। এখানে মানুষ হত্যা তো দূরের কথা, কোনো জন্তুও শিকার করা যায় না। এমনকি এখানকার ঘাসও কেটে ফেলার অনুমতি নেই। এখানকার কোনো কাঁটাও চূর্ণ করা যায় না, কারো কোনো জিনিস এখানে পড়ে থাকলে তা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। আর হজ্জের ইহরাম অবস্থায়তো এ বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকে হাজী সাহেবগণ।

ইসলাম পৃথিবীর বুকে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ শহরে কারো কোনো হাতিয়ার নিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। এখানে খাদ্যশস্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সঞ্চয় করে রাখা এবং তার ফলে মূল্য বৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করা পরিষ্কার আল্লাহদ্রোহিতা। এখানে যারা অন্যের ওপর যুলুম করে তাদেরকে মহান আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন।[৯৬০]

ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর একটি কেন্দ্র নির্ধারিত করেছে। আল্লাহ বলেন- "যা আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্যে সমান"[৯৬১]। এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইসলামী চিন্তাবিদগণ নিম্নরূপ বক্তব্য প্রদান করেছেন-

> আমেরিকার বাসিন্দা হোক কিংবা আফ্রিকার, চীনের বাসিন্দা হোক কি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের, সে যদি মুসলমান হয় তবেই মক্কা শরীফে তার অধিকার মক্কার আসল বাসিন্দাদের অনুরূপ হবে। সমগ্র হারাম শরীফের এলাকা মসজিদের ন্যায়। মসজিদে গিয়ে যে মুসলমান নিজের জন্য কোনো স্থান করে নেয়, সে স্থান তারই হয়ে যায়; কেউ তাকে সেই স্থান থেকে বিতাড়িত করতে পারে না, কেউ তার কাছে ভাড়া চাইতে পারে না। কিন্তু সে যদি সারা জীবনও সেই স্থানে বসে থাকে, তবুও সেই স্থানকে নিজের মালিকানা স্বত্ব বলে দাবী করতে এবং তা বিক্রি করতে পারে না। এর জন্য সে ভাড়াও চাইতে পারে না। এভাবে সেই ব্যক্তি যখন সেই স্থান থেকে চলে যাবে তখন অন্য কেউ এসে সেখানে আসন করে নিতে পারে, যেমন পূর্বের লোকটি পেরেছিল। 'হারাম শরীফের' অবস্থাও ঠিক এরূপ।[৯৬২]

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "মক্কা এমন একটি পরিবেশ বা স্থান, যেখানকার কোন স্থান বিক্রি করা যাবে না কিংবা বাড়ী-ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না"।[৯৬৩] হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানকার লোকদের ঘরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের দুয়ার বন্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে লোকেরা তাদের প্রাঙ্গণে এসে অবস্থান করতে পারে। কোন কোনো ফকীহ এতদূরও বলেছেন যে, মক্কা নগরীর বাড়ী ঘরের কেউ মালিক নয়, তা উত্তরাধিকার নীতি অনুসারে বণ্টনও হতে পারে না। এসব সুযোগ ও

---

৯৫৯. আল-কুরআন, ৯ : ৩৬

৯৬০. যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ হতে ও মসজিদুল হারাম হতে, যা আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্যে সমান, আর যে ইচ্ছা করে এতে পাপ কার্যের সীমালংঘন করে, আমি তাকে আস্বাদন করাব মর্মন্তুদ শাস্তি। (আল-কুরআন, ২২ : ২৫)

৯৬১. আল-কুরআন, ২২ : ২৫

৯৬২. অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা*, ঢাকা : আধুনক প্রকাশনি, ২০১৪, পৃ. ২৩৮-২৩৯

৯৬৩. مَكَّةُ مُنَاخٌ لاَ يُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلاَ تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا [আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী আল-বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা ওফী যাইলিহি আল-যাওহার আন-নাকী*, হায়দারাবাদ : মাজলিস দায়েরাতুল মা'আরিফ, ১৩৪৪হি., খ. ৬, হাদীস নং- ১১৫১৪, পৃ. ৩৫,]

স্বাধীনতার মূল্যবান নিয়ামত দুনিয়ার মানুষ ইসলাম ভিন্ন অন্য কোথাও পেতে পারে না। এহেন হজ্জ সম্পর্কেই বলা হয়েছিল- তোমরা এটা করে দেখ এতে তোমাদের জন্য কত বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[৯৬৪]

৭.১.৬. প্রচলিত ব্যবস্থাপনা হজ্জের মৌলিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়

৭.১.৬.১. উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে মুসলিম উম্মাহ

জন্মগতভাবে মুসলিম পরিচয় পাওয়া পৃথিবীর ইসলাম চর্চাকারী কিংবা মুসলিম পরিচয় বহনকারীদের অবস্থা যেন হীরক খনির অভ্যন্তরে জন্মনেওয়া শিশুর মত। জন্ম থেকেই চারদিকে কেবল হীরক দেখতে পায় এবং হীরক খণ্ড নিয়ে খেলা করতে থাকে। হীরক যে, পৃথিবীর এক মহামূল্যবান সম্পদ তা তার উপলব্ধির বাইরে। সে সাধারণ পাথরের মতই একে মূল্যহীন মনে করে। হেলায় সময় পার করে দেয়। সমগ্র জগত যে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত এবং যা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই তারা নানা প্রকার দুঃখ-মুসিবতে নিমজ্জিত রয়েছে, আর বিশ্ব মানব যার সন্ধান করতে ব্যাকুল রয়েছে, সেই মূল্যবান নিয়ামতসমূহ বর্তমান মুসলিমগণ বিনামূল্যে লাভ করেছে।

এ মহামূল্যবান সম্পদের জন্য তাদের একবিন্দু পরিশ্রমও তাদের করতে হয়নি। শুধু মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণের কারণেই তারা এ নিয়ামতসমূহ লাভ করেছে। যে কালেমায়ে তাওহীদ মানব জীবনের সমগ্র জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে দিতে পারে, শিশুকাল থেকেই তা তাদের কানে প্রবেশ করছে, মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানাতে এবং লোকদের পরস্পরের ভাই ও দরদী বন্ধুতে পরিণত করার জন্য নামায-রোযা স্পর্শমণি অপেক্ষাও বেশী মূল্যবান। এরা জন্মলাভ করেই বাপ-দাদার উত্তরাধিকার হিসেবে এই কালেমা ও নামায রোজা লাভ করেছে। যাকাত ইসলামী সমাজের এক অতুলনীয় ব্যবস্থা, এদ্বারা শুধু মন ও সম্পদ পবিত্র হয় না, দুনিয়ার অর্থব্যবস্থাও ইনসাফপূর্ণ ভারসাম্য লাভ করে। এ আর্থিক নিয়ামত থেকে দুনিয়ার মানুষ বঞ্চিত। তারা এই অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততায় একে অপরের বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে। এটা মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু মুসলমানরা তা বিনাব্যয়ে এবং বিনা শ্রমে লাভ করেছে। এ কারণেই বর্তমান মুসলিমগণের অধিকাংশই উপলব্ধি করতে পারছে না মহান আল্লাহ তাদের কী গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত দান করেছে। অথচ হজ্জের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে শান্তির পথ দেখানো সম্ভব, এটা মুসলিম নেতৃত্ববৃন্দ আজ উপলব্ধিই করছে না।

এটা যেন এমন উদাহরণ যে, বড় বড় চিকিৎসকের সন্তানেরা ঘরে বসেই বড় বড় রোগের তালিকা বিনামূল্যে লাভ করে থাকে। অথচ এর জন্য অন্যান্য মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে সন্ধান করে বেড়ায়। হজ্জও একটি বিরাট নিয়ামত এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা, সমগ্র দুনিয়ায় এর কোনো তুলনা নেই। পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবার জন্য এবং দ্বীনের নূরকে চিরকালের জন্য জিন্দা রাখার জন্য এটা অপেক্ষা শক্তিশালী উপায় আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুত দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে এক আল্লাহর নামে টেনে এনে নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে একত্রিত করে দেয়া এবং অসংখ্য বংশ গোত্র ও জাতিকে এক আল্লায় বিশ্বাসী, সদুদ্দেশ্য সম্পন্ন ও সৌহার্দপূর্ণ ভ্রাতৃসংঘে সম্মিলিত করে দেবার জন্য এটা অপেক্ষা উন্নততর কোনো পন্থা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

---

[৯৬৪]. আল-কুরআন, ২২ : ২৯

৭.১.৬.২. এ যেন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কেবল অনুকরণীয় আচার-অনুষ্ঠান

হযরত ইব্রাহীম (আ.) থেকে শুরু করে হাজার হাজার বছর ধরে জীবন্ত ও প্রচলিত এ ব্যবস্থাটিও মুসলিমগণ নিজেদের সম্পদ হিসেবে লাভ করেছে উত্তরাধিকার সূত্রে। এ জন্য তাদের কোনো চেষ্টা বা শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়নি।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলমান বিনাশ্রমে প্রাপ্ত এ মূল্যবান নিয়ামত ও ব্যবস্থাপনার কোনো কদর করেনি। বরং তারা না বুঝে, উপলব্ধি না করে তারা এটা নিয়ে ঠিক তেমনিভাবে খেলা করছে, যেমন হীরকখণ্ড নিয়ে খেলা করে হীরক খনিতে জন্ম নেওয়া শিশু। মূল্যবাণ হিরকখণ্ড তার নিকট যেন একখন্ড সাধারণ পাথর। হজ্জের এ নিগুঢ় তাৎপর্য বুঝতে না পেরে উপলব্ধি না করে মুসলিমগণ এ বিরাট মূল্যবান সম্পদ ও শক্তির উৎস নিয়ে অত্যন্ত হীনভাবে খেলা করছে।

৭.১.৬.৩. উপলব্ধির অভাবে উম্মাহ্র কাঙ্ক্ষিত ফল হচ্ছে না

ইসলামের ইবাদাতসমূহের যে কোনো নিগুঢ় রহস্য থাকতে পারে, মকছুদ ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে এ সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ্ আজ গাফেল। তারা পূর্ববর্তী লোকদের অনুসরণে কেবল নকল করেই এসব ইবাদত পালন করছে। যার কারণে হজ্জের মত গুরত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঐক্য ব্যবস্থার দ্বারাও কোনো সুফল লাভ করা যাচ্ছে না। এতে অন্যান্য ইবাদাতের ন্যায় হজ্জের ক্ষেত্রেও ইবাদাতের বাহ্যিকরূপ বজায় আছে; কিন্তু হজ্জের নিগুঢ় রহস্য তথা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরে থাকার কারণে এতে কোনো প্রাণশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে না।

বছরের পর বছর মুসলিম উম্মাহর হাজার হাজার সদস্য ইসলামের কেন্দ্রে গমন করে এবং হজ্জের সৌভাগ্য লাভ করে ফিরে আসে। কিন্তু হারাম শরীফের যাত্রীর স্বভাব-চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে, তাঁর জীবনে যে পরিবর্তনের প্রশিক্ষণ হলো, তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না। অনুরূপ হজ্জ থেকে ফিরে আসার পরও তার মানসিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। যে সকল এলাকা অতিক্রম করে হজ্জে গমন করা হয়, সেখানকার মুসলমান-অমুসলমান অধিবাসীদের ওপরেও তার কোন উত্তম চরিত্রের প্রভাব পতিত হয় না। বরং অনেকের অসৎ স্বভাব, বদমেজাজী, অশালীন ব্যবহার ও চারিত্রিক দুর্বলতা ইসলামের সম্মানকে বিনষ্ট করে দেয়।

৭.১.৬.৪. উম্মাহ্র ঐক্যের অবারিত সম্ভাবনা হজ্জ

প্রকৃতপক্ষে হজ্জ তো ছিল এমন এক মূল্যবান নিয়ামত ও বিধি-ব্যবস্থা, যা একজন প্রকৃতরূপে হজ্জ পালনকারীর প্রভাবে কাফেররাও হজ্জের উপকার প্রকাশ্যে দেখে ইসলাম গ্রহণ করতো। কোনো আদর্শিক জনগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ সদস্য প্রতিবছর বিশ্বের সকল অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দেশ ও নগর অতিক্রম করে এক স্থানে সমবেত হয় এবং পুনরায় নিজ নিজ দেশে ফিরে যায় এবং যাওয়ার সময়ে নিজেদের পবিত্র জীবন, পবিত্র চিন্তাধারা ও পবিত্র নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ করতে করতে অগ্রসর হয়; তাহলে যেসব জায়গায় তারা অবস্থান করে কিংবা যে যে স্থান অতিক্রম করে সেখানে নিজেদের আদর্শের যাবতীয় মৌলিক নীতির অনুরূপ আচরণ ও কর্মতৎপরতার বাস্তব রূপ প্রকাশিত হয়, আর এটা শুধু দশ-বিশ বছরই নয় বরং বছরের পর বছর ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরেই চলতে থাকে, তাহলে এটা কোনো নিষ্ফল বা নিষ্ক্রিয় ব্যবস্থা হতে পারে না। আমাদের চিন্তা জগত ও কল্পনায় আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, হজ্জের বাস্তবরূপ মূলত এরকমই। মহান আল্লাহ বলেন- "এরা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, এরাআসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে" ।[৯৬৫]
প্রকৃতপক্ষে হজ্জের আন্তর্জাতিক এ ব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহ সত্যিকার অর্থে রূপায়ন করতে পারলে এর মাধ্যমে শুধু মুসলিম উম্মার ঐক্য দৃঢ় ও মজবুত হবে তা নয় বরং এর মাধ্যমে দুনিয়ার আনাচে কানাচে, বিভিন্ন পাড়া-

---

[৯৬৫]. আল-কুরআন, ২২ : ২৭-২৮

মহল্লায় মুসলিম কল্যাণময় ও শান্তির আদর্শ ছড়িয়ে পড়তো। প্রতি বছরের হজ্জ কোটি কোটি মুসলিমকে মহান আল্লাহর নেক বান্দায় পরিণত করতো। হাজার হাজার অমুসলিমকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করতো, লক্ষ লক্ষ অমুসলিমের অন্তরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল করে দিত। কিন্তু আফসোস! মুসলিম উম্মাহ্‌র সঠিক উপলব্ধি ও অপরিকল্পিত ও অদূরদর্শী ব্যবস্থার কারণে এ মূল্যবান নিয়ামত ও উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৭.১.৬.৫. হজ্জ পর্যটন ও হারামাইনের সেবাকর্ম

উপরে বর্ণিত হজ্জের অন্তর্নিহিত বিরাট সার্থকতা ও উপকারিতা পুরোপুরি লাভ করার ক্ষেত্রে ইসলামের কেন্দ্রস্থলে দীনের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ কোনো বিরাট শক্তিসম্পন্ন কর্তৃত্ব বর্তমান থাকা উচিত। যা মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণে ইসলামের এ শক্তিশালী ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম। সমগ্র বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এক একটি দেহের সাথে তুলনা করলে এবং পবিত্র মক্কাকে তার হৃৎপিণ্ড কল্পনা করলে, এখানে এমন একটি হৃৎপিণ্ড থাকা উচিত ছিল যা প্রত্যেক বছর সমগ্র বিশ্বদেহে তাজা রক্তের দ্বারা প্রবাহিত করতে সক্ষম। আর পবিত্র মক্কাকে সেই দেহের মস্তিষ্ক কল্পনা করলে তা এমন হওয়া উচিৎ ছিল, যা এ হাজার হাজার আল্লাহর দূতের মাধ্যমে দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌঁছাতে সাধনা করতো।

পবিত্র মক্কা মু'আজ্জামাহ এবং উভয় হারাম এলাকাকে যদি কল্পিত মুসলিম উম্মহ্‌র বিরাট দেহের মস্তিষ্ক কিংবা হৃৎপিণ্ড ধরে নেওয়া হয়, তাহলে আর কিছু না হোক, অন্তত এ কেন্দ্রভূমিতে খালেস ইসলামী জীবন ধারার বাস্তবরূপ বর্তমান থাকা জরুরী ছিল, যাতে দুনিয়ার মুসলমান প্রত্যেক বছরই সেখান থেকে খালেস ইসলামী জিন্দেগী এবং দীনদারীর শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এখানে তেমন কিছু নেই । দীর্ঘকাল পর্যন্ত আরব দেশে মূর্খতার অন্ধকার পুঞ্জিভূত হয়ে আছে, আব্বাসীয় যুগ থেকে শুরু করে ওসমানী যুগ পর্যন্ত প্রায় সকল শাসকই ইসলামের কেন্দ্রস্থলের অধিবাসীগণকে উন্নতি লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। ফলে আরব দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সকল পর্যায়েই অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। এ কারণে যে ভূখণ্ড থেকে একদা ইসলামের বিশ্বপ্লাবী আলোক ধারা উৎসারিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, আস সেই ভুখণ্ডই ইসলাম পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। এখন সেখানকার অধিবাসীদের ইসলামের জ্ঞান ও ইসলামী জীবনধারা অনুশীলনের বড়ই অভাব।

মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে বুকভরা আশা ও ভক্তি নিয়ে প্রত্যেক বছর এখানে আগমন করে; কিন্তু এ এলাকায় পৌঁছে তার চারদিকের পরিবেশ ও আমলী অবস্থা দেখে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নজাল ছিন্ন হয়ে যায়। এখন অনেক মুসলিম হজ্জ করে, এমনকি বহুবার হজ্জ করেও নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তাকে অধিকতর দুর্বলই করে আসে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পরে জাহেলিয়াতের যুগে আরব দেশে যে ব্যক্তি পূজার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, কাবার চাবির দায়িত্বের কারণে ব্যক্তি ও গোত্রকে সম্মানের আসনে আসীন করা হতো, কাবার সেবক হিসেবে নিজেরা গর্ববোধ করতো এবং সম্মান পাওয়ার অধিকারী মনে করতো এবং যা রসূলুল্লাহ্ (স.) নির্মূল করেছিলেন, আজ তা-ই প্রায় প্রবলরূপে পুনঃপ্রবিতত হয়েছে।

হারামাইনের ব্যবস্থাপক পূর্বের ন্যায় আবার সেবায়েত হয়ে বসেছে। আল্লাহর ঘর তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ ঘরের প্রতি যারা ভক্তি রাখে তারা এদের শিকার বিশেষ। বিভিন্ন দেশে বড় বড় বেতনভুক্ত এজেন্ট নিযুক্ত রয়েছে, তারা ভক্তদেরকে চারদিক থেকে টেনে টেনে নিয়ে আসে। তারা কুরআনের আয়াত আর হাদীসের নির্দেশ পড়ে শুনিয়ে তাদেরকে হজ্জ যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উদ্দেশ্য এই হয় যে, এ আদেশ শুনলে তারা অবশ্যই হজ্জ করতে যাবে এবং তাতে তাদের যথেষ্ট বাণিজ্য হবে। হজ্জ যাত্রা

যেন এক পর্যটন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। হজ্জ যাত্রায় মানুষ যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন সফরের শুরু থেকে হজ্জ করে বাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গায় তাদের সামনে উপস্থিত হয় মজুরভোগী ব্যবসায়ীরা। বিভিন্ন সেবা প্রদানের বিনিময়ে তাদের ব্যবসাও জমজমাট হয়ে থাকে। হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠানাদিই পয়সা দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। এমন কি পবিত্র কা'বা গৃহের দরযাও মুসলিম উম্মাহ্‌র সাধারণ সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত নয়। ইসলামের এ তথাকথিত খাদেমগণ এবং কেন্দ্রীয় উপাসনাগারের সেবকগণও যেন এটিকে উপজীবীকা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও হৃদয়ের অনুভুতিকে পুঁজি করে, ইবাদাত করানোর দীনি দায়িত্বকে আজ ক্ষেত্রবিশেষ ব্যবসায় এবং ইবাদাতের স্থানকে উপার্জনের উপায়ে পরিণত হয়েছে। যদি এক্ষেত্রে আল্লাহর আয়াত কেবল এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় যে, লোক তা শুনে হজ্জ করতে বাধ্য হবে এবং এ সুযোগে তারা ব্যবসায়ে লাভবান হবে, তাহলে এ ব্যাপারটি খুবই দুঃখজনক। যেখানে ইবাদাতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মূল্য দিতে হয় এবং দীনি কর্তব্য ব্যবসায়ের পণ্য হয়, এমতস্থানের ইবাদাতে ইসলামের প্রাণ শক্তি বেঁচে থাকতে পারে না। সমস্ত কাজ যখন পণ্যরূপে আদান প্রদান হয় এবং বিনিময় গ্রহণ করা হয়, তখন হাজীগণের 'ইবাদাতের প্রকৃত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপকারিতা লাভ করা'-এর প্রকৃত মাকসাদ কিছুতেই আশা করা যায় না; তা অর্জিত হয় না।

৭.১.৭. বাস্তব চিত্র ক্ষেত্রবিশেষ খুবই বেদনাদায়ক

উদঘাটিত তথ্য পর্যালোচনায় বাস্তব চিত্র সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিগোচর কতিপয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। এক্ষেত্রে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত কিছু সংবাদ তুলে ধরার চেষ্টা করবো। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিছু পর্যালোচনাও তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

৭.১.৭.১. হজ্জের খরচ প্রসঙ্গ

এ বিষয়ে আলোকপাতের আগে আমরা বিগত বছরগুলোতে হজ্জের মওসুমে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্রের সংবাদ শিরোনাম উল্লেখ করতে চাই।

সংবাদ শিরোনাম	সংবাদ মাধ্যমের নাম	প্রকাশের তারিখ
হজের খরচ কোন দেশে কেমন[৯৬৬]	দৈনিক প্রথম আলো	০৫ মার্চ ২০২৩
হজে যেতে কোন দেখে কত খরচ[৯৬৭]	দৈনিক প্রথম আলো	২৮ ফেব্রু., ২০২৩
এবার কোন দেশে হজের খরচ কত, জানেন কি?[৯৬৮]	এনটিভি	১১ মার্চ, ২০২৩
এশিয়ার ৫ দেশের চেয়ে হজের খরচ বেশি বাংলাদেশে[৯৬৯]	দৈনিক যুগান্তর	১১ মার্চ, ২০২৩

হজ্জের মওসুমে দেশের পত্রিকাগুলোতে অনুরূপ বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হয়। কর্তৃপক্ষের দাবী হলো দ্রব্যমূল্যের বিশ্বব্যাপী উর্ধ্বগতির কারণে, বিমান ভাড়া বৃদ্ধি এবং মক্কা মদীনার হোটেল ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ বছর হজ্জের খরচ তুলনামূলক বেশী নির্ণয় করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের আলোকে বাংলাদেশ এবং প্রতিবেশী দেশসমূহের খরচের একটি হিসাব নিম্নরূপ :

দেশের নাম	সাল	খরচের পরিমাণ (বাংলাদেশী মুদ্রায়)	মন্তব্য
বাংলাদেশ	২০২৩	৬ লাখ ৭২ হাজার ৬১৮	সর্বনিম্ন
কোলকাতা, ভারত	২০২২	৪ লাখ ৪৯ হাজার ৪৬২ টাকা	[৯৭০]
মালয়েশিয়া	২০২৩	৭ লাভ ৪১ হাজার ২৫৫ টাকা	
ইন্দোনেশিয়া	২০২৩	২ লাখ ৩৮ হাজার ৪৫৩ টাকা	অতিরিক্ত টাকা লাগলে সরকার ভর্তুকি দেন
পাকিস্তান	২০২৩	৪ লাখ ৪৭ হাজার ৬১৮ টাকা	
সিঙ্গাপুর	২০২৩	৬ লাখ ৬০ হাজার ৯২০ টাকা	সর্বনিম্ন

'আত-তাহ্রীক' অনলাইন পত্রিকায় হজ্জের খরচের এ বিষয়টি নিম্নরূপে উল্লেখ করেছে :

> ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত ও পাকিস্তানের চাইতে বাংলাদেশে হজ্জের খরচ সবচেয়ে বেশী। ঐসব দেশে হজ্জের জন্য সরকার থেকে ভর্তুকি দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ সরকার তো কোন ভর্তুকি দেয়না, বরং বিমানের সারা বছরের লোকসান হজ্জ মৌসুমে

---

৯৬৬. https://www.prothomalo.com/religion/islam/km9ja5witf; সংগ্রহের তারিখ : ১০ মে, ২০২৩

৯৬৭. https://www.prothomalo.com/world/asia/tlxhxn0rve; সংগ্রহের তারিখ : ১০ মে, ২০২৩

৯৬৮. https://www.ntvbd.com/religion-and-life/এবার-কোন-দেশে-হজের-খরচ-কত-জানেন-কি-1197485

৯৬৯. https://www.jugantor.com/national/653481/এশিয়ার-৫-দেশের-চেয়ে-হজের-খরচ-বেশি-বাংলাদেশে;

৯৭০. ২০১৮ সাল থেকে ভারত হজ্জ ভর্তুকি বন্ধ করে দেয়।

'আল্লাহর মেহমান'দের গলা কেটে পুষিয়ে নেয়। মালয়েশিয়ার সরকারী দু'টি প্যাকেজের একটি সোয়া দু'লাখ টাকা, অন্যটি আড়াই লাখ টাকা। ইন্দোনেশিয়ায় সরকারী হজ্জ প্যাকেজ খরচ সাড়ে তিন লাখ টাকা। ভারতে সরকারী হজ্জ প্যাকেজ চার লাখ টাকা। অথচ বাংলাদেশ থেকে এবার হজ্জে যেতে লাগবে ৬ লাখ ৮৩ হাযার টাকা। আর বেসরকারী হজ্জ প্যাকেজ ধরা হয়েছে ৬ লাখ ৭৩ হাযার টাকা। গত বছর সরকারীভাবে হজ্জে যাওয়ার খরচ ধরা হয়েছিল ৫ লাখ ২৭ হাযার ৩৪০ টাকা এবং কুরবানী ছাড়া প্যাকেজের খরচ ছিল ৪ লাখ ৬২ হাযার ১৪৯ টাকা। অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে এ বছর হজ্জের খরচ দেড় লাখ থেকে ২ লাখ ২১ হাযার টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।[৯৭১]

৭.১.৭.২. হজ্জের বিমান ভাড়া

সংবাদ শিরোনাম	সংবাদ মাধ্যমের নাম	প্রকাশের তারিখ
রেকর্ড বিমান ভাড়ায় ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ থেকে হজ্জ পালনের খরচ প্রায় দ্বিগুণ[৯৭২]	দি ডেইলি স্টার বাংলা	০৩ মার্চ, ২০২৩
হজের বিমান ভাড়া এতো বাড়ানো হলো কেন[৯৭৩]	বিবিসি নিউজ বাংলা	০৪ মার্চ, ২০২৩
হজের বিমান ভাড়া এবারো দ্বিগুণের বেশি[৯৭৪]	দৈনিক নয়া দিগন্ত	১৮ জানুয়ারি, ২০১৯
কমছে না হজের বিমান ভাড়া[৯৭৫]	দৈনিক যুগান্তর	২০ মার্চ, ২০২৩
বিমানকে হজ্জ ফ্লাইটের ভাড়া 'যৌক্তিক পর্যায়ে' কমাতে বলেছে ধর্ম মন্ত্রণালয়[৯৭৬]	দি ডেইলি স্টার বাংলা	১৬ মার্চ, ২০২৩

সংবাদ প্রতিবেদনে দৈনিক নয়াদিগন্ত ২০১৯ সালের যে খবরের যে শিরোনাম আমরা দেখলাম সেখানে নিম্নরূপ একটি পরিসংখ্যান রয়েছে :

> "হাবের দাবি উপেক্ষা করেই গত বছর হজযাত্রীপ্রতি বিমান ভাড়া ১ লাখ ৩৮ হাজার ১৯১ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। যা ২০১৭ সালের চেয়ে ১৩ হাজার টাকা বেশি ছিল। ২০১৭ সালে বিমান ভাড়া ছিল ১ লাখ ২৪ হাজার ৭২৩ টাকা। এ বছর ১০ হাজার ১৯১ টাকা কমানোর পরও গত বছরের চেয়ে প্রায় ৪ হাজার টাকা বেশিই থাকছে।
>
> পরিসংখানে দেখা যায়, ২০০৮ সালে বিমান ভাড়া ছিল ৯৮ হাজার ৯৭০ টাকা, ২০০৯ সালে ৯২ হাজার ২৭০ টাকা, ২০১০ সালে ৯৬ হাজার ৪২৫ টাকা, ২০১১ সালে ১ লাখ ১০ হাজার ৯৫০ টাকা, ২০১২ সালে ১ লাখ ২৩ হাজার ৬২০ টাকা, ২০১৩ সালে ১ লাখ ২২ হাজার ২৩ টাকা, ২০১৪ সালে ১ লাখ ১৯ হাজার ৩৫৪ টাকা, ২০১৫ সালে ১ লাখ ১৯ হাজার ৪৮৭ টাকা, ২০১৬ সালে ১ লাখ ২২ হাজার ৬৬৫ টাকা।"

---

৯৭১. https://at-tahreek.com/article_details/11177; অনুসন্ধান : ১০ মে, ২০২৩

972. https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-456631; অনুসন্ধান : ১০ মে, ২০২৩

৯৭৩. https://www.bbc.com/bengali/articles/c72zgl3j134o#:~:text=এর%20আগে%20২০১৭%20সালে%20এই,লাখ%20৯৭%20হাজার%20৯৯৭%20টাকা।

৯৭৪. https://www.dailynayadiganta.com/miscellaneous/381493/হজের-বিমান-ভাড়া-এবারো-দ্বিগুণের-বেশি

৯৭৫. https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/656399/ কমছে-না-হজের-বিমান-ভাড়া

৯৭৬. https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-461296

দি ডেইলি স্টার বাংলা-এ প্রকাশিত ০৩ মার্চ, ২০২৩ সালের খবরে বলা হয় :

> হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (এটিএবি) জানিয়েছে, হজ্জ প্যাকেজের মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অস্বাভাবিক বিমান ভাড়া।
>
> হাব ও এটিএবি নেতারা বলেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই অতিরিক্ত মুনাফা করতে ৩০ শতাংশ ভাড়া বাড়িয়েছে।
>
> গত বছরের তুলনায় এবার সরকারি ও বেসরকারি উভয় হজ্জ ব্যবস্থাপনায় হজ্জ প্যাকেজে খরচ বেড়েছে প্রায় দেড় লাখ টাকা।
>
> এটিএবির তথ্য অনুযায়ী, গত ৬ বছরে বিমান প্রায় ৭০ শতাংশ ভাড়া বাড়িয়েছে।
>
> ২০১৭ সালে এই ভাড়া ছিল ১ লাখ ১৮ হাজার টাকা, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে ছিল ১ লাখ ২৮ হাজার টাকা করে, ২০২০ সালে ছিল ১ লাখ ৩৮ হাজার টাকা, ২০২২ সালে ছিল ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। করোনার কারণে ২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে কেউ হজে যাননি।
>
> এ বছর বিমান ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ২ লাখ টাকা। গত বছরের চেয়ে এ বছর বিমান ভাড়া বেড়েছে প্রায় ৬০ হাজার টাকা।

বাংলাদেশে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত উপর্যুক্ত তথ্য প্রমাণ করে যে, বিমান ভাড়া প্রতিবছরই অস্বাভাবিকহারে বৃদ্ধি করছে বিমান কর্তৃপক্ষ। এক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বিবিসি বাংলায় প্রকাশিত "এভিয়েশন বিশ্লেষক যা বলছেন" শিরোনামে তাদের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

> এভিয়েশন বিষয়ক বিশ্লেষক কাজী ওয়াহিদুল আলম বলছেন, হজের সময় যাত্রী বহন করা বিমান আর সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের জন্য মনোপলি ব্যবসা। অন্য কোনো এয়ারলাইন্সকে হজ্জ যাত্রী পরিবহনের সুযোগ দেয়া হয় না।
>
> "এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিমান নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে এবং সৌদিয়াকেও ব্যবসার সুযোগ করে দেয়। কারণ বিমানের ভাড়াই সৌদিয়ার জন্য প্রযোজ্য হবে। জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েই এটা করা হয়, যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।
>
> ডলারের বিনিময় হার ও জেট ফুয়েলের দামের বিষয়ে তিনি বলেন, সেটি তো এখনও অনেক বাড়তি তাহলে এখন যে দামে টিকেট দেয়া যাচ্ছে সে দাম হাজীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না কেন।
>
> "ডলার ও জেট ফুয়েলের দাম তো আগেই বেড়েছে। এখন গড় ভাড়া ৭০/৮০ হাজার টাকা। হজের ব্যবস্থাপনার জন্য এটা দ্বিগুণ করলেও ভাড়া ১ লাখ ২০/৩০ হাজারের বেশি নির্ধারণের সুযোগ নেই," বলছিলেন মি. আলম।
>
> তিনি বলেন, এখন বিমানের সব সিট পূর্ণ হয় না। অথচ হজের সময় সব সিট ভর্তি করেই যাত্রী যাবে। সে যুক্তিতেও ভাড়া তখন কম হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।
>
> "হজ বিমান ও সৌদিয়ার জন্য একটি গ্যারান্টেড ব্যবসা। হজ্জ যাত্রীদের জিম্মি করে এ সুযোগ নিচ্ছে সংস্থা দুটি। এটিকে বিমান তার সারা বছরের লোকসান পুষিয়ে নেয়ার সুযোগ হিসেবেও ব্যবহার করে," বলছিলেন তিনি।

> তবে এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিউল আজিম বলছেন হজ্জ যাত্রীদের বিষয়টি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা বিবেচনা করেননি।

বিমানের ভাড়ার বিষয়টিতে উপর্যুক্ত সংবাদ ও বিশ্লেষণে প্রতিয়মাণ হয় যে, এখানে সমস্যা রয়েছে। যা আরো সহজলভ্য হওয়ার প্রত্যাশা আমাদের।

৭.১.৭.৩. হজ্জ এজেন্সির আইন লঙ্ঘন ও প্রতারণা

বিগত বছরগুলোতে প্রকাশিত সংবাদ ও ঘটনাপ্রবাহে পরিলক্ষিত হয় যে, হজ্জ এজেন্সিগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট অসাধু ও সুবিধাবাদী একটি মহল সাধারণ মুসল্লীদের সাথে প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। নিম্নোক্ত সংবাদ শিরোনামগুলো লক্ষ্য করলে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

সংবাদ শিরোনাম	সংবাদ মাধ্যমের নাম	প্রকাশের তারিখ
আট হজ্জ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা[৯৭৭]	প্রথম আলো	২২ এপ্রিল, ২০১১
২৬৮ হজ্জ এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা[৯৭৮]	প্রথম আলো	১৭ এপ্রিল, ২০১৩
মানবপাচারের অভিযোগে ৩০ হজ্জ এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল[৯৭৯]	প্রথম আলো	১৮ জুন, ২০১৩
নিস্তার নেই, ঘাটে ঘাটে হজ্জ এজেন্সির প্রতারণা![৯৮০]	বার্তা ২৪.কম	০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
প্রতারক হজ্জ এজেন্সি'র বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিশ জারি প্রতারণার শিকার ১৬ হজযাত্রী এখনো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে[৯৮১]	দৈনিক ইনকিলাব	১৩ জানুয়ারি, ২০১৮
প্রতারণার অভিযোগে সাত হজ্জ এজেন্সিকে মন্ত্রণালয়ে তলব[৯৮২]	বাংলা ট্রিবিউন	২০ জানুয়ারি, ২০১৮
ওমরাহ নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস, এজেন্সিকে নোটিশ দিল ধর্ম মন্ত্রণালয়[৯৮৩]	দৈনিক যুগান্তর	০৩ অক্টোবর, ২০২০
প্রতারকের খপ্পরে পড়ে হজে যাওয়া হচ্ছে না ৩০০ জনের[৯৮৪]	বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম	০৬ জুলাই, ২০২২

---

৯৭৭. https://www.prothomalo.com/old-prothomalo/আট-হজ-এজেন্সির-বিরুদ্ধে-মামলা

৯৭৮. https://www.prothomalo.com/old-prothomalo/২৬৮-হজ-এজেন্সির-বিরুদ্ধে-শাস্তিমূলক-ব্যবস্থা

৯৭৯. https://www.prothomalo.com/bangladesh/মানবপাচারের-অভিযোগে-৩০-হজ-এজেন্সির-লাইসেন্স-বাতিল

৯৮০. https://barta24.com/details/নিস্তার-নেই-ঘাটে-ঘাটে-হজ-এজেন্সির-প্রতারণা

৯৮১. https://old.dailyinqilab.com/article/112417/প্রতারক-হজ-এজেন্সির-বিরুদ্ধে-লিগ্যাল-নোটিশ-জারি

৯৮২. https://www.banglatribune.com/national/284777/প্রতারণার-অভিযোগে-সাত-হজ-এজেন্সিকে-মন্ত্রণালয়ে-তলব

৯৮৩. https://www.jugantor.com/national/government/351092/ওমরাহ-নিয়ে-ফেসবুকে-স্ট্যাটাস-এজেন্সিকে-নোটিশ-দিল-ধর্ম-মন্ত্রণালয়

৯৮৪. https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article2086276.bdnews

ভয়াবহ প্রতারণার ফাঁদে ১৭১ হজযাত্রী[৯৮৫]	দৈনিক যুগান্তর	০৫ জুলাই, ২০২২

উপর্যুক্ত সংবাদগুলো বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যন্ত দুঃখবহ। এজেন্সির নামে এসব লোকেদের খপ্পরে পড়ে অনেক সরলমনা মুসলমানদের একটি বিরাট সংখ্যা প্রায় প্রতিবছরই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। ক্ষেত্রবিশেষ সচেতন অনেক মুসলিমকেও তারা তাদের প্রতারণার জালে আটকে ফেলছে এবং অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর প্রতারণা ও অসাধুতার বিরোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে মর্মে সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ভুক্তোভোগী সাধারণ মানুষের যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। সাথে সাথে হজ্জের মতো পবিত্র ইবাদত নিয়ে এ ধরনের কার্যক্রম মানুষকে যারপরনাই আশাহত করে।

৭.১.৭.৪. ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি

২০১২ সালে দৈনিক প্রথম আলো প্রকাশিত একটি সংবাদে[৯৮৬] তথ্য প্রদান করা হয় যে-

> এ বছর মক্কা ও মদিনা সফরকারী হাজিদের থেকে সৌদি আরবের সরকার ১৬৫ কোটি ডলার বা প্রায় ১৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা আয় করেছে। সৌদি সংবাদপত্র ‘আল হায়াত’-এর একটি প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে ‘দ্য ডন’ বলেছে, এ বছর অক্টোবরের শেষে হজ্জ পালন করতে এবং বছরজড়ে ওমরা পালন উপলক্ষে প্রায় এক কোটি ২০ লাখ ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশটিতে ভ্রমণ করেছে। বিভিন্ন পর্যটন স্থানের কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুয়ায়ী, ১৭ লাখ বিদেশি হাজিসহ মোট ৩১ লাখ হাজি ১৬৫ কোটি ডলার খরচ করেছেন। এ খাতে ২০১১ সালের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি আয় করেছে দেশটি।”

দেখা যাচ্ছে একবছরের ব্যবধানে খরচ বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। তাছাড়া বিবিসি-র এর বাংলা বিভাগ ২০১৭ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। যার শিরোণাম দেওয়া হয়েছে- “হজ থেকে কত টাকা আয় করে সৌদি আরব?”[৯৮৭] উক্ত প্রতিবেদনে বিবিসি ফার্সী বিভাগের আলী কাদিমি উল্লেখ করেছেন যে,

> গত বছর মোট ৮৩ লক্ষ মানুষ হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ৬০ লাখেরও বেশি মানুষ আল-উমরাহতেও গিয়েছিলেন। গত এক দশকে গড়ে ২৫ লক্ষ মুসলমান হজ্জ করেছেন। এর মধ্যে আবার দুটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।
>
> প্রথমত, বছরে একটা নির্দিষ্ট সময়েই হজ্জ করা যায়। আর দ্বিতীয়ত, প্রতিটি দেশ থেকে কত মানুষ হজে আসবেন, তার একটা কোটা নির্ধারণ করে দেয় সৌদি আরব।
>
> এটাও মাথায় রাখতে হবে যে সৌদি আরবের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশও কিন্তু হজে যান। যদিও তাঁরা বিভিন্ন দেশের নাগরিক হতেই পারেন। গত বছর সৌদি আরবের যত বাসিন্দা হজে গিয়েছিলেন, সেই সংখ্যাটা অন্যান্য দেশ থেকে আসা মুসলমানদের সংখ্যার প্রায় অর্ধেক।

---

৯৮৫. https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/569845/ভয়াবহ-প্রতারণার-ফাঁদে-১৭১-হজযাত্রী

৯৮৬. “হাজিদের থেকে আয় ১৬৫ কোটি ডলার”, দৈনিক প্রথম আলো, ০২ নভেম্বর, ২০১২ [https://www.prothomalo.com/old-prothomalo/ হাজিদের-থেকে-আয়-১৬৫-কোটি-ডলার]

৯৮৭. https://www.bbc.com/bengali/news-40811007; অনুসন্ধান : ০৯ মে, ২০২৩

> কিন্তু গত দশ বছর ধরেই মোটামুটিভাবে হাজিদের এক তৃতীয়াংশই সৌদি আরবের বাসিন্দা। এর একটা কারণ মক্কা খুব কাছে। তাই ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে বেশ সস্তায় হজ্জ সেরে নেন অনেকে।
>
> হজে একটা নির্দিষ্ট সময়ে যাওয়া গেলেও সারা বছর ধরে উমরাহ করতে যাওয়া যায়। যেমন গত বছরই প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ উমরাহ করতে গিয়েছিলেন।
>
> নানা দেশ থেকে যাঁরা সৌদি আরবে গেছেন, তাঁদের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষই উমরাহ করতে গেছেন। সাত বছর আগে উমরাহ করতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষের কাছাকাছি। সৌদি আরবের হিসাব অনুযায়ী আগামী চার বছরের মধ্যে সংখ্যাটা বেড়ে এক কোটি ২০ লক্ষ হয়ে যাবে।
>
> গত বছর হজ্জ থেকে সৌদি আরবের সরাসরি রোজগার হয়েছিল প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার। সৌদি আরবে যাওয়া তীর্থযাত্রীরা মোট ২৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছিলেন ওখানে গিয়ে। এই অর্থের একটা বড় অংশ কিন্তু সৌদি অর্থনীতিতেই যোগ হচ্ছে।
>
> মক্কার চেম্বার অব কমার্সের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাইরের দেশ থেকে আসা মুসলমানরা মাথাপিছু ব্যয় করেন ৪৬০০ ডলার, আর স্থানীয়রা মাথাপিছু প্রায় ১৫০০ ডলার ব্যয় করেন।
>
> .... এর মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁর ব্যক্তিগত খরচও ধরা আছে। তবে কোনো না কোনোভাবে অর্থটা সৌদি অর্থনীতিতেই ঢুকছে।
>
> ... অপরিশোধিত তেল বিক্রি করে সৌদি আরবের যা রোজগার হয়, তার থেকেও বেশি আয় করে তারা হজ্জ থেকে। ... ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা আইএমএফ ধারণা করছে, তেল উৎপাদন কম করার ব্যাপারে ওপেক যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার ফলে সৌদি আরবের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার এ বছর শূন্যে নেমে যাবে। সেদেশের সরকার সেই ক্ষতিটা অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। যার মধ্যে একটা বড় ক্ষেত্র হলো ধর্মীয় পর্যটন থেকে আয়।

উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী একথা স্পষ্ট যে, সৌদি সরকার হজ্জ ও ওমরাহ্ থেকে এক বিরাট রাজস্ব অর্জন করে থাকে। যেটিকে অর্থনৈতিক বিশ্ব ধর্মীয় পর্যটন হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। একটি বিধিবদ্ধ মৌলিক ইবাদতকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীক মনোবৃত্তি কোনোভাবেই কাম্য নয়।

উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী একথা স্পষ্ট যে, সৌদি সরকার হজ্জ ও ওমরাহ্ থেকে এক বিরাট রাজস্ব অর্জন করে থাকে। যেটিকে অর্থনৈতিক বিশ্ব ধর্মীয় পর্যটন হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। একটি বিধিবদ্ধ মৌলিক ইবাদতকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীক মনোবৃত্তি কোনোভাবেই কাম্য নয়।

৭.১.৭.৫. হজ্জ যাত্রীদের পরিবহন সেবা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা সময় বাংলাদেশ থেকে হজ্জে গমনে ইচ্ছুক যাত্রীগণ সমুদ্রপথ এবং আকাশ পথ উভয় মাধ্যমেই হজ্জে গমণ করতে পারতেন। এতে হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ তাঁদের সুবিধা অনুযায়ী যাতায়াত করতে পারতেন। বর্তমান সময়ে শুধু বিমান বা আকাশ পথে বাংলাদেশ হজ্জ যাত্রীদের পরিবহন করছে। এক্ষেত্রে কোনো কোনো সময়ে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে হজ্জ এজেন্সি বা সম্ভাব্য হাজী সাহেবদের।

২০১২ সালের ঘটনা উল্লেখ করার মতো। সেবার পত্রিকার রিপোর্ট হয়েছিল যে, "৩০ হাজার হজযাত্রীর যাত্রা অনিশ্চিত"[৯৮৮]। উক্ত সংবাদের অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

> ৩০ হাজার হজযাত্রীর নির্ধারিত সময়ে সৌদি আরব পৌঁছানো অনিশ্চিত বলে দাবি করেছে হজ্জ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)। তারা বলেছে, বিমানের ফ্লাইট বিপর্যয়ের কারণে এই সমস্যা হবে। এতে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেছে সংগঠনটি। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর পল্টনে সংগঠনটির প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে হাবের সভাপতি জামালউদ্দিন আহমেদ এসব কথা জানান।জামালউদ্দিন বলেন, '১৭ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬০ হাজার হজযাত্রীর সৌদি আরব যাওয়ার কথা। আমরা তাঁদের জন্য বাড়ি ভাড়াসহ অন্যান্য কার্যক্রম শেষ করেছি। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সরকার ৩০ হাজারের বেশি হজযাত্রী পাঠাতে পারবে না।' হাবের সভাপতি আরও বলেন, 'সৌদিয়া এয়ারলাইনস, নাস এয়ারলাইনস ও বিমান বাংলাদেশ এ বছর হজযাত্রী বহন করছে। এগুলোর বাইরে অন্য এয়ারলাইনস রাখার জন্য আমরা বারবার বিমানমন্ত্রী ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রীকে বলেছিলাম। কারণ, তিনটি এয়ারলাইনসের পক্ষে সব যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব নয়। আর বিমান বাংলাদেশের সেই সক্ষমতাও নেই। কিন্তু সরকার আমাদের কথা শোনেনি। বিমান ও সৌদিয়া এয়ারলাইনস আমাদের ফ্লাইট শিডিউল দিতে ব্যর্থ হয়েছে।' এ সমস্যার সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে জামালউদ্দিন বলেন, '৩০ হাজার যাত্রীর জন্য বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। এতে আমাদের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হবে। কেননা, সরকার বলছে, এই ৩০ হাজার হজযাত্রীকে পরে পাঠানো হবে। দ্বিতীয়বার তাঁদের জন্য বাড়ি ভাড়া পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে।' সংগঠনটি ৩০ হাজার হজযাত্রীকে সময়মতো পৌঁছে দিতে দ্রুত বিকল্প কোনো এয়ারলাইনসের সঙ্গে কথা বলতে সরকারকে অনুরোধ জানায়।

এই যে সমস্যাটি তখন হজ্জযাত্রীদের অনিশ্চয়তার মুখোমুখি করেছিল। ভবিষ্যতে এরূপ যাতায়াত কেন্দ্রীক সমস্যাগুলো হাজী সাহেবদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও বেদনাদায়ক।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো হজ্জ যাত্রীদের জন্য এবং এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য একটি অনভিপ্রেত সমস্যা। আমাদের গবেষণায় এছাড়াও কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সমস্ত বিষয়ের আলোকে আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে একটি সুপারিশমালা পেশ করেছি, যা বাস্তবায়িত হলে মুসলিম উম্মাহর সদস্য হিসেবে একজন হাজী সাহেব স্বাচ্ছন্দে তার হজ্জের কার্যক্রম আরম্ভ ও সমাপ্ত করতে পারবেন।

---

৯৮৮. https://www.prothomalo.com/old-prothomalo/৩০-হাজার-হজযাত্রীর-যাত্রা-অনিশ্চিত

৭.২. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জ কেন্দ্রীক সুপারিশসমূহ

মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জের ভূমিকা অপরিসীম। ইতোপূর্বের আমরা একথা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করতে সক্ষম হয়েছি যে, হজ্জ ফরয হওয়া, এর আদায়ে পদ্ধতি এবং হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কার্যক্রম মূলত মুসলিম উম্মাহ্কে এক কা'বা কেন্দ্রীক একতাবদ্ধ করার জন্যই। বছরের শেষ মাসে হজ্জ সংঘটিত হওয়া এবং তা আদায়ের জন্য হজ্জের মাসসমূহ (আশহুরুল হজ্জ) সুনির্দিষ্ট করা এবং হজ্জে যাওয়া ও আসার পথের নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট মাসসমূহকে পবিত্র তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফাসাদকে হারাম ঘোষণা করা এবং হজ্জ আদায়ের পূর্বে উম্মাহর সদস্যগণকে মুত্তাকী হিসেবে গড়ে তোলার মাসব্যাপী (রামাদান) প্রশিক্ষণ প্রদানের বিধান রাখা, এসব কিছুই প্রমাণ করে হজ্জ মূলত সংঘবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্র বাৎসরিক সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার জন্যই বিধিবদ্ধ। মহান রব্বুল আলামীন তাঁর খলীল হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর মাধ্যমে নতুনভাবে যে হজ্জের সূচনা করিয়েছেন এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর মাধ্যমে যার পদ্ধতি পরিপূর্ণ করিয়েছেন, মুসলিম উম্মাহকে সুসংঘবদ্ধ করা ও উম্মাহর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য কতিপয় সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৭.২.১. ব্যক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে

হজ্জ একটি সামষ্টিক ইবাদত হলেও মুসলিম উম্মাহ্র হজ্জ আদায়ে আগ্রহী বা আদায়কারী প্রত্যেক সদস্যই পৃথকভাবে এই সমষ্টির একক। তাই উম্মাহ্র একক সদস্যদের মধ্য থেকে কেউ এই দীর্ঘ সফরে গাইডের ভূমিকা পালন করেন, কেহ বা আবার বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগ্রহী হাজী সাহেব চান তার এই দীর্ঘ সফরে তার পছন্দনীয় কোনো গাইডের অধীনে হজ্জ পালন করতে। যার প্রতি তার মহব্বত ও আস্থার একটি সম্পর্ক থাকে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্থান থেকে হজ্জ আদায়কারী উম্মাহ্র প্রত্যেক একক সদস্যকে হজ্জ কেন্দ্রীক সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হজ্জের মর্ম, তা আদায়ের পদ্ধতি এবং এই মৌলিক ফরয ইবাদতের তাৎপর্য উপলব্ধি ও বাস্তবায়নের যোগ্য করে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে-

- একজন তাকওয়াবান গাইডের তত্ত্বাবধানে হজ্জের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও তাৎপর্য শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

- 'আল্লাহ্র যে সকল নিদর্শনাবলী' হজ্জ আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সে বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা।

- এ সফরের মাধ্যমে উম্মাহ্র সদস্যকে মহান আল্লাহ রমাদানের তাকওয়া অর্জনের সুযোগ দেওয়ার পরে মুমিনের পর্ববর্তী উচ্চতর স্তর মুহসীন স্তরে উপনীত করতে চান। হজ্জ পালনে আগ্রহী উম্মাহ্র প্রত্যেক সদস্যকে এই মর্ম উপলব্ধি করানো জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে হবে।

- হজ্জের সফরে পৃথিবীব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্র সদস্যবৃন্দ একই জায়গায় একত্রিত হয়ে হজ্জের বিধি-বিধান সমূহ পালন করেন। এতে ভিন্ন ভৌগোলিক, জাতীয় ও ভাষার মানুষের সাথে তাদের সঙ্গতকারণেই মিশতে হয়। তাই উম্মাহ্র সদস্যদেরকে উদার মনে সবাইকে গ্রহণ করা ও পরমত সহিষ্ণু হওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

- হাজী আদায়কারী হজ্জের নিয়ত ও ইহরামের কাপড় পরিধানের সাথে সাথে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর সমীপে নিজেকে সোপর্দ করেন। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন এবং যে স্থানে যা করণীয় ও যেসকল দু'আ কালাম শেখা জরুরী তা আন্তরিকতার সাথে হৃদয়াঙ্গম করার ব্যবস্থা করতে হবে।

- হজ্জ পালনের নিয়ত করার সাথে সাথে আল্লাহর নিকট একজন হাজী সাহেবের মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

- হাজী সাহেবকে ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান অর্জন এবং প্রসংশনীয় গুণাবলী তথা সততা, ন্যায়পরায়নতা, আমানতদারিতা, তাক্বওয়া, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি অর্জন করতে হবে এবং ব্যবহারিক জীবনে তা প্রতিফলন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

- ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহ্কে একতাবদ্ধ করতে হলে ব্যবহারিক জীবনে যেসমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন যেমন- সহজ-সরল জীবনযাপন, সৎসঙ্গ গ্রহণ, সালামের ব্যাপক প্রচলন, সৌজন্যবোধ, উপহার বিনিময়, মুসলিম ভাইয়ের দাওয়াত কবুল করা ও দাওয়াত করা, অলসতা পরিহার করা ইত্যাদি অভ্যাসগুলো হজ্জের নিয়ত করার সাথে সাথে নিজের জীবনে বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

- উম্মাহ্র ঐক্যের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন নেতৃত্ব প্রয়োজন। মৌলিক ইবাদতগুলোর মধ্যে সালাত বাস্তবিক অর্থে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের শিক্ষা প্রদান করে। হজ্জ এ নেতৃত্বের স্থানটি আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপৃত। তাই হজ্জ আদায়ে ইচ্ছুক ব্যক্তির নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করা জরুরী। নেতৃত্বের জন্য অগণিত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতগুলো আছে জন্ম/সৃষ্টিগত, আর কতক আছে অর্জিত। সব মানুষই নেতা হয়ে জন্মায়না। সবাইকে নেতা বানানো যায় না। যিনি যতবড় জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিতে পারেন, তিনি তত বড় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান। নেতৃত্বের জন্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো নিঃস্বার্থ হওয়া। নেতা শব্দটির সাথে অন্যের স্বার্থ দেখার দর্শনটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ গুণাবলী উম্মাহ্র ঐক্যের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অর্জন করতে হবে।

- সফলভাবে হজ্জ আদায় করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনি কতটুকু আনুগত্য করতে পারলেন। হজ্জের আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগী ও আমল-আখলাকের ব্যাপারে প্রত্যেকেই প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হয়ে যায়। অনেকে অযথা ছটফট তাড়াহুড়া করে। কাউকে মানতে চায় না। সবার আগে কাবা দেখবে, তওয়াফ করবে, হারামে যাবে, এ চিন্তায় অধিকাংশ সময়ে কেউই সিদ্ধান্ত মেনে চলেনা। সবার মধ্যে একটা বেশি জানার ভাব লক্ষ্য করা যায়। মনে করে, নিজেই সব করে ফেলবে। অনেকের মধ্যে প্রচণ্ড অহংকার কাজ করে। মোয়াল্লিম, এজেন্টের লোক কাউকে পাত্তা দেয় না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব। কিছু একটা বলতে গেলে তর্ক-বিতর্ক বাধায় সমস্যা সৃষ্টি করে। এর ফলে ছোট্ট একটা কাফেলাও সবকিছু সুন্দরভাবে করতে পারে না। এই সমস্যার মূলে রয়েছে ব্যক্তির আনুগত্য না করার মনোভাব। তাই সফলভাবে হজ্জের কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য ব্যক্তিকে আনুগত্যে চর্চা করতে হবে।

৭.২.২. হজ্জ কেন্দ্রীক 'মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য প্রতিষ্ঠায়' আন্তর্জাতিক মহলের করণীয়

হজ্জ কে 'মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিয়ামক' হিসেবে গ্রহণ করতে হলে প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রকে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম উম্মার ঐক্য -কে প্রতিষ্ঠা করতে হলে হজ্জ ও এর আনুষ্ঠানিকতা একটি চূড়ান্ত পর্যায়ের পদক্ষেপ হবে। এরপূর্বেই মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উম্মাহ্র ঐক্য বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হতে হবে। এক্ষেত্রে কিছু সুপারিশমালা হলো-

- মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত প্লাটফর্ম ওআইসি (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন)-কিংবা এরকম কোনো সংঘবদ্ধ সংগঠন-কে মুসলিম উম্মার ঐক্য কেন্দ্রীক কাজ করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

- হজ্জ-কে কেন্দ্র করে 'মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠা'-র লক্ষ্যে ওআইসি কিংবা অনুরূপ কোনো সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ থেকে ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে একটি গবেষণা সেল গঠন করতে হবে।

- উক্ত গবেষণা সেলটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করে সংগঠনের বাৎসরিক কনফারেন্সে প্রস্তাব আকারে পেশ করবে। উক্ত প্রস্তাবের আলোকে উম্মাহ্র ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে প্রস্তাবসমূহ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

- উম্মাহ্র ঐক্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যদেশের জাতীয় সমস্যা সমাধানকে নিজ নিজ দেশকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মেধাবী ও যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে উম্মাহর ঐক্যের জন্য কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

- ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ওআইসি কিংবা অনুরূপ সংগঠনের সদস্যভুক্ত দেশসমূহের আইনসভায় হজ্জ এর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে সামনে রেখে উম্মহ্র ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও নিজ দেশের জন্য এর সুফল নিয়ে আলোচনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

- 'মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য'-কে সামনে রেখে প্রতিবছরই হজ্জে গমনে ইচ্ছুক কিংবা হজ্জ যাদের ওপর ফরয হয়েছে তাদেরকে বাছাই করে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদকালেই প্রশিক্ষণার্থী হজ্জ যাত্রীদের মধ্য থেকে নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন হাজী সাহেবদের বাছাই করে নিবিড় প্রশিক্ষণ ও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

- ইসলাম বছরের ১২ মাসের মধ্যে রজব, যিলক্বদ, যিলহজ্ব ও মহর্‌রম এই ০৪ মাসকে হারাম করেছে এবং হজ্জের মাস হিসেবে শাওয়াল মাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বছরের এই চারটি মাসকে সবধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তিমূলক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর জন্য ইসলমের কেন্দ্র নির্ধারণ করেছে পবিত্র কা 'বা ঘরকে কেন্দ্র করে এবং যা মহান আল্লাহর ভাষায়, "স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্যে সমান"[৯৮৯]। এই সমতা বজায় রাখার জন্য সৌদি সরকার ও হারামাইন শরীফের খাদেমের দায়িত্ব পালনরত কর্তৃপক্ষকে সচেতন করতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- "আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ"[৯৯০]। তাই এখানে খাদ্যশস্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সঞ্চয় করে রাখা এবং তার ফলে মূল্য বৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করা পরিষ্কার আল্লাহদ্রোহিতা। এখানে যারা অন্যের ওপর যুলুম করে তাদেরকে মহান আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন।[৯৯১] তাই মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং হারামাইনের দায়িত্ব পালনরত কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করতে হবে।

---

৯৮৯. আল-কুরআন, ২২ : ২৫

৯৯০. আল-কুরআন, ০৩ : ৯৭

৯৯১. আর যে ইচ্ছা করে এতে পাপ কার্যের সীমালংঘন করে, আমি তাকে আস্বাদন করাব মর্মন্তুদ শাস্তি। (আল-কুরআন, ২২ : ২৫)

- "মক্কা এমন একটি পরিবেশ বা স্থান, যেখানকার কোন স্থান বিক্রি করা যাবে না কিংবা বাড়ী-ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না"।[৯৯২] এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যে, সৌদি কর্তৃপক্ষ যেন প্রয়োজনীয় খরচাদি ছাড়া অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের জন্য মক্কা ও তার আশেপাশের বাড়ি-ঘরের ভাড়া উচ্চমূল্যে নির্ধারণ না করে।

৭.২.৩. সম্ভাব্য হজ্জ যাত্রীদের জন্য রাষ্ট্রের করণীয়

প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাধান্য দিতে হয়। ব্যক্তি তার রাষ্ট্রের নিকট থেকে প্রাপ্য অধিকার থেকে যেন বঞ্চিত না হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও স্ব-স্ব ধর্ম পালন নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের একটি। তাই ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী প্রত্যেক সম্ভাব্য হজ্জ যাত্রীকে তাঁর এ হজ্জ ব্রত পালনের সু-ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশ নিম্নরূপ :

- জনগণের ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় এবং সুষ্ঠুভাবে হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও বিশ্বস্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে।

- ইসলামের এ ব্যবস্থাপনাকে শুধু মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ না রেখে, হজ্জ যে মহান আল্লাহ প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামত ও মৌলিক ইবাদত এবং এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে শান্তির পথ দেখানো সম্ভব এ সম্পর্কে সম্ভাব্য হজ্জ যাত্রীদের উপলব্ধি জাগ্রত করতে হবে।

- প্রতিবছর এ মূল্যবান ও নিয়ামতপূর্ণ ইবাদত পালনে সৌভাগ্যবান নাগরিকদের নিয়ে হজ্জ পরবর্তী জীবনের কর্মপন্থা নির্ণয়ে সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। হজ্জের শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত যে গুণাবলী হজ্জের সফরে অর্জিত হয়েছে তা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা করতে হবে।

- হজ্জ সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যাতে একজন আগ্রহী নাগরিকও বঞ্চিত না হয় কিংবা কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতারিত কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি না হয় সেজন্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে :

    - রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি 'হজ্জ ও ওমরাহ্ নীতি' প্রণয়ন করা। যেমন- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিগত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত "জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯" প্রণয়ন করেছে।

    - উক্ত নীতিমালার আলোকে যেসব কর্তৃপক্ষ (ব্যক্তি, সংগঠন কিংবা এজেন্ট) জনগণের হজ্জ ও ওমরাহ্ পালনে সহযোগিতা করে থাকে তাদেরকে জবাবদিহিতার ও অনিয়ম সংঘটিত হলে শাস্তির আওতায় আনার জন্য একটি প্রণয়ন করতে পারে। যেমন- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকদের জন্য নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ

---

৯৯২. مَكَّةُ مُنَاخٌ لاَ يُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلاَ تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا –আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী আল-বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা ওফী যাইলিহি আল-যাওহার আন-নাকী*, হায়দারাবাদ : মাজলিস দায়েরাতুল মা'আরিফ, ১৩৪৪হি., খ. ৬, পৃ. ৩৫, হাদীস নং- ১১৫১৪

পালন নিশ্চিতকরণ এবং এজেন্সিসমূহের নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন' হিসেবে "হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১" প্রণয়ন করেছে।

- ○ বর্ণিত ব্যক্তি, সংগঠন কিংবা এজেন্টগণের সুবিধার্থে এবং হজ্জ ও ওমরাহ্ এর বিধিবিধান সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে একটি বিধিমালাও জারি করা যেতে পারে। যেমন- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৪ জুলাই, ২০২২ খ্রি. তারিখে "হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২" জারি করেছে।
- ○ শুধু নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়নই যথেষ্ঠ নয়। রাষ্ট্রকে তার যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। যাতে রাষ্ট্রের একজন নাগরিকও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- ○ রাষ্ট্র তার আগ্রহী হজ্জ যাত্রীদের সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট চালু করা কিংবা হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট অ্যাপ চালু করতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার www.hajj.gov.bd এবং www.mora.gov.bd নামে দুটি ওয়েবসাইট প্রস্তুত করেছে। যা হজ্জে গমনে আগ্রহীদেরকে তাদের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কাজ ও এ সংক্রান্ত নিয়ম-পদ্ধতি জানতে সহায়তা করছে।
- ○ প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের হজ্জ কেন্দ্রীক সেবা প্রদানের জন্য সরাসরি কথা বলার ব্যবস্থা করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার এ ব্যবস্থাটি গ্রহণ করেছে।
- ○ হজ্জের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রাথমিক টাকা জমা দেওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক হজ্জ যাত্রীর জন্য সরকারীভাবে কিংবা সরকার স্বীকৃতি বেসরকারি এজেন্টদের মাধ্যমে স্মার্ট ফোনে ব্যবহার উপযোগী একটি অ্যাপ বাধ্যতামূলক করতে পারে। এর মাধ্যমে হাজীদেরকে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কাজের সময়, তারিখ, ভ্যানু ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করার পাশাপাশি হাজীদের অবস্থানও জানার ব্যবস্থা থাকতে পারে।
- ○ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ কেবল হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সুসম্পন্ন করার জন্য তাদের যাবতীয় কার্য নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন না করে, হজ্জের এই নির্দিষ্ট সময়ের আনুষ্ঠানিকতাকে কেন্দ্র করে বছরব্যাপী হজ্জ পালনে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ কিংবা হজ্জের রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্নকারী ব্যক্তিবর্গকে 'মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য' কেন্দ্রীক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- রাষ্ট্রকর্তৃক প্রণীত 'হজ্জ নীতি', 'হজ্জ আইন' এবং 'হজ্জের বিধিমালা' যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা সার্বক্ষণিক নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে এবং এগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- হজ্জ যাত্রীদের সাথে প্রতারণার ক্ষেত্রে যেসব শাস্তির বিধান আইনে রয়েছে, অপরাধ সংঘটিত হলে তা দ্রুত সময়ের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলকভাবে তার প্রয়োগ করতে হবে।
- কোনো ব্যক্তি হজ্জ এজেন্ট কর্তৃক প্রতারিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- উপর্যুক্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য রাষ্ট্রের হজ্জ বিষয়ক কিংবা ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি সুবিন্যস্ত এবং সুপরিকল্পিত 'হজ্জ কর্ণার' করতে হবে।

- রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা 'হজ্জ ট্রেনিং সেন্টার' নামে অন্ততঃ বিভাগীয় পর্যায়ে একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্টা করতে হবে।

৭.২.৪. হজ্জ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

হজ্জ কেন্দ্রীক প্রশিক্ষণ প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রেই প্রচলিত রয়েছে। এটি সরকারিভাবেও গ্রহণ করা হয় আবার বেসরকারি উদ্যোগেও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে এ প্রশিক্ষণগুলো থাকে খুবই স্বল্পমেয়াদী। তাঁর উদ্দেশ্য থাকে নিবন্ধনকৃত হজ্জ যাত্রীগণ যেন সুচারু রূপে তার এ ইবাদতের কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু প্রশিক্ষণের এই পরিসরে আরো ব্যপ্তি আনা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসে উৎকর্ষতা অর্জনের উপায়। যিনি যে বিষয়ে সমৃদ্ধ হতে চান তিনি সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষিত ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির তুলনায় অধিকতর যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং অধিক সাফল্য অর্জন করে ।

মানব জীবনকে সফল করা এবং বিশ্বব্যাপী সেই সফল মানুষদের সমন্বয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম একটি ইবাদত হলো হজ্জ। হজ্জ এর মধ্যে দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, আত্মিক বিষয়ে উন্নতির ব্যবস্থা আছে। যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করলে হজ্জ খুব কমই সফল হয়। আল-কুরআনের সূরা আল ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে হজ্জ পালনের বিধানের সাথে সামর্থ্যের বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।[৯৯৩] হজ্জের সামর্থ্য বলতে এখানে শুধু ভ্রমণের ক্লান্তিই বুঝানো হয়নি। বরং সঠিকভাবে হজ্জ পালনের প্রস্তুতির ছাপও পড়তে পারে কারোও চেহারায় সেটার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। যে ইবাদতের প্রচেষ্টা উটকে কৃশকায় বানিয়ে ফেলে[৯৯৪] সে ইবাদতের প্রস্তুতিতে হাজি নিজে ছিমছাম থাকলে লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে সূরা বাকারার ১৯৭ নং আয়াতে হজ্জ উপলক্ষে উপযুক্ত পাথেয় সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।[৯৯৫] হজ্জের পাথেয় বলতে শুধু অর্থ ও শারীরিক সামর্থ্যকেই বুঝানো হয়নি। বরং জ্ঞান ও তাকওয়ার গুরুত্বও বুঝানো হয়েছে। জ্ঞান ও তাকওয়া অর্জনের জন্যে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। রসূলুল্লাহ্ (স.) হজ্জের ব্যাপারে বলেছেন, তোমরা আমার সঙ্গে হজ্জ পালন করে শিখে নাও হজ্জ কীভাবে করতে হয়। ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর এ বক্তব্য থেকে সঠিকভাবে হজ্জ পালনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

বর্তমান সময়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ হজ্জ করছে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্র আর্থ-সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তেমন কোনো উন্নয়নের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রশিক্ষণবিহীন হজ্জ এর অন্যতম কারণ। সুতরাং হজ্জের সত্যিকার ফল লাভ করতে হলে অবশ্যই হজ্জের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উম্মাহর সদস্যদের মাঝে মানসিক পরিবর্তনের এবং হজ্জের নিগুঢ় রহস্য উপলব্ধির প্রচেষ্টা চালানোও মুসলিম উম্মাহর নেতৃবৃন্দের অন্যতম কার্যক্রম হওয়া উচিত।

---

[৯৯৩]. এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্যকর্তব্য। আরকেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। (আল-কুরআন, ০৩ : ৯৭)

[৯৯৪]. এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও, এরা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, এরাআসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে । (আল-কুরআন, ২২ : ২৭)

[৯৯৫]. হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাসসমূহে। এরপর যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্যে হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ্তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর। (আল-কুরআন, ২ : ১৯৭)

তাই মুসলিম উম্মাহর ঐক্য কেন্দ্রীক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু প্রচলিত প্রশিক্ষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও তার ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা শিখনফল কেন্দ্রিক সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে কিছু সুপরিশ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

৭.২.৫. হজ্জ-এর প্রশিক্ষক

- হজ্জ ব্যাবস্থাপনার সাথে হজ্জ পালনকারী, হজ্জ গাইড, হজ্জ এজেন্ট, বিমান কর্তৃপক্ষ, হজ্জ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং পরিবহন, আবাসন ও নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং ইমাম, খতিব ও সর্বস্তরের দাওয়াতের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগণ সকলকেই প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

- হজ্জের প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ্যতাসম্পন্ন, আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন মুসলিম যারা হজ্জ বিষয়ক কুরআনের আয়াতসমূহের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষনসহ জ্ঞান রাখেন, রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হজ্জ এবং এ সম্পর্কিত হাদীস শরীফে বর্ণিত তাঁর বাণীসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন এবং নিজেদের আমল-বিশুদ্ধ ও নামাযের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে হিফাযতকারী, তাদেরকে নির্বাচন করতে হবে।

- এছাড়াও প্রশিক্ষকগণ হবেন ভাল আচার-আচরণের অধিকারী এবং হৃদয়ে হজ্জ ও উমরা পালনকারীর জন্যে দরদ ও ভালবাসা লালনকারী এবং ত্যাগ ও কুরবানির মানসিকতাসম্পন্ন।

- এবং উম্মাহর ঐক্যের ক্ষেত্রে হজ্জের তাৎপর্য ও এ মৌলিক ইবাদতের নিগুঢ় রহস্য, হজ্জের ঐতিহাসিক তাৎপর্যন্ত এবং নিদর্শনাবলী সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তবজ্ঞানের অধিকারীগণ প্রশিক্ষক হিসেবে অগ্রাধিকার পাবেন।

৭.২.৬. হজ্জ-এর প্রশিক্ষণার্থী

- হজ্জ যাত্রীগণকে কেবলমাত্র থাকা খাওয়া যাতায়াত সহ অন্যান্য বৈষয়িক বিষয়াদী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা সমালোচনা করা থেকে বিরত রেখে সঠিক জ্ঞান ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

- হজ্জ এজেন্টগণকে কেবল বৈষয়িক ব্যবসার প্রসারে হজ্জকে ব্যবহার করার মানসিকতা পরিহার করে এর পাশাপাশি হজ্জে যেতে আগ্রহী মুসলিম উম্মাহর সদস্যগণকে হজ্জের আসল স্বাদ অর্জন করার প্রতি আগ্রহী করার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৭.২.৭. হজ্জ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু

হজ্জ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা পূর্বেই প্রস্তাবনা ও সুপারিশে আলোচনা করেছি যে, হজ্জের প্রশিক্ষণ হবে দীর্ঘমেয়াদী।

- হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।
- হাজিদের সম্মান, মর্যাদা ও অবস্থার বর্ণনা ।
- হজ্জ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি।
- হজ্জ-এর ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা।
- হজ্জ-এর নিয়ত।
- তরজমাসহ হজ্জ সম্পর্কিত আল কুরআনের আয়াত পাঠ ও পর্যালোচনা।

- হজ্জ-এর ফযীলত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ হাদীস পাঠ ও পর্যালোচনা।
- অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ তালবিয়া আত্মস্থ করা।
- ইহরামের গুরুত্ব তাৎপর্য শিক্ষা ও পদ্ধতি।
- তওয়াফ সংক্রান্ত আলোচনা ।
- সায়ী সংক্রান্ত আলোচনা ।
- নফল উমরা সংক্রান্ত আলোচনা।
- ওকুফে আরাফা সংক্রান্ত আলোচনা ।
- ওকুফে মুযদালিফা সংক্রান্ত আলোচনা।
- ওকুফে মিনা সংক্রান্ত আলোচনা।
- কুরবানি সংক্রান্ত আলোচনা
- মাথা মুণ্ডান বা চুল কাটা সংক্রান্ত আলোচনা ।
- নামায সংক্রান্ত আলোচনা (ফরয, দুই সালাত একত্রিক করা, কসর, বিতির ও জানাযা)।
- মদীনা শরীফ যিয়ারত ও রওযাজে আত্বহারে সালাম প্রেরণ সংক্রান্ত আলোচনা ।
- দু'আ সংক্রান্ত (গুরুত্ব, মুখস্তকরণ ও অর্থ জনা) ।
- আল-কুরআন ও এর সার্বিক নির্দেশনা সংক্রান্ত আলোচনা।
- ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন সংক্রান্ত আলোচনা।
- সফর সংক্রান্ত আলোচনা (খাবার, চিকিৎসা, বাসস্থান, সাথীদের সঙ্গে মু'আমিলাত ইত্যাদি)।
- কেনা-কাটা সংক্রান্ত আলোচনা।
- মানবসেবা সংক্রান্ত আলোচনা।
- ভবিষ্যত কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা।
- হজ্জের আনুষ্ঠানিক বিবরণ।
- পূর্ব প্রস্তুতি ও সফরের সরঞ্জামাদি সংক্রান্ত বিবরণ।[৯৯৬]

এর প্রত্যেকটি বিষয়ই শিখনফলকে কেন্দ্র করে সুবিন্যস্ত করতে হবে। প্রত্যেকটি বিষয়ের (ক) পরিচয়, (খ) উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, (গ) বিষয়কেন্দ্রীক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, (ঘ) হজ্জের সাথে উক্ত বিষয়ের সম্পৃক্ত হওয়ার তাৎপর্য, (ঙ) একজন মুমিন ব্যক্তিকে মুহসিন পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টি বা আমলের গুরুত্ব/ ভূমিকা, (চ) ব্যক্তির উন্নয়নে হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো কী প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং (ছ) বিষয় বা আমলের সার্বজনীন শিক্ষা কী, ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে কারিকুলাম তৈরি করে হজ্জ আদায়কারীদের বছরব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা হজ্জের কাঙ্ক্ষিত ফায়দা, মুসলিম উম্মার ঐক্য , শুধু বক্তব্য আর কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

৭.২.৮. সৌদি কর্তৃপক্ষের সমীপে

- পবিত্র মক্কা মু'আজ্জামাহ এবং উভয় হারাম এলাকাতো মুসলিম উম্মহ্‌র বিরাট দেহের মস্তিষ্ক কিংবা হৃৎপিণ্ড সাদৃশ। তাই ইসলামের এ কেন্দ্রভূমিতে, এখানকার জনগণের মাঝে, খালেস ইসলামী জীবন ধারার বাস্তবরূপ বিদ্যমান থাকা জরুরী। যাতে প্রতিবছর দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম উম্মাহর

[৯৯৬]. মূল তথ্য গ্রহণ : প্রফেসর ড. মো. আব্দুল্লাহেল বাকী, হজ্জ *সহায়িকা*, ঢাকা : কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২০১৯, পৃ. ১৬৭

সদস্যবৃন্দ এখান থেকে, এখানকার অধিবাসীদের ব্যবহারিক জীবন অনুকরণে খালেস ইসলামী জীবনব্যবস্থা এবং এর ব্যবহারিক শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

- যে ভক্তি ও আশা নিয়ে প্রতিবছর মুসলিম জাহানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিম উম্মাহর সদস্যবৃন্দ এখানে আগমন করে, সে ভক্তিপূর্ণ মনের স্থিতিঅবস্থা যেন বিরাজ থাকে এবং তারা যেন ঈমানের যে অবস্থা নিয়ে হজ্জ পালন করতে এসেছিল সে অবস্থার থেকে ঈমানের স্তর আরো উন্নীত হয়, এ লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- হারামাইনের সেবার করার যে মর্যাদা এবং এর মাধ্যমে উম্মাহ্র সদস্যবৃন্দ ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত সম্মানকেই বড় করে না দেখে এর ইবাদতের দিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। ইবাদত পালনে সহযোগিতা এবং হজ্জের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালনে সহযোগিতা যেন শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে (প্রত্যেক সেবার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ) গ্রহণ করা না হয় সে ব্যাপারে পদক্ষে গ্রহণ করতে হবে।

৭.২.৯. প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সমীপে

উপর্যুক্ত সুপারিশমালার সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বমহল, যেমন- হজ্জ এজেন্সী, বিমান কর্তৃপক্ষ, ওভারসীজ ব্যবসায়ীবৃন্দ, হোটেল মালিকগণ ইত্যাদি যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হজ্জের বিভিন্ন কার্যাবলীর সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত তাদের সমীপে নিম্নবর্ণিত কিছু সুপারিশ পেশ করা হলো।

- হজ্জ পালনের খরচ দেশের জনগণের সাধ্যানুপাতে ন্যূনতম পর্যায়ে নির্ধারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- বছরের অন্যান্য সময়ে একই রুটে বিমান ভাড়া যে পরিমাণ নির্ধারিত থাকে, হজ্জের সময়ও একই ভাড়া নির্ধারিত রাখা।

- হজ্জের সময় প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নিজ দেশের যাত্রীদের পরিবহনের ক্ষেত্রে বিমানের ব্যবস্থাপনা কিংবা সমুদ্রপথের ক্ষেত্রেও নৌযানের ব্যবস্থাপনা উম্মুক্ত রাখা। সুনির্দিষ্ট এয়ারলাইন্স কিংবা নৌযানকে দায়িত্ব প্রদান করলেও পূর্ব থেকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থা করা যাতে হজ্জ যাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোনোরূপ কষ্ট অসুবিধায় পড়তে না হয়। কিংবা বিমান বা নৌযানের অভাবে হজ্জে যাওয়া বাধাগ্রস্ত না হয়।

- হজ্জ উপলক্ষে ব্যবসায়ী মনোভাবে সব ব্যবস্থাপনা না করে, হজ্জের আনুষঙ্গিক কাজে জড়িত করে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সেবা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের এ মহান ইবাদতের সহযোগিতাকেও ইবাদত মনে করে গ্রহণ করা।

- যে মুসলিম উম্মার ঐক্য কে কেন্দ্র করে এ হজ্জের পুরো ইবাদতকে সাজানো হয়েছে, কিংবা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে যে ইবাদাতের মাধ্যমে উম্মাহর ঐক্য সাধন সম্ভব, সে উম্মাহ্র একজন সদস্য হিসেবে নিজের কৃত সেবাকে এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা।

৭.২.১০. হজ্জ আদায়কারীর পরবর্তী করণীয়

৭.২.১০.১. হজ্জ সম্পন্নকারী উম্মাহ্‌র সদস্যগণের পরবর্তী জীবনযাপন

হজ্জ পরবর্তী করণীয় বিষয়ে কুরআন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছে। হজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত হওয়ার পরে হাজিকে ব্যাপকভাবে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ, দুনিয়া পাগল না হওয়া, শিরক থেকে দূরে থাকা, মিথ্যাচার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৯৯৭] আল-কুরআনের এ বর্ণনা হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে একজন হাজী তাঁর হজ্জ পরবর্তী জীবনযাপন কেমন হবে তা উপলব্ধি করতে পারবে। নিম্নে হজ্জ সম্পন্ন করে আসা মুসলিম উম্মাহর সদস্যবৃন্দের প্রতি তাদের পরবর্তী জীবন পরিচালনার জন্য কিছু সুপারিশ পেশ করা হলো:

(ক) আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা অটুট রাখতে হবে

মুসলিম উম্মাহ্‌র কেন্দ্রভূমি ও পৃথিবীর পূণ্যতম স্থানসমূহ ভ্রমণ এবং অসংখ্য নিদর্শন অবলোকনের মাধ্যমে একজন হাজি সম্মানিত ও মর্যাদাশীল হয়। তিনি তো মহান আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারই মেহমান হিসেবে হজ্জের মত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইবাদত পালন করে এসেছেন। হাজী সাহেবকে তাঁর এ মর্যাদা ও সম্মানকে সর্বদা স্মরণ রেখে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে হবে। পাপমুক্ত জীবন যাপন করতে হবে। এ সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী কোনো কাজ তিনি করবেন না। হজ্জে যাওয়ার পূর্বের জীবনের তুলনায় হজ্জ পরবর্তী জীবন আরো পরিশীলিত ও আল্লাহ্‌ ও পরকালমুখী হতে হবে।

(খ) প্রাপ্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে

হজ্জ করার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন ছিল মহান আল্লাহ তার সবকিছু হাজিকে দান করেছেন। অর্থ-সম্পদ, শারীরিক যোগ্যতা, মানসিক শক্তি-ক্ষমতা, উপযুক্ত সময়। হাজী সাহেবের অতীত জীবনের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে এরূপ উপলব্ধি হৃদয়ে গ্রোথিত করতে হবে। একজন হজ্জ সমাপ্তকারী ব্যক্তিকে এসব অবিস্মরণীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ রেখে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে নিয়মিত আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হেব।

হাজী সাহেবকে তার আহাল-পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে তাঁর প্রাপ্ত হজ্জের এ নিয়ামত সম্পর্কে সদা-সতর্ক থাকতে হবে। অন্যান্যদেরকে হজ্জের নেয়ামত পাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ও উৎসাহী করতে হবে। হাজিরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী অবলোকনের মাধ্যম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালার অগণিত বান্দাদেরকে এ নিয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(গ) হজ্জ আদায়কারীর সতর্কতার সাথে পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে হবে

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা হজ্জ আদায়কারীর মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা এবং আমল-অভ্যাস ও আচরণের যত কালি বা ময়লা জমানো ছিল, সবকিছু ধুয়ে মুছে ছাপ করে দেয়। হজ্জের আনুষ্ঠানিকতায় ইহরামের কাপড়ে যেমন বিত্তশালী, কম-বিত্তশালী, কালো, সাদা, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ সব অঞ্চলের সব মানুষকে একই আবরণের একত্রিত করে; ঠিক তেমনি হজ্জে মাবরুরের মাধ্যমে হজ্জ আদায়কারীর হৃদয় পূর্বে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ধবধবে সাদা কাপড়ের ন্যায় শুভ্রতা লাভ করে। তাঁর বসবাসকৃত বাড়ি, গ্রাম ও অঞ্চলের মানুষও তাঁকে অনুরূপ সম্মানের সাথে মূল্যায়ন করে থাকে এবং পবিরবর্তিত একজন মানুষ হিসেবে গণ্য করে। ৪০ দিন পর্যন্ত মানুষ তাঁর নিকট দু'আ নিতে আসে। খুবই গুরুত্ব সহকারে হজ্জ আদায়কারীকে এই সম্মান ও গোনাহমুক্ত জীবনকে লালন করতে হবে। এই অবস্থাতে তাঁর দায়িত্বাধীন এলাকায় উম্মাহর ঐক্যের জন্য কাজ

---

[৯৯৭]. পূর্বোল্লিখিত : আল-কুরআন, ০২ : ২০৩

করতে হবে। দুনিয়ার কোনো লোভ যেন হজ্জ আদায়কারীর চিন্তা চেতনা আমল আখলাকে নতুন করে কোন কলুষতা যুক্ত না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ নযর রাখতে হবে ও যত্নশীল হতে হবে। সাথে সাথে উম্মাহ্‌র সামগ্রিক স্বার্থে তাঁকে পৃথিবী থেকে পাপ ও পাপের উৎসসমূহের মূলোৎপাটনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) পঙ্কিলতার সাগরে গা-ভাসিয়ে চলা যাবে না

লোহা যেমন যখন মাটি পানি ও আলো বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে তাতে মরিচা ধরে। এমনকি এভাবে অযত্নে পড়ে থাকেলে তা একসময় মাটিতে মিশেও যেতে পারে। লোহার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়। হজ্জের কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে একজন সাধারণ মুসলমান অন্যদের তুলনায় পাপহীনতা ও মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভের মাধ্যমে অসাধারণ মানুষে পরিণত হন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে দুনিয়ার জিন্দেগী যাপনের নানা কাজে, কারণে-অকারণে ধীরে ধীরে তার মধ্যে ক্ষয় শুরু হতে পারে। তাই তাকে নিয়মিত দীনের চর্চা ও আমলের ওপর অটল থাকতে হবে। নতুবা ও দামী লোহা যেমন একসময় অস্তিত্বও হারাতে পারে ঠিক তেমনি হজ্জ আদায়কারীও তার প্রাপ্ত মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হতে পারেন। সুতরাং তাঁকে সাবধান থাকতে হবে যেন তার অগোচরে তার মধ্যে এ ধরনের ঘাটতি দেখা না দেয়।

(ঙ) হজ্জের সময় অর্জিত গুণগুলো হাজী সাহেবকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে

১. ইহরাম : শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ

হজ্জ আদায়কারীকে মনে রাখতে হবে- সে একবার ইহরাম পরিধান করেছিল। তার সব ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের আশায় পরিত্যাগ করেছিল। তখন সে কেবল শরীআহ্ নির্ধারিত বিষয়াদিই পালন করেছে। তাই প্রত্যেক হাজী সাহেব তাঁর বাকী জিন্দেগী কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনের জন্যই সবকিছু করবে। মুসলিম উম্মাহ্‌র যে সদস্য একবার আল্লাহর রহমতে ইহরামের স্বাদ আস্বাদন করেছে, সে কখনও নিজের কামনা বাসনার কাছে সমর্পিত হতে পারে না।

২. তালবিয়া : যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহর সামনে হাজির

হজ্জ পালনকারী মুসলিম, যার সৌভাগ্য হয়েছিল আল্লাহর জন্য নিজেকে সমর্পন করার। যিনি বলেছিলেন- তালবিয়া- 'হাজির হে আল্লাহ্ আমি হাজির'। তিনি কখনোই তালবিয়ার কথা ভুলে যেতে পারে না। তালবিয়ার প্রতিটি শব্দ এখনও তাঁর কানে বাজে। তিনি তালবিয়ার মর্ম অনুধাবন করেন এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান ভেবে পুলকিত হন। তালবিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী বাকী জীবনেও তিনি সব সময় আল্লাহর প্রশংসা করেন, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জানায় এবং সব রাজত্ব ও শক্তি ক্ষমতা আল্লাহর এটি তিনি দৃঢ়ভাবে লালন করেন। তিনি ভুলেও এসব ব্যাপারে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরিক করে না। তালবিয়ার মাধ্যমে তিনি যে আল্লাহর ডাকে হাজির থাকার অভ্যাস অর্জন করেছেন, কোনক্রমেই সে তা হাতছাড়া করবেন না। আল্লাহর পথে ডাক এলে তিনি সদাজাগ্রত থাকবেন।

৩. তওয়াফ : যেন চলন্ত নামায

হজ্জ পালনকারী মুসলিম উম্মহ্‌র সদস্য জীবনে বহু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ অর্জন করেছেন। মহান আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা দেখেছেন। কাবার চারপাশে তাওয়াফের স্বাদ আস্বাদন করেছেন। মহান আল্লাহর রহমতে সিক্ত হয়েছেন। তাওয়াফের আত্মোপলব্ধি তাকে বারবার কা'বার চত্ত্বরে নিয়ে যেতে চায়। অসুস্থতা, দুর্বলতা, দূরত্ব বা ভিড়সহ সব ধরনের বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে হজ্জ আদায়কারীর উচিত জীবনের সর্বাবস্থায় সেই সেই কা'বার মালিকের আদেশ-নিষেধের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে পরিভ্রমণে রাখা। তওয়াফকে কেহ কেহ চলন্ত নামায বলে আখ্যায়িত করেন। পৃথিবীর অন্য সব মসজিদে প্রবেশ করার

সাথে সাথে দু'রাকাআত নফল (দুখুলুল মসজিদ) নামাজ পড়ার নিয়ম আছে, কিন্তু কা'বায় প্রবেশের পর সেটি রূপান্তরিত হয় তাওয়াফে। হজ্জ আদায়কারী তওয়াফের মর্ম উপলব্ধি করে থাকলে, পৃথিবীর আর কোন কিছুই তাকে মহান প্রভুর আকর্ষণ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তিনি নামাযে যেমন তাওয়াফের উপলব্ধি করবেন। যত্নসহকারে নামায হিফাজত করবেন, তেমনি অন্যান্য মুসলিমকে নামাযে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৪. কুরআনের আলোয় আলোকিত হতে হবে

হজ্জ শেষে একজন মুসলিম খুব যত্নসহকারে জমজমের পানি, খেজুর, আতর, তাসবিহ, জায়নামাযসহ অনেক কিছু নিয়ে আসেন। কিন্তু হজ্জের অনুষ্ঠানিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো আল-কুরআন। অন্য যা কিছু হাজী সাহেব নিয়ে আসেন তা কোনো না কোনো সময় শেষ হবে, কিন্তু কুরআন তখনও থেকে যাবে। আতর সুগন্ধির আমেজ বাতাসে নিমিশে নিঃশ্বেষ। কুরআনের সুগন্ধির পরশ সারাক্ষণ অনিমেশ। কুরআন হাতছাড়া হলে সব শেষ। তাই হজ্জ আদায়কারীকে সেই কুরআন ধরে রাখতে হবে পূর্বের থেকে আরোও শক্তভাবে। কুরআনের আলোয় আলোকিত হতে হবে, আলোকিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই কুরআন পরকালে তার সঙ্গী হবে।

৫. আরাফা : এ ঐক্যবদ্ধ জমায়েতই যেন হজ্জ

হাদীস শরীফে এসেছে হজ্জ হলো আরাফার ময়দানে অবস্থান। এটি হজ্জের ফরজ বিধান। ৯ জিলহজ্জ প্রত্যেক হাজীকে আরাফার মাঠে থাকতে হয়। হজ্জ আদায়কারী প্রত্যেক মুসলিম দেখেছে আরাফা কীভাবে ভাষা পোশাক এবং কর্মজীবনের তারতম্য অতিক্রম করে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সদস্যদেরকে একত্রিত করেছিল। কীভাবে নানা তারতম্যের বিশ্ব মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আরাফার মাঠে অবস্থানকারী হাজি সে দৃশ্য ভুলতে পারে না। তার মনে ও আচরণে ভাষা গোত্র, বর্ণ নানাবিধ কৃত্রিম ভেদাভেদের বীজ মাথাচাড়া দিতে পারে না। হাজি চিন্তা চেতনা ও কাজ কর্মের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব সংকীর্ণ অবস্থানের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই হাজী সাহেবকে মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ দূর করে সবাইকে একই মালিকের গোলামীর আনন্দে নিজেকে যুক্ত করে একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. মুযদালিফা : শিক্ষা নিতে হবে একাকীত্বে রবের সান্নিধ্যের

মুযদালিফায় সহায় সম্বলহীন অবস্থায় রাত্রি যাপনের অভিজ্ঞতা হজ্জ আদায়কারী প্রত্যেক মুসলিমেরই রয়েছে। হাজী সাহেব শূন্য হাতে সহায় সম্বলহীন ও নির্ভেজাল একাকিত্বের মধ্যে মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পায়। প্রকৃত আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য প্রত্যাশী মুসলিম এ সুযোগ লাভের পর, আর কোনদিন বৈষয়িক সুবিধার দিকে অন্যায়ভাবে হাত বাড়ায় না। মালিকের জন্যে সব কিছু বিলিয়ে দেওয়ার আনন্দ উপভোগকারী কখনও আবার মালিক সাজার অপচেষ্টা করে সেগুলোর মধ্যে নিজেকে বন্দী করতে পারে না। সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য বস্তুর উপরে নির্ভর না করে, স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে হবে। কেবল আল্লাহ্‌র জন্য আমাদের সবার জীবন আর তার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে এ উপলব্ধি হাজী সাহেবের অন্তরে সদা জাগ্রত থাকতে হবে।

৭. মিনা : কুরবানি আর ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হতে হবে

'মিনা' হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.)-এর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটাতো ঐতিহাসিক সেই ত্যাগের স্থান। শয়তানকে প্রতিরোধের স্থান। একজন হাজী সাহেব মিনায় অবস্থান করে জামারায় পাথর নিক্ষেপ করেন। শয়তানের বিরূদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করেন এবং কুরবানি করে। শয়তানকে প্রতিরোধ করার ইব্রাহীম (আ.)-এর ঐতিহাসিক ঘটনাকেই যেন প্রতি হজ্জে পুনরাবৃত্তি

করা হয়। মুসলিম উম্মাহ্‌র এই সুনির্দিষ্ট সদস্যবৃন্দকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তাই মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রত্যেক সদস্যতে তিনি শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে সাবধান-সতর্ক করবেন। নিজেও বেঁচে থাকবেন। হজ্জ পরবর্তী জীবনে শয়তানকে ক্ষত বিক্ষত করার জন্য হাজিকে প্রবল শক্তি অর্জন করতে হবে। প্রখর বুদ্ধিমত্তা বিশুদ্ধ আমল ও সুন্দর আখলাকে তৈরি নিত্যদিনের পাথরই কেবল তাকে বধ করতে পারে। আর কুরবানি হাজী সাহেবকে আল্লাহর জন্যে সময় সম্পদ ও শক্তি-ক্ষমতা বিলিয়ে দেওয়ার যে শিক্ষা প্রদান করা তাও তিনি সমাজে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন।

৮. মদিনা : রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি

'মদিনা' মু'মিন-মুসলিমের স্বপ্নের শহর। প্রিয় রাসূলের বিচরণ স্থান। উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যই এক সীমাহীন ভালোবাসা লালন করেন। নবী (স.)-এর এই শহরের প্রতি। কেননা, সেখানে ঘুমিয়ে আছেন প্রিয় রাসূল (স.)। তাই প্রত্যেক হাজী সাহেব হজ্জের সফরে মদীনার জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখেন। তিনি তার মহব্বতের সালাম পৌঁছান রওজাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাহ্য়। এ সময় সে গভীরভাবে উপলব্ধি করে আল্লাহর পথে থাকার জন্যে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর অনুসরণের গুরুত্ব।

মদীনা মুসলিম উম্মাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কীভাবে মদিনার আপামর জনগণ রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাছে নিজেদের জান মাল উৎসর্গ করে এবং প্রতিটি বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদেশ নিষেধ আন্তরিকভাবে পালন করে মদিনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল আল্লাহর প্রতিশ্রুত শান্তিময় রাষ্ট্র। এখানে হজ্জ আদায়কারী রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বাসভবন, ও তাঁর রওজায়ে আত্বহার, তাঁর জন্যে জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীদের অপেক্ষার স্থান বা আসহাবে সুফফা এবং রসূল (স.)-এর সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র মসজিদে নববি ইত্যাদি চাক্ষুস অবলোকন করেন। অনুভব করেন। আস্বাদন করে রিয়াদুল জান্নাতের বেহেশতী আমেজ। মদিনায় থাকা অবস্থায় উম্মাহর সদস্যগণের সুযোগ হয় বাকী কবরস্থান, মসজিদে কিবলাতাইন, মসজিদে কুবা, খন্দক ও ওহুদের প্রান্তর দেখার। এসব ঐতিহাসিক সত্যাসত্য স্থানসমূহের শিক্ষা হাজির মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের অসম্ভব আবেশ সৃষ্টি করে।

মদীনায় হাজী সহেব যেন নিজের কাছেই নিজে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হন যে, এখন নবিবিহীন আদর্শ, রসূলবিহীন দল, আর মুহাম্মাদ (স.) বিহীন নেতৃত্বে সে আর আকৃষ্ট হবে না। এ প্রতিশ্রুতির অনুভূতি তাকে ভুল আদর্শ, ভুল নেতৃত্ব এবং ভুল আনুগত্য থেকে হাজি বেঁচে থাকার সাহস যোগায়। দৈনন্দিন জীবনে মুহাম্মাদ (স.)-এর পরিবর্তে নিজ অথবা প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী চলার তিক্ত অবস্থান থেকে নিজেকে এবং সমাজকে মুক্ত করার জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। কেননা, উত্তম আদর্শ তো তিনি (স.)।

সমাজের কোনো শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্য হজ্জ সুনির্দিষ্ট নয়। এ মৌলিক ইবাদক সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য উম্মুক্ত। সবার সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র এবং পুরো জাতি (উম্মাহ) পরিচালিত হয়। তাই হজ্জ আদায়ের মাধ্যমে সম্মানিত ও বিশেষায়িত প্রত্যেক শ্রেণী-পেশার হাজী সাহেবানদের দায়িত্ব হলো- নিজ নিজ শ্রেণী-পেশার সার্বিক অবস্থানে হজ্জ আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো।

(চ) মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের ডাক দিয়ে যেতে হবে

হজ্জ মুসলিম উম্মাহ্‌কে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। এ ইবাদাতে সারা বিশ্বের মুসলিমদের একত্রিত হয়ে বছরে একবার আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মাণ হতে হয়। তাই হজ্জ সংক্রান্ত বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করেই হজ্জে গমণ করা জরুরী। একজন হাজী সাহেব জানেন যে, না জেনে, না শুনে হজ্জ পালনের কত সমস্যা। তার অভিজ্ঞতার আলোকে সেজন্যে পরবর্তী সময়ে হজ্জ পালনকারীদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। উম্মাহ্‌র ঐক্যের জন্য দায়িত্ব পালনের উপলব্ধি থেকে একজন হাজী সাহেব অন্তত এমন চিন্তা

প্রথম থেকেই করবেন যে, তিনি নিজেকে তৈরি করবেন, প্রথম থেকেই খোঁজ খবর রাখবেন, পরিকল্পনা নিবেন- প্রতি বছর অন্ততঃ একজনকে মনের মত করে তৈরি করে হজ্জে পাঠাবেন।

উপসংহার

হজ্জ-এর আনুষ্ঠানিকতায় মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রত্যেক সদস্য ইহরামের কাপড় পরিধানের সাথে সাথে এবং হজ্জের রোকণসমূহ আদায়কালে সম্মিলিতভাবে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন- "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাকা"। এই লাব্বাইক ধ্বনির মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা তাঁরই আহ্‌বানে সাড়া দিয়ে বজ্রকণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করেন যে, সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, সারা বিশ্বের রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। আমরা তারই ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁরই বিধান মেনে চলব, ইস্পাত কঠিন সংকল্প নিয়ে চলব। আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে আমাদের জীবন গেলেও আমরা তাতে কুণ্ঠাবোধ করব না। ইসলামের ঐক্যের মূল শক্তি এ ঘোষণার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর রাজত্ব মেনে নেওয়ার মাধ্যমে মানবীয় সকল নিন্দনীয় গুণাবলী বর্জন করা সম্ভব। দ্বীনের প্রতিষ্ঠা এবং এ দ্বীনকে সমস্ত দ্বীনের ওপর বিজয়ী করার লক্ষ্যকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত করতে পারলেই জাগতীক সমস্ত লোভ, সুনাম কিংবা বদনামের ভয়, ইত্যাদি কোনোভাবে কার্যকর থাকে না। কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনই জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। ঐক্য প্রতিষ্ঠা তখন কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। হজ্জ মুসলিম উম্মাহ্‌র সদস্যদের মাঝে এরকমই একটি মানসিক অবস্থার পরিবেশ তৈরি করে দেয়। তাছাড়া উম্মাহ্‌র সদস্যবৃন্দ তো আল্লাহ তাআলার সেই আয়াত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, যেখানে বলা হয়েছে- "বল, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে"-(আল-কুরআন, ৬ : ১৬২)। আর হজ্জ মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি নির্মোহ্ মঞ্চ তৈরি করে দেয়। আমার এ গবেষণায় আমি এ বিষয়টিকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি।

হজ্জের সফরে উম্মাহর সদস্যবৃন্দের অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, কোনো পার্থিব স্বার্থের আকর্ষণ নয়, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকুতিটুকু কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এভাবে হৃদয়ের গভীরে অঙ্কুরিত হয় বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ। হজ্জের এ মহা সমাবেশে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ্‌র বাছাইকৃত সদস্যবৃন্দ এমন একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত হন, যা মানবজাতির প্রথম আবাসস্থল। উম্মাহ্‌র যে সদস্য শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান, তার জন্য হজ্জ ফরয সাব্যস্ত হয়। তাই হজ্জের সমাবেশকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ তওহিদবাদী বিশ্বমানবের একটা সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল বিশ্ব সম্মেলন।

সমাজে মানুষে মানুষে যে সংঘাত-সহিংসতা, কলহ-বিগ্রহ, হানাহানি, খুনোখুনি, লুটতরাজ, হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা চলছে, এসব অনাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সবাইকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। ইসলাম চায় হজ্জের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট হউক এবং এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে শান্তি বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক। ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম কিংবা সুনির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী হজ্জের ন্যায় এমন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাহরণ উপস্থাপন করতে অক্ষম। আমার অভিসন্দর্ভে এ বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। আশা করছি আমার এ গবেষণা জ্ঞানের জগতে একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করবে এবং এটিকে কেন্দ্র করে আরো উচ্চতর গবেষণা সম্প্রসারিত হবে।

হজ্জ মুসলিম উম্মাহ্‌র সদস্যদেরকে অপূর্ব এক ঈমানি চেতনায় উজ্জীবিত করে তোলে। হজ্জ আদায়কারী দুনিয়ার সব কিছু থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র আল্লাহমুখী হয়ে যায়। ফলে মুমিন পার্থিব লাভের চেয়ে পারলৌকিক লাভকেই প্রাধান্য দেয় এবং পারলৌকিক সুখ শান্তির জন্য সদা কাজ করে। আর এতে তার ঈমান মজবুত হয়। আর ঈমানের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ কোনো জাতিকে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব নয়। তেমনি ঈমানের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ একটি উম্মাহ্ কোনোভাবেই ঐক্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে না।

আমার এ গবেষণায় আমি প্রমাণ করেছি যে, বিশ্বমানবতার মুক্তি ও উত্তরণে হজ্জ-এর গুরুত্ব অপরিসীম। হজ্জ বিশ্ব মুসলিমের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিজেদের মধ্যকার নানা সংঘাত, সংঘর্ষ এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে পরিত্রাণ পেতে হজ্জ হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মিলন। যেখানে মুসলিম উম্মাহ্ শপথ নিতে পারে মুসলিম উম্মাহ্র বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার।

আমার এ গবেষণায় আমি যে ফলাফল উপস্থাপন করেছি এবং যে সুপারিশমালা পেশ করেছি তা বাস্তবায়ন করা গেলে নিঃসন্দেহে বিশ্ব মুসলিমের জন্য তা হবে বিরাট একটি নিয়ামক। আর বিশ্ব মানবতা এর মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করতে পারবে তাদের হারানো শান্তিময় পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব।

সর্বোপরি বিজ্ঞ পাঠকমহল, গবেষকবৃন্দ এবং সর্বসাধারণ এ গবেষণাকর্ম থেকে উপকৃত হলেই কেবল আমার এ গবেষণাকর্মটি সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হবে। মহান আল্লাহর কাছে প্রত্যাশিত এ সার্থকতা ও সফলতা কামনা করছি।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

১। *আল-কুরআনুল করীম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭

২। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *তাফসীর আ'আরেফুল কোরআন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২,

৩। মুফতী মো : শফী, *তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন*, মদীনা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ

৪। ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪, [দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড

৫। আহমদ আল-কুরদী, *তাফসীরুল কুর'আনিল কারীম*, আরবী বিভাগ, মদীনা : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৯ হি.

৬। আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জুফী (র) [অনুবাদ : সম্পাদনা পরিষদ], *বুখারী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ থেকে ২০০৪, (২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম খণ্ড)

৭। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা আল-জু'ফী আল-বুখারী, *আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসার মিন উমুরি রসূলিল্লাহি স. ওয়া সুনানিহী ও আইয়্যামিহি [সহীহুল বুখারী]*, বৈরুত : দারু তুকিন্নাজাহ্, ১৪২২হি.

৮। আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী, *আস-সহীহ*, করাচীঃ কারখানা তিজারাতে কুতুব, ১৯৬১ খ্রি.,

৯। মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, দেওবন্দ : আল মাকতাবা আররহীমিয়া, ১৩৪৫হি.

১০। ইমাম আবু হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র) [অনু.- সম্পাদনা পরিষদ], *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, [৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড]

১১। মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী : আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬হি./ ১৯৫৬খ্রি.

১২। মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম*, বৈরুত : দারু এহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., খ. ২

১৩। ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র) [অনু. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ], *তিরমিযী শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ (১৯৯২ থেকে ২০০৭) [তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড]

১৪। আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা, *জামি'উত্ তিরমিযী*, দিল্লী : মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০খ্রি.

১৫। ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামে' আস-সহীহ সুনানুত তিরমিযী*, বৈরুত : দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসিল আরাবি, তা.বি., খ. ৩

১৬। ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র), *আবু দাউদ শরীফ*, তৃতীয় খণ্ড, [অনু. ড. আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক; সম্পা : অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ], ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ (তৃতীয় ও পঞ্চম খণ্ড)

১৭। আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশ'আস আস্-সাজিসতানী, *সুনান আবূ দাউদ*, কানপুর : আল্-মাত্বা আল্- মজীদী, ১৩৭৫ হি./ ১৯৩৫ খ্রি.

১৮। আবূ দুউদ সুলাইমান ইব্ন আশআস আসসিজিস্তানী, *সুনানু আবূ দাউদ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৪, খ-২

১৯। আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ*, বৈরুত : দারুল কিতাবুল আরাবি, তা.বি., খ.২

২০। সুলায়মান ইবনুল আশআস আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবু দাউদ*, দামেশক : দারুল ফিক্র, তা.বি., হাদীস : ১৯০৯, খ. ১

২১। হাফিজ শামসুদ্দিন ইবনু কায়্যিম, *তাহযীবু সুনান আবি দাউদ...*, মাকতাবা শামেলাহ, খ.১

২২। ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ, *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ (তৃতীয় ও ৫ম খণ্ড)

২৩। ইমাম আবূ 'আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন্-নাসায়ী, *সুনানুন্নাসায়ী*, লাহোর : মাকতাবা সালফিয়া, ১৯৮২

২৪। আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, তৃতীয় খণ্ড,অনু. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও অন্যান্য], ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২

২৫। ইমাম আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন য়্যাযীদ ইবন মাজা আল-কাযবীনী, *আস্‌সুনান লি-ইবনে মাজা*, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি.

২৬। মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ আবু আব্দুল্লাহ আল-কাযবীনী, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ২

২৭। আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল বিন হিলাল বিন আসাদ আশ-শায়বানী (র.), *মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বল*, বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৪১৯হি./ ১৯৯৮হি.

২৮। আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল*, বৈরুত : মুআস্‌সাতুর রিসালাহ, ১৪২০হি./ ১৯৯৯খ্রি.

২৯। ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রো : মাতবা'আ আশ্‌শারকিল ইসলামিয়া, তা. বি./ কায়রো, ১৮৯৫ খ্রি.

৩০। মালেক ইবন আনাস, *আল-মুআত্তা*, রিয়াদ : মুআস্‌সাতু যায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান, ১৪২৫হি./ ২০০৪খ্রি., খ. ৫

৩১। আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুম্মাম আস-সনআনী, *মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক*, বৈরুত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩হি., খ. ৫

৩২। আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আবু মুহাম্মাদ আদ-দারিমী, *সুনান আদ-দারেমী*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭হি.

৩৩। পীরজাদা মাহ্ফুযুল হক মুজাদ্দেদী [সংকলক.], *খোদাপ্রাপ্তি জ্ঞানের আলোকে বিশ্বওলী শাহ্সূফী হযরত ফরিদপুরী (কুঃ ছেঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত*, ফরিদপুর : বিশ্ব জাকের মঞ্জিল প্রেস, ২০১৫

৩৪। আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনে আবি শায়বা আল-কুফী, *মুসান্নান ফিল আহাদিসি ওয়াল আছার*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯হি. খ. ৩

৩৫। আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী (রহ.), *শুআবুল ঈমান*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪১০হি., খ.৩

৩৬। আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী আল-বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা ওফী যাইলিহি আল-যাওহার আন-নাকী*, হায়দারাবাদ : মাজলিস দায়েরাতুল মা'আরিফ, ১৩৪৪হি., খ. ৬,

৩৭। আবু বকর আহমাদ বিন আল-হুসাইন ইবন আলি আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, মিশর : মাজলিসু দা-ইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৪৪হি.

৩৮। আলী ইব্ন সুলতান মুহাম্মদ, *মিরকাতুল মাফাতিহ*, (শরহে মিশকাত), বৈরুত : দারুল ফিকর (১ম সংস্করণ), ২০০২, খ. ১

৩৯। আহমাদ বিন আল-হুসাইন বিন আলী বিন মুসা আবু বকর আল-বায়হাকী, *সুনান আল-বায়হাকী আল-কুবরা*, মক্কা : মাকতাবাতু দারুল বায, ১৪১৪হি./ ১৯৯৪খ্রি., খ. ১০

৪০। ইমাম আবু বকর আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদি লিন-নাশরি ও ওয়াত তাওযী', ১৪২৩হি./ ২০০৩খ্রি., খ. ৬

৪১। মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ আবু হাতেম আত-তামীমী, *সহীহ ইবনে হিববান*, বৈরুত : মুআস্সাতুর রিসালাহ, ১৪১৪হি./ ১৯৯৩খ্রি., খ. ৯

৪২। মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনি*, বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হি./ ১৯৯০খ্রি., খ.১

৪৩। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযায়মাহ আবু বকর আস-সালেমী, *সহীহ ইবনে খুযাইমা*, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৩৯০হি./ ১৯৭০খ্রি., খ. ৪

৪৪। আবু জাফর আহম ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামাহ আত-ত্বহাবী, *শরহু মুশকিলুল আসার*, বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪০৮হি./ ১৯৮৭খ্রি., খ.৩;

৪৫। আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযিদ আত্ব-ত্ববারী, *তাহযীবুল আছারি ওয়া তাফসীলুছ ছাবিতু 'আন রসূলিল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাল আখবারি (মুসনাদু 'আলী ইবনে আবি ত্বলিব)*, কায়রো : মাকতাবাতুল খানেজি, তা.বি. , খ.১

৪৬। আহমাদ বিন আলী বিন হাজ্র আবুল ফযল আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯হি., খ. ৪,

৪৭। আহমাদ বিন আলী বিন হাজর আবুল ফযল আল-আসকালানী, *ফতহুল বারী শরহু সহীহুল বুখারী*, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯হি. (৪র্থ ও ১১শ খণ্ড)

৪৮। ইমাম বুখারী (র), অনু. আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০১৪

৪৯। ইমাম যাহাবী, *মুখতাছারুল উলূ লিল আলীইল আযীম*, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, মাকতাবাতুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.

৫০। মওলানা আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ-১*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪

৫১। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল-খতীব, আত-তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, বৈরুত : আল-মাকতাবা আল-ইসলামী, ১৪০৫হি./ ১৯৮৫খ্রি., খ.২, ৫

৫২। মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন আব্দুল কাদের আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ*, বৈরুত : মাকতাবাতু লিবানানু নাশেরুন, ১৪১৫হি./ ১৯৯৫খ্রি., অনুচ্ছেদ : , খ. ১

৫৩। হাফিয আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইব্ন শরফুদ্দীন আন-নাবুবী, *রিয়াদুস সালেহীন*, রিয়াদঃ মুয়াস্সাসাতুল হারামাইনিল খাইরিয়্যাহ, তা. বি.

৫৪। লেখকমণ্ডলী [সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত], *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০খ্রি.

৫৫। ড. সাঈদ বিন আলী আল-কাহতানী, মাওলানা কারী সাঈদ আহমদ (র),অনু. মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ, মুফতি ফখরুল ইসলাম ফয়সাল], *ইসলামে হজ্জ ওমরা*, ঢাকা : দারুত তাকবীর, ২০২০

৫৬। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবনুল আব্বাস আল-ফাকেহী, *আখবাবুর মক্কাহ ফী কাদীমিদ দাহরি ও হাদীসিহি*, বৈরুত : দারু খদর, ১৪১৪হি., খ. ১

৫৭। আবু মুনীর ইসমাইল ডেভিড্স (অনু : রিয়াজ উদ্দিন), হজ্জ *পালনের শ্রেষ্ঠ উপায়*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৮

৫৮। মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *নবীদের কাহিনী (১)*, রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০

৫৯। আবুল বাক্বা আইয়ুব বিন মুসা আল-হুসাইনী আল-কুফুমী, *কিতাবুল কুল্লিয়াত (মু'জামু ফীল মুসতালিহাত ওয়াল ফুরুকুল লাগবিয়্যাহ)*, বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৮খ্রি., 'হা' অধ্যায়, খ.১

৬০। আবুল কাসেম সুলায়মান ইবন আহমাদ আত-ত্ববারানী, *আল-মু'জাম আল-আওসাত্ব*, রিয়াদ : দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি., খ. ৫, ১৩,

৬১। আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আল-জামে আস-সহীহ আল-মুছাম্মা সহীহ মুসলিম*, বৈরুত : দারুল আফাকিল জাদীদাহ, তা.বি., খ. ৪

৬২। মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, *উম্মাহ্র ঐক্য : পথ ও পন্থা*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১২

৬৩। মুহাম্মাদ বিন মুকার্রাম বিন মানযুর আল-আফরিকী আল-মিসরী, *লিসানুল আরব*, বৈরুত : দারু সাদের, তা.বি., খ.২,

৬৪। মুহাম্মাদ বিন মুকার্রাম বিন মানযুর আল-আফরিকী আল-মিসরী, *লিসানুল আরব*, বৈরুত : দারু সাদের, তা.বি., খ.৪

৬৫। শায়খ আল্লামা আবদুল আযীয বিন বায (র.) [অনু. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল কাফী ও আবদুর রব আফফান], *আকীদা বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল ওযু ও সালাতের বিবরণ হজ, উমরা ও যিয়ারত বহু বিষয়ের গবেষণা ও বিশ্লেষণ*, মক্কা : মুআস্সাসাতু আবদুল আযীয বিন বায আল-খাইরিয়্যাহ, তা.বি.

৬৬। শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ বকর আল-ফরগানী আল-মারগীনানী (র) [অনু. মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্], *আল-হিদায়া*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, প্রথম খণ্ড

৬৭। সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭

৬৮। সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ১৯৮৮

৬৯। সুলায়মান বিন আহমাদ আবুল কাসেম আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, মুলাফ্ফাতু ওয়া ওয়ারাদা আলা মুলতাকি আহলুল হাদীস, তা.বি., খ. ৩, ৭

৭০। সুলায়মান বিন আহমাদ বিন আইয়ূব আবুল কাসেম আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, মদীনা : মাকতাবাতুল উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৪০৪হি./ ১৯৮৩খ্রি., খ. ৭

৭১। হযরত মাওলানা আলহাজ আলমুহাদ্দিস মোহাম্মাদ যাকারিয়া ছাহেব (র.) [অনু. হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ যুবায়ের ছাহেব], *হজ্জের ফযীলত*, ঢাকা : দারুল কিতাব, ২০১৪

৭২। 'আফীফ 'আবদুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, [অনু : মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী] ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮৬

৭৩। ছালেহ ইবনু ফাওযান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ফাওযান, *ইয়া'নাতুল মুসতাফীদ বি শারহী কিতাবিত তাওহীদ*, বৈরুত : মুয়াস্সাসাতুর রিসা'লাহ, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), প্রথম খণ্ড

৭৪। ড. রাবী' ইবন হাদী 'উমাইর আল মাদখিলী, *মুযাক্কারাতুল হাদীসিন নাবাবী (স.)*, আরবী ভাষা বিভাগ, মদীনা : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, হিঃ ১৪০৬

৭৫। ড. সাঈদ বিন আলী আল কাহতানী ও মাওলানা কারী সাঈদ আহমদ (র)ভাষান্তর : মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ ও মুফতি ফখরুল ইসলাম ফয়সাল], *ইসলামে হজ্জ ও ওমরা*, ঢাকা : দারুত তাকবীর, ২০২০

৭৬। মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫

৭৭। অধ্যাপক এ কে এম বেলাল আহমেদ, হজ্জ *ওমরাহ ও জিয়ারত*, নোয়াখালী : নূর হজ্ব ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস, ২০১৭

৭৮। আ. ড. ওয়াহ্বাতুয যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ও আদিল্লাতুহু*, দামেশ্ক : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ৩

৭৯। আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র), *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, (প্রথম ও পঞ্চম খণ্ড)

৮০। আলাউদ্দিন আলী বিন হুসাম উদ্দিন বুরহানপুরী, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফআল*, দামেশ্ক : মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪০১হি./ ১৯৮১খ্রি., খ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

৮১। আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আল-জুরজানী, *আত-তা'রিফাত*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪০৫হি., খ. ১

৮২। আস্ সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস্ সুন্নাহ্*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৩, খ. ৩

৮৩। আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আল-মাক্বরী আল-ফায়ুমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর ফী গরীবিশ শারহুল কাবীর*, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, খ.১

৮৪। নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়িদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৪১২হি., খ. ৩

৮৫। ইব্রাহীম মুস্তফা-আহমাদ যিয়াত-হামেদ আব্দুল কাদের-মোহাম্মদ নাজ্জার, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, মক্কা : দারুদ দা'ওয়াত, ১৪২৭ হি./ ২০০৪ খ্রি.

৮৬। ড. সাঈদ বিন আলী আল-কাহতানী, মাওলানা কারী সাঈদ আহমদ (র), [অনু. মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ, মুফতি ফখরুল ইসলাম ফয়সাল], *ইসলামে হজ্জ ওমরা*, ঢাকা : দারুত তাকবীর, ২০২০

৮৭। ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসীর (রহ.), *আস-সিরাহ্ আন-নবুবিয়্যাহ*, খ. ৪, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৫হি./ ১৯৭৬খ্রি.,

৮৮। প্রফেসর ড. মো. আব্দুল্লাহেল বাকী, *হজ্জ সহায়িকা*, ঢাকা : কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২০১৯

৮৯। উম্মে আব্দুর রহমান (অনু.), *নবীজীর স. হজ্জ* [মূল : শায়খ আব্দুল্লাহ আল-বারনী আল-মাদানী, রসূলুল্লাহ্ *সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ক্যায়সে হজ্জ কিয়া*], ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১৮খ্রি.

৯০। ফুয়াদ আল খতীব, *ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা*, ঢাকা : বাংলাদেশ-সৌদিআরব মৈত্রী সমিতি, জুলাই ১৯৮০

৯১। মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *নবীদের কাহিনী (১)*, রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০

৯২। মুহাম্মদ আবদুর রহীম (অনু.), *ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনি, ২০১৪

৯৩। মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আইয়ুব বিন সা'দ শামসুদ্দিন ইবন কায়্যিম আজ-জাওযী (মৃ. ৭৫১হি.), *যাদুল মা'আদ ফী হাদিয়্যি খয়রুল ইবাদ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম সংস্করণ, ১৪১৫হি./ ১৯৯৪খ্রি., খ.২

৯৪। মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আইয়ুব বিন সা'দ শামসুদ্দিন ইবন কায়্যিম আজ-জাওযী (মৃ. ৭৫১হি.), *যাদুল মা'আদ ফী হাদিয়্যি খয়রুল ইবাদ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫হি./ ১৯৯৪খ্রি., খ.১

৯৫। মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *নবীদের কাহিনী (১)*, রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০

৯৬। মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)* [নবীদের কাহিনী-৩], রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

৯৭। মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *হজ্জ ও ওমরাহ*, রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১

৯৮। মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রউফ আল-মানাবী, *আত-তাওকীফ আলা মুহিম্মাতিত তা'আরীফ*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৪১০ হি., খ. ১

৯৯। মুহাম্মাদ বিন আবু বকর শামসুদ্দিন ইবনে কায়্যিম আল-জাওযী, *যাদুল মাআদ ফী হদিয়ে খইরুল ইবাদ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৪খ্রি., খ. ২

১০০। শায়েখ সফীউর রহমান মুবারকপুরী (সম্পা.), *পবিত্র মক্কার ইতিহাস*, ঢাকা: দারুস সালাম, ২০০৫

১০১। শাইখ আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায (রহ.)মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আল-কাফী], *আকীদা বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল*, মক্কা : মুয়াস্সাতু আব্দুল আযীয বিন বায আল-খাইরিয়্যাহ, তা.বি.

১০২। আলহাজ্ব অধ্যক্ষ শামছুল হক সাহেব [সম্পা. আলহাজ্ব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির চৌধুরী], *হজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারতে মদীনা*, ঢাকা : সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০৫

১০৩। আলহাজ্ব মোহাম্মদ মমিনুল হক, *মক্কা-মদীনা হজ্জ উমরাহ যিয়ারত*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০১৫

১০৪। ইমাম গাযযালী (র.), *তাসাউফ এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা*, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০১

১০৫। হযরত মাওলানা আলহাজ্জ আল-কারী সাঈদ আহম্মদ মুফতী ই আযম [অনু. মাওলানা আবুল কালাম মোঃ আবদুল লতিফ চৌধুরী], *হজ্জ ও মাসায়েল (মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ)*, ভারত (দিল্লী) : মাদরাসা ই মাযাইরুল উলূম, ২০০২

১০৬। Message of The Quran - Part 9: Surah At-Tawbah| Shaykh Dr. Yasir –র বক্তৃতা দ্রষ্টব্য। https://www.youtube.com/watch?v=bwCb4VecrrY.Avj-vb, 9 : 19-22

১০৭। হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১২৪ জুন, ২০২১ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট] (৯৫৮৯-৯০

১০৮। হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ (০৪ জুলাই, ২০২২ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট)

১০৯। Noss, J. B., *Mans Religions,* New York: Macmillan Publishing, 1980, 7th Edition, p- 496)

১১০। প্রফেসর ডা. মাওলানা গাজী নজরুল ইসলাম, "বায়তুল্লাহ (কাবা ঘর) ও হজ্জ পালনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ", অনলাইন : ফেইসবুক, আগস্ট ২০১৯, ১৩ পর্বের ধারাবাহিক পোস্ট, লিংক : https://www.facebook.com/gazinazrul.islam.9

১১১। দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল, ২০২২। সংবাদ শিরোনাম "কোন দেশের কতজন হজে যেতে পারবেন, জানাল সৌদি আরব"।

১১২। *মাসিক আল-ইখলাছ, আগস্ট ২০২২* ,অনলাইন-এ প্রকাশিত পত্রিকা (https://ikhlasbd.com/article_details/9567 I 9617]

Dhaka University Institutional Repository

১১৩। https://hajj.gov.bd/statistics/ (সংগ্রহের তারিখ : ২৬/০১/২০২৩)

১১৪। মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী : ৪/৭ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০১

১১৫। http://www.mora.gov.bd/site/page/ ইতিহাস-ও-পরিচিতি)

১১৬। https://at-tahreek.com/article_details/11177; অনুসন্ধান : ১০ মে, ২০২৩

১১৭। https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article2086276.bdnews

১১৮। https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-456631; অনুসন্ধান : ১০ মে, ২০২৩

১১৯। https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-461296

১২০। https://barta24.com/details/নিস্তার-নেই-ঘাটে-ঘাটে-হজ-এজেন্সির-প্রতারণা

১২১। https://islamithink.blogspot.com/2013/08/blog-post_4202.html

১২২। https://mawdoo3.com/_#cite_note-wxx9wou8qK-1

১২৩। https://old.dailyinqilab.com/article/112417/প্রতারক-হজ-এজেন্সির-বিরুদ্ধে-লিগ্যাল-নোটিশ-জারি

১২৪। https://www.banglatribune.com/national/284777/প্রতারণার-অভিযোগে-সাত-হজ-এজেন্সিকে-মন্ত্রণালয়ে-তলব

১২৫। https://www.bbc.com/bengali/articles/c72zgl3j134o#:~:text=এর%20আগে %20২০১৭ %20সালে%20এই,লাখ%20৯৭%20হাজার%20৯৯৭%20টাকা।

১২৬। https://www.bbc.com/bengali/news-40811007; অনুসন্ধান : ০৯ মে, ২০২৩

১২৭। https://www.dailynayadiganta.com/miscellaneous/381493/হজের-বিমান-ভাড়া-এবারো-দ্বিগুণের-বেশি

১২৮। https://www.dorar.net/feqhia/2877/-----

১২৯। https://www.jugantor.com/national/653481/এশিয়ার-৫-দেশের-চেয়ে-হজের-খরচ-বেশি-বাংলাদেশে;

১৩০। https://www.jugantor.com/national/government/351092/ওমরাহ-নিয়ে-ফেসবুকে-স্ট্যাটাস-এজেন্সিকে-নোটিশ-দিল-ধর্ম-মন্ত্রণালয়

১৩১। https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/569845/ভয়াবহ-প্রতারণার-ফাঁদে-১৭১-হজযাত্রী

১৩২। https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/656399/ কমছে-না-হজের-বিমান-ভাড়া

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩। https://www.ntvbd.com/religion-and-life/এবার-কোন-দেশে-হজের-খরচ-কত-জানেন-কি-1197485

১৩৪। https://www.prothomalo.com/bangladesh/মানবপাচারের-অভিযোগে-৩০-হজ-এজেন্সির-লাইসেন্স-বাতিল

১৩৫। https://www.prothomalo.com/old-prothomalo/২৬৮-হজ-এজেন্সির-বিরুদ্ধে-শাস্তিমূলক-ব্যবস্থা

১৩৬। https://www.prothomalo.com/old-prothomalo/৩০-হাজার-হজযাত্রীর-যাত্রা-অনিশ্চিত

১৩৭। https://www.prothomalo.com/old-prothomalo/আট-হজ-এজেন্সির-বিরুদ্ধে-মামলা

১৩৮। https://www.prothomalo.com/religion/islam/km9ja5witf; সংগ্রহের তারিখ : ১০ মে, ২০২৩

১৩৯। https://www.prothomalo.com/world/asia/tlxhxn0rve; সংগ্রহের তারিখ : ১০ মে, ২০২৩

১৪০। *Islamic Research Magazine,* KSA, Sep-Dec' 2002

১৪১। https://www.prothomalo.com/old-prothomalo/ হাজিদের-থেকে-আয়-১৬৫-কোটি-ডলার]

১৪২। Oxtoby, W.G., *World Religions,* New Yourk: Oxford University Press, 1996

১৪৩। Tiwari, K. N. Comparative Religion, Delhi: Shri Jainendra Press, 1997

১৪৪। Website : https://manaratalharamain.gov.sa/arafa

১৪৫। WIKIPEDIA, লিংক : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations